শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

চরিতামৃত

অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত

উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস,
২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণ
আশ্বিন, ’

মূল্য দশ টাকা

সূচীপত্র

বন্দনা

রামকৃষ্ণাষ্টকস্তোত্রম্ .... (৫)

গুরু-বন্দনা ... (৬)

ভক্ত-বন্দনা ... (৮)

প্রথম খণ্ড

শ্রীপ্রভুর জন্মকথা ... ১

শিবের আবেশ ... ৭

অতিথির বেশধারণ ও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন ৮

রঘুবীরের মালাগ্রহণ ... ১০

হনুমানের সঙ্গে খেলা ... ১২

গোচারণ ... ১৩

পাঠশালে অধ্যয়ন ... ১৭

পণ্ডিতগণের পরাভব ... ২১

চিনুশাঁখারীর মিষ্টান্ন ও মালাগ্রহণ ... ২৩

বিশালাক্ষীর আবেশ ... ২৫

পুঁথি-লিখন ... ২৭

কালীপূজা ও রমণীর বেশধারণ ২৯

খেলাছলে আসন-প্রদর্শন ... ৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণস্তবরাজঃ ৩৫

কলিকাতায় শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমন .. ৩৭

পুরী-প্রতিষ্ঠা ... ৩৯

পুরী-প্রবেশ এবং রাণী ও মথুরের সঙ্গে পরিচয় ৪৫

বিবাহ ... ৫১

গুরুমাতা-বন্দনা ... ৫৬

অনুরাগে কালীদর্শন ... ৫৮

তান্ত্রিক-সাধনা .. ৭২

রামাৎ-সাধনা ... ৮৭

হলধারীর সঙ্গে রঙ্গ ও মথুরকে
শিবকালী-রূপ-প্রদর্শন ... ৯১

রাসমণিকর্ত্তৃক পরীক্ষা ... ৯৭

যোগ-সাধন .. ৯৮

মধুরভাবে সাধনা .. ১০৪

ইস্‌লাম-সাধন ১১৬

খৃষ্টানী-সাধন . ১২০

বিবিধ ভাব-প্রদর্শন ১২১

স্বদেশ-যাত্রা .. ১২৭

তীর্থ-পর্য্যটন .. ১৪০

তৃতীয় খণ্ড

রামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রম্ ... ১৬১

পেনেটির মহোৎসবে আগমন এবং কলুটোলায়
শ্রীচৈতন্যের আসন গ্রহণ ... ১৬৩

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব এবং মথুরের দেহত্যাগ ১৭০

শ্রীশ্রীমাতাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ১৭৫

ষোড়শীপূজা . ১৭৭

দেশে আগমন .. ১৭৯

প্রভুদেবের সহিত শম্ভু মল্লিকের সংযোটন ১৮৬

মাইকেল মধুসূদনের প্রভু-দরশনে গমন ১৯৭

পারায়ণপাঠ ... ২০০

ডাকাত বাবার কথা ... ২০৫

মোদকের বাঞ্ছাপূর্ণ ও স্বদেশে মহাসঙ্কীর্ত্তন ২১০

কেশবচন্দ্রে কৃপাদান ... ২২১

দীনাচার ... ২২৫

লক্ষ্মী মাড়োয়াড়ির অর্থদান-প্রার্থনা ২২৮
প্রভুদর্শনে দক্ষিণেশ্বরে কেশবের আগমন ২৩১
কেশবের শক্তিরূপ-দর্শন … ২৪০
মনোমোহন ও রামের মিলন … ২৭৫
কেশবকে বিশ্বপ্রেমের উপদেশ ও
আত্মপ্রেম-প্রদর্শন … ২৫২
রামের দীক্ষা ও স্বরেন্দ্র মিত্রের আগমন ২৫৬
বলরামের প্রভুদর্শনে গমন … ২৬৬
কুমার সন্ন্যাসী যোগীন্দ্র ও বহু অন্তরঙ্গের
আগমন এবং হৃদয়ের বিদায় ২৮৩

চতুর্থ খণ্ড

প্রভুর সহিত রাখালের মিলন … ৩০৩
দয়াময় রামকৃষ্ণ ৩০৯
নিত্যনিরঞ্জনের মিলন এবং স্বরেন্দ্র, মনোমোহন
ও রাজেন্দ্রের ঘরে প্রভুর মহোৎসব ৩১২
নরেন্দ্রের মিলন ৩২১
ভক্তসঙ্গে খেলা … ৩২৯
মহেন্দ্র মাষ্টারের আগমন … ৩৪৪
জনৈকা স্ত্রীলোকের বাঞ্ছাপূরণ … ৩৫১
দেব্যাঃ স্তোত্রম্ … ৩৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথন ৩৫৪
কালের অবস্থাবর্ণন—হরমোহন ও
উইলিয়মের আগমন … ৩৬৫
শশধর তর্কচূড়ামণি … ৩৭৩
ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ ও সংঘোটন … ৩৭৭
গৃহী ও সন্ন্যাসী বিবিধ ভক্তের মিলন ৪০২
সিঁতির ব্রাহ্ম-সমাজে প্রভুর গমন … ৪১৪
শশী প্রভৃতির সহিত ঠাকুরের মিলন ৪২৩
ভক্তের ভজনা ও অধরের ঘরে মহোৎসব ৪৩৫
বিচিত্র ঠাকুরের বিচিত্র লীলা … ৪৪৩
নীলকণ্ঠের যাত্রাশ্রবণে প্রভুদেবের গমন ৪৫২
ভক্তদের সঙ্গে নানা রঙ্গ … ৪৫৬
অতুল, কালীপদ প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মেলন ৪৭০
শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশের দর্পচূর্ণ … ৪৮৩
জনৈক ব্রাহ্মণকে অভয়দান, গিরিশের
বকল্মাগ্রহণ ও বিবিধ উপদেশ-প্রদান ৪৯০
প্রভুর সহিত কালীচন্দ্র, মণিগুপ্ত ও
পূর্ণচন্দ্রের মিলন … ৫০০
অবতারবাদ … ৫০৩
প্রভুর জন্মোৎসব … ৫০৭
নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে প্রভুর উৎসব ৫২০
শ্রীদেবেন্দ্রের গৃহে প্রভুর উৎসব … ৫২৮
ভদ্রকালীগ্রামে প্রভুর আগমন … ৫৩৪
বিবিধ তত্ত্বকথা … ৫৪৩
ভক্তের ঠাকুর … ৫৫৪
সভক্তে প্রভুর পাণিহাটী মহোৎসবে গমন ৫৬০
প্রভুর মাহেশের রথে আগমন … ৫৬৭

পঞ্চম খণ্ড

প্রভুর চিকিৎসার্থ কলিকাতায়
আগমন ও বাস ৫৭৫
স্বরেন্দ্রের গৃহে অম্বিকাপূজা, প্রভুর অলক্ষ্যে
আবির্ভাব এবং ডাক্তারের সঙ্গে
বিবিধ তত্ত্বালাপ ৫৮২
মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ ও তাঁহাকে
বিবিধ উপদেশ … ৫৮৭
ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও
শ্রীপ্রভুর কালীপূজা … ৫৯১
পাষণ্ডীর প্রতি প্রভুর করুণা ৬০১
কাশীপুরে স্থানপরিবর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ-বাছাই ৬০৩
প্রভু কর্ত্তৃক অন্তরঙ্গগণের বাসনাপূরণ ও
ভক্তগণ কর্ত্তৃক মঠস্থাপন … ৬১০

একে যদি খায় মিষ্ট অন্যে নহে মজা।
অবিশ্বাসী হৃদয়ের ফল মাত্র সাজা॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হরে একবারে।
কায়মনে যদি রামকৃষ্ণ-নাম করে॥
দয়াল ঠাকুর নিজে বলেছেন কথা।
তিনি দায়ী তাঁর নামে যাহার মমতা॥
ভাবাবেশে উল্লাসে আশ্বাসি উচ্চরবে।
পতিত-পাবন নামে সকল সম্ভবে॥
পাপনাশ কিবা কথা সেবাভক্তি পায়।
উপায় যে ভাবে মাত্র রামকৃষ্ণ পায়॥
যাগ যজ্ঞ জপ তপ না পায় সন্ধানে।
কি দেন ঠাকুর মোর নিলে তাঁর নামে
যে যা করে দেখ মন কি কাজ বিচারি।
গাও নাম রামকৃষ্ণ দিবা বিভাবরী॥
দুবাহু তুলিয়া গাও সরল পরাণে।
ত্যজ ব্যাজ লোক-লাজ সরম-ভরমে॥
নিষ্ঠামনে ইষ্টজনে কর সারাৎসার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার॥
সাজাইতে বড় সাধ আমার অন্তরে।
নাহি অর্থ ধন-রত্ন সাজাতে তাঁহারে॥
স্বতঃই সুন্দর তিনি জন-মনোহর।
ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি সুন্দর আকর॥
যেই মতে সাজাইত মুক্তা-লতাবনে।
দাম বসুদাম আদি সুবল শ্রীদামে॥
সুদীর্ঘ মুকুতা-হার মুকুতার চূড়া।
মুকুতা-বসন মুকুতার গুঞ্জবেড়া॥
মুকুতায় সাজাইত শ্রবণ-কুণ্ডলে।
মুকুতা-নূপুর দিত বাঁধি পদতলে॥
মুকুতার বালা করি পরাইত হাতে।
সাজাত মুকুতা দিয়া সাজিত যে মতে॥
মুকুতায় সাজাইত মোহন বাঁশরী।
সাজাইতে সেই মতে বড় সাধ করি॥
ভুবন সাজান যিনি সাজাইতে তাঁরে॥
বামন হইয়া চাই চাঁদ ধরিবারে॥

যদ্যপি করিতে প্রভু কর্ম্মকার জেতে।
বানাতাম সিংহাসন যেন আছে চিতে॥
করিয়া কায়স্থ মোর হাতে দিলে কাঠি।
দিবানিশি কাটি কাল কালি ঘাঁটি ঘাঁটি॥
পেটের জ্বালায় ঘুরি সাহেবের দ্বারে।
জনমের মত দুঃখ রহিল অন্তরে॥
সাজাইতে একমাত্র দিয়াছ চন্দন।
ইহাতে বানাব যত সব আভরণ॥
কমল সহস্রদল থরে থরে আনি।
মনোহর সিংহাসন বানাব অমনি॥
চন্দনের চূড়া চন্দনের মালা গলে।
কিবা শোভা মনোলোভা চন্দন-কুণ্ডলে॥
চন্দনের মুক্তালতা ঘেরা চারি ধারে।
চন্দনের গুঞ্জবেড়া মন-প্রাণ হরে॥
চন্দনের বানাইব বিচিত্র আসন।
পরাব তোমারে প্রভু চন্দন-বসন॥
নানা জাতি সুগন্ধি কুসুম আনি তুলি।
সাজাই ঠাকুর মোর প্রাণের পুতুলি॥
সুঘন দুধের ভোজ্য করিয়া যতনে।
বারে বারে দিতে ভোগ বড় হয় মনে॥
আরে মন সমর্পণ সব কর পদে।
প্রাণ মান আদি যত বৈভব সম্পদে॥
শুদ্ধ তারে সার কর জ্ঞান বুদ্ধি বল।
সম্পদ বিপদ সখা সহায় সম্বল॥
কেন মন অকারণ অনিত্য সংসারে।
বারে বারে মর ঘুরে ছাড়িয়া ঠাকুরে॥
ভাই বল বন্ধু বল কিবা সুত দারা।
স্বার্থপর সব নর সময়েতে তারা॥
এখন সময় আছে কেন পাও কষ্ট।
বল মন সর্ব্বক্ষণ হরে রামকৃষ্ণ॥
অগণ্য প্রভুর ভক্ত ইষ্টগোষ্ঠী জান।
নাহিক আপন কেহ তাঁদের সমান॥
সযতনে দেখ মন ভক্তে রেখ প্রীতি।
আত্মীয়স্বজন তাঁরা তাঁরা বন্ধু জ্ঞাতি॥

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম।
সকলে আমার পূজ্য বুঝিবে এমন।
ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার।
সকলে বুঝিবে রামকৃষ্ণ-পরিবার॥
রামকৃষ্ণ-ভক্তে বুঝি জীবন-জীবন।
ভাব মন দিবানিশি তাঁদের চরণ॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত এই দুই শ্রেণী।
সকলের পদ-রজে লুটাও অবনী॥

ভক্ত-বন্দনা

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

গললগ্ন-কৃতবাস ভক্তগণ আগে।
সবার চরণ-রেণু অভাগিয়া মাগে॥
রামকৃষ্ণ-ভক্তসম নাহি কিছু আর।
যাদের হৃদয়মধ্যে প্রভুর আগার॥
যাহা কিছু নাহি মিলে শাস্ত্র-আলাপনে।
অনায়াসে হয় লভ্য ভক্ত-দরশনে॥
ভক্তের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
পঙ্গুরে করিলে দয়া লঙ্ঘে গিরিবরে॥
অন্ধেরে করিলে কৃপা দিব্যচক্ষু মিলে।
সুমধুর গুপ্ত খেলা দেখে কুতূহলে॥
শুষ্ক কাঠে যদি কৃপা-কণা দান করে।
ফুলপত্র প্রসবিয়া তখনি মুঞ্জরে॥
আচোট পাষাণে যদি দেখে আঁখি মিলে।
দ্রবময়ী বারি হয়ে স্রোত বহি চলে॥
সুমূর্খ উপরে যদি দয়া উপজয়।
আগম নিগম বেদ হৃদয়ে উদয়॥
ভক্তি বলি যেই বস্তু ভক্তি-শাস্ত্রে বলে।
শাস্ত্র-অধ্যয়নে সেই ভক্তি নাহি মিলে॥
পঞ্জিকাতে যেন কত আড়া জল লেখা।
নিঙ্গুড়িলে পাঁজি নাহি বিন্দু যায় দেখা॥
সেইমত ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তি-বিবরণ।
আছে মাত্র নাহি মিলে ভকতি-রতন॥
সেই ভক্তিলাভ ভক্ত-সেবনেতে হয়।
সত্যাপেক্ষা অতি সত্য কহিনু নিশ্চয়॥
প্রভুপদ লভিতে যাহার আছে মন।
আগে ভজ শ্রীপ্রভুর ভকত-চরণ॥
ভক্তের মহিমা-গানে নাহিক শকতি।
সুমূর্খ পামর আমি হীনবুদ্ধি-মতি॥
প্রভু ভক্ত সম পূজ্য আর কিবা আছে।
গুরুভক্ত-পদরজঃ অভাগিয়া যাচে॥
কৃপাবিন্দু ভক্তবৃন্দ কর মোরে দান।
অধমেরে যুগল চরণে দেহ স্থান॥
পদরজঃ বিনে মম গতি নাহি আর।
রজ-রত্ন দিয়া হবে করিতে উদ্ধার॥
আর এক মাগি ভিক্ষা তোমা সবা ঠাঁই।
দেহ শক্তি ঠাকুরের লীলা কিছু গাই॥

শ্রীপ্রভুর জন্ম-কথা

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

হুগলী [illegible] কামারপুকুর।
সৎ দ্বিজকুলে জন্ম [illegible] শ্রীপ্রভুর॥
চাটুয্যে শ্রীখুদিরাম জনক তাঁহার।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি [illegible]চার॥
জাতিগত কর্ম্ম যাহা সব আচরণ।
জপ তপ ধ্যান পূজা তীর্থপর্য্যটন॥
হইলে [illegible] নির্ভয় অন্তর।
পায়ে হেঁটে [illegible] রামেশ্বর॥
ন্যায়পরায়ণ তেঁহ ধাম্মিক সুধীর।
রামভক্ত [illegible] রঘুবীর॥
[illegible] বিরাজ।
[illegible]॥
[illegible] বড়ই [illegible]তি।
সিদ্ধবাক্ [illegible] দেশেতে খেয়াতি॥
নানান কাহিনী তাঁর নানা জনে রটে।
আজ্ঞায় বেলার গাছে নিত্য ফুল ফুটে॥
প্রতি[illegible] প্রত্যুষেতে পূজার কারণে।
বাহির হইলে তেঁহ কুসুম-চয়নে॥
পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁর যাইয়ে [illegible]।
আরাধ্যা [illegible]মাতা বালিকারূপিণী॥
অ[illegible]রণে [illegible]ভে অঙ্গ পরিধেয় লাল।
নুয়ায়ে ধরিত দ্বিজে কুসুমের ডাল॥

যে ডালে অনেক ফুল আছয়ে ফুটিয়া।
তুলিতেন দ্বিজবর আনন্দে পুরিয়া॥
ব্রহ্মশক্তি-পরিপূর্ণ তেজঃপুঞ্জ কায়।
দেখিলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনি উজায়॥
নির্ধন যদিও তাঁর [illegible]॥
সম্মুখে দাঁড়াতে কারো না ছিল সামর্থ্য॥
যে পুকুরে নিতি নি[illegible] স্নান তাঁর।
তাঁর আগে নামে জলে সাধ্য নাই কা'র।
নিষ্ঠাচারে বড় আঁটা তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
শূদ্র-দত্ত দ্রব্য নহে কখন গ্রহণ॥
গেরুয়া বসন পরা গম্ভীর আকার।
কোন কালে নহে যাওয়া ঘরে যার তার
গ্রামে জানে পদ-রজে ব্যাধিনাশ হয়।
পরশিতে পদদ্বয় কাঁপিত হৃদয়॥
গ্রাম-পথে যেতে নত লোক সারি সারি
গললগ্নবাস লুটে দোকানী পসারি॥
এদিকে দয়াল হৃদি অতি মিষ্টভাষী।
উদার সরল সমন্বিত গুণরাশি॥
নিজে যেন সেই মত ভার্য্যা গুণবতী
মূর্ত্তিমতী দয়া যেন গঠন আকৃতি॥
ক্ষুধার্ত্ত যে কেহ গিয়া দাঁড়াইল দুয়ারে।
ফিরুনে দিতেন তি[illegible] থাকিত ঘরে॥

অন্তরেতে সরলতা এত দীপ্তমান্।
উত্তর পূর্ব্ব কিছু না ছিল গেয়ান ॥
অবিদিত সাত পাঁচ পরহিতে রত।
নিরুপম অলৌকিক গুণ কব কত ॥
সামান্যা নহেন ইনি ব্রাহ্মণের ঘরে।
ভূভার-হরণ প্রভু ধরেন উদরে ॥
প্রভুর জননী হন আমাদের আই।
অতঃপর এই আখ্যা দিয়া তাঁরে গাই ॥
কোটি কোটি দণ্ডবৎ আইর চরণে।
আক্ষেপ বড়ই তাঁয় না দেখি নয়নে ॥
গলবাস করযোড়ে সকলের আগে।
আইর চরণ-রেণু অভাগিয়া মাগে ॥
তাঁহার ভাগ্যের কথা না যায় বাখানি।
তিন পুত্র প্রসবেন আই ঠাকুরাণী ॥
শ্রীরামকুমার আগে, মাঝে রামেশ্বর।
সবার কনিষ্ঠ প্রভু করুণা-সাগর ॥
কন্যাদ্বয় মধ্যে দেবী কাত্যায়নী জ্যেষ্ঠা।
সর্ব্বমঙ্গলা দেবী তাঁহার কনিষ্ঠা ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামের অক্ষয় নন্দন।
কৈশোর বয়সে দেহ ছাড়িল জীবন ॥
মধ্যমের দুই পুত্র একটী নন্দিনী।
রামলাল, শিবরাম, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
এই কয় মাত্র দেখ ইষ্টপরিবার।
অসংখ্য প্রণাম করি শ্রীপদে সবার ॥
আইর যে গর্ভে জন্ম লইলেন প্রভু।
আশ্চর্য্য কাহিনী হেন নাহি শুনি কভু ॥
একবার পিতা তাঁর গয়াধামে যান।
ঘটিল তথায় কিবা শুনহ আখ্যান ॥
এক দিন দ্বিজবর দেখেন স্বপন।
অতি সুমধুর কথা আশ্চর্য্য কথন ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
শ্যামল-উজ্জ্বল-কায় করযোড় করি ॥
পুত্র হ'য়ে জনমিব তোমার আগারে।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কন দ্বিজবরে ॥
উত্তরে কহেন দ্বিজ ওরে বাছাধন।
কি খাওয়াব তোরে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
পুনশ্চ যুবতি কহে ব্রাহ্মণের ঠাঁই।
আমার পোষণে ভার চিন্তা কিছু নাই ॥
এত বলি নিমিষের মধ্যে অন্তর্দ্ধান।
অদর্শনে ব্রাহ্মণের আকুল পরাণ ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন ব্রাহ্মণ চমকি।
এ ঘোর রজনীযোগে একি রূপ দেখি ॥
আপনার মনে দ্বিজ করিয়া বিচার।
অবগত হইলেন মর্ম্ম কি ইহার ॥
হেথা আই ঠাকুরাণী আপন ভবনে।
কহিতেছিলেন কথা নারীত্রয় সনে ॥
শিবের মণ্ডপ এক আছিল অদূরে।
দেখিলেন আসে কিবা বায়ুরূপাকারে ॥
আসিয়া প্রবেশ কৈল গর্ভেতে তাঁহার।
ভয়ার্ত্ত হইলা আই দেখিয়া ব্যাপার ॥
যে তিন নারীর সঙ্গে কথা হ'তেছিল।
আই ঠাকুরাণী তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া কহিল ॥
নানা জনে নানা মতে নানা কথা কহে।
অবাক্ হইয়া আই দাঁড়াইয়া রহে ॥
নারীত্রয় মধ্যে এক ধনী কামারিণী।
পশ্চাৎ গাইব আমি তাঁহার কাহিনী ॥
অতি ভাগ্যবতী এই কামারের মেয়ে।
থাকিলে নিতাম তাঁর পদরজ গিয়ে ॥
প্রভুতে বাৎসল্য বড় আছিল তাঁহার।
কত ভাগ্য এ সৌভাগ্য ঘটয়ে কাহার ॥
ভুবনপাবন যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।
অনাথের নাথ যিনি জগতের গুরু ॥
সম্বোধন করিতেন তাঁহারে মা বলি।
এ অভাগা মাগে হেন জন পদধূলি ॥
বিচার না করি কিছু জাতিকুলাচার।
রামকৃষ্ণে যেবা 'বাসে পূজ্য সে আমার ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি প্রভুদ্বেষী হয়।
চণ্ডাল হইতে নীচ মম মনে লয় ॥

ঠাকুরের ভোগ-রাগ হয়ে গেলে সব।
তখন হইবে তুমি দিনান্তে প্রসব ॥
যথা কথা দ্বিজ-আজ্ঞা দিবা-অবসান।
সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয়ার চাঁদ দীপ্তিমান ॥
প্রসবের স্থান নির্দ্ধারিত ঢেঁকিশালে।
প্রসব হইল আই কুশলে কুশলে ॥
সন বার বিয়াল্লিশ ছয়ই * ফাল্গুনে।
শুক্ল পক্ষ বুধবাব দ্বিতীয়া সে দিনে ॥
রবি বুধ চন্দ্র গ্রহ শুভ লগ্নে ধরি।
ভূমিতলে অবতীর্ণ গোলোকবিহারী ॥
রঙ্গময় রঙ্গপ্রিয় রঙ্গের কারণ।
বারে বারে হয় তাঁর মর্ত্ত্যে আগমন ॥
জন্মমাত্র রঙ্গের আরম্ভ হৈল তাঁর।
তাজ্জব অদ্ভুত কথা বিস্ময় ব্যাপার ॥
ঢেঁকির লেজের তলে গর্ত্ত এক থাকে।
সদ্যজাত ট্যাঁ করিয়া তথা গেছে ঢুকে ॥
ধনী কামারিণী ছিল অদূরে বসিয়ে।
শিশুর রোদন শুনি উতরিল ধেয়ে ॥
মহানন্দে আসি ধনী ইতি উতি চায়।
সূতিকা-আগারে শিশু দেখিতে না পায় ॥
বিস্ময় মানিয়া ধনী খুঁজে চারিধারে।
পায় শেষে ঢেঁকিলেজ-গর্ত্তের ভিতরে ॥
সুদীর্ঘ আকার শিশু পরম সুন্দর।
শোভা পায় গায় বর্ণ জিনি শশধর ॥
চাটুয্যে মশায়ে ধনী ডাকে উভরায়।
পরম সুন্দর শিশু দেখনা হেথায় ॥
ত্বরা করি আসি দ্বিজ করে নিরীক্ষণ।
দিব্য সুলক্ষণ অঙ্গে শিশু সুশোভন ॥
পুলকে পূর্ণিত দ্বিজ গদ গদ কায়।
নয়ন নিস্পন্দ নাহি নিমিখ্ তাহায় ॥

সংগোপনে রাখিবারে কহিলেন কথা।
যেন কেহ নাহি শুনে এ সব বারতা ॥
জনক জননী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বাড়য়ে আহ্লাদ যত পুত্রমুখ হেরে ॥
সূতিকা-আগারে যেন পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
যেই দেখে তার মনে এই মত লয় ॥
শুনি প্রতিবাসী আসে দেখিবারে ছেলে।
ছেলে দেখে সবে যায় নিজ ছেলে ভুলে ॥
একবার মাত্র শিশু হেরিয়া নয়নে।
দিবানিশি দেখে আসি এই হয় মনে ॥
প্রতিবাসিনীরা সব আসি একে একে।
অপূর্ব্ব আনন্দ পায় চাঁদমুখ দেখে ॥
অপরূপ আনন্দেতে সবে ভাসমান।
কেন এ আহ্লাদ কিছু না বুঝে সন্ধান ॥
নানা কথা নানা জনে করে কাণাকাণি।
এমন সুন্দর ছেলে না দেখি না শুনি ॥
কেমন এ ছেলে দেখে জীবন জুড়ায়।
শুধু অঙ্গ তবু যেন মণি-রত্ন গায় ॥
দেখেছি ত কত ছেলে এ ছেলে কেমন।
দিবানিশি ব'সে দেখি এই হয় মন ॥
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া।
হয়েছে বাছনি মুখ চন্দ্রিমাব পারা ॥
দলে দলে মেয়ে ছেলে আসে দেখিবারে।
অপূর্ব্ব আনন্দ পায় চাঁদমুখ হেরে ॥
এ সময়ে চাটুয্যের আর্থিক সঙ্গতি।
দিন দিন যায় যত ততই উন্নতি ॥
বিষয়-সম্বলে দ্বিজ অতিশয় কমি।
ভূসম্পত্তি মাত্র তাঁর সাতপোয়া জমি ॥
'লক্ষ্মীজলা' জমিনের এই হয় নাম।
বর্ষায় ব্রাহ্মণ অগ্রে তিন গোছা ধান ॥
স্বহস্তে ঈশান কোণে দিতেন পুঁতিয়া।
জয় জয় রঘুবীর ঠাকুর বলিয়া ॥
এই অল্প ভূমিখণ্ডে যাহা কিছু ফলে।
বছরের গুজরান সেই ধানে চলে ॥

---

* পূর্ব্ব সংস্করণে ১২৪১ সন ১০ই ফাল্গুন লেখা হইয়াছিল; অভ্রান্ত 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে উহার পরিবর্ত্তন করা হইল।

ছুটাছুটি আসে আই দেখিয়া ব্যাপার।
পরাণ-পুতুলি যথা লুটায় তাঁহার ॥
অতি চীৎকার করে উঠাইয়া কোলে।
বলেন কি হেতু দেখি দীর্ঘকায় ছেলে ॥
এই শোয়াইয়া গেছি বিছানা উপর।
কে বল ফেলিল লয়ে উনান ভিতর ॥
কেমনে হইল ছেলে দীর্ঘতব কায়।
এই ছোট দেখে রেখে গেছি বিছানায় ॥
এতেক কহিয়া যবে কাঁদেন জননী।
শুনি ধেয়ে উতরিল ধনী কামারিণী ॥
গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন।
মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ ॥
দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব।
যদি কিছু হ'য়ে থাকে মন্তরে মারিব ॥
এত বলি লয়ে করে মন্ত্র উচ্চারণ।
তখনি হইল ছেলে পূর্ব্বের মতন ॥
কেবা ধনী কামারিণী নন্দরাণী প্রায়।
অদ্ভুত রমণী দেখি প্রভুর লীলায় ॥
শিশুরূপী ভগবান চাটুয্যে ভবনে।
আরম্ভ করিলা খেলা যেন আসে মনে ॥
বিচিত্র প্রভুর খেলা অবোধ্য আভাস।
পিতামাতা প্রতিবাসী সবার তরাস ॥
দিনে দিনে তিন চারি মাস হৈল গত।
ঘটনা ঘটিল এক অতি অদ্‌ভুত ॥
সংসারের কার্য্যে আই যান গৃহান্তরে।
পঞ্চম মাসের শিশু শোয়াইয়া ঘরে ॥
ফিরে আসি দেখে আই নিজ ছেলে নাই।
মশারিপ্রমাণ আর জন তাঁর ঠাঁই ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আই পতিরে সম্ভাষি।
বিছানায় ছেলে নাই, দেখ না গো আসি ॥
এ কেবা রয়েছে শুয়ে অতি দীর্ঘকায়।
দেখ কে লইল বল আমার বাছায় ॥
ব্রাহ্মণ ভয়ার্ত্ত হয়ে যান ত্বরান্বিতে।
প্রবেশিলা সেই ঘরে ভার্য্যার সহিতে ॥

দেখেন শুইয়া খেলে আপন বাছনি।
তুলে কোলে দেন মাই আই ঠাকুরাণী ॥
বিস্ময়া ভার্য্যায় দেখি দ্বিজবর ক'ন।
যা দেখেছ সত্য, আছে তাহার কারণ ॥
কদাচ এ সব কথা না কবে কাহারে।
অসম্ভব এ সব সম্ভব নহে নরে ॥
সাবাস মায়ার খেলা যাই বলিহারি।
হৃদয়ে উদয় যাহা বর্ণিতে না পারি ॥
ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গেল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
সস্নেহে দেখেন বার বার মুখখানি ॥
ঘন ঘন দেন চুম্ব বদন-কমলে।
নয়নের ধারা ব'য়ে পড়ে বক্ষঃস্থলে ॥
শুভদিনে ষষ্ঠ মাসে মুখে ভাত পড়ে।
আনন্দের নাহি সীমা ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
গরীব ব্রাহ্মণবাড়ী কিন্তু আজি দিনে।
চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় পায় চারি বর্ণে ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ আর যতেক সজ্জাতি।
বৈষ্ণব ভিখারী প্রতিবাসী জোলা তাঁতি
সমভাবে সকলে উদর পূরি খায়।
কুলের ঠাকুর রঘুবীরের কৃপায় ॥
আজি আনন্দের স্রোত তথা যাহা বহে।
তিল-আধ সাধ্য কার বিবরিয়া কহে ॥
এদিকে দেবান্নে তৃপ্তি হইল উদর।
অন্যদিকে মনের প্রাণের তৃপ্তিকর ॥
পরম সুন্দর শিশু রূপের আধার।
শোভে অঙ্গ রূপে জিনি মণি অলঙ্কার ॥
নব বস্ত্র আভরণ সুশোভিত গায়।
ভালে চন্দনের রেখা হারায় শোভায় ॥
কিবা শোভা পায় গায় চন্দনাভরণে।
দীপ্তিহীন মণিরাজি তার সন্নিধানে ॥
একে ত সুন্দর তায় চন্দনে চর্চ্চিত।
যে দেখে স্বচক্ষে হয় সেই মুগ্ধচিত ॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত দৃশ্য বদনমণ্ডলে।
কামারপুকুরবাসী দেখে ল'য়ে কোলে ॥

কৌপীন পরিয়া আনন্দের সীমা নাই।
নেচে নেচে সমাগত জননীর ঠাঁই॥
কহেন মায়ের আগে নাচিয়া নাচিয়া।
অতিথি হয়েছি মাগো দেখ না চাহিয়া॥
জননী দেখেন সেই নববস্ত্রখানি।
ছিঁড়িয়া পরেছে নিজে এ ডোর-কৌপিনী॥
আরে অভাগীর বাছা কি কাজ করিলি।
এমন করিতে বাপ বুদ্ধি কোথা পেলি॥
বস্ত্র ছিঁড়ি কৌপীন করিতে কে শিখালে।
বলিতে বলিতে আই লইলেন কোলে॥
সন্ন্যাসীর বেশ অঙ্গে দেখিয়া নয়নে।
শেলের সমান লাগে জননীর প্রাণে॥
শ্রাবণের ধারা জিনি চোখে ঝরে জল।
অনিমিখ্ চোখে দেখে বদন-কমল॥
হেনকালে খেলার যতেক সঙ্গী ডাকে।
তাড়াতাড়ি নামিলেন মা'র কোল থেকে॥
নাচিয়া নাচিয়া মিলে তা' সবার সনে।
নানা রঙ্গে হয় খেলা বাড়ীর প্রাঙ্গণে॥
খেলিতে দেখিয়া আই ভুলিলা সকল।
মোহ দিয়া ভগবান কি করেছে কল॥
আর দিন আই তাঁর হাতে টুঁকি দিয়া।
খাইতে দিলেন মুড়ি গুড় মাখাইয়া॥
পাড়াগাঁয়ে বালকের যে প্রকার রীতি।
খেলিতে খেলিতে খাওয়া বড়ই পিরীতি॥
খান মুড়ি গদাধর টুঁকি লয়ে হাতে।
কি বুঝি হইল ভাব খাইতে খাইতে॥
বাম হাতে ধরা টুঁকি বালক গদাই।
স্পন্দহীন হৈল কায় নড়াচড়া নাই॥
অনিমেষ দুটী আঁখি মুখে নাই বাণী।
হেনকালে দেখে এসে আই ঠাকুরাণী॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন গদাই করি কোলে।
ব্রহ্মদৈত্য পায় তাই দুর্গা দুর্গা বলে॥
আই না পারেন কিছু বুঝিতে ব্যাপার।
রমণীসুলভ মাত্র শুধু চীৎকার॥
প্রকৃতিস্থ গদাই হইলা কিছু পরে।
দেখে শুনে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে॥
কখন কখন যেতে মাঠের আইলে।
অবশ হইয়া অঙ্গ পড়িতেন ঢলে॥
আর কত মত হ'ত নাহি যায় বলা।
অগাধ জলধি শিশু-শ্রীপ্রভুর খেলা॥
আর দিন মুড়িভরা টুঁকি করি হাতে।
শিশুসঙ্গে খেলিয়া বেড়ান মাঠপথে॥
নাই কোন অন্তরাল চারিধার খোলা।
নবীন নবীন মেঘ শূন্যে করে খেলা॥
বুঝি না কি ভাব তাঁর হৈল মনে মনে।
বিভোর হইল অঙ্গ চেয়ে মেঘপানে॥
বাহ্য-জ্ঞান নাহি আর অনিমেষ আঁখি।
বেঁকে হাত উপুড় হইয়া গেল টুঁকি॥
ভূতলে পড়িল মুড়ি যত ছিল তায়।
শিশু গদা'য়ের লীলা না আসে কথায়॥
বলিবার নয় কথা বলিতে কি আছে।
মহাভক্ত বেদব্যাস কোথা ভেসে গেছে॥
আমি হীন-বুদ্ধি মতি তুচ্ছ অতিশয়।
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত সমল-হৃদয়॥
শকতি কোথায় লীলা গাইব কেমনে।
বুঝিয়াছে মন কিন্তু নাহি বুঝে প্রাণে॥
মম সম ক্ষিপ্ত কোথা প্রাণে যার আশ।
বেলায় বালুকা লয়ে দেউল প্রয়াস॥
মিঠে লোভে আঁটি গিলে রটে জনশ্রুতি।
ছাড়িতে না পারি মিষ্ট রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
শ্রীপ্রভুর লীলা-কথা বলে সাধ্য কার।
যোগেশ বুঝিতে নারে মুই কিবা ছার॥
দয়া কর দীনবন্ধু অগতির গতি।
বড় সাধ লিখিবারে রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

রঘুবীরের মালাগ্রহণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

শ্রীপ্রভুর বাল্য-খেলা অতি সুললিত।
গাইলে শুনিলে প্রাণ অতি প্রফুল্লিত ॥
বিশ্বাস-আকর কথা শ্রীপদে তাঁহার।
গাব দেহ শক্তি প্রভু শক্তির আগার ॥
একদিন দেখিলেন জনক তাঁহার।
অনুরাগে গাঁথে প্রাতে দিব্য ফুলহার ॥
চন্দন কুসুম কত আয়োজন করে।
পূজিবারে রঘুবীর শালগ্রাম ঘরে ॥
পরম সুঠাম শিলা রূপের পুতলি।
শুন মন এ শিলার কথা কিছু বলি ॥
কর্ম্ম-প্রয়োজনে একবার দ্বিজবর।
চলেন মেদিনীপুর দূরস্থ সহর ॥
দু'তিন দিনের পথ পশ্চিম-দক্ষিণে।
কর্ম্ম করে তথা এক তাঁহার ভাগিনে' ॥
প্রথম দিবস গেল দ্বিতীয় আইলে।
বসিলেন ক্লান্তকায় এক বৃক্ষমূলে ॥
অলসে অবশ তনু করিলা শয়ন।
অজ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাঁর নিদ্রা-আকর্ষণ ॥
দেখেন আশ্চর্য্য কথা স্বপ্নে দ্বিজবর।
এক নব দূর্ব্বাদল-বর্ণ কলেবর ॥
সুঠাম কুমার-বয়ঃ হাতে ধনুর্ব্বাণ।
শিরেতে সুন্দর জটা দুলে লম্বমান্ ॥
কহিলেন দ্বিজবরে কাকুতি করিয়া।
দেখ এক সাধু মোরে গিয়াছে ফেলিয়া ॥
মাটির ভিতর আমি আছি ধানক্ষেতে।
দিনান্তেও একবার নাহি পাই খেতে ॥
লইয়া চলনা তুমি আপন ভবন।
যাইতে তোমার সঙ্গে বড় মম মন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কি কহ আমায়।
গরিব কি আছে দিব খাইতে তোমায় ॥
শুনিয়া কুমার কহে কিছু নাহি চাই।
যদি নিতি নিতি দুটি দুটি অন্ন পাই ॥
নিদ্রাভঙ্গে দ্বিজবর উঠিলা চমকি।
এবা কিবা অপরূপ স্বপনেতে দেখি ॥
সাত-পাঁচ ভাবি দ্বিজ ধানক্ষেতে যান।
খুঁজেন আগোটা ক্ষেত না পান সন্ধান ॥
হতাশ হইয়া পরে ভাবে মনে মন।
খুঁজিনু ক্ষেতেতে যেন দেখিনু স্বপন ॥
মিথ্যা কি এ সত্য কথা পুনঃ নিদ্রা যাব।
সত্য হ'লে পুনরায় দেখিতে পাইব ॥
এত ভাবি দ্বিজবর করিলা শয়ন।
পূর্ব্ববৎ কুমারেরে দেখেন স্বপন ॥
কুমার বলেন মুটো-ধান-গাছ-তলে।
নিশ্চয় পাইবে তুমি পুনশ্চ খুঁজিলে ॥
নিদ্রাভঙ্গে দ্বিজবর ধান-ক্ষেতে যান।
মুটো-ধান-গাছতলে দেখিবারে পান ॥
পরম সুন্দর এক শিলা মনোহর।
কিন্তু এক কাল ফণী তাহার উপর ॥
স্বপনের বার্ত্তা দ্বিজ স্মরিয়া অন্তরে।
ফণীকে না করি ভয় শালগ্রাম ধরে ॥
ধরামাত্র দেখিলেন ফণী নাই আর।
ফিরিলেন মহানন্দে আপন আগার ॥

সামান্য ঘটনা কথা বড় নয় বেশী।
তথাপি সকল দেখ কার্য্য অমানুষী॥
বলিবার নহে কথা বলিতে কি আছে।
বনের বানর কোথা শিশুসনে নাচে॥
গাছে থাকে কাছে গেলে করে আক্রমণ।
কালিমাখা মুখেতে ভ্রূকুটি-প্রদর্শন॥
দেখ বিপরীত রীতি শিশু-প্রভুসনে।
পশুরূপী হনূ সব চিনিল কেমনে॥
প্রভু অবতারে যত পশুপাখীগণ:
গুল্ম লতা তরু কিংবা স্থাবর জঙ্গম॥
চেতন কি জড়-দেহ যে কোন আকার।
জানি না কে কোন্ ভক্ত কোথা আছে তাঁর।
অতএব শুন মন প্রভু-অবতারে।
হীনাধম তুচ্ছ জ্ঞান না কর কাহারে॥
জয় সৎবুদ্ধিদাতা দয়ার সাগর।
ধরাধামে শিশুরূপী প্রভু গদাধর॥
গোচর তাহার যারে সৎবুদ্ধি কয়।
হেন সৎবুদ্ধি মোরে দেহ দয়াময়॥
নতুবা কে কোন্ জনা কি প্রকারে চিনি।
ঘন মায়া-ঘোরে আঁটা নয়ন দুখানি॥

গোচারণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

বাল্য-লীলা শ্রীপ্রভুর গাইলে শুনিলে
চির অন্ধজনে মন দিব্য আঁখি মিলে॥
দেখে চোখে লীলাখেলা হৃদি-কুতূহল।
ত্রিতাপ-সন্তপ্ত চিত নিমেষে শীতল॥
গ্রামের বালক যত সবে ভালবাসে।
দুই দণ্ড না দেখিলে ছুটে ছুটে আসে॥
গদাই-বিহনে খেলা ভাল নাহি হয়।
সাধ গদা'য়ের সঙ্গে রেতে দিনে রয়॥
আপন আপন ঘর নাহি থাকে মনে।
দিবানিশি খেলে বুলে গদা'য়ের সনে॥
ঘরে আই ঠাকুরাণী করিয়া রন্ধন।
গদায়ের সহ যত বালকে ভোজন॥
করাতেন নিতি নিতি আপন ভবনে।
দেখিতেন বসে বসে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে॥
আইর রন্ধনকথা অপূর্ব্ব বিশেষ।
গাইলে শুনিলে নাহি রহে দুঃখলেশ॥
সামান্য রাঁধিলে কভু ফুরাতে না চায়।
মুষ্টিক তণ্ডুলে গোটা ত্রিভুবন খায়॥
কিন্তু শূন্য পাক-পাত্র আই খেলে পরে।
মধুর আখ্যান শুন রন্ধন-ভিতরে॥
একদিন যায় দিন আর বেলা নাই।
নাহি খান অন্নজল ঠাকুরাণী আই॥
তাহার কারণ, যারা খাবার না খেলে।
থাকিতে হইত তাঁর বন্ধ পাকশালে॥
সেই দিন বারে বারে বহু লোক খায়।
তাই তাঁর খাইবার বেলা ব'য়ে যায়॥
আর নাই, বেশী অন্ন হাঁড়ির ভিতরে।
হেনকালে কয়জন লোক আসে ঘরে।

বালক সসঙ্গ প্রভু বালক যেমন।
ছোট ছোট আম-গাছ বাগানে তেমন॥
মহাভাগ্যবান সেই বাঁড়ুয্যে-সন্তান।
বাল্য-লীলাস্থলী ছিল যাঁহার বাগান॥
প্রভু খেলিবেন যেন আগে হ'তে জানি।
বাগান করিয়াছিল বাগানের স্বামী॥
কেবা এ বাঁড়ুয্যে যেবা করিল বাগান।
শুন মন প্রভু তাঁয় কত কৃপাবান॥
শ্রীমাণিক নাম ভুরসুবা গ্রামে ঘর।
কামারপুকুর হ'তে অনতি অন্তর॥
ধনাঢ্য তালুকদার উদার-প্রকৃতি।
অতিথি-সেবনে ছিল বড়ই পিরীতি॥
ভগবৎপদে তাঁর ছিল অতি মন।
প্রশান্ত-উদার-চিত্ত দারিদ্র্য-মোচন॥
পরহিতে সদা রত পর-উপকারী।
জীবন যাপেন মাত্র এই কর্ম্ম করি॥
বিষয়ে তাঁহার যত জনমিত আয়।
অতিথি-বৈষ্ণব-সেবা-কার্য্যে সব যায়॥
হরিপদলুব্ধচিত মহামতিমান।
মাণিক বাঁড়ুয্যে এই তাঁহার বাগান॥
বাল্য-লীলাস্থলী হবে বুঝি সমাচার।
রচিযা বাগান কৈল দেহ পরিহার।
প্রভুর কৃপার পাত্র বাড়ুয্যে-তনয়।
শুন মন ক্রমে ক্রমে কহি পরিচয়॥
বাল্য-লীলা যে সময় কামারপুকুরে।
কিছু আগে মাণিক গিয়াছে দেহ ছেড়ে।
কেহ কয় তখন আছিল দেহ তাঁর।
বলিতে নারিনু কিবা সত্য সমাচার॥
পরে তাঁর সহোদর উত্তরাধিকারী।
যেমন অগ্রজ তাঁর ধর্ম্মে মন ভারি॥
পরিবার যত তাঁর গড়া এক ছাঁচে।
সবে ভক্ত, তর তম সাধ্য কার বাছে॥
মাণিকের বংশে যত মাণিক সবাই।
বারে বারে যার ঘরে গেলেন গদাই॥

বড়ই শৈশব যবে জনকের সনে।
রগড় করিয়া যান মাণিক-ভবনে॥
মাণিকের ঘরে যত রমণীসকলে।
অতিশয় আনন্দিত গদায়ে দেখিলে॥
পরম সুন্দর শিশু লম্বমান বেণী।
ঝাঁপা দিয়া সাজাতেন আই ঠাকুরাণী॥
কোমরেতে আঁটা গোট বালা দুই হাতে
রঙ্গিন-বসন-পরা সুন্দর দেখিতে॥
অপরূপ খেলে রূপ শ্রীবদন-মাঝে।
চলিতে বেণীতে বদ্ধ ঝুরি-ঝাঁপা বাজে।
অমিয়-বরষি বাক্য ক্ষরে আধা আধা।
রসনার স্বভাবতঃ জড়তায় বাঁধা॥
কিবা সুধা ধরে সুধা মিষ্টতার গুণ।
শিশুবাণী শুনে লাগে তিক্ত শতগুণ॥
শ্রবণ-বিমুগ্ধ বাক্য শিশুর বদনে।
মুগ্ধচিত সেই তত যেই যত শুনে॥
অন্তঃপুরবাসিনীরা সবে করে কোলে।
অপার আহ্লাদ হৃদে স্রোত বহি চলে॥
প্রভুর জনকে কহে যত নারীগণ।
তোমার তনয়ে নাই মানব-লক্ষণ॥
ভক্তিমতী মাণিক-গৃহিণী একবার।
গড়ায় মনের মত কত অলঙ্কার।
অন্তঃপুরে গদাধরে দেয় সাজাইয়ে।
একত্তরে তাহাদের যত সব মেয়ে॥
গদাধরে মুগ্ধমন এত সবাকার।
না দেখিলে কিছু দিন দেখিত আঁধার॥
লোক পাঠাইয়া দিত কামারপুকুরে।
আদরের গদাধর আনিবারে ঘরে॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর বদনে দিত গদ্‌গদ হৈয়া।
কখন মিষ্টান্ন হাতে প্রত্যেক রমণী।
গদাধরে বলিতেন কার লবে তুমি॥
শিশুমতি গদাধর করি লম্ফ দান।
হাতে করি সকলের মিষ্টি কাড়ি খান॥

শুনিয়াছি ব্রজভূমে গোষ্ঠগোচারণে।
ক্ষুধার্ত্ত রাখালবৃন্দ হয় এক দিনে॥
বিশুষ্ক-বদন কহে কানাইর ঠাঁই।
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ কি খাইব ভাই॥
তুমি রাখালের রাজা সম্বল সহায়।
বিজন বিপিনে বাঁচি করহ উপায়॥
শুনি বাণী কানু পাঠাইল সবাকারে।
ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞে অন্ন মাগিবারে॥
অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণেরা নাহি দিল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণীগণ ব্যাকুলা হইল॥
থালে থালে ল'য়ে অন্ন লুকাইয়া চলে।
বিরাজে কানাই যথা বেষ্টিত গোপালে॥
ব্রাহ্মণীগণেরে অনুরাগে ভরা দেখি।
কানাই কহিলা যত সঙ্গিগণে ডাকি॥
এস ভাই ওই অন্ন খাইব মিলিয়া।
এত বলি থাল লয় কাড়িয়া কাড়িয়া॥
আনন্দে ভোজন দেখে যতেক রমণী।
ইহারা নিশ্চয় বটে সে-সব ব্রাহ্মণী॥
মাণিক-আগার সত্য মাণিক-আগার।
পদরজ সবাকার মাগি বার বার॥
দয়া কর প্রভু-পদে রহে যেন মতি।
যত দিন বাঁচি লিখি রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
লীলা-গীতি লিখিবারে বাসনা প্রবল।
তোমাদের কৃপাকণা কেবল সম্বল॥

পাঠশালে অধ্যয়ন

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

বাল্যলীলা শ্রীপ্রভুর পূর্ণ মহিমায়।
গাও মন স্মরি গুরু হৃদে যা যুয়ায়॥
বড়ই সুমিষ্ট কথা অমিয়পূরিত।
বাল্যলীলা শুনে হয় মূর্খ সুপণ্ডিত॥
একদিন চাটুয্যে মহাশয় বসি ভাবে।
গদা'য়ের হাতে খড়ি এবে দিতে হবে॥
ক্রমশঃ হ'তেছে বড় শুধু বুলে খেলে।
সঙ্গে ল'য়ে যত সব তেলি মালি ছেলে॥
মা-বাপের গদাধর আদরের ধন।
তাহাতে আবার তায় কনিষ্ঠ নন্দন॥
স্বভাবতঃ শিশুগণে পাঠে দেখে বাঘ।
তাতে নাই গদা'য়ের কোন অনুরাগ॥
কহিলে পড়ার কথা মন হয় ভারি।
ভুলাইয়া বাপ-মায় হাতে দিলা খড়ি॥
যান শিশু গদাধর পাত্তাড়ি বগলে।
যেখানে অনেক ছেলে লিখে পাঠশালে
বিদ্যা-অধ্যয়নে বড় নাহি হয় মন।
দিবানিশি নানা রঙ্গ ল'য়ে সঙ্গিগণ॥
শিশুগণ ফুল্লমন সুখসীমা নাই।
ছুটি পেলে খেলে বুলে লইয়া গদাই॥

শ্রীপদে প্রণমি হনুমান কর-পুটে।
পুনরায় পূর্ব্বেকার আমগাছে উঠে॥
কেবা এই পশুরূপী ভক্ত হনুমান।
কি বুঝি, চরণে তাঁর অসংখ্য প্রণাম॥
যত কিছু বিদ্যমান কামারপুকুরে।
স্থাবর জঙ্গম কিবা জীবের আকারে॥
প্রভু-অবতারে তাঁরা দেব-দেবী যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সব সঙ্গে সমাগত॥
দেখ দেখ সাবধান সাবধান মন।
প্রাণান্তেও অন্য বুদ্ধি কর না কখন॥
ভগবান তব লীলা সুমূর্খ পামরে॥
ভক্তিহীন বদ্ধ-আঁখি কি গাইতে পারে॥
ঘটেতে থাকিত যদি কিছু ভক্তিধন।
গাইতাম বাল্য-খেলা মনের মতন॥
বড়ই মধুর প্রভু-বাল্য-খেলা-কথা।
গাইব যেমন প্রভু পেয়েছি ক্ষমতা॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভু তুমি সব তত্ত্ব জ্ঞাত।
ধরি নররূপ খেলিতেছ নর-মত॥
নর-মত রূপে বটে, কাজে কিন্তু নয়।
অমানুষী অপরূপ খেলা সমুদায়॥
নরবুদ্ধিগম্য প্রভু নহ কোন কালে।
কি করিয়া বুঝা যায় এ বুদ্ধির বলে॥
সত্যই দিয়াছ দুটী আঁখি জ্যোতিষ্মান।
বিষম পরদা সম্মুখেতে লম্বমান।
পাষাণে রচিত এই পরদা বিশেষ।
ভেদ করি চালি দৃষ্টি নাহি শক্তি-লেশ॥
কেমনে দেখিব প্রভু তব কারবার।
হীনদৃষ্টি ব্রহ্মা শিব, আমি কোন ছার॥
অবিদ্যা-মোহিত চিত মলিন মুকুর।
কৃপা কর শিশুরূপী দয়াল ঠাকুর॥
এখন কেবল বয়ঃ সাতের উপর।
জনক তাঁহার ত্যজিলেন কলেবর॥
পৈতার সময় প্রায় দেখিয়া আগত।
ভ্রাতৃগণ শুভদিন করে নির্দ্ধারিত॥

ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি।
না দেওয়ার সেই বংশে কুলোচিত রীতি॥
সেই হেতু দ্বিজকন্যা গ্রামে যত জন।
ভিক্ষা দিতে গদাধরে করে আকিঞ্চন॥
হেথায় গদাই কন ধনি কামারিণী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥
একি কথা গদাধর, কহে ভ্রাতাগণ।
কি লাগিয়া কুল-প্রথা কর অতিক্রম॥
শূদ্রদান কখন গ্রহণ নাই কুলে।
জানিয়া শুনিয়া কথা কেমনে বলিলে॥
কোন হেতু না শুনেন শিশু গদাধর।
ধনি হবে ভিক্ষামাতা একই রগড়॥
এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়া।
রহিলেন গদাধর আবদ্ধ হইয়া॥
ক্ষুধার সময় যায় না খুলেন দ্বার।
নরনারী আসে যত শুনে সমাচার॥
যে গদা'য়ে খাওয়াইয়া মহা সুখ মনে।
সে গদাই অনাহারে আবদ্ধ ভবনে॥
কেমনে গ্রামের লোক চিত্তে রহে স্থির।
বার্ত্তা পেয়ে তাই ধেয়ে সকলে হাজির॥
নাহিক উত্তর, তাঁরে যে যত বুঝায়।
যেন নাহি যায় কাণ কাহার কথায়॥
যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি।
বলিলেন দিবে ভিক্ষা ধনি কামারিণী।
না হয় হইবে নষ্ট বংশকুলাচার।
শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার॥
মরি কি সৌভাগ্য তব ধনি কামারিণী।
ভিক্ষা দিলে তাঁয়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি॥
ত্রাতা, পাতা, তারক, পালক সবাকার।
শিবময়, ইচ্ছাময়, ভবকর্ণধার॥
যদ্যপি থাকিতে তুমি অদ্যাপি বাঁচিয়া
ভাগ্য মানিতাম পদ মাথায় ধরিয়া॥

চিনুশাঁখারীর মিষ্টান্ন ও মালা-গ্রহণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম।

অধীত বেদান্ত বেদ গীতাদি পুরাণ।
তপ-জপ যাগ-যজ্ঞ কোটি অনুষ্ঠান॥
দরশনে চারিধামে যে ফল না ফলে।
এক রামকৃষ্ণ-কথা গাইলে শুনিলে॥
অনায়াসে ফলে তায় লক্ষাধিক ফল।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন শ্রবণ-মঙ্গল॥
ছার আমি মূঢ় কিবা প্রভু-কথা জানি।
বিরচিত বিশ্ব যাঁর, অখিলের স্বামী॥
ভেসে গেছে শুকদেব, মহাবেদব্যাস।
আভাস-প্রকাশে লাগে অন্তরে তরাস॥
কিবা রামকৃষ্ণ প্রভু কি তাঁর মহিমা।
ক্ষুদ্র চিতে করিতে না পারি কোন সীমা॥
সামান্য হৃদয় নহে অণুর আধার।
প্রভু-লীলা সিন্ধুবৎ অকূল পাথার॥
বিশাল তরঙ্গ তায় বিশ্ব-চূড়া ডুবে।
ভাসে কত বিষ্ণু, বিধি, খাবি খায় শিবে॥
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড নীচে বালুকার বন।
সহস্র সহস্র তায় প্রকাণ্ড তপন॥
দীপ্তিহীন ক্ষীণপ্রভা খদ্যোতের প্রায়।
বিলুপ্ত তরঙ্গে কভু কভু বাহিরায়॥
জগৎ-গরাসী নাম মহান্ প্রলয়।
সেও দেখে চমকে হৃদয়ে পায় ভয়॥
অচিন্ত্য অসীম যদি এদিকে আবার।
কৃপাময় রামকৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার॥
ইন্দ্রিয়-অতীত যাহা বোধগম্য নয়।
চোখে চোখে পলকে পলকে দৃষ্ট হয়॥
ঘুচে সন্দ, মন-দ্বন্দ্ব করে পরিহার।
আলোক উগারি নাশে নিবিড় আঁধার॥
বিষম মায়ার বন্ধ সব টুটে যায়।
তাই শ্রীপ্রভুর কথা না ফুটে কথায়॥
চিনু নামে একজন শাঁখারীর জাতি।
দরিদ্র তাহাতে বৃদ্ধ, গ্রামেতে বসতি॥
ব্যবসায় অল্প আয় কষ্টে গুজরান।
কিন্তু তার গদাধরে ছিল বড় টান॥
গদাধর তার ঘরে যান নিতি নিতি।
সবে সুবিদিত দুঁহে বড়ই পিরীতি॥
গদাধরে সমাদরে বসায় আসনে।
মিষ্টান্ন যা মিলে ভাল তাই দেয় এনে॥
ধীরে ধীরে খান প্রভু, চিনু বসি দেখে।
দোকানে খদ্দের এলে খাতির না রাখে॥
প্রেমে গদগদ চিত চিনু ভক্তিমান।
বিহ্বল এমন যেন শূন্য বাহ্যজ্ঞান॥
কিবা বলে কিবা করে কোন বোধ নাই।
না পাল্‌টি আঁখি দুটি দেখেন গদাই॥
একদিন চিনুর কি ভাব হৈল চিতে।
চয়ন করিয়া ফুল দিব্য মালা গাঁথে॥
অনুরাগে গাঁথা মালা পরিপাটি কত।
হেনকালে গদাধর তথা উপনীত॥
হেরে তাঁরে চিনুর আনন্দ নাহি ধরে।
মালা গাঁথা সাঙ্গ করি চলিল বাজারে॥
আনিল মিষ্টান্ন কিনি মনের মতন।
স-মালা মিষ্টান্ন ক'রে কাপড়ে গোপন॥

ল'য়ে সঙ্গে গদাধর চিনু মাঠে চলে।
অন্তর প্রান্তরে জনশূন্য বৃক্ষতলে॥
কেহ কোথা নাই চিনু চেয়ে চারি পানে।
জানুপাতি করযোড়ে বৈসে ছামুখানে॥
যতনের গাঁথা মালা বাহির করিয়ে।
প্রভুর গলায় দেয় গদগদ হয়ে॥
মিষ্টান্ন খাওয়ান হাতে ধরি গদাধরে।
শূন্য-বাক্ মুখ, আঁখি ঝরঝর ঝরে॥
দিনকর-কর লুপ্ত মেঘ অন্তরালে।
লুকাইল আঁখি-দৃষ্টি নয়নের জলে॥
মিষ্টান্ন সহিত হাত পড়ে নানা স্থানে।
কভু নাকে, কভু চক্ষে, কভু পড়ে কানে॥
আপনে চিনুর হাত করিয়া ধারণ॥
আনন্দে করিলা তার মিষ্টান্ন ভোজন॥
ভোজন-সমাপ্তে চিনু আপনা সম্বরি।
প্রভুরে কহেন কত করযোড় করি॥
আগত হয়েছে কাল জরা-যুক্ত তনু।
কত হবে লীলা-খেলা দেখিতে না পেনু॥
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিঙ্করে॥
ধন্য ধন্য চিনু দুটি দেহ পদরেণু।
যথার্থ তোমার নাম হইয়াছে চিনু॥
চেনা কায বুঝ ভাল তাই চিনু নাম।
তোমার চরণে করি অগণ্য প্রণাম॥
বৃদ্ধ বটে চিনিবাস আঁটা-সোটা কায়।
গায়েন্তে প্রচুর বল রোগ নাই তায়॥
প্রভুরে দেখিয়া চিনু এত মত্ত হ'ত।
কাঁধেতে চড়া'য়ে তাঁয় প্রচুর নাচিত॥
বলরাম-অবতার ভক্ত চিনিবাস।
দাদা শব্দে শ্রীপ্রভুর আছিল সম্ভাষ॥
দাদা ব'লে ডাকিলে গলিয়ে যেত চিনু।
পরম উল্লাস মন গদগদ তনু॥
অচল ভকতি হৃদে সৎশাস্ত্রবিৎ।
ভাগবতে চিনিবাস অতি সুপণ্ডিত॥
প্রভুর সহিত হয় নানা তর্কবাদ।
কখন চটিত তর্কে, কখন আহ্লাদ॥
শাস্ত্র লয়ে তর্ক দ্বন্দ্ব কভু এত দূর।
সপ্তম ছাড়িয়া রাগ উঠিত চিনুর॥
উভয়ে উভয়ে কথা কত মুখে মুখে।
তুমুল বিবাদ দ্বন্দ্ব হয় মহা রোখে॥
পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজঘরে দুরু দুরু হিয়া॥
প্রভুর উত্তর কথা, চিনুর মতন।
আমার সংকল্প নহে পুনঃ দরশন॥
হেন বিবাদের মাত্র দণ্ডেকের পর।
উভয়েই মহাখুসি পুনঃ একত্তর॥
প্রায় হয় এই খেলা চিনিবাস-সাথ।
পিতামহ পৌত্রে যদি বয়সে তফাৎ॥
চরিত্রে চিনুর বহে বিদুরের ধারা।
ভক্তিতে বিভোর চিত্ত উন্মাদের পারা।
বিষয়সম্পত্তিহীন খেটে খেতে হয়।
পোষ্যবর্গ আছে ঘরে একাকী সে নয়॥
সে ভাবনা কখন না উদয় অন্তরে।
মিষ্টান্ন খাওয়ান কিন্তু নিত্য গদাধরে॥
সুন্দর তাঁহার ভাব গদাইর সনে।
দিবানিশি তাঁর চিন্তা বর্ত্তমান মনে॥
চিনিবাস প্রভুদেবে বুঝেছিল ঠিক।
যথার্থ 'বাসিত তাঁহে প্রাণের অধিক॥
কেবা সম তাঁর যেবা 'বাসে গদাধরে।
অধম পামর তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে॥

শ্রীপ্রভুর বাল্যলীলা অমৃত ভারতী।
এক মনে গাও রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি॥

স্ববর্ণ সুবর্ণ জিনি চাঁপা হেরে যায়।
বিভূতিতে আচ্ছাদিত মহাশোভা পায়
উপমায় কিবা গায় বর্ণজ্যোতি জ্বলে।
শরৎ-চন্দ্রিমা শুভ্র মেঘের আড়ালে ॥
ফটিক রুদ্রাক্ষমালা শোভিত গলায়।
ঈষৎ আবেশ-বলে ঈষৎ দুলায় ॥
এক করে শিঙ্গা ধরা ত্রিশূল অপরে।
বাঘাম্বর বিচিত্রিত বসন উপরে ॥
সর্ব্বোপরি শোভমান শ্রীঅঙ্গে আবেশ।
ধীরে ধীরে মত্ত-প্রায় আসরে প্রবেশ ॥
দর্শকেরা দেখে তাঁরে নহে গদাধর।
আগত কৈলাস ছাড়ি কৈলাস-ঈশ্বর ॥
পূর্ণ হৈল শিবাবেশ বাহ্য গেল ছেড়ে।
দুনয়নে বারিধারা অবিরল ঝরে।
মাটি নরমিয়া গেল ধারা-বরিষণে।
কে জানে কোথায় জল আছিল নয়নে।
শঙ্করের শিরে বাস জাহ্নবী আপনি।
পরম ঈশ্বর প্রভু অখিলের স্বামী ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের সবার ঈশ্বর।
প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জনমের ঘর ॥
শঙ্কায় মাথায় নাহি পারে বসিবারে।
শিবভাব প্রভু-অঙ্গে তাই চক্ষে ঝরে ॥
জ্ঞানহারা দর্শকেরা দেখিয়া মূরতি।
শিশু গদাধর-অঙ্গে মহেশ-প্রকৃতি ॥
গর গর মহাভাব উঠেছে সপ্তমে।
আপনার স্থানে নাহি নামে কোন ক্রমে ॥
চিনে যারা চিনু আদি গ্রামবাসিগণ।
তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন ॥
চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে।
মহেশ-সন্তোষ দিব্য নৈবেদ্য-সংযোগে ॥
হর হর দিগম্বর স্তুতি মুখে গায়।
ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায় ॥
তবে ভেঙ্গে যায় ভাব অঙ্গে হয় লীন।
কেহ বলে হেন ভাবে যায় তিন দিন ॥
ভাঙ্গিল সে দিন যাত্রা না হইল আর।
প্রভু গদা'য়ের কথা তাজ্জব ব্যাপার ॥
আর কিবা আছে বল এত বড় মিঠে।
গাইলে শুনিলে শুষ্ক গাছে রস ফুটে ॥
কথার এ কথা নয় সত্য এ সকল।
রামকৃষ্ণ-কথা সত্য শ্রবণ-মঙ্গল ॥

পুঁথি-লিখন

জয় শিশু গদাধর, প্রভু পরম ঈশ্বর,
জয় জয় যত ভক্তগণ।
পদরজ সবাকার, মাগিতেছি বার বার,
ভক্তিহীন পামর অধম ॥
ক্রমে প্রভু বয়োধিকে, সাঙ্গ কেবল কাঠাকে,
অল্প অল্প বর্ণ-পরিচয়।
কিন্তু হস্তলিপি তাঁর, গোঁটা গোঁটা দীর্ঘাকার,
পরিষ্কার হৈল অতিশয় ॥
পাঠশালে বিদ্যার্জ্জন, এই তক্ সমাপন,
উচ্চ শিক্ষা নাই কোন কালে।
বংশের যেমন রীতি, ব্যাকরণ স্যায় স্মৃতি,
শাস্ত্র আদি শিক্ষা করা টোলে ॥
শুন মন অতঃপর, কি করেন গদাধর,
পাঠশালা করি পরিত্যাগ।
রাম-কৃষ্ণায়ণ-পুঁথি, লিখিবারে দিবারাতি,
অন্তরে জনমে অনুরাগ ॥
এক পুঁথি লেখা তাঁর, দীর্ঘাক্ষরে চমৎকার,
দেখিয়াছি আপন নয়নে।
সুবাহুর পালা সেটী, লেখা অতি পরিপাটি,
হেলায় পড়িবে অজ্ঞজনে ॥

নকলে আসল জ্ঞান চিত্রে হয় যাঁর।
তিনি আদ্যাশক্তি নিজে শক্তির ভাণ্ডার॥
যে শক্তির দেহে রহে সৃষ্টির আঁকুর।
তাঁহারই ঘন মূর্ত্তি গদাই ঠাকুর॥
গড়েন গদাই হাতে দেবীর প্রতিমা।
সঙ্গিগণ ল'য়ে হয় পূজা-আরাধনা॥
পুষ্পপত্র প্রয়োজন যেন লয় মনে।
আজ্ঞামাত্র সংগ্রহ করয়ে সঙ্গিগণে॥
সঙ্গিগণে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।
যা বলেন প্রভু, তারা তাই মাত্র করে॥
শ্রীপ্রভুর বাল্যখেলা অপূর্ব্ব কথন।
খেলাছলে মহাকার্য্য হয় সমাপন॥
গ্রামেতে পুরুষ-নারী বালক কি বালা।
যার যেন সাধ তার সঙ্গে তেন খেলা॥
রঙ্গ বহু বিশেষতঃ নারীদের সনে।
প্রভুরও রমণী-ভাব ষোল আনা মনে॥
ফুটে মুখে মিঠা বাণী রমণীর প্রায়।
প্রকৃতিসুলভ ভাব কান্তিমাখা গায়॥
পরিচয়-হেতু কথা শুন শুন মন।
অপরূপ শ্রীপ্রভুর বাল্য-বিবরণ॥
গ্রাম্য রমণীরা প্রভুদেবে এত 'বাসে।
না দেখিতে পেলে পরে ঘরে খুঁজে আসে।
বয়স ক্রমশঃ বেশী নহে পূর্ব্বতন।
কৈশোরে প্রবেশ তায় ছিয়ালা-গড়ন॥
কুলবতী পক্ষে লজ্জা কুলের তরাস।
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে করে রঙ্গ-পরিহাস॥
সরম না আসে মনে যত কুলবতী।
প্রভুরে দেখিত তারা তাহাদের জাতি॥
দিবানিশি তাই খেলা সকলের সনে।
যুবক বালকবৎ বাল্যলীলা শুনে॥
সুবর্ণবণিক জেতে গ্রামেতে বসতি।
সেই বংশে চৌদ্দ বোন সবে রূপবতী॥
ভগিনীগণের মধ্যে প্রধানা রুক্মিণী।
অদ্যাপিহ বর্ত্তমানা তাঁর মুখে শুনি॥
শ্রীপ্রভুর প্রতি হৃদে ভালবাসা ভরা।
নহেন একাকী, ঘরে যত সহোদরা॥
প্রভু-দরশন-হেতু এত লুব্ধ মন।
গ্রামত্যাগাপেক্ষা ভাল বুঝিত মরণ॥
শ্বশুরের ঘর তাই যাওয়া নাই হ'ত।
প্রভু-দেবে তারা সবে এতই 'বাসিত॥
কেবা তাঁরা শ্রীপ্রভুরে এত 'বাসে প্রাণে।
মহাসতী ভাগ্যবতী প্রণতি চরণে॥
সাধ্য কার স্বরূপত্ব করিবে প্রকাশ।
মূর্খ মূঢ়মতি করি পদরজ আশ॥
অতি রূপবান প্রভু নবীন বয়েস।
ধরি অঙ্গে অপরূপ রমণীর বেশ॥
দেশের চলন যেন মোটা আভরণ।
শিরে ধরা বেণীগুচ্ছ বাঁধা সুশোভন॥
পরিয়া কাপড় বড় পাড় পরিপাটি।
আবরণ শ্রীবদন যান গুটি গুটি॥
প্রকৃতি-সুলভ হাবভাবে অঙ্গভরা।
কে পারে চিনিতে সাজা রমণী-চেহারা॥
পুরুষেরা চিনে পাছে এই শঙ্কা ক'রে।
খিড়্‌কি দিয়া ঢুকিতেন বেণেদের ঘরে॥
ধরা বেশ ঠিক যেন রমণীর প্রায়।
আবরণে কোনক্রমে চেনা নাহি যায়॥
'নানা রঙ্গ করি প্রভু, ধরা দিলে পরে।
যত বোন হয় খুন হেসে হেসে মরে।
দেবেশ-দুর্লভ যে প্রভুর দরশন।
যোগেশ আশায় করে দুস্তর সাধন॥
মহেশ প্রমত্ত-চিত মাত্র নামে যাঁর।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ সেব্য কমলার॥
নারদাদি শুকদেব যত ঋষিগণ।
সতত যাঁহার করে মহিমা-কীর্ত্তন॥
আগম নিগম তন্ত্র বেদ গীতা আদি।
না ফুরায় স্তোত্র গায় চিরকালাবধি।
বেদ-বিধি তপ-জপ সাধনার পার।
ক্রিয়া-কাণ্ড লণ্ডভণ্ড আশয়ে যাঁহার।

কোন মতে কোন পথে নাহি মিলে যাঁরে।
সে জন সুলভ এত কামারপুকুরে॥
ভক্তি-ভক্ত-ভাব নাহি গ্রামবাসী সনে।
তাদের গদাই, তারা এই মাত্র জানে॥
এখানে কেবল দেখি স্নেহের সম্ভাষ।
প্রভুতে ভক্তির কথা, কথা উপহাস॥
ভগ্নীগণে নানাবিধ খাইবারে দিত।
দোলনা বাঁধিয়া ঘরে তাঁরে দোলাইত॥
বাড়ীতে যতেক নারী বসি একত্তর।
শুনেন কতই কথা কন গদাধর॥
বীণা জিনি কণ্ঠস্বর শুনিয়া সঙ্গীত।
আনন্দ-তুফানে হয় সবে বিমোহিত॥
তুফান-সঙ্গিনী উচ্চ কল কল নাদ।
অরসিক জনে গণে কানে পরমাদ॥
জটিলা-কুটিলা-ভাবে ভরা যেই জন।
মুরলীর গানে গণে কুলিশ-নিস্বন॥
বলাবলি করে দূরে সন্দেহ অন্তর।
যুবতীর দলে কিবা করে গদাধর॥
গৃহস্বামী সীতানাথ রুক্মিণীর পিতা।
গদা'য়ে যে বুঝে ইষ্ট পরমদেবতা॥
ভক্তিমান সুবিশ্বাসী তাঁয় গিয়া বলে।
কি করেন গদাধর তাঁহার বাকুলে॥
গালে হাত সীতানাথ কয় হাসি হাসি।
জান না কি গদাধর অকলঙ্ক শশী॥
হেন তিনি যতক্ষণ থাকেন ভবনে।
করে চিত আলোকিত আনন্দ-কিরণে॥
বালক কেবল যেন বালক-আকার।
পবিত্র মূরতি নানা গুণের আধার॥
মত্ত হয়ে যে সময় গুণগাথা রটে।
তখনি অমনি আর পাঁচজন যুটে॥
সবে মিলে গুণগাথা করে আন্দোলন।
শ্রুতি-মিঠে গদা'য়ের বাল্য-বিবরণ॥
কেহ কয় মহাশয় আমাদের ঘর।
গত মাসে তিন দিন ছিলা গদাধর॥

অমিয়-বরষী কথা শুনিয়া শ্রবণে।
আছিলাম সুখে মত্ত নরনারীগণে॥
ব্যস্ত হয়ে অন্যে কহে মমালয়ে স্থিতি।
গত পক্ষে ছিলা দুই দিন দুই রাতি॥
আনন্দের পরিসীমা নহে বলিবার।
যথায় গদাই বসে আনন্দ-বাজার॥
অন্ধকার মোর ঘর ফিরে এলে পরে।
দিবারাতি কাঁদে প্রাণ গদায়ের তরে॥
তৃতীয় ততই ব্যস্ত কহিতে কাহিনী।
গদা'য়ে পাইয়ে কিবা ভুগেছেন তিনি॥
প্রিয়-দরশন গুণনিধি গদাধর।
হেরিলে হরয়ে তাপ জুড়ায় অন্তর॥
ধন পুত্র-নাশ-শোক সন্তাপ ভীষণ।
গদাই দর্শনে করে সব নিবারণ॥
দ্বেষিগণে কথা শুনে মহা লজ্জা পায়।
উক্ত কথা পরিহাস বলিয়া উড়ায়॥
আকারেতে গদাধর বালকের সাজ।
নানা রঙ্গ-রস জ্ঞাত যেন রসরাজ॥
স্ত্রীলোকের যত খেলা জানিতেন তিনি।
ঘুসিম খেলার সঙ্গী গুসি নাপিতিনী॥
স্ত্রীলোকের সঙ্গে খেলা হাস্য পরিহাস।
প্রচুর প্রভুর তাহে আছিল উল্লাস॥
কভু বকুলের ফুলে আভরণ গাঁথি।
দু'হাতে পইছা বাজু শিরে ধরা সিঁথি॥
পরিধানে পাছাপেড়ে বসন সুন্দর।
কাঁখেতে কলসী গতি বেণেদের ঘর॥
দরজায় নারীগণে ডাকিতেন এঁটে।
আয় কে লো যাবি জলে সূর্য্য যায় পাটে॥
নারীগণ ফুল্লমন দেখি গদাধর।
একে একে কুড়ি দরে হয় একত্তর॥
যে জনার প্রয়োজন কিছু নাই জলে।
সেও কাঁখে কুম্ভ করি এসে মিশে দলে॥
ধীরে ধীরে চলে জলে মাঝে গদাধর।
প্রভুর বদন ঢাকা ঘোমটা ভিতর॥

সেই মত যে করেছে প্রভু-সহবাস।
না করে কখন অন্য সুখ-অভিলাষ॥
ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু গদাধর।
যে ভক্তে যা চায়, দায় তাঁহার উপর।
সঙ্গে খেলিবারে চায় যত সঙ্গিগণ।
করিবারে তাহাদের বাসনা পূরণ॥
রচিলা নূতন খেলা সময়ের মত।
অতি মনোহর প্রভু গদাই-চরিত॥
মোহিত বিমুগ্ধ-চিত যত সঙ্গিগণ।
প্রভুর নূতন খেলা করি দরশন॥
যোগাসন যতগুলি যোগিজনে জানা।
প্রভুর প্রচুরভাবে সব আছে জানা॥
সুদীর্ঘজীবনযুক্ত ঋষি-মুনিগণ।
সে আসন অভ্যাসেতে আগোটা জীবন॥
কাটায় অশেষরূপ সুখ পরিহরি।
ফল মূল জল কিংবা বাতাহার করি॥
তবু নহে সিদ্ধকাম বৃথা শ্রম যায়।
তাহাই করেন প্রভু কথায় কথায়॥
যোগেশ-দুঃসাধ্য যেই অসাধ্য-সাধনা।
স্বতঃসিদ্ধ শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা॥
ঘরে ভরা নানা নিধি আছয়ে যাঁহার।
তখনি বাহির করে ইচ্ছা যবে তাঁর॥
অনন্ত রতনাগার দেহ শ্রীপ্রভুর।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য প্রচুর প্রচুর॥
দেশের মানুষে কিবা বুঝিবে আসন।
চাষে খাটে মোটা লোক নিরক্ষর জন॥
ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়নে বুদ্ধি বিপরীত।
ব্যাকরণে সন্ধি জানে সে অতি পণ্ডিত॥
আসন কাহারে কয় কি আছে আসনে।
কি ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব কেহ নাহি জানে॥
আসনের নাম দেশে এই বলবৎ।
সংগ্রাম-কৌশল-কার্য্য কুস্তি কসরত॥
হেনভাবে করিতেন আসন গোঁসাই।
যে দেখে সে বুঝে যেন অঙ্গে অস্থি নাই॥
দর্শকেরা বুদ্ধিহারা পাষাণের প্রায়।
বলেন গদাই হেন শিথিল কোথায়॥
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া।
কেহ নাহি কুস্তি-পটু গদাইর পারা॥
সব তত্ত্ব সুবিদিত ছিল চিনিবাস।
বলিতেন প্রভুদেবে করিয়া সম্ভাষ॥
বুঝেছি বুঝেছি তত্ত্ব ওরে গদাধর।
এবারে উঠেছে তোর ভিতরেতে ঝড়॥
যাবি চলে লীলা-স্থলে না রহিবি আর।
তাই কর খেলা ছেড়ে বৈরাগ্য-বিচার॥
আপ্তসাঙ্গ চিনিবাস দৃষ্টি বহুদূর।
বুঝে সকলের সার গদাই ঠাকুর॥
যাহা দেখাইলা প্রভু কামারপুকুরে।
খেলা ভিন্ন অন্য জ্ঞান কেহ নাহি করে॥
বুঝাবুঝি পক্ষে যারা ছিল আগুয়ান।
ভুলিত সকল দেখি প্রভুর বয়ান॥
সেই ঈশ্বরীয় মায়া যে মায়ার বলে।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের বুদ্ধি যায় ভুলে॥
হেন মায়া ল'য়ে খেলা করে গদাধর।
মায়াপতি মায়াতীত পরম ঈশ্বর।
ধরি নর-কলেবর মায়ায় মোহিত।
রামকৃষ্ণ-শ্রীপ্রভুর বিচিত্র চরিত।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে নাশে মায়ার বন্ধন।
স্মরণ-মননে হয় তাপ-বিমোচন॥
হয় আঁখি-উন্মীলন ঘুচে অন্ধকার।
ভবসিন্ধু-গোষ্পদ হেলায় হয় পার॥
ভেলায় বসিয়া দেখে তরঙ্গ তুফান।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন মঙ্গল-নিদান॥
সায় বাল্য-লীলাগীত শ্রুতি-সুমধুর।
গাইব দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনা প্রভুর॥

অথ শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণস্তবরাজঃ প্রারভ্যতে

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

ওঁ—ওঁকারবেদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণো
বুদ্ধেশ্চ সাক্ষী নিখিলস্য জন্তোঃ ।
যো বেত্তি সর্ব্বং ন চ যস্য বেত্তা
পরাত্মরূপো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

ন—ন বেদগম্যো ন চ যোগগম্যো
ধ্যানৈর্ন জপৈর্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
জ্ঞেয়ঃ কদাপীহ ততোঽবতীর্ণো
দয়ানিধে ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥

মো—মোক্ষস্বরূপং তব ধাম নিত্যং
যথা তদাপ্নোতি বিশুদ্ধ-চিত্তঃ ।
তথোপদেষ্টাঽখিল-তত্ত্ববেত্তা
ত্বং বিশ্বধাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৩ ॥

ভ—ভক্তেস্তথা শুদ্ধজ্ঞানস্য মার্গৌ
প্রদর্শিতৌ দ্বৌ ভবমুক্তিহেতূ ।
তয়োর্গতানাং ধ্রুবনায়কোঽসি
ত্বং মোক্ষসেতুর্ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৪ ॥

গ—গতিস্ত্বমেকা জগতাং জড়ানাং
পুরাবিসৃষ্টেশ্চিদখণ্ডরূপঃ ।
তদ্বল্লয়ে স্যা অধুনাসি তদ্বৎ
ত্বমাদিদেবো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

ব—বর্ণাশ্রমাচার-বিহীনশান্তাঃ
সন্ন্যাসিনো জ্ঞান-বিধূতচিত্তাঃ ।
ধ্যায়ন্তি যং নিত্যমভেদ-দৃষ্ট্যা
স এব হি ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

তে—তেজোময়ং দর্শয়সি স্বরূপং
কোষান্তরস্থং পরমার্থতত্ত্বং ।
সংস্পর্শমাত্রেণ নৃণাং সমাধিং
বিধায় সদ্যো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৭ ॥

রা—রাগাদিশূন্যাং তব সৌম্যমূর্ত্তিং
দৃষ্ট্বা পুনশ্চাত্র ন জন্মভাজঃ।
স্থানে যদাদায় বিশুদ্ধসত্ত্বং
ইহাবতীর্ণো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৮ ॥

ম—মহদ্বিচিত্রং মহদাদিকার্য্যং
লব্ধাঽপ্যধিষ্ঠামনাত্মনস্তং।
করোতি নিত্যা প্রকৃতি স্তবাজ্ঞা
তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্ ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৯ ॥

কৃ—কৃশানুবৎ-তাপ-বিদগ্ধচিত্তাঃ
সংসারিণঃ শান্তিনিকেতনং ত্বাং।
সংপ্রাপ্য শান্তা হি ভবন্তি তেষাং
ত্বং শান্তিদাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১০ ॥

ষ—ষড়ঙ্গ যোগো ন যতঃ সুসাধ্যো
জ্ঞানাধিকারী সুলভো ন যস্মাৎ।
গরীয়সী ভক্তিরতঃ কলৌ স্যাৎ
তজ্জ্ঞাপক ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১১ ॥

না—নাকাদি লোকং সুখদঞ্চ দিব্যং
সুরম্যমৈশ্বর্য্যমহং ন যাচে।
হৃদাসনে ত্বং কৃপয়া সদা বৈ
বসেতি যাচে ভুবি রামকৃষ্ণং ॥ ১২ ॥

যং—যং ব্রহ্মা বিষ্ণু র্গিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যং।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১৩ ॥

বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরাসেবিত-পাদপীঠং।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১৪ ॥

রামকৃষ্ণং চিদানন্দং যঃ স্তৌতি ভক্তিমান্ সদা।
তস্য চিত্তং ভবেচ্ছুদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানং স্বয়ং ততঃ ॥
শ্রীমদভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতম্।

বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা হৃদয় সরলা।
বয়ঃনির্ব্বিশেষে বৃদ্ধা যুবতী কি বালা॥
দুই বেলা যাওয়া-আসা তাহাদের ঘরে
দেখাশুনা আলাপনা ঘনিষ্ঠতা বাড়ে॥
ক্রমে পেয়ে পরিচয় গুণ শ্রীপ্রভুর।
হইল দ্বিতীয় হেথা কামারপুকুর॥
ফলমূল মিষ্টান্নাদি মনের মতন।
সতত তাঁহাকে দিত করিয়া যতন॥
না দেখিলে একদিন ব্যাকুল অন্তর।
লইত যে কোনরূপে প্রভুর খবর॥
শুনিত অমিয়-মাখা শ্রীমুখের গান।
পুলকিত তাহে এত দ্রবিত পরাণ॥
গানে তাঁর মহাশক্তি মিশান থাকিত
হউক পাষাণ তবু শুনিলে গলিত॥
হইত তখনি আঁখি জলের ফোয়ারা।
অবিরত বিগলিত দর দর ধারা॥
মহাভাগ্যবান যেবা শুনিয়াছে কানে।
আজীবন মাধুরী-ঝঙ্কার তুলে প্রাণে॥
মোহনিয়া শ্রীবদনে গীত এত মিঠে।
শুনিলে হৃদয়-তন্ত্রী নেচে নেচে উঠে॥
একেত রূপের ছবি বাক্যে না বেরোয়
ভুবনমোহিনী মায়া দেখে মুগ্ধ যায়॥
তদুপরে গীতিস্বরে এতই মাধুরী।
শ্রীকণ্ঠে লুকান যেন মোহন বাঁশরী॥
সকলেই মুগ্ধচিত সঙ্গীত-শ্রবণে।
কে বলিবে কি আনন্দ দিব্য দরশনে॥
যে বারেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে গান।
তার ঘরে আর নাহি থাকে মন-প্রাণ
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা অপরূপ মিঠে।
যত ধীরে যাবে তলে তত সুধা উঠে॥
হৃদয়ের তৃপ্তিকর মধুর ভারতী।
ধীরে ধীরে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

পুরী-প্রতিষ্ঠা

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

দেখহ প্রভুর রঙ্গ কত সংগোপন।
রঙ্গভূমে প্রথমে হাজির কোন্ জন॥
বৃহৎ করম-কাণ্ডে চাই টাকা-কড়ি।
তাই চুপে চুপে জুটে দুজন ভাণ্ডারী॥
শিরে ধরি তাঁহাদের যুগল চরণ।
যা লইয়া কৈলা প্রভু খেলার পত্তন॥
ভাগ্যবতী ভাগ্যবান ভাণ্ডারী প্রভুর।
রাণী রাসমণি তাঁর জামাতা মথুর॥
কেমনে আসরে নামে কিবা সংযোটন।
চির-অন্ধ শুনে পায় সুন্দর নয়ন॥
রাণী রাসমণি জানবাজার বসতি।
নানা গুণে বিভূষিতা দেশে দেশে খ্যাতি॥
অতুল সম্পত্তি বহু টাকা-কড়ি ঘরে।
কুবের আবদ্ধ যেন কোষাগার-দ্বারে॥
তাঁহার ভাগ্যের কথা না যায় বাখানি।
ধনবতী যেন তেন ভক্তিমতী রাণী॥

রাণী না হইল বড় ভক্তি ঘটে যাঁর।
বলিহারি বিধি-দড়ি লোক দেশাচার॥
ভক্তিবলে ভকতের বেভউল চাল।
মহাব্যাধি বেদবিধি না পায় নাগাল॥
হইলে অভক্ত দ্বিজ কি কহিব তাঁকে।
নীচ জাতি উচ্চে স্থিতি ভক্তি যদি থাকে।
ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেখ কি করম তাঁর।
ধনরত্নে পরিপূর্ণ রাণীর আগার॥
অতুল সম্পত্তি উচ্চ ত্রিতল আলয়।
মনহরা দ্রব্যে ভরা বলিবার নয়॥
কিছুই না লাগে ভাল ক্ষিপ্তপ্রায় বুলে।
শাস্ত্রের বিধান বাণ এত হৃদি জ্বলে॥
সদুপায় হেতু রাণী ভৃত্যে আজ্ঞা করে।
দেখহ যতেক টোল সহর ভিতরে॥
স্থানান্তরে আছে যত অধ্যাপক জন।
ডাব-পত্রে সমাচার করহ প্রেরণ॥
যথা আজ্ঞা ভৃত্যগণ অগণন ছুটে।
আনিতে বিধান গেল কিছু দিন কেটে॥
মনমত বিধি কেহ দিতে নাহি পারে।
অবশেষে আসে রামকুমার-গোচরে॥
বড়ই শ্যামার ভক্ত শ্রীরামকুমার।
বিধি-শাস্ত্র ভক্তি-শাস্ত্র বহু জানা তাঁর॥
শ্যামা সানুকূল অতি শ্রীরামকুমারে।
দেন দরশন তাঁয় ডাকিলে তাঁহারে।
শাস্ত্রজ্ঞ যেমন তিনি তেন ভক্তিমন্ত।
শ্যামা জিবে লিখে দেন জ্যোতিষের মন্ত্র॥
সেই সেতু সিদ্ধবাক্ শ্রীরামকুমার।
যে কোন কারণে বাক্য নহে টলিবার॥
বিধান দিলেন তিনি বিধি-শাস্ত্র দেখি।
দিলে পরে পুরীখানি দানপত্র লিখি॥
কোন সৎবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণের নামে।
অন্ন-ভোগ রীতি তবে শাস্ত্রের বিধানে॥
শুনি বিধি-অন্বেষক আনন্দ বিধান।
রাণীর নিকটে শীঘ্র করিল পয়ান॥

আপনার মন্ত্রদাতা গুরুদেবে ডাকি।
দিলা রাণী তাঁর নামে দানপত্র লিখি॥
অন্ন-ভোগ হেতু ব্রতী হবে যে ব্রাহ্মণ
করিতে বলিল রাণী তার অন্বেষণ॥
যত লবে মাহিয়ানা তত দিব তাঁয়।
তদুপরি মনমত পাইবে বিদায়॥
রাণীর বিদায় বড় ছোটখাট নয়।
ক্ষুদ্র যেটী তবু পাঁচশত টাকা ব্যয়॥
দেশীয় ব্রাহ্মণ কেহ স্বীকার না করে।
কহে কেবা দিবে অন্ন কৈবর্ত্ত-ঠাকুরে॥
শাস্ত্রে বিধি আছে তবু নাহি করে মত।
শাস্ত্র চেয়ে দেশাচার এত বলবৎ॥
চাল-কলা লোভী যত কলির ব্রাহ্মণ।
সকল করিতে পারে কড়ির কারণ॥
শুক্র-মেদে জন্মে কন্যা বালিকা কুমারী।
কসায়ের মত দেয় ল'য়ে টাকা-কড়ি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু আছিল আখ্যান।
কন্যার বিক্রয়ে এবে পাঁঠিবেচা নাম॥
চিটা ফোঁটা কাটা গায় গোঁসাই ব্রাহ্মণে
প্রণব সহিত মন্ত্র দেন বেশ্যাগণে॥
এমন ব্রাহ্মণ যাঁর অর্থ-গত প্রাণ।
তাঁহারাও নাহি দেন এ-কথায় কান॥
বিষম প্রভুর খেলা ভেঙ্গে দিব পরে।
কোথায় নির্ঝর কোথা জল দেখ ঝরে॥
বিষম মরম খেদে রাসমণি বলে।
হে মা শ্যামা দিলে জন্ম হেন নীচ কুলে॥
আমার সম্পর্ক আছে এই সে কারণ।
অন্ন-ভোগ দিতে নাহি মিলিল ব্রাহ্মণ॥
ভক্তিমতী রাসমণি বুঝিয়া উপায়।
রামকুমারের কাছে বলিয়া পাঠায়॥
আপুনি দিলেন বিধি তবু কি কারণ।
পূজক পাচক কার্য্যে না মিলে ব্রাহ্মণ॥
শাস্ত্র-বিধিমতে যদি আছে হেন রীতি।
দয়া করি আপনারে হতে হবে ব্রতী॥

শ্যামাপদে রত মন শ্রীরামকুমার।
শ্যামার হবে না সেবা শুনি সমাচার ॥
স্বীকার করিলা কর্ম্ম লইবেন হাতে।
লৌকিক আচারে দোষ শুদ্ধ শাস্ত্রমতে
এত বলি কি করিলা শুন অতঃপর।
বলেছি গ্রামের নাম কোথায় শিয়ড় ॥
যেখানে হৃদুর বাড়ী প্রভুর ভাগিনে।
কামারপুকুর হ'তে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ॥
সেখানের ব্রাহ্মণ সহরে ছিল যত।
সবাকারে পুরীতে করিলা নিয়োজিত ॥
সৎকুল সম্ভূব সেবাত ব্রাহ্মণ।
যেখানে রাণীর ছিল বড অনাটন ॥
প্রয়োজন মত পেয়ে অতি আহ্লাদিত।
ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা-দিন কৈল নিরূপিত ॥
স্নানযাত্রা সেইদিন আষাঢ় মাহায়।
বারশত উনষাটি সাল গণনায় ॥
পুরী-প্রতিষ্ঠার দিন যত কাছে আসে।
চারিদিকে নরনারী মহানন্দে ভাসে ॥
মহতী হইবে ঘটা দেখিবার আশ।
ঘটা-পরিসীমা কথা না হয় প্রকাশ ॥
দীর্ঘ প্রস্থে পুরীখানি মহা পরিসর।
আধলক্ষ লোক ধরে ইহার ভিতর ॥
সুন্দর শোভিত এই পুরীর সমান।
কোন স্থলে গঙ্গাকূলে নাই বিদ্যমান ॥
মন-প্রাণ কোথা যায় পুরী-দরশনে।
বলিতে নারিনু ভাব রয়ে গেল মনে ॥
দিব্যভাব-পরিপূর্ণ শান্তিময় স্থল।
আজন্ম সন্তপ্ত চিত দেখিলে শীতল ॥
আসিতে লাগিল কত শত শাস্ত্রবিৎ।
ছাত্রসহ নিমন্ত্রিত টোলের পণ্ডিত ॥
মহাভাগ্যবতী রাণী ভুবন মাঝার।
শুভক্ষণে সমাগত শ্রীরামকুমার ॥
সহোদর গদাধর আইলা সংহতি।
ভুবন-পাবন ভ্রাতা অখিলের পতি ॥

একত্রিত লোক কত সংখ্যা কেবা করে।
এত বড় পুরীখান তাহে নাহি ধরে ॥
গণনায় সংখ্যা তার নাহি হয় সীমা।
যে দিনে সাজায় কৃষ্ণ কালীর প্রতিমা ॥
রজত কাঞ্চনময় নানা আভরণ।
পরায় শ্যামায় যত পুরীর ব্রাহ্মণ ॥
রজত সহস্রদল পদ্মের উপর।
বিরাজিতা শ্যামামাতা পদতলে হর ॥
পরম সুঠাম হেন নাহি কোনখানে।
শ্যাম কি শ্যামার মূর্ত্তি সাধ্য কার চিনে ॥
অতুল উপমা রূপ কান্তি প্রতিমার।
শ্যাম-অঙ্গে শোভে যেন শ্যামা-অলঙ্কার ॥
এ-সময় বহুকষ্টে প্রভু গদাধর।
জনতা ঠেলিয়া যান মন্দির ভিতর ॥
প্রতিমা প্রতিমা বলি জ্ঞান নাহি হয়।
দেখিলা যেমন শ্যামা আপুনি উদয় ॥
কৈলাস করিয়া শূন্য, বিরাজ মন্দিরে।
অপরূপ রূপে গোটা পুরী আলো করে ॥
অন্নপূর্ণা-ক্ষেত্রে যেন নাহি অনাটন।
চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খায় লোকজন ॥
আহুত কি অনাহুত দুঃখী ক্ষুধাতুর।
সমভাবে পায় সবে প্রচুর প্রচুর ॥
কিন্তু সেই দিনে প্রভু ভব-কর্ণধার।
পুরীর সম্পর্ক ভোজ্য না কৈল স্বীকার ॥
এক পয়সার মাত্র মুড়্কি আনাইয়া।
কাটাইলা গোটা দিন তাহাই খাইয়া ॥
পলায়ে আসেন প্রায় বেলা-অবসানে।
রামকুমারের টোল আছিল যেখানে ॥
উদ্বিগ্ন অগ্রজ কোথা গেল গদাধর।
কার মুখে কোন কিছু না পান খবর ॥
খুঁজিতে সময় নাই যায় ছয় দিন।
শ্যামার সেবায় রত সেবা-পরাধীন ॥
উদ্বিগ্ন অগ্রজ বুঝি আপনা অন্তরে।
আপুনি আইলা প্রভু ছয় দিন পরে ॥

হায় রাণী রাসমণি না চিনে এখন।
পুরীতে প্রসাদ পান প্রভু নারায়ণ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা মাতা পরম ঈশ্বর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের সবার উপর॥
ইষ্টদেবী তোমার স্বপনে যাঁরে দেখা।
প্রভুর পুরুষাধারে লীলাক্ষেত্রে ঢাকা॥
লইয়া ভাণ্ডারা যাঁর জন্যে আগুয়ান।
যাঁর জন্যে কৈলে হেন পুরী বিনির্ম্মাণ॥
আপুনি হাজির ঠিক প্রতিষ্ঠার দিনে।
দেখ না নেহারি দুঃখ অকারণ কেনে॥
ধন্য ধন্য পঞ্চভূত যাই বলিহারি।
ঘরে পুরে দাও জোরে নাক ফুঁড়ে ডুবি।
কি ঘুমন্ত বদ্ধ জীব কিবা ভক্তিমান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও নাহিক এড়ান॥
ভগবান কর কৃপা এ দাসের প্রতি।
চিনি বা না চিনি যেন পদে রহে মতি॥
লয়ে অনুমতি প্রভু অগ্রজের স্থানে।
ফিরিয়া আইলা দেশে আপন ভবনে॥
দেশে হইয়াছে রাষ্ট্র কথা বহু দূর।
শ্রীরামকুমার সেবে কৈবর্ত্ত-ঠাকুর॥
নিন্দাবাদ আন্দোলন করে সর্ব্বজনে।
কুলের কলঙ্ক কাজ করিল কেমনে॥
কথায় না দেন কান প্রভু গদাধর।
ভিতরে অন্তরে তাঁর আনন্দ বিস্তর॥
তাঁর খেলা কেবা বুঝে একা তিনি বিনে।
স্বভাব-সুলভ হাসি-খুসি সবা সনে॥
শিশুবয়ঃ গেছে প্রভু বয়স্ক এখন।
শৈশব ভাবের পক্ষে নাই বৈলক্ষণ॥
বয়সের সঙ্গে শিশুভাব হয় বড়।
এ কথা বুঝিতে মন-বুদ্ধি চাই দড়॥
সরল শৈশব-ভাব চন্দ্রিমা-কিরণ।
কলায় কলায় বাড়ে কভু নহে কম॥
বয়স দেখিয়া কয় প্রতিবাসিগণে।
এবে গদা'য়ের বিয়া হইবে কেমনে॥
হইলে বিয়ার কথা প্রভু অতি খুসি।
কথার উত্তর দেন মৃদুমন্দ হাসি॥
মনমত ঘটে কন্যা মিটে মন-সাধ।
হয় যেন গাছতলা কর আশীর্ব্বাদ॥
অদ্ভুত ঘটনা বিয়া কব পরে মন।
শিয়ড়ে চলিলা প্রভু হৃদুর ভবন॥
গীতপ্রিয় গৌড়বাসী সর্ব্বজনে জানা।
শিয়ড়েতে একদিন গায় কোন জনা॥
গায়কের কণ্ঠরব কানে যার উঠে।
নরনারী ছেলেবুড় সবে আসে ছুটে॥
হৃদয়-সসঙ্গ প্রভু বসি সেই স্থলে।
আইলা রমণী এক কন্যা করি কোলে॥
অল্পবয়া কন্যা তিন বর্ষ পরিমাণ।
যুগল চরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥
জননী ঝিউড়ি সেইখানে বাপ-ঘর।
হৃদয়ের প্রতিবাসী চেনা পরস্পর॥
শুধু মাত্র চেনা নয় আত্মীয়তা অতি।
নিকট সম্পর্ক দ্বিজবংশ সম জাতি॥
গায়কের গীত সাঙ্গ হয়ে গেলে পর।
শিশু মেয়ে লয়ে লোকে যুড়িল রগড়॥
তার মধ্যে বালিকায় কহে একজন।
দেখ না এখানে কত লোক সমাগম॥
মন মত কারে চাহ করিবারে বিয়া।
দেখাইয়া দাও দেখি হাত বাড়াইয়া॥
এত শুনি তখনি বালিকা তুলি কর।
নির্দ্দেশ করিয়া দিলা প্রভু গদাধর॥
কেবা এ বালিকা আর কে জননী তাঁর।
পরে মন বিশেষিয়া কব সমাচার॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর হৃদয়-বসতি।
এলে পরে হয় তথা বহুদিন স্থিতি॥
হরিভক্ত এইখানে বড়ই বিরল।
সংসারী বিষয় 'বাসে বিষয়ী সকল॥
তা সবার মধ্যে মাত্র দুই এক জন।
ভগবৎ-তত্ত্ব-কথা করে আন্দোলন॥

সঙ্গীতে রাণীর নেশা হৈল অতিশয়।
নিত্য নিত্য একবার না শুনিলে নয়॥
ত্রুটি নাই সর্ব্ব অঙ্গে পূজা সু-সুন্দর।
পূজায় সেবায় যায় প্রহর প্রহর।
ডুবিয়া যাইত ষোল আনা মন-প্রাণ।
কিছু না থাকিত তাঁর বাহ্যিক গিয়ান॥
কেবা কিবা কয় কেবা কোথা আসে যায়।
শুনা দেখা নাই এত প্রমত্ত পূজায়॥
মধুলুব্ধ মধুপ যেমন ফুল্ল ফুলে।
মত্ত হয়ে পিয়ে মধু মন-প্রাণ ভুলে॥
উলটু-পালটু খায় দলের উপর।
আপনার দেহ কোথা নাহিক খবর॥
কোথা শক্তিধর পাখা সকলের মূল।
নাই গ্রাহ্য থাক যাক সুকোমল হুল॥
টান দিয়া শুষে চুষে বিভোর নেশায়।
সেইমত প্রভুদেব শ্যামার পূজায়॥
এবে ঘোর কলিকাল যত জীবগণে।
পূজিতে ভজিতে জানে কামিনীকাঞ্চনে॥
দেবদেবী পূজা-সেবা আদি আরাধনা।
জপ-তপ ক্রিয়া-কর্ম্ম সাধন-ভজনা॥
একেবারে লুপ্ত প্রায় গোটা ধরাতল।
যাহা কিছু আছে মাত্র নাম সে কেবল॥
তাই প্রভু দয়াময় দয়ার সাগর।
উপনীত ধরাধামে ধরি কলেবর॥
শিক্ষা দিতে জীবগণে চিরহিতকারী।
সাধন ভজন পূজা আপনে আচরি॥
প্রভুর পূজার কথা অমৃত ভারতী।
কেমনে করেন শুন শ্যামার আরতি॥
সুবিদিত রাসমণি তাঁয় দেবালয়।
উপযুক্তমত বাদ্য আরতি-সময়॥
খোল করতাল বাদ্য বিষ্ণুর প্রাঙ্গণে।
বাজে জোড়া নহবত উত্তর দক্ষিণে॥
জোড়া জোড়া কাঁসর দামামা ঘড়ি বাজে।
মা মা রব উচ্চে সব গায় পুরীমাঝে॥

এখানে মন্দিরে প্রভুদেব ভগবান।
তেজস্বী তপস্বী সম বর্ণ দীপ্তিমান॥
মহাক্রমে বৃহৎ আরতি এক করে।
গুরুভার ঘণ্টা প্রভু ধরিয়া অপরে॥
আলো করি শ্রীমন্দির করেন আরতি।
দেখ মন এবে কিবা প্রভুর মূরতি॥
ভক্তগণ-মনোলোভা শোভা নিরুপম।
উপমায় কিছু নাই আঁকিতে অক্ষম॥
হয় ক্লান্ত-কলেবর যত বাদ্যকরে।
বাজাইতে বহুক্ষণ হাত গেল ভেরে
শব্দ গেল স্তব্ধ সব ঘর্ম্মে আর্দ্রকায়।
প্রভুর আরতি-ঘণ্টা তবু না ফুরায়॥
ঘোর ঘন ঘন শব্দে ঘণ্টা বেজে চলে।
হেলে দুলে আরতি দক্ষিণ করে খেলে॥
অবিরাম চলিতেছে আরতি অতুল।
বাহ্য নাহি প্রভু যেন কলের পুতুল॥
রক্তিম বরণ মুখমণ্ডলে বেড়ায়।
উচ্চরবে মা মা রব পাগলের প্রায়॥
অবশেষে জড়বৎ বাহ্য হারাইয়া।
হৃদয় বাহিরে আনে যতনে ধরিয়া॥
এই মত প্রায় হয় আরতির কালে।
না বুঝিয়া লোকে-জনে উন্মত্ততা বলে॥
দিবাভাগে বলিলাম পূজার ধরন।
সাধনা রাত্রিতে হয় শুন শুন মন॥
ভক্তভাবে অবতার প্রভু ভগবান।
কুলহারা জীবে দিতে ধর্ম্মের বিধান॥
ভক্তভাবী ভগবান তাঁহার বারতা।
আমাদের সঙ্গে তাঁর বিপরীত কথা॥
এক ভগবান আর জীব অগণন।
জীবভাবে জীবভাবে সদা সংমিলন॥
ভক্তভাবে জীবভাবে কখন না মিলে।
তাই খেপা প্রভুদেব জীবগণে বলে।
দেশে রাষ্ট্র হৈল কথা বড় পরমাদ।
সবে কয় হইয়াছে গদাই উন্মাদ॥

কেন পরমাদ কথা মনে হয় ডর।
ইহার ভিতরে আছে বড়ই রগড় ॥
বিয়া করিবার সাধ বড় তাঁর মনে।
উন্মাদ-প্রবাদে লোকে কন্যা দিবে কেনে ॥
শ্রীপ্রভুর বিবাহের সাধ অতিশয়।
মানুষে যেরূপ করে সে প্রকার নয় ॥
বালকস্বভাব প্রভু বালক-আচার।
বয়সের সঙ্গে মাত্র বাড়িছে আকার ॥
বালকের ভাব খেলে বাক্যকায়মনে।
স্মরণ রাখিও কথা শয়নে স্বপনে ॥
সরল মধুর বড় রামকৃষ্ণ-কথা।
বুঝিতে নারিবে যদি ভুলহ বারতা ॥

শ্রবণান্দোলনে মন না করিবে হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবার একমাত্র ভেলা ॥

বিবাহ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

ক্রমে পরে শুনিলেন আই ঠাকুরাণী।
প্রভুর কারণে হৈলা আকুল পরাণী ॥
ছেড়ে গেছে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকুমার।
শোক-তাপানলে হৃদি দহে অনিবার ॥
তাহার উপরে এ কি ভীষণ বারতা।
বায়ুরোগে গদাই'র উন্মাদের কথা ॥
যতেক মমতা স্নেহ তাঁহার উপর।
প্রাণের অধিক ছোট ছেলে গদাধর ॥
সম্বরিতে নারে শোক কাঁদে উচ্চরোলে।
তিতিল আগোটা বক্ষ নয়নের জলে ॥
তখনি আইল ধেয়ে পুত্র রামেশ্বর।
সংসারের ভার এবে যাঁহার উপর ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আই কহিলেন তাঁরে।
ব্যবস্থা করিয়া ঘরে আন গদাধরে ॥
সান্ত্বনা করিয়া মায়ে কহে রামেশ্বর।
রোদন সম্বর তারে আনিব সত্বর ॥
অল্পদিন মধ্যে তেঁহ করিল তাহাই।
আইর পরাণ ঠাণ্ডা পাইয়া গদাই ॥
এখানে প্রভুর ভাব হইল স্বতন্তর।
কখন সুস্থিরতর কভু বহে ঝড় ॥
সুস্থিরেতে হাসিখুসি প্রতিবাসী সনে।
হইত যেমন পূর্ব্বে গ্রাম্য আলাপনে ॥
বহিলে অন্তরে ঝড় নীরব গদাই।
সম্মুখে আসিলে কেহ কোন কথা নাই ॥
রাত্রিদিন উদাসীন আপনে আপন।
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-হীন বাহ্য আচরণ ॥
কানাকানি লোকজনে পরস্পর কয়।
উপদেবতার কর্ম্ম অন্য কিছু নয় ॥

সে হেতু আনিয়া ওঝা করে ঝাড়-ফুঁক।
বসিয়া বসিয়া প্রভু দেখেন কৌতুক ॥
ওঝার টোটকা ব্যর্থে সবে মুহ্যমান
চণ্ড নামাইতে লোকে করিল বিধান ॥
আসিল চণ্ডর ওঝা নির্দ্ধারিত দিনে।
দেখিবারে উপনীত গ্রাম্য লোকজনে ॥
পূজাবলি লয়ে চণ্ড হৈল অধিষ্ঠান।
যেইখানে দর্শকেরা আছে বিদ্যমান ॥
ওঝারে ডাকিয়া চণ্ড বলিল এখনে।
পূজাবলি দিলে তুমি যাহার কল্যাণে ॥
দেহে তার ভূত-স্পর্শ কিম্বা নাই ব্যাধি।
অকারণ ঝাড়-ফুঁক অথবা ঔষধি ॥
সম্বোধিয়া প্রভুদেবে চণ্ডর বচন।
ও গদাই, সাধু হ'তে এত যদি মন ॥
সুপারি ভক্ষণ কেন এত পরিমাণে।
যাহাতে কামের বৃদ্ধি দেহমধ্যে আনে ॥
সুপারি-ভক্ষণাভ্যাস অধিক তখন।
চণ্ডর আদেশে প্রভু কৈলা বিসর্জ্জন ॥
জপ-পূজা-স্বস্ত্যয়ন কল্যাণের তরে।
আচরেন আত্মীয়েরা প্রভু যাতে সারে ॥
কিছুতেই নাহি হয় মনোমত হিত।
তেকারণ সকলেই সর্ব্বদা চিন্তিত ॥
এখানেতে প্রভুদেব আপনার মনে।
কখন ঠাকুরপূজা কখন শ্মশানে ॥
কখন বসন থাকে শরীরে সংলগ্ন।
কখন বসনহীন অঙ্গ গোটা নগ্ন ॥
একত্রে আত্মীয়বর্গে যুক্তি স্থির করে।
পারিলে বিবাহ দিতে হিত হ'তে পারে ॥
বিবাহে বায়ুর কোপ নষ্ট হয় প্রায়।
সংসারে পড়িবে মন
পূর্ব্বাপর আগাগো
বুঝে কিছু উপশম ব
ত্বরিত বি।হত বিয়া
যদি পরে হয় রোগ

তাই ভাই রামেশ্বর সাধিতে কল্যাণ।
এখানে সেখানে করে পাত্রীর সন্ধান ॥
আত্মীয়-স্বজন লক্ষ্মী মুখুয্যে আখ্যান।
হৃদয়ের ভাই তাঁর শিয়ড়েতে ধাম ॥
ঘটকালিকার্য্য তাঁর হাতে দিয়া ভার।
ভাই রামেশ্বর দেখে অপর যোগাড় ॥
হৃদয় লক্ষ্মীর সঙ্গে বড় ভালবাসা।
প্রভুর সতত তাই শিয়ড়েতে আসা ॥
প্রভুর বড়ই প্রীতি আছিল শিয়ড়ে।
তাই সন্নিকটে পাত্রী অন্বেষণ করে ॥
অর্দ্ধ ক্রোশ দূর মাত্র পূরব অঞ্চলে।
ক্ষুদ্র গ্রাম নাম জয়রামবাটী বলে ॥
জয়রাম মুখুয্যে নামক তথাকার।
কালী নামে কন্যা এক আছিল তাঁহার।
প্রথমে সম্বন্ধ হয় সে কন্যার সনে।
ভেঙ্গে দিল জয়রাম পাত্র ক্ষেপা শুনে ॥
তাঁর খুল্লতাত ভাই মহাভাগ্যবান।
মুখুয্যে শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম ॥
দশকর্ম্মান্বিত দ্বিজ আছে যজমান।
সংকীর্ণ অবস্থা চলে কষ্টে গুজরান ॥
বাস উপযুক্ত মাত্র ছোট মেটে ঘর।
আপনি ব্রাহ্মণ আর তিন সহোদর ॥
একটী নন্দিনী তাঁর চারিটী নন্দন।
সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা জনমে প্রথম ॥
এবে কি হইল শুন ঘটকেরে লৈয়া।
ব্রাহ্মণ সম্মত দিব দুহিতার বিয়া ॥
বিবাহের সব কথা করি স্থিরতর।
রামেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন খবর ॥
পুলক অন্তর তেঁহ শুভ সমাচারে।
দিন করি স্থিরতর কুটুম্বের ঘরে।
পাঠাইল নিমন্ত্রণ লিখন করিয়া।
আই ঠাকুরাণী কন ঘরে ঘরে গিয়া ॥
প্রতিবাসী নর-নারী খুশী অতিশয়।
সর্ব্বাধিক খুশী প্রভু হবে পরিণয় ॥

গুরুমাতা-বন্দনা

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ।

জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগত-জননী ।
গুণময়ী গুণাতীত ব্রহ্ম সনাতনী ॥
অখণ্ডা অরূপা তুমি তুমি নিরুপমা ।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি মা প্রধানা ॥
সৃষ্টির অঙ্কুর তুমি সকলের মূল ।
তুমি মা চব্বিশ তত্ত্ব তুমি সূক্ষ্ম স্থূল ॥
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতিতে পালন ।
পুনঃ রাখ কোলে ল'য়ে করিয়া নিধন ॥
খেলার ডালি মা তোমার গোটা সৃষ্টিখানি ॥
লীলাময়ী লীলাপরা লীলাস্বরূপিণী ।
একা তুমি অদ্বিতীয়া আপন মায়ায় ।
ধরিয়াছ বহুরূপ জগত-লীলায় ॥
আপনার অখণ্ডতা করি খণ্ড খণ্ড ।
গঠেছ অগণ্য আমি রচিতে ব্রহ্মাণ্ড ॥
গুপ্তভাবে আপ্ত লীলা কর গো জননী ।
মায়ায় তোমার জীবে করে আমি আমি ॥
মা তোমার নরলীলা লীলাশ্রেষ্ঠ গণি ।
অযোধ্যায় সীতারূপে জনকনন্দিনী ॥
রামময় প্রাণ-ভাব প্রাণের আরাম ।
মন প্রাণ ধ্যান জ্ঞান দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
আগোটা জনম দুঃখ সহিলে পরাণে ।
জনম-দুঃখিনী সীতা পুরাণে বাখানে ॥
বৃন্দাবনে রাইরূপে কৃষ্ণ-পাগলিনী ।
শুদ্ধসত্ত্বে তনু মহাভাব-স্বরূপিণী ॥
উমারূপে হিমালয়ে নগেন্দ্র নন্দিনী ।
করিলে কৈলাসে বাস হইয়া ঈশানী ॥

জগত-জননীরূপে এখন লীলায় ।
পূণিত অন্তরাধার স্নেহ-করুণায় ॥
মহামন্ত্র মা প্রণব করি উচ্চারণ ।
পদতলে নতশিরে পরশে চরণ ॥
জানে না সে কি পাইল ভক্তি নিরমল ।
কোটি কোটি জনমের সাধনার ফল ॥
মা তোমার ধর মায়া দাও সরাইয়ে ।
দেখি মা অভয়পদ নয়ন ভরিয়ে ॥
করি চিত্র লীলাপট মনে বড় সাধ ।
মায়া যেন পথে নাহি ঘটায় প্রমাদ ॥
তুয়া পদ-প্রদর্শিকা তুমি গো জননী ।
হৃদয়ে আসিয়া উর কণ্ঠে বস তুমি ॥
দাও খুলে তালা-আঁটা হৃদয়ের দ্বার ।
উঠুক রাগের বায়ু প্রসাদে তোমার ॥
পঞ্চমবর্ষীয়া এবে ব্রাহ্মণের বালা ।
মায়িক বালিকাবৎ করে ধূলাখেলা ॥
মানুষের মত ঠিক গঠন-প্রণালী ।
মায়া-বিমোহিত মত নহে কার্য্যগুলি ॥
যে হও সে হও মাগো বিচারে কি কাজ
অভয় চরণ যেন জাগে হৃদি-মাঝ ॥
মা হ'য়ে মা থাক তুমি করি নিবেদন ।
শ্রীপ্রভুর লীলারসে কর নিমগন ।
এক মর্ম্মভেদী দুঃখ বড় বাজে প্রাণে ।
কেন এত দুঃখ হেন মাতা বিদ্যমানে ॥
স্মরিলে দুঃখের কথা ফেটে যায় ছাতি ।
সিংহের শাবক খাই শিয়ালের লাথি ॥

কি বল কি বল গো মা সহিতে কি পারি।
বিশ্বেশ্বর প্রভুদেব তুমি বিশ্বেশ্বরী॥
নিরখি যখন মাগো চরণ-কমলে।
অতি তুচ্ছ স্বর্গ ধরা ধরাতলে॥
যখন হৃদয়ে জাগে চরণ-দুখানি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরে তৃণত্রয় গণি॥
ইঙ্গিতে জননী যদি তব আজ্ঞা পাই।
উত্তরের হিমাচল দক্ষিণে বসাই॥
ভূতলে থাকিয়া ধরি গগনের চন্দ্র:
হনুর সঙ্গেতে পারি করিবারে দ্বন্দ্ব॥
সকৃষ্ণ অর্জ্জুন-রথ ফিরাইতে পারি।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গোটা তোলপাড় করি॥
এদিকে করুণাময়ী ওদিকে আবার।
পাষাণ হইতে শক্ত অন্তর তোমার॥
আত্মপর নাই ভেদ অপরূপ কথা।
মা হয়ে মা কাট তুমি সন্তানের মাথা॥
স্মরিলে তরাস আসে গণেশ-কাহিনী।
লোকে বলে মাথা তার উড়াইল শনি॥
শনির কি সাধ্য আসে তাহার নিকটে।
মা তুমি না দিলে সায় কেবা মাথা কাটে॥
মা তুমি মারিলে কার সাধ্য করে ত্রাণ।
তুমি মা কুপিলে নাই কাহারও এড়ান॥
যে কালে হইল দক্ষ পিতা মা তোমার।
তাঁর সনে কৈলে মা গো কিবা ব্যবহার॥
ভূতে ডেকে মাথা কেটে পাড়াইলে ভূঁয়ে।
মায়ের কি হবে কিছু না দেখিলে চেয়ে॥
অমুণ্ড করিয়া তবু তুষ্টি নাই মনে।
লোক-হাসি ছাগমুণ্ড দিলে গরদানে॥
ভকতে যতেক দয়া তাও ভাল জানি।
লঙ্কা-রক্ষিকার বেশে যখন মা তুমি॥
দশানন আজীবন তপিল কিমতি।
তাই কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি॥

এবে গুপ্ত অবতার এই অনুমানি।
তাই কি এতেক কহ সহিতে জননী॥
জপে তপে যোগী যারে না পায় ধেয়ানে।
সেই মাতা তুমি মা গো আঁখি বিদ্যমানে॥
সম্মুখে পেয়েছি এবে সব দুঃখ কব।
মার ছেলে কেন কহ এতেক সহিব॥
দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান।
গৃহীরা কি বানে-ভাসা পরের সন্তান॥
তুমি ত করেছ গৃহী দিয়া মায়া-ঠুলি।
ঘুরাতেছ ঘানি-গাছে খাওয়ায়ে বিচালি॥
ছুটে ছুটে মরি খেটে পেটে নাহি ভাত।
তাহার উপরে মা তোমার কশাঘাত॥
কি বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে কেহ ভূমে গড়াগড়ি॥
মায়ের নিকট হেন শোভা নাহি পায়।
এরূপ কোথায় করে কোন্ দেশী মায়॥
অমাতার ব্যবহার দেখে কত সই।
কবে দিনু মুখুয্যের পাকা ধানে মই॥
ইচ্ছাময়ী মাতা তুমি জগৎ-পালিকা।
নমো নমো শ্যামা-সুতা ব্রাহ্মণ-বালিকা॥
এক নিবেদন মম চরণ-যুগলে।
যত দুঃখ হোক যেন মন নাহি টলে॥
নালিশ মায়ের কাছে যদি মারে মায়।
ছাওয়াল নিকটে কাঁদে অন্যত্রে না যায়॥
তেমতি থাকিব মাগো এই ভিক্ষা চাই।
মা বলিয়া কাছে যেন কাঁদিয়া বেড়াই॥
কি সুন্দর নরলীলা যাই বলিহারি।
হৃদয়ে উদয় যাহা আঁকিতে না পারি॥
সাধ্যাতীত যদ্যপিহ প্রাণ নাহি মানে।
সতত প্রমত্ত মন লীলা-আন্দোলনে॥
মায়ের সহিত হৃদে উরহ ঠাকুর।
যেতে পথে বাধাবিঘ্ন সব করি দূর॥

শ্রীপ্রভুর লীলা-কথা মধুর কথন।
পরম আনন্দে শুন একমনে মন॥

অনুরাগে কালীদর্শন

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

কৃপা কর ইষ্টগোষ্ঠী ঠেকিয়াছি দায়।
প্রভুর সাধন-কথা হৃদে না যুয়ায়॥
বড়ই সুগুহ্য কথা গুরুতম তত্ত্ব।
সুমূর্খ পামর নহে বর্ণিবার পাত্র॥
বিষম সমস্যা ইহা বিশেষে আমার।
কোথাও না পাই কিছু ঠিক সমাচার॥
কার পর কি করিলা প্রভু ভগবান।
চোখে দেখা যার সেও না বুঝে সন্ধান॥
জগৎ-জননী সিদ্ধিদাত্রী শ্যামা-সুতা।
লিখাইয়া দেহ মোরে সাধনার কথা॥
অভয়ে অভয়-পদ-বলে বাঁধি ছাতি।
লিখি এ মহান কাণ্ড রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
থাকি কিছু দিন প্রভু কামারপুকুরে।
উপনীত হইলেন দক্ষিণসহরে॥
নিত্যকর্ম্ম শ্যামা-সেবা করিতে করিতে।
বহিতে লাগিল বেগ শ্রীপ্রভুর চিতে॥
একাকী থাকেন প্রভু চিন্তায় মগন।
কখন থাকেন বসি যথা নিরঞ্জন॥
জাহ্নবীর তীরে কিংবা পঞ্চবটমূলে।
সতত মানুষে যেই দিকে নাহি চলে॥
নির্জ্জনে ধ্যানের হেতু প্রভু নারায়ণ।
রোপিয়াছিলেন আগে তুলসী-কানন॥

গঙ্গাতীরে বিল্বমূলে পুরীর ভিতর।
এখন কাননে গাছ ডাগর ডাগর॥
বেড়া দিয়া ঘেরিবারে হৈল তাঁর মন।
করিবারে সেই স্থান অধিক নির্জ্জন॥
বেড়ার যোগাড় কেবা করে হেন নাই।
তে কারণ চিন্তামগ্ন আছেন গোঁসাই॥
হেনকালে কি হইল শুন শুন মন।
প্রভু রামকৃষ্ণ-কথা অমৃত কথন॥
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নহে বলিবার।
দেখিতে দেখিতে ডাকে গঙ্গাতে জুয়ার॥
সমাসীন প্রভুদেবে নিকটে দেখিয়া।
সোহাগে চরণোদ্ভবা উঠে উথলিয়া॥
প্রসারি সহস্র কর উর্ম্মিমালা ছলে।
আলিঙ্গিতে জন্ম-স্থান চরণ-যুগলে॥
রিক্তহস্ত নহে সঙ্গে কিবা উপহার।
ভক্তিসহ শুন কথা বিশ্বাস-ভাণ্ডার॥
বসিয়া দেখেন প্রভুদেব বটমূলে।
প্রয়োজন যাহা তাই ভেসে আসে জলে॥
এক তাড়া বল্লা কাষ্ঠ আসিছে বন্যায়।
ক্রমে অতি সন্নিকট প্রতিকূল বায়॥
বাগানেতে কর্ম্ম করে মালি একজন।
ভর্ত্তাভারী নাম তার প্রভুপদে মন॥

তালবনা তামলিপুকুর তার জল।
জিনিয়াছে কাকচক্ষু এত নিরমল॥
লম্বমান আলযুক্ত বটবৃক্ষ ঘাটে।
সম্মুখে ভূতির খাল গোচারণ-মাঠে॥
ঝোপ কত সুবেষ্টিত নিকটে শ্মশান।
মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র বট অতি শোভমান॥
তুলসী-কানন ঘেরা আছে চারি ধারে।
বাঁড়ুয্যে বাগান তাঁর কিঞ্চিৎ অন্তরে॥
ঋষির আশ্রম সম জনম জমিন।
সুপ্রশস্ত লাহাবাটী পূরব-দক্ষিণ॥
মেয়ে-ছেলে মহাপ্রিয় বাল্যসহচর।
ভিক্ষামাতা কামারিণী বেণেদের ঘর॥
মহাভক্ত আর যত নানাবিধ জাতি।
ব্রাহ্মণ তামলি বেণে কর্ম্মকার তাঁতি॥
নাপিত ছুতার কিম্বা প্রতিবাসী ডোম।
সমভাবে সবে প্রিয় কেহ নহে কম॥
ঘরে মাতা মহাপূজ্যা সবার উপর।
ভক্তির আস্পদ দুই ধার্ম্মিক সোদর॥
হৃদয়ের ঘর প্রিয়তর অতিশয়।
সাধের বিবাহ কাছে শ্বশুর-আলয়॥
শ্বশুরের ঘরে যেতে সাধ ছিল অতি।
কোঁচাইয়া রাখিতেন ধোপ দেওয়া ধুতি
অদ্যাবধি কত সাধ ছিল মনে মনে।
কাটিবে জীবন গোটা সংসার-আশ্রমে॥
শ্যামা-সেবা-আচরণে কিন্তু অবশেষে।
উঠিল বিষম ঝড় হৃদয়-আকাশে॥
আঁধারিয়া দশদিশি এতই প্রবল।
উড়াইল একেবারে বাসনা-সকল॥
কোনদিন বিল্ব-জবা দিয়া মার পায়।
কাঁদেন আকুল-প্রাণ ডাকিয়া শ্যামায়॥
কোনদিন মা মা রব কাতরে কাতরে।
অবিরল আঁখিজল ধারা বেয়ে ঝরে॥
কোনদিন কর যুড়ি জানু পাতি ভূমে।
কাঁদিয়া প্রার্থনা কত শ্যামা-সন্নিধানে॥

নাই চাই লোক-খ্যাতি প্রতিপত্তি ধন।
না চাই সিদ্ধাই অষ্ট অনর্থ ভীষণ॥
লে মা তুই অহঙ্কার অজ্ঞান গেয়ান।
লে মা তুই ভাল মন্দ মান অপমান॥
লে মা তুই যত কিছু আছয়ে আমার।
দে মা ভক্তিসহ তোর শ্রীচরণ সার॥
অহংবুদ্ধি অহঙ্কার যাবে কোন্ দিন।
দীনাপেক্ষা দীন হব হীনাপেক্ষা হীন॥
কিরূপে করিলা প্রভু দীনতা সাধন।
গাইলে শুনিলে করে তম বিনাশন॥
পুরীতে অতিথিশালা মহাপরিসর।
প্রচুর ভাণ্ডারা তথা বন্ধনী সুন্দর॥
ভক্তিমতী যেন রাণী তেমতি উদার।
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা হাজার হাজার॥
গণনায় নাহি পায় কত আসে যায়।
ছত্রে খায় কত লোক দুপর বেলায়॥
যতেক উচ্ছিষ্ট পাতা তারা যায় ফেলে।
শ্রীহস্তে একত্র করি শিরোপরি তুলে॥
গঙ্গাকূলে ফেলিতেন শ্রীপ্রভু আপুনি।
পশ্চাৎ মার্জ্জন ঠাঁই ধরিয়া মার্জ্জনী॥
লম্বে প্রস্থে মস্ত পুরী বৃহৎ আকার।
প্রত্যুষের পূর্ব্বে প্রতিদিন পরিষ্কার॥
নিঃশব্দে করম তাঁর গোপনে গোপনে।
কে করেন পরিষ্কার কেহ নাহি জানে॥
দেখে প্রাতে লোকে লাগে অপার বিস্ময়
দেব কি দৈত্যের কর্ম্ম নানা কথা কয়॥
কহিতে প্রভুর কথা হৃদয় বিদরে।
সহিলা অসহ্য কত জীবের উদ্ধারে॥
কেবা সে পাষাণ-প্রাণ শাস্ত্র-মধ্যে কয়।
অশনি হইতে শক্ত হরির হৃদয়॥
শীতলত্ব কত ধরে ফটিকের জল।
কোমলত্বে অতি তুচ্ছ কমলের দল॥
সুলভত্বে এতই সহজ সেই হরি।
নাহি ধারে কোন ধার বরষার বারি॥

সচন্দন বিল্ব-জবা দিতে শ্যামা-পায়।
থুইতেন প্রভুদেব নিজের মাথায়॥
শ্যামার সেবার হেতু যত আয়োজন।
ভাবাবেশে করিতেন আপুনি ভক্ষণ॥
একদিন প্রভুদেব যেন শুনা যায়।
খাইবারে বড় জেদ করেন শ্যামায়॥
জনেক দাঁড়ায়ে পাশে প্রভুদেবে কন।
পাষাণমূরতি শ্যামা জড় অচেতন॥
অকারণ কেন জেদ কর খাইবারে।
শুনিয়া আবেশ অঙ্গে, বাহ্য গেল ছেড়ে॥
শ্রীমুখমণ্ডলে হাসি অপরূপ খেলে।
আবেশে অবশ অঙ্গ পড়ে ঢলে ঢলে॥
ধরিলেন তুলা লয়ে শ্যামার নাসায়।
দুলু দুলু কাঁপে তুলা নিঃশ্বাসের বায়॥
পুনরায় মহাজেদ করিতে ভক্ষণ।
সম্মুখে সাজান ভোজ্য বিবিধ রকম॥
হাতে করি দিতে ভোজ্য বদনে শ্যামার।
ভোজ্যসহ হাত আসি পড়ে মুখে তাঁর।
শ্যামার নৈবেদ্য কভু ভাবের বিহ্বলে।
স্বহস্তে তুলিয়া দেন খাইতে বিড়ালে॥
কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়ে।
নৈবেদ্যের নিবেদন পূজা না করিয়ে॥
কখন আবেশভরে কহেন ফুকুরি।
রোস্ রোস্ খাবি আগে নিবেদন করি॥
কখন কহেন মৃদু-হাস্য সহকারে।
ওমা তুই আগে খা গো আমি খাব পরে॥
কখন সেবার পরে শ্যামা-গুণগান।
ভাবেতে বিভোর নাহি বাহ্যিক গেয়ান॥
শ্যামার মন্দিরে আছে খাট একখানা।
মশারি বালিশ গদি মায়ের বিছানা॥
কখন কখন প্রভু ভাবাবেশ গায়।
শুয়ে বসে থাকিতেন শ্যামার শয্যায়॥
পুরী-মধ্যে যতেক ব্রাহ্মণ এই হেরে।
বিদ্বেষ করিয়া কত লাগায় মথুরে॥
মথুর উত্তর দিত দেখিয়া ব্যাপার।
তাঁহারে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
শ্যামার হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে।
যাহা ইচ্ছা করিবেন পুরীর ভিতরে॥
বহু পুণ্যবলে আমি পাইয়াছি তাঁয়।
বাঁচিব যতেক দিন রাখিব মাথায়॥
এতেক শুনিয়া বুঝে পুরীর বামুন।
প্রভু করেছেন কিছু মথুরেরে গুণ॥
সাধন-ভজন কত গোপনে গোপনে।
করেন শ্রীপ্রভুদেব কেহ নাহি জানে॥
সাধন-ভজন জন্য আঙ্গিক বিকার।
না বুঝিয়া লোকে জনে কহে পীড়া তাঁর॥
যোগজ বিকার অঙ্গে কতরূপ হয়।
পীড়া ব্যাধি সাধারণে নানাবিধি কয়॥
বয়ঃজ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভাই হলধারী।
পণ্ডিত সাধক ভক্ত পুরীতে পূজারী॥
বৈষ্ণবের মতে পথে শ্রদ্ধা বিলক্ষণ।
বেশ্যাসহ পরকীয়া প্রেমের সাধন॥
সিদ্ধবাক কাছে কেহ কিছু নাহি কয়।
পাছে দেন অভিশাপ এই মনে ভয়॥
নির্ভীক শ্রীপ্রভু তাঁয় কহিলা তখন।
কি বলিয়া দশে করে কলঙ্ক কীর্তন॥
কোপে শাপ দিলা দাদা প্রভু গুণধরে।
যে মুখে কহিলে তাহে রক্ত যেন ঝরে॥
কি এক সাধনা প্রভু করেন তখন।
সিদ্ধান্তে বদনে হয় শোণিত-মোক্ষণ॥
সীমের পাতার রসে বরণ যেমতি।
সেইরূপ শোণিতের বরণ প্রকৃতি॥
বিষণ্নবয়ান প্রভু কন সকাতরে।
শাপ দিলে দেখ দাদা মুখে রক্ত ঝরে॥
সজল নয়নে তবে কহে হলধারী।
কুকর্ম করেছি ভাই অভিশপ্ত করি॥
জানে না বুঝে না দাদা মায়ের কৌশল।
প্রভুর হয়েছে শাপে পরম মঙ্গল॥

যোগজ দূষিত রক্ত না হলে বাহির।
থাকিত না ঠাকুরের বিগ্রহ-শরীর॥
পরে পরে পাবে মন কত পরিচয়।
যোগজ বিকার কত সাধনাতে হয়॥
আর এক উপসর্গ হৈল আচম্বিত।
গাত্রদাহ গোটা দিন বিরাম-রহিত॥
সূর্য্যোদয়ে দাহোদয় দাহর প্রকৃতি।
তত বাড়ে যত সূর্য্য হয় উর্দ্ধগতি॥
দ্বিতীয় প্রহর যবে যন্ত্রণাতিশয়।
মানুষের দেহে তাহা কখন না সয়॥
জাহ্নবীর জলে প্রভু অস্থির হইয়ে।
থাকিতেন প্রহরেক অঙ্গ ডুবাইয়ে॥
ভিজাইয়া বস্ত্রখণ্ড মস্তকাবরণ।
তথাপি তিলেক তার নহে নিবারণ॥
কভু অতি সুশীতল ঘরের মেঝায়।
কোমল শ্রীঅঙ্গ গোটা গড়াগড়ি যায়॥
কখন কি ভাবে প্রভু বুঝা বড ভার।
কখন সাধনা আর কখন বিচার॥
কেশরী বিক্রমবল এক লক্ষ্যে মন।
বিচার আরম্ভ ল'য়ে কামিনী-কাঞ্চন॥
মূল পিশাচিনী দুটি বিষময় রূপ।
মানযশাকাঙ্ক্ষা যত সঙ্গিনীস্বরূপ॥
সঙ্গিনীরা দেহ-অঙ্গ মূলদ্বয় প্রাণ।
মূল নষ্টে সব নষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
যেন উপসর্গগণ আপনিই থামে।
রোগীর উৎকট মূলব্যাধি-উপশমে॥
কামিনীরে লক্ষ্য করি করেন বিচার।
এ ত দেখি অপরূপ ভৌতিক ব্যাপার।
দেহের কাঠাম মাত্র অস্থিতে কেবল।
মাংস-অংশে শিরা-মধ্যে রক্ত চলাচল॥
কফ-পিত্ত-মল-মূত্র বৈভব ইহার।
উপরে ছাউনি চালযুক্ত নব দ্বার॥
কোন দ্বারে যায় ভোগ্য শরীর-রক্ষণ।
কোন দ্বারে ভুক্ত-শেষ হয় নিগমন॥
ছোবান মলের তন্ত্ত শিরখুলি ছাপা।
তাই দিয়া বেনাইয়া বাঁধিয়াছে খোঁপা॥
এই কামিনী নামে কি আছে ইহায়।
যাহাতে আনন্দময়ী মায়ে পাওয়া যায়॥
কামিনী রোগের গোড়া নাশের কারণ।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
অতঃপর কাঞ্চনের করেন বিচার।
ধাতু-নামে জ্ঞাত লোকে মাটির বিকার॥
এক হাতে মাটি আর টাকা অন্য হাতে।
গঙ্গাকূলে বসিলেন বিচার করিতে॥
টাকা মাটি মাটি টাকা সমান তুলনে।
কি হয় ইহাতে একা ডাল ভাত বিনে॥
নাহিক এমন মূল্য ইহার ভিতরে।
যাহাতে আনন্দময়ী শ্যামা দিতে পারে॥
এত বলি টাকা মাটি উভয়ে লইয়ে।
দূর গঙ্গাজলে প্রভু দিলেন ফেলিয়ে॥
পুরী-মধ্যে রহে যারা শুনিয়া বারতা।
সঠিক বুঝিল সবে ঘোর উন্মত্ততা॥
বিশেষতঃ শ্রীপ্রভুর দাদা হলধারী।
শাস্ত্রপাঠী বিবেচক সাধক আচারী॥
হৃদয়ে কহেন কথা বিষণ্ণ-বদনে।
সদাই ত থাক তুমি গদাইর সনে॥
বুঝাইয়া দিতে তারে করহ বিহিত।
জলে ফেলে দেওয়া টাকা লক্ষীছাড়া রীত॥
বিবাহিত নহে আর একাকী এখন।
ছেলেপুলে পিছে আছে লালন-পালন॥
দাদার সঙ্গেতে রঙ্গ হয় বহুতর।
পশ্চাৎ পাইবে মন যতেক খবর॥
এ সময়ে শুনি এক কঠোর সাধন।
সূর্য্যেতে সতত লগ্ন দুখানি নয়ন॥
কম্পাসের কাঁটা যেন সতত উত্তরে।
তেন অনিমিখ আঁখি সূর্য্যের উপরে॥
অবিরত ঘুরে দিনকর যেই দিকে।
যতক্ষণ নহে অস্ত উদয়ের থেকে॥

কত যে কান্দিলা প্রভু ধরি কলেবর।
ধরিতে পারিলে বারি হইত সাগর॥
শিশুর রগড় যেন মা'র অদর্শনে।
ধূলায় কাদায় লুটে ব্যাকুল পরাণে॥
মাতা বিনা অন্যে আর কিসেও না ভুলে।
সেই মত প্রভুদেব সুরধুনী কূলে॥
পদ্মদল হেরে হারে সুকোমল কায়।
দেখা দে মা কোথা বলি লুটালুটি যায়॥
গোটা দিন গত যবে সূর্য্য বসে পাটে।
জিহ্বা ধরি টানিতেন বিরহের চোটে॥
বলিতেন এল সূর্য্য পুনঃ ঘর গেল।
আমি যেন তাই শ্যামা আমার কি হ'ল॥
অসহ্য যাতনাপ্রদ শির-রোগ যার।
না জানে নিদানে কিবা আছে প্রতিকার॥
মস্তক লইয়া ব্যতিব্যস্ত অনুক্ষণ।
যন্ত্রণা-জ্বালায় করে জলে নিমগন॥
বিরহ-সন্তাপে সেই মত প্রভুরায়।
মগ্ন করিতেন মাথা গঙ্গার কাদায়॥
আর্ত্তনাদে হিয়া ভেদ পশে যার কানে।
সে বুঝে সেরূপ তাঁর পীড়ার বেদনে।
দিনে দিনে দিন যায় ক্ষুধা-তৃষা নাই।
আত্মীয়-বান্ধব যত কাতর সবাই॥
খাওয়াইয়া দিলে পরে ধরাধরি ক'রে।
তবে কিছু যায় ভোজ্য উদর-ভিতরে॥
দিবানিশি সম ধারা একরূপে যায়।
কাঁদিয়া বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায়॥
জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত-ভাই হলধারী দাদা।
পুরীতে পূজক চিন্তা করেন সর্ব্বদা।
শাস্ত্রজ্ঞ সাধক তেঁহ পণ্ডিতপ্রবর।
আড়ালে প্রভুরে লয়ে বুঝান বিস্তর॥
মা মা বলি কেন কাঁদ বালকের প্রায়।
শ্যামা মাত্র শুনা নাম কে পায় কোথায়॥
চাঁদ লাগি কাঁদে যেন শিশু অকারণ।
শ্যামার লাগিয়া দেখি তোমার তেমন॥

ক্ষুধা-নিদ্রা নাই কেন কাঁদ দিনে রেতে
পাবার হইলে শ্যামা এত দিন পেতে॥
কেঁদ না কাঁদিলে কিবা হবে অনিবার।
কেমনে হইল হেন মাথার বিকার॥
এত বলি দাদা যত করেন সান্ত্বনা।
ততই প্রভুর হয় শেলের যাতনা॥
শ্যামা সুদুর্লভ, শুনি ভীষণ বারতা।
শতগুণে পায় বৃদ্ধি হৃদি-ব্যাকুলতা॥
প্রবেশি অস্থির প্রাণে শ্যামার মন্দিরে।
কাতরে কহেন শ্যামা-প্রতিমা-গোচরে॥
কোথা শ্যামা, দেখা দে মা মোরে একবার।
হলধারী বলে মোর মাথার বিকার॥
যাতনায় যায় প্রায় দেহ ছাড়ি প্রাণী।
তথাপি না দেয় দেখা নিদয়া পাষাণী॥
লইয়া শ্যামার খাঁড়া প্রভু অবশেষে।
বসাইতে যান যবে নিজ গলদেশে॥
তখন সাক্ষাৎকার আইলা জননী।
বলিলেন ডাকিলেই দেখা পাবে তুমি॥
থাক আপনার ভাবে আছ যেই মত
অচল অটল নাহি হবে বিচলিত॥
সে হইতে শ্যামাপদ যদি কোন জন
না মিলে দুর্লভ কথা করে উচ্চারণ।
ভগবান প্রভুদেব বিশ্বাস-আকর।
সদাবদ্ধ রাখিতেন শ্রবণ-বিবর॥
জীব-শিক্ষা-হেতু প্রভু সাধনার আগে।
দেখাইলা শ্যামা মিলে কত অনুরাগে॥
অনুরাগ কারে বলে কি তার প্রকৃতি।
সরল বুদ্ধিতে শুন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
রাগাত্মিকা ভক্তি যেবা সেই অনুরাগ।
কিম্বা ঈশ্বরের জন্য ষোল আনা ত্যাগ॥
একলক্ষ্য সিন্ধুমুখী স্রোতের প্রকৃতি।
উগ্রতম একটানা অতি বেগবতী॥
অচল অটল সম শুদ্ধ অভিমান।
যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব অস্তিমান জ্ঞান॥

ছুতে পাছে করে তাড়া এই ভাবি মনে।
প্রভু বলিতেন দাদা এস না এখানে ॥
প্রভুর অন্তরে নাই কোনই তরাস।
ক্রমে করিলেন পরে শ্মশানেতে বাস ॥
শ্মশানের পোড়া কাঠ করি আহরণ।
না আসিয়া ঘরে হয় তথায় রন্ধন ॥
লোকজন কাছে আসে দিনের বেলায়।
সাধনার কর্ম্মে বাধা বড় লাগে তায় ॥
সেইস্থান পরিহার করি তে কারণে।
চলিলেন আর এক দূরস্থ শ্মশানে ॥
বুধইমোড়ল নাম অন্তর প্রান্তরে।
অনেক গ্রামের মরা সেইখানে পুড়ে ॥
ভীষণ শ্মশান লম্বা পূরব-পশ্চিমে।
দিনের বেলায় গেলে ভয় লাগে মনে ॥
এইরূপে দেশে গিয়া করেন সাধনা।
জীবিত তথায় বাস লোক-মুখে শুনা ॥
একদিন শ্রীপ্রভুর কি হইল মন।
ভাবেতে বিভোর গোটা দিন অনশন ॥
সমাগত লোকজন বাড়ী পরিপুর্ণ।
বিষাদিত সকলেই শ্রীপ্রভুর জন্য ॥
ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনী কামারিণী।
প্রভুর ভাবের ভাব বুঝিতেন তিনি ॥
সম্বোধিয়া সকলেই কহিল তখন।
গদা'য়ে খাওয়াতে কিবা কার আছে মন ॥
সত্বর আনহ হেথা সংগ্রহ করিয়ে।
যা যার মনের সাধ লহ মিটাইয়ে ॥
এত শুনি গৃহমুখে চলিল সকল।
কেহ মিষ্টি কেহ দুধ কেহ আনে ফল ॥
যে যাহা পাইল তার মনের মতন।
সম্মুখে যোগায়ে দিল ত্বরিত গমন ॥
মুখে তুলে দেয় দ্রব্য মনোমত যার।
ভাবাবেশে প্রভুদেব করেন আহার ॥
কতই খাইলা প্রভু নাহি বাহ্যোদয়।
এখনও কে আছে বাকি ভিক্ষামাতা কয় ॥

যে হও সে হও নাহি ভয় নাহি মানা।
আনিয়ে মিটায়ে লহ মনের বাসনা ॥
একজন ছিল ডোম ভাবিয়া না পায়।
কি দ্রব্য আনিয়ে দিবে প্রভুর সেবায় ॥
একে অতি দীন দুঃখী তাহে হীন জেতে।
যায় গৃহ-অভিমুখে ভাবিতে ভাবিতে ॥
একমাত্র কুঁড়ে ঘর সম্পত্তির সার।
কাঁঠালের গাছ আছে নিকটে তাহার ॥
এতই ঘরের কাছে চালে ঠেকে ডাল।
দেখিল তাহাতে এক সুপক্ক কাঁঠাল ॥
আনন্দের সীমা নাই মাথায় করিয়ে।
প্রভুকে খাইতে দিল কাঁঠাল আনিয়ে ॥
দীনবন্ধু প্রভুদেব দীনের সম্বল।
উদর পূরিয়ে খান কাঁঠালের ফল ॥
দীন-ভক্ত-দত্ত ফল করিলে ভক্ষণ।
তবে না আসিল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন ॥
কাঙ্গাল-বৎসল প্রভু দীনের ঠাকুর।
পূরায়ে দীনের সাধ দুঃখ কৈলা দূর ॥
শ্রীপ্রভু যাহার ফল খাইলা পিরীতে।
ডোমরূপী দেব তিনি উচ্চতম জেতে ॥
দীন ভাবে করে বাস গ্রাম-প্রান্তদেশে।
দুয়ারেতে দীনবন্ধু দরশন-আশে ॥
যে হও সে হও তুমি আমার ঠাকুর।
পদধূলি দিয়া কর মোহ-তম দূর ॥
জাতিতে কায়স্থ আমি তুমি জেতে ডোম।
তোমার তুলনে আমি অতি নীচতম ॥
ভক্তিহীনে মাখায়েছি জাতিতে অখ্যাতি।
সেই জাতি জাতি-মুখ্য তুমি যেই জাতি ॥
কহিতে কাহিনী ব্যথা লাগে মোর বুকে।
আমার প্রদত্ত প্রভু নাহি দিলা মুখে ॥
কি সুখের জাতি মম উচ্চ মাত্র নামে।
যাহারে করিলা ঘৃণা পতিতপাবনে ॥
পতিত হইতে আমি সুপতিত অতি।
পদরেণু দিয়া মোর খণ্ডহ দুর্গতি ॥

প্রভুর যে কুলে জন্ম জানি পরিচয়।
যাহার তাহার দ্রব্য গ্রহণীয় নয়॥
সে ধারা করিয়া নষ্ট প্রভু পরমেশে।
খাইলা সবার নষ্টা ছুষ্টা নির্ব্বিশেষে॥
পাছে কেহ করে প্রশ্ন কুলের উপর।
সে হেতু সন্ত্রস্ত-চিত্ত দাদা রামেশ্বর॥
বুঝিয়া দাদার ভাব শ্রীপ্রভু অন্তরে।
মানস করিলা ত্বরা আসিতে শিয়ড়ে॥
যে কোন অবস্থাপন্ন নাহি যায় বাদ।
শ্রীপ্রভু করেন পূর্ণ সকলের সাধ॥
হালি যোত্রাপন্ন যারা বাসেতে বসতি।
কায়দা করিয়া ঘরে রাখে কুলবতী॥
আসিতে না পায় শ্রীপ্রভুর দরশনে।
ভিতরে গুমুরে মরে মরম-বেদনে॥
পিঞ্জরেতে সমাবদ্ধ বিহগীর প্রায়।
বাড়ীর বাহির কভু হইতে না পায়॥
মধুর কাহিনী কথা শুন এক মনে।
বাঞ্ছাপূর্ণ তাহাদের হইল কেমনে॥
তন্তুবায় জাতি এই গ্রামে এক ঘর।
যোত্রাপন্ন লোকে জনে করে সমাদর॥
সদর অন্দর দুই তিন প্রস্থ বাড়ী।
আদবকায়দাবান পুরুষেরা ভারী॥
কুলবতীগণে সব থাকে অন্তঃপুরে।
উপায়বিহীনা আসে বাড়ীর বাহিরে॥
বধূরা প্রভুর কথা শুনে মাত্র কানে।
উগ্রতর প্রাণে সাধ প্রভু-দরশনে॥
অনুপায়হেতু দুঃখ প্রবল অন্তরে।
ঠাকুর গদাই শুন কি করিলা পরে॥
এক দিন কর্ত্তৃপক্ষ যুবকের দলে।
হাসিয়া হাসিয়া কন উপহাস-ছলে॥
কে কেমন কৈলে বিয়ে দেখিতে না পাই।
উপায় অবশ্য কিছু করিবে গদাই॥
শুন কিবা করিলেন প্রভু গদাধর।
প্রতিবাসীদের সঙ্গে কৌতুক সুন্দর॥
সপ্তাহে দুবার হাট বসে এই গ্রামে।
খরিদ-বিক্রয়-কাজে বহু লোক জমে॥
একদিন হাট-দিনে রমণীর বেশে।
সন্ধ্যায় হাজির সেই তাঁতির আবাসে॥
দুহাতে পঁইছা পরা লালপেড়ে শাড়ী।
আকণ্ঠ ঘোমটা লম্বা গতি ধীরি ধীরি॥
ধরিলে প্রকৃতি বেশ সাধ্য কার ধরে।
সদর হইয়া পার পশিলা অন্দরে॥
যেখানে অনেকগুলি ধানের মরাই।
তার পাশে ছদ্মবেশে ঠাকুর গদাই॥
আঁধারে দণ্ডায়মান যেন অনাথিনী।
'বাসে বেশ আচ্ছাদন শ্রীবয়ান খানি॥
কুলবধূ সকলেই সন্নিকট হ'য়ে।
কে তুমি কোথায় ঘর কি জেতের মেয়ে॥
একে একে জিজ্ঞাসিল প্রভু গদাধরে।
সতর্কে কহেন কথা শ্রীপ্রভু উত্তরে।
ফিরায়ে বদনখানি যেন লজ্জা কত।
তেলিদের মেয়ে আমি বেচিবারে সূত॥
আসিয়াছিলাম হাটে সঙ্গীদের সনে॥
পাছু রাখি মোরে তারা গিয়াছে ভবনে॥
একাকিনী ঘরে যাই হেন শক্তি নাই।
সন্ধ্যা তাহে তোমাদের ঘরে এনু তাই॥
বেশ বেশ বলিয়া বধূরা সমাদরে।
গুড় মুড়ি জল দিল খাইবার তরে॥
বধূগণে প্রভুদেব ধীরে ধীরে কয়।
পূর্ণোদর নাহি মোটে ক্ষুধার উদয়॥
খাইবার আবশ্যক কিছুমাত্র নাই।
রাত্রিতে আশ্রয়-স্থান এই মাত্র চাই॥
এত বলি বসিলেন মরায়ের ধারে।
বধূগণ তুষ্টমনে বসে গিয়া ঘেরে॥
স্ত্রীলোকের রীতি যেন নানা কথা কয়।
কথোপকথনে প্রায় রাত্রি দণ্ড ছয়॥
প্রভুর মিঠানী বাক্যে এত গেছে ভুলে।
মনে নাই ঘুমায় শয্যায় শিশু ছেলে॥

কভু ছুটাছুটি খেলা হাস্য পূর্ণাননে।
কভু হুটাপটি বন্য-ফুল-আহরণে॥
কখন প্রান্তরে মাঠে বহু দূরে যায়।
কভ শিবিকার পাশে আসে পুনরায়॥
কভু বালকের মত বালক যেমন।
হাস্য পরিহাস-সহ কথোপকথন॥
এইরূপে বাল-চেষ্টা করি বহুতর।
প্রবেশিলা শ্রীপ্রভুর দেহের ভিতর

তান্ত্রিক-সাধনা

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

শুন মন শ্রীপ্রভুর ভজন-সাধনা।
এক মনে শুনে কিবা গায় যেই জনা॥
গেঁঠে বাঁধে খাঁটি সোণা ভক্তি সমুজ্জ্বল।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন শ্রবণমঙ্গল॥
তন্ত্রমতে করিবারে ভজন-সাধনা।
হইল এখন মনে প্রবল বাসনা॥
সে সময় এক জনা আসে দ্বিজবর।
সহরে বসতি মাত্র পাড়াগাঁয়ে ঘর॥
তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তেঁহ ভক্তিমান অতি।
দেখিয়া তাঁহায় প্রভু করিলা যুকতি॥
লইব শক্তির মন্ত্র ব্রাহ্মণের পাশ।
গোপনে করিলা তারে মন্তব্য প্রকাশ॥
মহাভাগ্যবান দ্বিজ ভাগ্যসীমা নাই।
গুরুরূপে লৈলা যাঁরে জগৎ-গোসাই॥
তুষ্ট চিতে দিলা সায় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
দেখি পাঁজি শুভদিন হয় নির্দ্ধারণ॥
কেমনে লইয়া মন্ত্র শুন অতঃপরে।
দীক্ষাস্থান-নিরূপণ শ্যামার মন্দিরে॥
আচরিয়া সংযমন যথাশাস্ত্র-রীতি।
প্রবেশিলা শ্রীমন্দিরে দ্বিজের সংহতি॥
দীক্ষাগুরু যেন মন্ত্র দিলা কর্ণমূলে।
হুঙ্কারি বসিলা প্রভু হর-বক্ষঃস্থলে॥
শ্যামার শ্রীপদে লগ্ন যে শিব স্থাপন।
শ্যামা সঙ্গে এক ঠাঁই কৈলা আরোহণ॥
দীক্ষাগুরু দরশন করি মহাত্রাসে।
বাপ বাপ ডাকিয়া পলায় উর্দ্ধশ্বাসে॥
লীলাময় লীলা তব বুঝে সাধ্য কার।
অচিন্ত্য অবোধ্য কার্য্য বিস্ময় ব্যাপার॥
প্রভুর রকম কেহ বুঝিতে না পারে।
যা দেখে তাহায় তাঁরে ক্ষেপা জ্ঞান করে।
মানুষের হয় যদি উন্মাদ-লক্ষণ।
ঔষধ তাহার পক্ষে নারী-সংঘটন॥
এমত ভাবিয়া যত আত্মীয়-স্বজনে।
ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি কহে সংগোপনে॥
রূপসী যুবতী এক করিয়া সংগ্রহ।
তাঁহার সহিত শীঘ্র যুটাইয়া দেহ॥

এ হেন সাগরছেঁচা নিধি পেলে করে।
যে সুখ উদয়ে তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
আনন্দে উন্মত্তা প্রায় ব্রাহ্মণী এখন।
বাৎসল্যে হৃদয় ভরা চাহে ঘনে ঘন॥
দেখিবারে শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখকমল।
সাধে বাদী হৈল নিজ নয়নের জল॥
ভক্তিমুখী ব্রাহ্মণী ভক্তির আচরণ।
অবিরত ভক্তিশাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
একদিন সমাসীন প্রভুর গোচরে।
অনুরাগে ভক্তিগ্রন্থ পড়ে ভক্তিভরে॥
যথা অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ।
নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন॥
যবে যে ভাবের কথা পড়েন ব্রাহ্মণী।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাহা উদয় তখনি॥
পড়ে গ্রন্থ আর প্রভু-অঙ্গ পানে চায়।
বর্ণিত প্রত্যক্ষ দুঁহে একত্রে মিলায়॥
করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইত গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা তথা পুরীমধ্যে এই বার্ত্তা ঘোষে॥
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
প্রমাণ খণ্ডিতে কেহ নারে ধীরগণে।
তথাপি বিশ্বাস কার নাহি হয় মনে॥
মথুর বলেন ইহা কথা কি প্রকার।
বার বিনা নাহি শুনি আর অবতার॥
তবে এ স্বীকার্য্য কথা মানি শিরোপরে।
কালীর হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে॥
অদ্যাবধি ভাব কিবা ভাব কারে বলে।
কি ভাবে এমন ভাব কার অঙ্গে ফলে॥
কি ভাবের নাম কিবা কি তার লক্ষণ।
এখানে বিদিত নাহি ছিল কোন জন॥
হইত প্রভুর অঙ্গে ভাব আগাগোড়া।
কেহ বা বায়ুর কর্ম্ম কেহ কয় পীড়া॥
কেহ বলে ভূতে পেলে হয় এ প্রকার।
কেহ বলে উন্মত্ততা মাথার বিকার॥
যে বড় উন্নত আত্মা এইটুকু গায়।
এমত অবস্থা তাঁর কালীর কৃপায়॥
মথুর আমোদপ্রিয় বড়লোক কিনা।
কৌতুক রহস্য কাজে খুসি ষোল আনা॥
সবিস্ময় মনে চিন্তা করে অনুক্ষণ।
মানুষে ঈশ্বরাবেশ একথা কেমন॥
কিছুই না পারি আমি করিবারে স্থির।
অকথ্য অবোধ্য তত্ত্ব অতীত বুদ্ধির॥
সত্য কি এ মিথ্যা তত্ত্ব করিতে নিশ্চয়।
জন্মিল অন্তরে তার আগ্রহাতিশয়॥
প্রভুও নাছোড়বান্দা কন বারে বারে।
সাধক শাস্ত্রজ্ঞ আনি সভা করিবারে॥
মথুর স্বীকার করি কৈল আয়োজন।
যথা দিনে উপনীত পণ্ডিত সজ্জন॥
বৈষ্ণবচরণ তার মধ্যে এক জনা।
বৈষ্ণবসমাজ-মধ্যে অতি খ্যাতনামা॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণে মহামান্য করে।
বিচারে মীমাংসা যাহা নত শিরে ধরে॥
এখানেতে পুরীমধ্যে পাচক পূজারী।
মথুরের দলবল যত কর্ম্মচারী॥
গণ্য মান্য নিকটের সবে সমুৎসুক।
কুতূহলী দেখিবারে রহস্য কৌতুক॥
তুলিয়া প্রসঙ্গ আগে বলিল ব্রাহ্মণী।
দেখাশুনা শ্রীপ্রভুর যাবৎ কাহিনী॥
অনুভূতি দর্শনাদি যোগজ বিকার।
ভাবাবেশ সমাধ্যাদি প্রকৃতি আচার॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মহাভাবের লক্ষণ।
ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থে আছে যেরূপ লিখন॥
মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজে শ্রীরাধার।
আর নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গ অবতার॥
এ দুহার অঙ্গে মহাভাবের উদয়।
ভক্তিগ্রন্থে লক্ষণাদি তার যেন কয়॥

ব্রাহ্মণীর কথা শুনি সবে উপহাস।
বিশেষতঃ বর্ত্তমানে মথুর বিশ্বাস॥
ব্রাহ্মণী বলেন উপহাস কি কারণ।
দেখ তিন দিনে ব্যাধি করি নিবারণ॥
এত বলি চন্দন-মোক্ষণ অঙ্গে করে।
গলায় ফুলের মালা দিলা থরে থরে॥
সাধিকা ব্রাহ্মণী শুধু শাস্ত্রপাঠী নহে।
সেই সেই মত হয় যখন যা কহে॥
তিন দিনে ব্যাধি নষ্ট হৈল শ্রীপ্রভুর।
বিস্মিত সকলে রঙ্গে বিশেষে মথুর॥
শিশুভাবাপন্ন প্রভু বালকের প্রায়।
সহজে বিশ্বাস তাঁর সবার কথায়॥
শ্রীমথুরে কহিবারে শুনেছে গোঁসাই।
বার বিনা আর অন্য অবতার নাই॥
এ-দিকে ব্রাহ্মণী দিয়া শাস্ত্রের প্রমাণ।
পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে করেন বাখান॥
এত তেজে খণ্ডিতে শকতি নাহি কার
প্রভুদেব শাস্ত্র বলে অসংখ্য অবতার॥
তাই প্রভু ভাবিছেন বটবৃক্ষতলে।
গৌরাঙ্গ কি অবতার ব্রাহ্মণী যা বলে॥
হেনকালে কি হইল শুনহ বারতা।
মহাতমবিনাশন রামকৃষ্ণ-কথা॥
এক দিন প্রভুদেব ভাগীরথী-তটে।
শুনিলেন মহারোল কান যায় ফেটে॥
গঙ্গার মাঝারে উঠে তুফালিয়া জল।
অগণন মাতোয়ারা কীর্ত্তনের দল॥
গায়ক বাদক যত কার নাহি হুঁস।
নাচে গায় মাঝে দুটি সুন্দর পুরুষ॥
প্রভুদেব চিনিলেন প্রতি জনে জনে।
লোক যত একত্রিত আছিল কীর্ত্তনে॥
উঠি তীরে তাঁহারে বেরিয়া কতক্ষণ।
নেচে গেয়ে পুনঃ জলে হইল মগন॥
জলবিম্ব উঠে যেন লয় হয় জলে।
তেমতি ডুবিল দল গঙ্গার সলিলে॥

গৌরাঙ্গাবতার কিনা শ্রীপ্রভুর মনে।
অসম্ভব সন্দ সমুদিত হৈল কেনে॥
বিশেষ কারণ আছে শুন শুন মন।
বিশ্বগুরুরূপে প্রভু ব্রহ্ম সনাতন॥
জীবহিত এক ব্রত সতত অন্তরে।
জৈবভাবে আচরণ জীবের উদ্ধারে॥
ভাবা চিন্তা করা কর্ম্ম লীলার জীবনে।
এক লক্ষ্য আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে॥
স্বেচ্ছায় সন্দেহযুক্ত মনে আপনার।
স্বেচ্ছায় করেন মুক্ত খেলিয়া আবার॥
যুক্ত মুক্তে যাহা হয় লীলা-আচরণ।
তাহে করে জগতের সন্দেহ মোচন॥
অবতারে হেন শক্তি বর্ত্তমান রহে।
সৃষ্টি গোটা আজ্ঞা তাঁর নতশিরে বহে॥
কি চেতন কিবা জড় সকলে সমান।
প্রভুর লীলায় পাবে বহুল প্রমাণ॥
সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি আবর্ত্তনে যার।
ঘুরিতেছে চিরকাল সৃষ্টির সংসার॥
সে হেতু আচার্য্যরূপী অবতারগণ।
শিখিয়া শিখান জীবে উদ্ধার-কারণ॥
বিনাশিতে তমঃ-সন্দ লোচন-আঁধার।
চৈতন্য-আলোকে দেখে ইষ্ট আপনার॥
প্রবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবে বর্ত্তমানে।
জড়বাদী অবতার আদতে না মানে॥
রামে কৃষ্ণে যদ্যপি কাহারও কিছু ভক্তি।
গৌরাঙ্গাবতারে করে ভীষণ আপত্তি॥
তাই লীলাছলে করি গৌরাঙ্গ-দর্শন।
করিলেন জগতের সন্দেহ-ভঞ্জন॥
এই খানে এক কথা শুন বলি মন।
উপনিষদাদি বেদ ষড় দরশন॥
গীতা গাথা তন্ত্রমালা আঠার পুরাণ।
জগতে যাবৎ শাস্ত্র উপায় বিধান॥
প্রভুর আসন কেহ পরশিতে নারে।
এত দূর দূরান্তর মায়ার উপরে॥

জানি আমি শুনে লোকে কবে কথা নানা।
যেমন লেখক তার মত মাথা খানা॥
বুদ্ধি সাধ্য পারগতা গিয়ান ভাষায়।
পরাধীন দাস্যবৃত্তি পেটের জ্বালায়॥
মশা মারা দশা খানি চাপরে না টেকে।
ভূত-প্রেত পায় লজ্জা মূর্ত্তিখানা দেখে॥
চঞ্চল মনের বৃত্তি কপি পরাজিত।
কপি কবি কাব্য তার তেমতি রঞ্জিত॥
কেবল রঞ্জিত নয় রঞ্জিতাতিশয়।
পূজক ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম সনাতন কয়॥
জানিয়াও ক্ষান্ত থাকি সাধ্যে না কুলায়।
পাছু থাকি কেহ যেন প্রবৃত্তি জন্মায়॥
প্রত্যক্ষেতে দেখা যাহা যাহা কিছু শুনা।
যা বলে বলুক লোকে করিব বর্ণনা॥
   রাণীর জামাতা মধ্যে মথুরামোহন।
নানা গুণে বিভূষিত বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
তাই রাণী জামাতায় সুযোগ্য দেখিয়ে।
বিষয় ব্যবসা কর্ম্ম দিল সমর্পিয়ে॥
বিপুল সম্পত্তি জমিদারী কারবার।
রক্ষণাবেক্ষণ পর্য্যালোচনার ভার॥
কার্য্যতঃ মথুর এবে সম্পত্ত্যধিকারী।
আজ্ঞাবহ দাস-দাসী যত কর্ম্মচারী॥
ধনের অভাব নাই বহুধন ঘরে।
কাঞ্চনাকর্ষণ কিবা অজ্ঞাত অন্তরে॥
কামিনীর আকর্ষণ বুঝে ষোল আনা।
বুদ্ধিভ্রষ্ট কর্ম্মনষ্ট যদিও ঘটে না॥
প্রারম্ভ যৌবন প্রভু রূপ অঙ্গে ভরা।
সুবলন সুগঠন সুন্দর চেহারা॥
একবারে কামবিরহিত কায়া কিনা।
জানিতে বৃত্তান্ত হৈল একান্ত কামনা॥
স্ত্রীমাত্রে জননী-জ্ঞান শ্রীপ্রভুর মনে।
আগাগোড়া শ্রীমথুর বিশেষিয়ে জানে॥
দেখিছে উজ্জ্বলোপমা হাজার হাজার।
তথাপি না যায় মন্দ তামস-আঁধার॥
পরীক্ষার হেতু যুক্তি কৈল মনে মনে।
রূপসী যুবতী এক বেশ্যা-সংযোটনে॥
এ বাজারে কে কেমন কার কোথা থানা
রসজ্ঞ শ্রীমথুরের বিশেষিয়ে জানা॥
লছমন বাই বেশ্যা অতি রূপবতী।
যোগীরে টলায় রূপে এতেক শকতি॥
একে ত জাতিতে মোহনত্ব ষোল কলা।
তদুপরি বেশ্যাবৃত্তি ব্যবসাকৌশলা॥
তার সঙ্গে মথুরের হইল মন্ত্রণা।
সে যেমন তরতম আর ষোল জনা॥
একত্রিত রাখিবারে তাহার ভবনে।
প্রভুকে যোটনা করি দিবেন সেখানে॥
ভাঙ্গিয়া প্রভুর কথা সবিশেষ কয়।
তেজোজ্জ্বল ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণতনয়॥
উত্তরে মথুরে কয় কুহকী মোহিনী।
বড় বড় রথী টলে এ ত তুচ্ছ গণি॥
যথা দিনে সুরঙ্গিনী কিছু নাই বাদ।
পাতিল ভবনমধ্যে যত ছিল ফাঁদ॥
ল'য়ে অকলঙ্ক চাঁদ প্রভু ভগবানে।
সান্ধ্য ভ্রমণের হেতু তুলিল ফেটিনে॥
মথুর করিল যাত্রা গড় অভিমুখে।
পথের দুপাশে লোক দাঁড়াইয়া দেখে॥
একে মথুরের গাড়ী তাহে সুসজ্জিত।
উচ্চৈঃশ্রবাসম জোড়া অশ্ব সংযোজিত॥
শোভার কব কি কথা নাহি যার ইতি।
ছুটিল উদ্দেশ্য-পথে পবনের গতি॥
মিনিটে এড়ায় আধ ঘণ্টাকের পথ।
চক্রপাণি সঙ্গে যেন অর্জ্জুনের রথ॥
বিশাল গড়ের মাঠ চারিদিক খোলা।
শীতল গাঙ্গেয় বায়ু রঙ্গে করে খেলা॥
সেবনে অশেষ তৃপ্তি মনের উল্লাস।
সময় বুঝিয়া ফিরে মথুর বিশ্বাস॥
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী বুঝিয়া অন্তরে।
পরীক্ষায় সুপ্রস্তুত ভকতের তরে॥

বেগবান অশ্বে যোতা মথুরের গাড়ী।
উতরিল পুরীমধ্যে অতি ত্বরা করি॥
এখানে কি কয়ে কথা শুনহ ব্রাহ্মণী।
এক মুখে শত মুখ ধরিয়া আপনি॥
প্রভুর কাহিনী গায় সবার গোচরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ অপর আধারে॥
একি বিপরীত কথা ব্রাহ্মণী বাখানে।
প্রভু অন্যরূপে গোরা না কহিল কেনে॥
প্রভু সকলের মূল এই মাত্র জানি।
কৃষ্ণ রাম গোরা তাঁর অবতার গণি॥
নর-রূপে অবতার যথায় যা হয়।
শ্রীপ্রভুর রূপান্তর বুঝিবে নিশ্চয়॥
রূপান্তর অবতারে পূজা সেবা করি।
রামকৃষ্ণ-রূপ মাত্র হৃদয়েতে ধরি॥
প্রভু ব্রহ্ম সনাতন সকলের মূল।
নিরাকার সাকার সর্ব্বজ্ঞ সূক্ষ্ম স্থূল॥
অযোধ্যায় প্রভু রাম শ্যাম বৃন্দাবনে।
হিমাচলে দেবদেব গোরা নদে ধামে॥
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় প্রভু বেদান্তেতে বলে।
শক্তি নামে শাক্তগণ গায় কুতূহলে॥
বুদ্ধ বলি বৌদ্ধগণ প্রভুরে বাখানে।
খৃষ্টীয়ানে যীশু গায় আল্লা মুসলমানে॥
যে রূপে যে নামে যেবা উদ্দেশি ঈশ্বরে।
স্মরণ মনন কিম্বা সংকীর্ত্তন করে॥
ভজে পূজে রামকৃষ্ণ এই মনে করি।
দয়াল ঠাকুর মোর ভবের কাণ্ডারী॥
দেবীমড়লের ঘাট পুরীর অদূরে।
তাহার নিকটে বাসা দিলা ব্রাহ্মণীরে॥
গোটা দিন পুরীমধ্যে কাটেন ব্রাহ্মণী।
বাসায় চলিয়া যায় আইলে যামিনী॥
অতি রূপবতী তেঁহ বয়স্কা এখন।
বুঝে উচ্চবংশে জন্ম যে করে দর্শন॥
সুন্দর গড়ন অঙ্গে কনক-বরণা।
পবিত্র মুখের ভাব গেরুয়া-বসনা॥
অতি দীর্ঘ দীর্ঘ চুল পড়েছে এলায়ে।
অযতনে ধুলা কুটি কত কি লাগিয়ে॥
সন্নিকটে প্রতিবাসী যত চারিধারে।
আদর করিয়া তায় লয়ে যায় ঘরে॥
যত্ন করে অন্তঃপুরে রমণীর গণ।
ভক্তিভরা প্রভুকথা করেন শ্রবণ॥
কিবা ধন প্রভুদেব কি চরিত তাঁর।
এবে নররূপধারী হরি-অবতার॥
ভক্তিভরে নমস্কারে কিবা ফলে ফল।
বারেক দর্শনে করে চিত নিরমল॥
পেলে অনুকণা কৃপা জীবে কিবা পায়।
ব্রাহ্মণী উন্মত্তা হয়ে প্রভু-গুণ গায়॥
ধরে পায় ব্রাহ্মণীর রমণীর গণ।
কি উপায়ে করে তারা প্রভুরে দর্শন॥
দরশনলুব্ধমনা দেখি বামাদলে।
উষায় আনিত সঙ্গে গঙ্গাস্নান ছলে॥
এইরূপে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়।
ব্রাহ্মণী রমণীমন মজিয়া বেড়ায়॥
মন দিয়া শুনিবারে যদি কর হেলা।
বুঝিতে নারিবে মন শ্রীপ্রভুর লীলা॥
গিরিপদে বিন্দু বিন্দু মাত্র ঝরে জল।
প্রণালী-আকার পরে ক্রমশঃ প্রবল॥
তৃণ ভাসে হেন স্রোত নাহিক প্রথমে।
বলবতী স্রোতস্বতী সাগরসঙ্গমে॥
তেমনি বুঝিবে মন কার্য্য শ্রীপ্রভুর।
সামান্য ধরিয়া উঠে যায় কত দূর॥
পাইয়া শ্রীমথুরের পত্র-নিমন্ত্রণ।
পুরীমধ্যে উপনীত হৈল একজন॥
বহু বহু শাস্ত্র-পাঠে পণ্ডিত-প্রবর।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ইন্দেশেতে ঘর॥
কাছে কিবা দূরে বৈঠে যতেক পণ্ডিত।
সকলের মধ্যে তাঁর নাম সুবিদিত॥
দিগ্বিজয়ী বিচারেতে সাধ্য টেকে কার।
এমত আছিল তাহে শক্তি অধিকার॥

পদে নিপীড়িত ধূলা তাহার আকৃতি।
কালিমা আঁধার বর্ণ বারুদ যেমতি॥
অতিশক্তি ধরে কৈলে অগ্নি পরশন।
প্রভুর পরশে তেন বৈষ্ণবচরণ॥
সচেতন গোটা সৃষ্টি চৈতন্যের জোরে।
সাক্ষাৎ চৈতন্য সেই কাঁধের উপরে॥
হৃদয় চৈতন্যময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
রচিয়া নূতন স্তোত্র অনর্গল ভাষে॥
চিত্রিত না হয় এই বিচিত্র দর্শন।
মহাভাবে সমাধিস্থ প্রভু নারায়ণ॥
উঠিছে জ্যোতির ছটা বদনমণ্ডলে।
সে যে কি অপূর্ব্ব রূপ সাধ্য কার বলে॥
ছটা করে ছটাময় ছুটে যতদূর।
স্তম্ভিত বৈষ্ণব গৌরী আর শ্রীমথুর॥
বিস্ময়ে নীরব গৌরী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
নব স্বরচিত স্তোত্র করিয়া শ্রবণ॥
দূর হৃদিতম দেখি প্রভুর ব্যাপার।
দণ্ডবৎ হয়ে ভূমে লুটে বার বার॥
শ্রীপ্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ হলে পরে।
হাসি হাসি শ্রীবয়ান কহিলা গৌরীরে॥
শুনেছ ব্রাহ্মণী কিবা মোর কথা বলে।
গৌরাঙ্গের অবতার নিতাইর খোলে॥
উত্তর বচনে গৌরী কহে যোড করে।
তা বলিলে খাট করা হয় আপনারে॥
যে শক্তিসম্পন্ন হ'লে অবতার গণি।
আমি জানি আপনিই সে শক্তির খনি॥
পুনশ্চ বলেন প্রভু কি কথা তোমার।
যদ্যপি পণ্ডিত সঙ্গে করিয়া বিচার॥
সাব্যস্ত করিতে পার যা বলিলে তুমি।
তবে না তোমার কথা সত্য বলি মানি॥
দেখহ পণ্ডিত উপনীত বিদ্যমানে।
এত বলি দেখাইলা বৈষ্ণবচরণে॥
প্রভুর কৃপায় গেছে সিদ্ধাই তাহার।
নাহি তর্কবুদ্ধি, তর্ক কে করিবে আর॥
বসেছে বিশ্বাস ঘটে ফুটেছে নয়ন।
প্রভুদেবে বলিলেন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ॥
বিচারে কি আছে কিছু বিচারের নাই।
যাহা বলিলাম আগে পুনঃ বলি তাই॥
এক প্রশ্ন করিবারে পার তুমি মন।
যখন শ্রীপ্রভুদেব ব্রহ্ম সনাতন॥
কি হেতু কাহার জন্য ধ্যান-আরাধনা।
এতাধিক দেহকষ্টে সাধন-ভজনা॥
ব্যাকুলতা অনুরাগে পূজক যখন।
হইয়া গিয়াছে তাঁর কালী-দরশন॥
নিরাকারাকারে আর সরাট বিরাটে।
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর প্রতি ঘটে ঘটে॥
তবে কেন পুনরায় সমুদিত মনে।
তন্ত্রমতে যাবতীয় সাধন-ভজনে॥
প্রথম প্রশ্নের কথা কহি শুন আগে।
যখন পূজক-বেশ সিদ্ধ অনুরাগে॥
সাধারণে অনুরাগে কহে যে রকম।
শ্রীপ্রভুর অনুরাগে বিভিন্ন ধরণ॥
সাধারণে শব্দার্থেতে বুঝে সাদাসিদা।
প্রভুর রাগের অর্থ-বস্তু আলাহিদা॥
ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছি এ রাগের কথা।
এবে শুন বলি পুনঃ সংক্ষেপে বারতা॥
সতীর পতিতে টান মার যেন ছায়ে।
বিষয়ীর টান যেন অর্থাদি বিষয়ে॥
এ তিন টানের যোগে হয় যেই টান।
তদপেক্ষা টান রহে রাগে মূর্ত্তিমান॥
একলক্ষ্য-মুখী টান রাগের প্রকৃতি।
অদম্য অরোধনীয় অতি বেগবতী॥
রাগের বেগের কথা নাহি বলা যায়।
রূপ-রস-যুক্ত স্থূল জগতে ভাসায়॥
ভাসে চিত্ত মন বুদ্ধি সন্দেহ আগার।
গুরুর প্রগুরু ভাসে গুরু অহংকার॥
অস্তি নাস্তি দুই ভাসে আশ্চর্য্য ভারতী।
সুদুর্ল্লভ অনুরাগে বহে এই রীতি॥

ব্রাহ্মণী মায়ের চেয়ে সহায় সাধনে।
সযতনে সচকিত রহে রেতে দিনে॥
অনুভূতি দর্শনাদি কতই যে হয়।
সুমূর্খের সাধ্য কিবা দিবে পরিচয়॥
ছোট বড় কালী-মূর্ত্তি নাহি গণনায়।
আগোটা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থান না কুলায়॥
দ্বিভুজা হইতে দশভুজার মূরতি।
রূপোজ্জলে পরাজিত চন্দ্রিমার ভাতি॥
ধরণে গমনে শোভা সৌন্দর্য্য অশেস।
কত মত কয় কথা দেয় উপদেশ॥
ষোড়শী ত্রিপুরা মূর্ত্তি কান্তি মনোহরা।
তুলনায় সৌদামিনী মলিনা আঁধারা॥
ভৈরবাদি দেবযোনি বিবিধ প্রকার।
বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত বিভিন্ন আকার॥
ত্রিকোণ-আকারা জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মযোনি।
জগৎকারণ শক্তি সৃষ্টির জননী॥
অনির্ব্বচনীয়া তিনি প্রসূতি প্রকাণ্ড।
পলে পলে প্রসবিছে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড॥
অনাহত ধ্বনি অতি শ্রুতি-মুগ্ধকর।
ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় একত্রিত স্বর॥
কুলাগারে জগদম্বা নিজে অধিষ্ঠান।
অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি অশিব-নিদান॥
কুণ্ডলীর জাগরণ মূলাধার হোতে।
উর্দ্ধ গতি পদ্মে পদ্মে সুষুম্নার পথে॥
তন্ত্রমতে বীরভাবে সাধনার শেষ।
জীবের কি কথা যেথা সশঙ্ক মহেশ॥
বীরভাবে শ্রীপ্রভুর সাধনা-বারতা।
গাইবার পূর্ব্বে আছে বলিবার কথা॥
স্ত্রীমাত্রেই মাতৃ-জ্ঞান আজন্ম ধারণা।
সতী কি অসতী কিবা বেশ্যা বারাঙ্গনা॥
ভেদাভেদবিরহিত অদ্বৈত গিয়ান।
এই লক্ষ্যে সাধকের সাধনা-বিধান॥
জন্মাবধি স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞান যাঁর।
সাধনে হইতে সিদ্ধ কিবা তাঁর ভার॥

প্রভু যে শ্রীপ্রভুদেব পরম ঈশ্বর।
মায়াতীত মায়াযুক্তে লীলার আকর॥
মায়া নাহি মোহে তাঁহে পুরুষপ্রধান।
শুদ্ধ মনে শুন রামকৃষ্ণলীলা-গান॥
ঈশ্বরীর উদ্দীপনা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলে।
জৈব ভাবে কামদৃষ্টি নাহি কোন কালে॥
বিচিত্র ত্যাগের কথা না শুনি কখন।
স্বপনেও নহে কভু প্রকৃতিগ্রহণ॥
বহু জ্ঞান নাহি তাঁর এক জ্ঞান জ্ঞান।
সবে এক একে সব সকলে সমান॥
স্থূল দৃষ্টি নাহি কভু দেখেন অন্তর।
একের অনন্ত মূর্ত্তি সৃষ্টি চরাচর॥
আবিলতা মলিনতা যেন জৈব ভাবে।
লেশ গন্ধ নাহি তার প্রভুর স্বভাবে॥
আমাদের পক্ষে প্রভুদেবে বুঝা ভার।
স্বার্থে কাম রুধিয়াছে দৃষ্টি সবাকার॥
প্রার্থনা করিয়া মুক্ত করহ লোচন।
যাহাতে হইবে কিছু লীলা-দরশন॥
বীরভাবে শ্রীপ্রভুর লীলা সাধনার।
পূর্ব্ববৎ ছিল ইচ্ছা নাহি গাইবার॥
কিন্তু এবে দেখিতেছি বিচিন্তিয়া মনে।
হবে মহা অঙ্গহীন শ্রীলীলা-বর্ণনে॥
মহতী মাহাত্ম্য আছে এই সাধনায়।
শুন লীলা-গীত গাঁথা পূর্ণ মহিমায়॥
শক্তি-অগ্রহণে বীরভাবের সাধনা।
হয় না হবার নয় কখন হবে না॥
তাই কথা গাইবারে পরাণ বিকল।
ধরিলেন মাছ প্রভু না ছুঁইয়া জল॥
এক দিন নিশাভাগে হাজির ব্রাহ্মণী।
সঙ্গে ল'য়ে এক পূর্ণ যুবতী রমণী॥
প্রভুদেবে বলিলেন দেবী জ্ঞান করি।
পূজা করিবার তরে যুবতী সুন্দরী॥
যথা কথা সমাপন সাধনার অঙ্গ।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণী তাহে করিল উলঙ্গ॥

অমনি ব্রাহ্মণী কন আপন পতিরে।
ভ্রান্ত এত কিবা কথা কও তুমি কারে ॥
চিনিতে না পারিতেছ কেবা এই জন।
বাহ্যরূপান্তরে সেই কৌশল্যা নন্দন ॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
ভবনে বসিয়া পায় অখিলের স্বামী ॥
কাতরে অধম করে মিনতি চরণে।
প্রভুপদে রহে মতি ভিক্ষা দেহ দীনে ॥
রাম লাগি প্রভুদেব চিন্তায় অস্থির।
আহার বিরাম নাই কিসে রঘুবীর ॥
পাইবেন এই চিন্তা মনে অনুক্ষণ।
আরম্ভ করিলা এবে সাধন-ভজন ॥
পুরীর উত্তরে এক বটবৃক্ষমূলে।
জপ ধ্যান শ্রীপ্রভুর অবিরত চলে ॥
দাস্য সখ্য নানা ভাবে করেন সাধন।
যখন যেমন হয় হৃদে জাগরণ ॥
দাস্যেতে হনূর ভাবে সতত বিভোর।
মহাবেগে ভাবাবেগ দেহে করে জোর ॥
প্রভুর শ্রীদেহে ধরে সৃষ্টিছাড়া রীতি।
দেহ হয় ঠিক যেন মনের প্রকৃতি ॥
যে ভাব যখন হয় মনেতে প্রবল।
ঠিক তার অনুরূপে তনুর বদল ॥
বুঝনে না যায় কিছু প্রভুর গতিক।
যেই চক্ষে ছয় মাস রহে অনিমিখ ॥
সেই চক্ষু চঞ্চল পলক প্রতিপলে।
এক লক্ষ্যে ধাবমান ভাবের প্রাবল্যে ॥
ধীর মন্দ পাদক্ষেপে যাঁহার গমন।
এবে বর্ত্তমানে গতি দিয়া উল্লম্ফন ॥
বস্ত্রের লাঙ্গুল-বাস বাহিরে বাহিরে।
কভু হয় মূত্রত্যাগ বৃক্ষের উপরে ॥
এই দেখি হলধারী সর্ব্বজনে কয়।
বায়ুরোগে গদাধর উন্মত্ত নিশ্চয় ॥
ভাবাবেগে কর্ম্ম তাঁর কে করিবে বোধ।
লোকে জনে কবে কিবা কিছু নাই বোধ

ক্ষুধা-নিবারণে খোলা খোসা সহ ফল।
তৃষ্ণায় ওষ্ঠের দ্বারা পান গঙ্গাজল ॥
করযোড়ে জানু গেড়ে জয় রাম ধ্বনি।
কাকুতি মিনতি শত লুটায়ে অবনী ॥
দাস্যভাবে কিছুদিন হইলে বিগত।
উদিল অপর ভাব ভরতের মত ॥
এখন দেহের নাই পূর্ব্ববৎ ধারা।
সহজ যেমন দেখে লাগে চমৎকারা ॥
ভাব অনুমত হয় দেহের গড়ন।
একরূপে বহুরূপী আশ্চর্য্য কথন ॥
কাঠের পাদুকা সেবা এবে নিরন্তর।
স্থাপিয়া পাদুকা দুটি খাটের উপর ॥
সচন্দন ফুলে পূজা অনুরাগাবেশে।
দর দর চক্ষু জলে বক্ষঃ যায় ভেসে ॥
পাদুকা সহিত খাট করিয়া মাথায়।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রভু বেড়িয়া বেড়ায় ॥
মুখে রাম কোথা রাম হা রাম যো রাম।
কবে পাব অযোধ্যায় রাম প্রাণারাম ॥
বিরহ খেদোক্তি কত শুনে প্রাণ ফাটে।
এইরূপে দুই তিন চারি দিন কাটে ॥
ধন্য নর-বেশে লীলা বুঝে কোন্ জনে।
তুমি রাম তুমি সীতা তবু কাঁদ কেনে ॥
কিসের লাগিয়া কাঁদ, কাঁদ কার তরে।
নাহি বুঝি কি সমস্যা ইহার ভিতরে ॥
যদি বল জীবশিক্ষা হেতু আচরণ।
জীবে দেখি রাম লাগি করিবে রোদন ॥
নিবেদন আছে এক কহি তব ঠাঁই।
করুণা করিয়া কহ জগৎগোঁসাই ॥
ধরা থেকে অতিদূর শূন্যের উপর।
কেমনে জনমে জল ডাবের ভিতর ॥
কারিকর কহ কেবা শকতি কাহার।
কি কলে কৌশলে ফলে জলের সঞ্চার ॥
তুমি বিনা এ কলের কর্ত্তা কেহ নয়।
হাতে কি লইয়া জল দিতে তার হয় ॥

না কি জনময়ে জল কৌশলের জোরে।
বিধিমতে শস্তে পূর্ণ ফলে করিবারে॥
যদি এত কারিকুরি সঙ্কেতেই চলে।
কেন জীবে না কাঁদিবে রাম রাম ব'লে॥
যদি বল সশরীরে হই অবতরি।
ধনরত্ন ভক্তি মুক্তি করি ছড়াছড়ি॥
তবু এক নিবেদন আছে শ্রীচরণে।
সকল ঝিনুকে মুক্তা না জনমে কেনে॥
সকলেই থাকে সেই সাগরের নীরে।
কেহ মাংসময়গর্ভ কেহ মুক্তা ধরে॥
অবোধ্য অচিন্ত্য যেন তুমি নিজে হরি।
লীলাখেলা কার্য্য তব সেই মত ধরি॥
অসীম অনন্ত তুমি বুঝে সাধ্য কার।
বুঝাবুঝি কার্য্য নহে মম অধিকার॥
চরণসেবায় রব এই সাধ করি।
রতি মতি দেহ পদে কল্পতরু হরি॥
রামরূপ ধ্যান মুখে রামনাম ধ্বনি।
সমান ধারায় যায় দিবস-যামিনী॥
প্রভুর সাধনা হয় যে ভাবে যে কালে।
সেই সে ভাবের সাধু যুটে দলে দলে॥
রাণীর অতিথিশালা সাধুরাজ্যে জানা।
কত যে আসেন সাধু না হয় গণনা॥
এবে রামাতের পালা বৈষ্ণব সাধক।
রামমন্ত্রে উপদিষ্ট রাম-উপাসক॥
তে সবার মধ্যে এক অনুরাগী জন।
জটাধারী নাম ভক্ত রামপদে মন॥
ভক্তিনিষ্ঠা ত্যাগে তেঁহ সাধকপ্রবর।
প্রভুর পড়িল লক্ষ্য তাঁহার উপর॥
বাল রামচন্দ্র-মন্ত্রে আছিল দীক্ষিত।
সেব্যর প্রতিমা সঙ্গে পিতলে গঠিত॥
সাধুর সোহাগে রাখা রামলালা নাম।
সেই সে সাধুর ছিল ধন মন প্রাণ॥
ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু যোগাড়ে পাইত॥
রেঁধে বেড়ে ঠাকুরের ভোগ লাগাইত॥
লোকে যেন দেয় ভোগ এ ভোগ সে নয়।
এ ভোগ সে ভোগ যাহে সেব্য সেবা হয়॥
একনিষ্ঠা একমন একান্তানুরাগে।
থাকিত ভক্তির ক্ষীর মাখামাখি ভোগে॥
তার সঙ্গে সুমধুর বাৎসল্যের রস।
যাহে ছিল ননীচোরা যশোদার বশ॥
সাধুর নিকটে সেই ভাবে রামলালা।
খায় দায় কাছে থাকে করে নানা খেলা॥
এ দাও ও দাও বলি আবদার জোর।
দেখিয়া আনন্দে সাধু থাকিত বিভোর॥
ভাবরাজ্যেশ্বর প্রভু তাঁহার গোচর।
রহিল না বাকি কিছু জানিতে খবর॥
দিন রাত্রি এইখানে থাকেন ঠাকুর।
রঙ্গ রহস্যাদি যত দেখেন সাধুর॥
বালরামও প্রভুদেবে দেখে নিরখিয়ে।
পদ্মপলাশের মত আঁখি দুটি দিয়ে॥
সাধুর উপরে প্রভু অতি যত্নবান।
সেবাযোগ্য ভাণ্ডারাদি দুবেলা যোগান॥
সুঠাম সে বালরাম দুর্ব্বাদল বর্ণ।
কনককুণ্ডলে সুশোভিত দুটি কর্ণ॥
গলায় মতির হার অঙ্গ সুশোভন।
মধুময় বালচেষ্টা মনবিরঞ্জন॥
অপার ভাবের ভাবী প্রভু ভাবময়।
ব্যাপারে বাৎসল্যভাবে ভরিল হৃদয়॥
বালরাম মন্ত্রদীক্ষা লইবার তরে।
একদিন প্রভুদেব কহেন সাধুরে॥
শুনি সাধু জটাধারী ভাবি আনন্দিত।
বালরাম-মন্ত্রে কৈল প্রভুকে দীক্ষিত॥
প্রভুর পড়িল প্রীতি সাধুর ঠাকুরে।
পরস্পর ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বাড়ে॥
পাকিয়া পিরীত উঠে গেল এত দূর।
প্রভুর ছাওয়াল হৈল সাধুর ঠাকুর॥
সদা কাছে আগে পিছে কভু কোলে কাঁখে।
সাধুর নিকটে নাহি পূর্ব্ববৎ থাকে॥

দেখেছি ঈশ্বরাবেশ তোমার ভিতরে।
এত শুনি প্রভুদেব কহিলা তাঁহারে॥
দেখা যাবে মতি স্থির রাখহ কেমনে।
গোলযোগ আর যেন নাহি হয় ভ্রমে॥
অনন্তর দেবসেবা-কার্য্যাদির শেষে।
বসিলেন হলধারী মনের হরিষে॥
অতি প্রিয় নস্যপাত্র ল'য়ে আপনার।
করিবারে শাস্ত্রাদির তত্ত্বের বিচার॥
হেন কালে প্রভুদেব উপনীত তথা।
দাঁড়িয়া শুনেন তত্ত্ববিচারের কথা॥
কিছু পরে দাদারে কহেন গুণমণি।
পড়েছ যে সব শাস্ত্র আমি তাহা জানি॥
বিদ্যা-অভিমানী দাদা নস্য নাকে দিয়ে।
গ্রীবোন্নত সহ চক্ষু বিস্তার করিয়ে॥
গরজি গম্ভীর স্বরে প্রভুদেবে কন।
বুঝিস কি তুই গণ্ডমূর্খ একজন॥
নিজ দেহ দেখাইয়া প্রভুর উত্তর।
সে দেয় বুঝায়ে যে বা ইহার ভিতর॥
এই কিছুক্ষণ আগে তুমিই কহিলে।
ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে এই খোলে॥
অধিক গম্ভীরভাবে কহে আর বার।
কল্কি ছাড়া কলিতে কি আছে অবতার॥
পাগল উন্মত্ত তুই হয়েছিস এবে।
তাই নিস আপনাকে অবতার ভেবে॥
তবে মৃদু মন্দ হাসি শ্রীপ্রভুর বোল।
এই যে বলিলে আর নাহি হবে গোল॥
বুঝেছ জেনেছ মোরে গেছে আঁখি-ভ্রম।
তবে এবে অন্যরূপ কহ কি কারণ॥
তখন কে আর দেয় সে কথায় কান।
সজোরে উঠেছে ঘটে বিদ্যা-অভিমান॥
দাস্যভাবে রামাৎ-সাধনে তার পর।
বস্ত্রহীনে মূত্রত্যাগ গাছের উপর॥
দেখিয়া তখন দাদা বুঝেছ প্রমাদ।
বায়ুরোগে গদাধর দুরন্ত উন্মাদ॥

অপর ঘটনা কিবা শুন দিয়া মন।
শরৎ-পূর্ণিমা চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ॥
গগনে উদয় হ'য়ে বিতরয়ে ভাতি।
ধরিয়াছে ধরামাতা মোহন মূরতি॥
রাতি কিবা দিনমান বুঝা নাহি যায়।
দশ দিক আলোময় কিরণমালায়॥
এ হেন সময়ে পূর্ণ জ্ঞানী প্রভুরায়।
অমা কি পূর্ণিমা আজি পুছিলা দাদায়॥
ঈষদ্ধাস্যে ব্যঙ্গভাবে হলধারী কয়।
ভুবনে এমন মূর্খ দ্বিতীয় না হয়॥
অমা কি পূর্ণিমা আজি তাও নাহি জানে।
ইহাকে আবার দেশে দশে গুণে মানে॥
পূর্ণ জ্ঞানে একাকার নাহি রকমারি।
আঁধার আলোক এক দিবা বিভাবরী॥
প্রকৃতির বিচিত্রতা সব লোপ পায়।
ভেদাভেদহীন তত্ত্ব আসে না মাথায়॥
পূর্ণজ্ঞানী হ'য়ে প্রভু হইলা পাগল।
জ্ঞানী গণ্য জ্ঞানহীন মানুষের দল॥
অধীত শাস্ত্রাদি দাদা মান্য এক জনা।
বিবেক বৈরাগ্য হীনে দিনমানে-কানা॥
ধারণা ছিল না কিছু শাস্ত্রমর্ম্মে তাঁর।
কাজেই শ্রীপ্রভু মূর্খ বিচারে দাদার॥
কৃপা কর মহামায়া চৈতন্যদায়িনী।
জন্ম জন্ম রব মূর্খ নাহি তাহে হানি॥
ভুলিনা জননী যেন মায়াবিনাশন।
নিরুপমা রক্তোৎপল দুখানি চরণ॥

এক দিন বাল্যভাবী প্রভু অকপটে।
উপনীত হলধারী দাদার নিকটে॥
যে কালে আছিলা তেঁহ বিচারেতে মত্ত।
আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্মতর তত্ত্ব॥
শ্রীপ্রভু কহিলা তাঁয় জানিতে বারতা।
ভাবযোগে ঈশ্বরীয় দর্শনের কথা॥
তাহার উত্তরে দাদা হলধারী কয়।
ভাবে যাহা দেখিয়াছ ঠিক তাহা নয়॥

শ্রীপ্রভুর নানাবিধ রঙ্গ রূপ হেরে।
শ্রীপদে বিশ্বাস ভক্তি দিনে দিনে বাড়ে ॥
মথুরের মত ব্যক্তি অতুল ভুবনে।
বাহ্যান্তর বিভূষিত বহু বহু গুণে ॥
শৌর্য্য বীর্য্য সহিষ্ণুতা সৌন্দর্য্য অতুল।
মান্য গণ্য সুজনতা সম্পত্তি বিপুল ॥
ন্যায়নিষ্ঠ মিষ্টবাক্ উদার সরল।
ইষ্টপদে ভক্তি প্রীতি ভুবনে বিরল ॥
একাধারে সমাবেশ নিরুপম গুণ।
লীলায় মথুর যেন দ্বিতীয় অর্জ্জুন ॥
লীলায় ভাণ্ডারী-বেশে নরদেহে আসা।
প্রভুরও তাহার প্রতি প্রীতি ভালবাসা ॥
শ্রীপদে অটলবৎ রাখিতে মথুরে।
ইষ্টরূপে দরশন দিলেন এবারে ॥
শ্রীপ্রভুর আবাস-মন্দির যেইখানে।
তাহার কিঞ্চিৎ দূর পূর্ব্বোত্তর কোণে ॥
আছয়ে বারাণ্ডা এক অতি সুশোভন।
পূর্ব্ব পশ্চিমেতে লম্বা দীর্ঘ আয়তন ॥
তদ্বুত্তরে ফুলের বাগান মনোহর।
নানাজাতি ফুটে ফুল সৌরভ বিস্তর ॥
তাহার পূরব ভাগে বাবুদের কুটী।
দক্ষিণে সোপানাবলি অতি পরিপাটি ॥
ভক্তবর শ্রীমথুর বসিয়া সোপানে।
নানাবিধ করে চিন্তা একাকী আপনে ॥
হেনকালে শ্রীমথুর দেখিবারে পায়।
আপনে আপুনি মগ্ন প্রভুদেব রায় ॥
বারাণ্ডায় পাদচালি এধার ওধার।
কাহারও উপরে লক্ষ্য মোটে নাহি তাঁর ॥
পশ্চিমান্তে যে সময় শ্রীপ্রভুর গতি।
সে সময় দেবদেব মহেশ মূরতি ॥
পূর্ব্বান্তে যখন প্রভু ফিরেন আবার।
তখন মোহিনী ঠামা প্রতিমা শ্যামার ॥
গড়ন আকৃতি ঠিক সমতুল সাজে।
অবিকল যেন দেবী মন্দিরের মাঝে ॥

শিবকালী যুগ্মরূপ প্রভুর শরীরে।
ভাগ্যবান শ্রীমথুর দেখে বারে বারে ॥
মথুর প্রথমে বুঝে আঁখির বিকার।
পূর্ব্ববৎ তাই যত দেখে বারম্বার ॥
আনন্দ-উচ্ছ্বাস হৃদে এত বলবতী।
মথুর হইল যাহে ধৈরয-বিচ্যুতি ॥
দ্রুতগতি উপনীত প্রভুর নিকটে।
ধরিয়া চরণপদ্ম কাঁদে আর লুটে ॥
ঠাকুর বলেন হেন করিতে যে নাই।
তুমি গণ্য মান্য বাবু রাণীর জামাই ॥
অপরে দেখিলে পরে কি কবে তোমায়।
এত বলি সান্ত্বনা করেন প্রভুরায় ॥
তখন কি শুনে কথা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
বারম্বার পদদ্বয় ধরে জড়াইয়ে ॥
তবে জিজ্ঞাসিল প্রভু হেন কি কারণ।
বৃত্তান্ত খুলিয়া কহ করিব শ্রবণ ॥
মুখে না বেরায় বাণী গদ গদ স্বরে।
আমূল দর্শন যাহা কহিল গোচরে ॥
শ্রীপ্রভু বলেন একি কথা কহ তুমি।
কি জানি আমি ত বাবু কিছুই না জানি।
মথুর না শুনে কথা মুখপানে চায়।
ধরিয়া অভয় পদ অবনী লুটায়।
নানামতে বুঝাইতে তবে তার পর।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে শান্ত ভক্তবর ॥
করযোড় করি কহে বুঝিনু সকল।
সত্যই ফলিল মোর ঠিকুজির ফল।
মথুরের ঠিকুজিতে লেখা হেন কথা।
সশরীরে সঙ্গে রবে তার ইষ্ট মাতা ॥
প্রত্যক্ষ করিয়া আজি ঠিকুজির ফল।
শ্রীপদে উপজে ভক্তি বিশ্বাস অটল ॥
দুহু সঙ্গে দোহাকার সম্বন্ধ মধুর।
সেবক ভাণ্ডারী সখা মন্ত্রী শ্রীমথুর ॥
প্রভুরও অপার কৃপা মথুরের প্রতি।
ত্রাতা পাতা রক্ষাকর্ত্তা দুকালের গতি ॥

একদিন প্রভুদেব শিবের মন্দিরে।
করেন মহিম্নস্তোত্র পাঠ ধীরে ধীরে॥
মহেশ মাহাত্ম্যগাথা স্তোত্রবিরচিত।
তাহাতে শ্রীপ্রভুদেব হন ভাবান্বিত॥
তখন ভুলিয়া স্তব উচ্চৈঃস্বরে কন।
ওগো মহাদেব তব মহিমা-কথন॥
কেমনে কহিব আমি কি শক্তি আমার।
গণ্ড বেয়ে দুনয়নে বহে অশ্রুধার॥
শুনিয়া রোদন রোল যে যেখানে ছিল।
ব্যাপার জানিতে সেথা আসিয়া জুটিল॥
উন্মত্ত পাগল প্রভু তাহাদের চোখে।
রহস্য কৌতুকবৎ দাঁড়াইয়া দেখে॥
নানাজনে কহে নানা উপহাস করি।
কেহ কয় আজি বড় কাণ্ড বাড়াবাড়ি॥
কেহ কয় এমন কোথাও নাহি দেখি।
কেহ বলে শিবের ঘাড়েতে চড়ে নাকি॥
কেহ কয় কাছে গিয়া সামালো সামালো।
হাতে ধ'রে বাহিরেতে টেনে আনা ভাল॥
শুভ যোগ শ্রীমথুর আজি এইখানে।
আসিছেন দ্রুতগতি কোলাহল শুনে॥
সসম্ভ্রমে ভৃত্যগণে ছেড়ে দিল বাট।
যেখানে জমিয়াছিল মানুষের হাট॥
দেখিল মন্দির মধ্যে গুণাকর রায়।
ভাবেতে বিভোর চিত্ত শিবমহিমায়॥

মথুর দেখিয়া চিত্র মুগ্ধ অতিশয়।
নীরব আলেখ্যবৎ দাঁড়াইয়া রয়॥
একজন কর্ম্মচারী কহে যুক্তিমতে।
টানিয়া আনিতে দেবে মন্দির হইতে॥
বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহেন মথুর।
কার সাধ্য শ্রীঅঙ্গ পরশে শ্রীপ্রভুর॥
মাথার উপরে মাথা যে জনার আছে।
সেই যেন এ সময় যায় ওঁর কাছে॥
পশ্চাতে আসিল বাহ্য ভাব-অবসানে।
দেখেন লোকের হাট বসেছে পেছনে॥
তন্মধ্যে মথুরানাথ সবার অগ্রণী।
বালকের মত ত্রস্ত হ'য়ে গুণমণি॥
কহিলেন মথুরের মুখপানে চেয়ে।
করে কি ফেলেছি কিছু বেসামাল হ'য়ে॥
মথুর কহিল অগ্রে করিয়া প্রণাম।
তুমি ত করিতেছিলে শিবস্তুতি গান॥
না বুঝিয়া কর্ম্ম মর্ম্ম যদি কোন জনে।
তোমারে বিরক্ত করে সেই সে কারণে॥
সাবধানে সসতর্কে হেথা বহুক্ষণ।
দাঁড়াইয়া আছি আমি দ্বারীর মতন॥
ধন্য ধন্য শ্রীমথুর ধন্য ধন্য তুমি।
তোমার শাশুড়ী ধন্য রাণী রাসমণি॥
তোমার গৃহিণী ধন্য জগদম্বা নাম।
তোমাদের যেহ কেহ সকলে প্রণাম॥

এবে শুন বর্ত্তমানে গুরুর বারতা।
লীলারস-পরিপূর্ণ রগড়ের কথা।
যোগসাধনার চিন্তা হয় দিবানিশি।
হাজির এহেন কালে জনৈক সন্ন্যাসী॥
হেথা কিবা প্রয়োজন এখানে কেমনে।
উদ্দেশ্য যাইবে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥
অতিথিশালায় তাই পুরীর ভিতর।
অদ্ভুত প্রভুর সঙ্গে মিলন খবর॥
একদিন প্রভুদেব শ্যামার মন্দিরে।
পূর্ব্বমুখে সমাসীন প্রতিমা-গোচরে॥
ভাবের আবেশ ভরে দেখিবারে পান।
নামিয়া গঙ্গায় এক সাধু করে স্নান॥
কৃতকর্ম্ম যোগিবর তেজঃপুঞ্জকায়।
প্রাচীন বয়স জটা-সম্ভার মাথায়॥
কৌপীন নাহিক নেংটা উলঙ্গ-আচারী।
যোগিজন-অগ্রগণ্য নাম তোতাপুরী॥
তোতায় দেখিয়া তাঁর বড় খুসি মন।
অতিথিশালায় দুঁহে হৈল সংমিলন॥
তোতাও তেমতি প্রীত প্রভুদেব হেরে।
বাসনা প্রভুর সঙ্গে আলাপন করে॥
মনমত মূর্ত্তি শক্তি গায়ে করে খেলা।
মনে সাধ পায় যদি করে তাঁয় চেলা॥
তাই বলে প্রভুদেবে প্রফুল্লবদন।
কি বাচ্চা করিবে কিছু সাধন ভজন॥
উত্তর বচনে প্রভু বলিলেন তাঁকে।
পশ্চাৎ কহিব কথা জিজ্ঞাসিয়া মাকে॥
মাতৃগতপ্রাণ প্রভু জিজ্ঞাসিতে যায়।
চলিলা মন্দিরমধ্যে প্রতিমা যেথায়॥
বালকের চেয়ে প্রভু বালক সরল।
যতেক ঘটনা মায়ে কহিলা সকল॥
বালকবৎসলা মাতা অতি তুষ্ট মনে।
দিলা আজ্ঞা ভাবাতীত-অরূপ-সাধনে॥
সেই সঙ্গে সমাগত সন্ন্যাসীর কথা।
আমূল জীবনে তার যতেক বারতা॥
সাধনার পথে কতদূর আগুয়ান।
এখানে কেমনে এবে কিবা তার নাম॥
মনমত দ্রব্য পেয়ে মায়ের সকাশে।
বালক যেমন মহা আনন্দেতে ভাসে॥
তেমনি আনন্দমতি প্রভুদেব রায়।
পালটিয়া চলিলেন অতিথিশালায়॥
আগ্রহে সন্ন্যাসিবর উপবিষ্ট যেথা।
গিয়াই বলেন নাম তোমারই কি তোতা॥
বিস্ময়ে পূর্ণিতান্তর তোতা ভাবে মনে।
আমার যে তোতা নাম জানিল কেমনে॥
এদেশে কাহারও সঙ্গে নাই জানা শুনা।
ত্রিরাত্রির বেশী কোথা কভু নহে থানা॥
এ তীর্থে ও তীর্থে অবিরত ভ্রাম্যমাণ।
কেমনে পাইল বাচ্চা নামের সন্ধান॥
যোগসিদ্ধ যোগিবর সবিস্ময় মন।
বলিলেন পরে প্রভু করিব সাধন॥
তোতা কহে তিন দিন মাত্র আমি রব।
তীর্থপর্য্যটনে ঘুরি তীর্থান্তরে যাব॥
সুকৌশলী প্রভু যেন হেন আর কোথা।
সর্ব্বদা তোতার সঙ্গে অরূপের কথা॥
আহার বিরাম নাই এত মত্ততর।
সপ্তাহ চলিয়া যায় নাহিক খবর।
প্রভুকে পাইয়া তোতা মহাতোষ পায়।
তীর্থগমনের কথা না আসে মাথায়॥
ত্রাসিতা ব্রাহ্মণী হেথা শুনিয়া বারতা।
বেদান্ত-সাধনে শ্রীপ্রভুর ব্যাকুলতা॥
মিষ্টভাষে প্রভুদেবে করে নিবারণ।
অরূপ-সাধনে আছে কিবা প্রয়োজন॥
কখন না কর হেন ইহাতে কি কাজ।
শক্তি-প্রতিবাদী ভক্তিহীন যোগিরাজ॥
বিশুষ্ক জ্ঞানের কাণ্ডে ভক্তি হয় ক্ষয়।
যথা তত্ত্ব ব্রাহ্মণী কহিল সমুদয়॥
কোন কথা ব্রাহ্মণীর না হয় শ্রবণ।
সন্ন্যাস লইয়া সাধ ব্রহ্মের সাধন॥

দক্ষিণ সহরে এবে আই ঠাকুরাণী।
গদাধর-গতপ্রাণ গদাই-পরাণি ॥
প্রভুরও তেমতি ভক্তি মায়ের উপর।
কোথাও না দেখি শুনি হেন পূর্ব্বাপর ॥
মায়ের চরণধূলি মাখিতেন গায়।
ঈশ্বরীর জ্ঞানে ভক্তি মাগিতেন মায় ॥
সকল কর্ম্মের আগে উঠি প্রাতঃকালে।
প্রণাম করেন মায় ভক্তি দাও বলে ॥
জননীরে দিলে কোন মনের বেদনা।
বলিতেন শ্যামা তার না শুনে প্রার্থনা ॥
ঈশ্বরের পদে ভক্তি কখন না মিলে।
যদি ভাগ্যদোষে মাতৃ আঁখিজল ফেলে ॥
মাতা তুষ্টে সব তুষ্ট তুষ্ট জগজন।
যত দেবদেবী তুষ্ট তুষ্ট নারায়ণ ॥
পরম দুর্ল্লভ ভক্তি মিলে অনায়াসে।
আজন্ম যদ্যপি কেহ জননীরে তোষে ॥
মায়ের সন্তোষ আর মাতৃপদে মন।
সাধনার মধ্যে তাঁর এ এক সাধন ॥
আর বলিতেন প্রভু জগৎগোঁসাই।
বাপ মায়ে হরগৌরী-সমজ্ঞান চাই ॥
মায়ের পরাণধন প্রভু গদাধর।
সংসারে বিরাগহেতু চিন্তা নিরন্তর ॥
সন্ন্যাসগ্রহণ-কথা যদি ঢুকে কানে।
শেলের সমান ব্যথা লাগিবে পরাণে ॥
এতেক বুঝিয়া প্রভু যোগিবরে কন।
সংগোপনে করিবেন সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥
কারণ হইয়া জ্ঞাত যোগিবর খুসি।
বেশ বলি দিল সায় ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী ॥
গোপনে গ্রহণ কৈলে নাহি কিছু হানি।
শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল তখনি ॥
দীক্ষাকাণ্ডে নানাবিধ দ্রব্য প্রয়োজন।
বিধানানুমত শ্রাদ্ধ হোমের কারণ ॥
আয়োজন সর্ব্বাঙ্গীণ হইল সকল।
শুভক্ষণহেতু দুয়ে সতত বিকল ॥
বিকলতা শ্রীপ্রভুর স্বতঃ স্বাভাবিক।
শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ তোতা তা হ'তে অধিক ॥
শ্রীঅঙ্গেতে সুলক্ষণ প্রত্যক্ষ বিরাজ।
যাহে বিমোহিত চিত এত যোগিরাজ ॥
শুভদিন সমাগত দীক্ষা-অঙ্গ শেষ।
পরে সাধনাঙ্গে দিলা বিধি উপদেশ ॥
নামরূপ-রাজ্য থেকে গুটাইয়া মন।
ভাবাতীতে গুণাতীতে করিতে মিলন ॥
আজীবন শ্রীপ্রভুর ভাবরাজ্যে বাস।
ভাবময়ী জগমাতা চরণে প্রয়াস ॥
মহোল্লাস ভাবেশ্বরী মায়েরে দেখিয়ে।
মন নাহি চায় যেতে তাঁহারে ছাড়িয়ে ॥
যেখানেতে ভাবাতীত ব্রহ্মের বিহার।
দেশকালহীন রাজ্য শূন্য একাকার ॥
কাজেই আসেন বাহ্যে ফিরিয়ে ফিরিয়ে।
তা দেখি ব্রহ্মজ্ঞ গুরু উঠে গরজিয়ে ॥
সূচামের বিদ্ধ ভূমি অণুর ভিতর।
প্রবেশিয়া দাও মন করি সূক্ষ্মতর ॥
প্রাণপণে প্রভু পুনঃ বসিলা ধিয়ানে।
ক্রমে উপনীত ভাবময়ীর ভুবনে ॥
নিরুপমা মূর্ত্তি মার নয়নগোচর।
জ্ঞান-অসি দিয়া রূপ কাটিলা সত্বর।
রূপ নষ্টে দ্রুতগতি ধাবমান মন।
সমরস হয়ে ব্রহ্মে হইল মিলন ॥
দীক্ষাগুরু ব্রহ্মবাদী নিকটে বসিয়ে।
শিষ্যের অবস্থা দেখে বিশেষ করিয়ে ॥
নির্ব্বিকল্প সমাধির যতেক লক্ষণ।
সুস্পষ্ট শ্রীঅঙ্গে করে সব নিরীক্ষণ ॥
তথাপি সন্দেহ তার বার বার মনে।
চল্লিশ বৎসর গতে সিদ্ধ যে সাধনে ॥
এখানে কেমনে তাহা একদিনে হয়।
ব্রহ্মজ্ঞ না পারে কিছু করিতে নির্ণয় ॥
সন্দেহমোচনে পুনঃ বসে পরীক্ষায়।
পূর্ব্ববৎ লক্ষণাদি দেখিবারে পায় ॥

রুচিপ্রিয় যাবতীয় সকলই মিলে।
একা রামকৃষ্ণলীলা-সাগরে ডুবিলে॥
অতুল ব্রজের ভাব অবোধ্য বারতা।
সুরের অজ্ঞাত তত্ত্ব নরের কা কথা॥
মায়া-বিরহিত পরিশুদ্ধ নির্ব্বিকার।
স্বার্থগন্ধ-পরিশূন্য ভাব শ্রীরাধার॥
অতীব সুগূঢ় তত্ত্ব অতি দুরজ্ঞেয়।
রাধাই আধার তার রাধাই আধেয়॥
রূপ-রস-গন্ধ-আদি বিষয়বিমুখ।
নিত্যসিদ্ধ আত্মারাম ব্যাস-পুত্র শুক॥
ব্রহ্মর্ষি নারদ ঋষি আদি মুনিগণ।
পুরাণে বহুলভাবে করেছে কীর্ত্তন॥
আসক্তি-সম্বল জীব স্বার্থগতপ্রাণ।
ধরিতে ইহাতে নারে কহে কি পুরাণ॥
শুদ্ধসত্ত্বাধারে প্রেমঘন মূর্ত্তি ধরি।
জীবে দিতে পরতত্ত্ব নিজে ব্রজেশ্বরী॥
বার বার অবতীর্ণ লীলার প্রাঙ্গণে।
সম্বল সমর্থ প্রেম সাধ্যের তোষণে॥
এই যে মধুর ভাব নিজস্ব রাধার।
ষোল আনা পরিপূর্ণ তাঁর অধিকার॥
অন্য অন্য গোপিকার চারি পাঁচ আনা।
একান্ত সেবিকা যারা রাইগতপ্রাণা॥
জগজনে যে প্রতিমা জানা রাধা নামে।
বিবাহিতা আয়ানের বাস বৃন্দাবনে॥
জটিলে কুটিলে যাঁর শাশুড়ী ননদী।
কৃষ্ণ-বিরাগিনী কৃষ্ণ নামে প্রতিবাদী॥
কুলাদি সর্ব্বস্বহারা কৃষ্ণের কারণ।
কৃষ্ণকলঙ্কিনী নাম অঙ্গের ভূষণ॥
মূল স্বরূপত্ব তাঁর না জানিলে পরে।
অধিকারী নহে ব্রজলীলা শুনিবারে॥
ভূতের যেখানে নাই প্রবেশাধিকার।
রূপ-রস-গন্ধাদির সাগরের পার॥
অতীন্দ্রিয় রাজ্য যাহা পুরাণে কীর্ত্তিত।
ব্রজভাবচন্দ্র হয় সেখানে উদিত॥
রূপ-রসে মত্ত মন অভাবে বিষাদ।
শুনে যদি ব্রজলীলা করে অপরাধ॥
অচ্যুতের লীলামৃত শ্রবণ-মঙ্গল।
জৈবভাবাপন্নে শুনে পায় হলাহল॥
শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতভাবে ক্রিয়াগুণ-হীন।
কৃষ্ণশক্তি রাধা থাকে তাহাতে বিলীন॥
দুঁহু সঙ্গে দোঁহাকার এত প্রেম প্রীতি।
এক ভিন্ন দুই আর না হয় প্রতীতি॥
এই প্রেমপ্রীতি করিবারে আস্বাদন।
একে হয়ে দুঁহু কৈলা লীলার পত্তন॥
বৃন্দাবনে প্রেমঘন মূর্ত্তি দোঁহাকার।
উভয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণের পার॥
ইহা না জানিয়া ব্রজলীলা শুনে যদি।
মঙ্গল দূরের কথা হয় অপরাধী॥
নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাব মধুরেতে ভোগ।
তৈলধারাবৎ যেথা শ্রীকৃষ্ণেতে যোগ॥
বাহে কি অন্তরে একা কৃষ্ণের স্ফুরণ।
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য নাহি হয় দরশন॥
মধুরের অঙ্গে খালি নিষ্কামের খেলা।
কালেতে করিল জীব ভোগ দিয়া ঘোলা॥
জীবের কল্যাণে ভাব করিতে প্রচার।
রাধাভাবে নদীয়ায় গৌরাঙ্গাবতার॥
এবে প্রভু লীলাকর ভাব-পরমেশ।
ভাবের সাধনা কৈলা মধুরেতে শেষ॥
অন্তরে উদয় যেন হইল বাসনা।
সহে না তিলেক দেরি সাধিতে সাধনা॥
মনের তীব্রতা তাঁর এতই প্রবল।
সাধনানুরূপ দেহ সর্ব্বাংশে বদল॥
পুংদেহে পুরুষোচিত বৃত্তি আর নাই।
ললনাসুলভ ভাবে ভাবিত গোসাঞি॥
চলন বলন চেষ্টা কটাক্ষ ইঙ্গিত।
অঙ্গ রঙ্গ হাসি আদি স্বভাব চরিত॥
ঠসক ঠমক ঠিক ললনার প্রায়।
স্ত্রী কি পুরুষ প্রভু চেনা নাহি যায়॥

শ্যাম যে আমার সই নয়নের তারা।
তিল আধ না দেখিলে হই দিশেহারা॥
যদ্যপি হইত শ্যাম মস্তকের চুল।
বাঁধিতাম বেণী দিয়া বকুলের ফুল॥
সদা দরশন সাধে বিকল পরাণী।
ইতি উতি চাই যেন বনের হরিণী॥
এরূপে গাইতে গীত যায় বাহ্যজ্ঞান।
তন্ময় হইয়া ঘটে গভীর ধিয়ান॥
দেহের সঙ্কটাবস্থা পূর্ব্বের সাধনে।
গিয়াছিল পুনরায় হয় বর্ত্তমানে॥
কৃষ্ণ-দরশনাবেগ বাতিক পবন।
ধরিয়া প্রবল গতি অতীব ভীষণ॥
উঠিল প্রভুর হৃদি-আকাশের মাঝে।
আঁধারিয়া দশ দিশি আপনার তেজে॥
উলট-পালট খায় দেহ-তরুবর।
প্রভুর নাহিক আর দেহের খবর॥
শ্রীদেহের যত্ন এবে দুজনার হাতে।
ব্রাহ্মণী দিনের বেলা হৃদয় রাত্রিতে॥
ব্রাহ্মণী সুতীক্ষ্ণা দৃষ্টি করে দরশন।
শ্রীঅঙ্গেতে পুনঃ মহাভাবের লক্ষণ॥
নিদারুণ দেহোত্তাপে জ্বালার যন্ত্রণা।
দিবানিশি কিবা কষ্ট না যায় বর্ণনা॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মণী হেথায়।
উপশমহেতু অঙ্গে চন্দন মাখায়॥
উত্তাপের প্রবলতা এতই তখন।
দিবামাত্র ধূলিবৎ আলেপ্য চন্দন॥
শ্রীদেহের যাবতীয় লোমকূপ দিয়ে।
শোণিত-কণিকা যায় বাহির হইয়ে॥
দেহস্থিত গ্রন্থি-যন্ত্র শিথিল সবাই।
নিজ নিজ কর্ম্ম করে হেন শক্তি নাই॥
দেহখানি সংজ্ঞাশূন্য নিশ্চেষ্ট অচল।
বিশেষবিকারযুক্ত সব বিশৃঙ্খল॥
কোন্ উপাদানে গড়া শ্রীপ্রভুর দেহ।
জানি না সে কোন জন জানে যদি কেহ॥
এতেক যন্ত্রণা যায় দেহের উপরে।
তথাপিহ মনখানি কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে॥
বাহ্যজ্ঞান শূন্যে যুক্তে দুই অবস্থায়।
প্রাণে মনে জাগিতেছে সাধ্য সর্ব্বদায়॥
ভাবিয়া দেখহ মন আপনার মনে।
প্রভুর স্বরূপ কিবা প্রভু কোন্ জনে॥
কিবা নাম কিবা বস্তু কোথায় বসতি।
কোথায় আরম্ভ তাঁর কোথা তাঁর ইতি
কোথা গতি এইখানে কিবা প্রয়োজন।
নারায়ণ নিজে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
চিনিয়াও প্রভুদেবে নাহি গেল চেনা।
পুঁথিতে প্রভুর নাম রহিল অচেনা॥
অচেনা ঠাকুর মোর অতি অপরূপ।
তিনিই জানেন মাত্র তাঁহার স্বরূপ॥
সঙ্কট-অবস্থাপন্ন সাধনা-সময়।
ঘন ঘন অচেতন বাহ্য নাহি রয়॥
মথুর উৎকণ্ঠপ্রাণ তাহার কারণে।
পাছে ঘটে অমঙ্গল যতন-বিহনে॥
ধরা-মাঝে ধন্য ভক্ত মথুর বিশ্বাস।
করযোড়ে পদরেণু মাগে ক্রীতদাস॥
গুরুভক্তি মহারত্ন ভিক্ষা দেহ মোরে।
দণ্ডবৎ পদানত অধম কিঙ্করে॥
যত্নে রাখিবারে তাঁয় এতেক ভাবিয়া।
জানবাজারের ঘরে গেলেন লইয়া॥
সদা সচকিত থাকে সহ পরিবারে।
বাহিরে না রাখি তাঁয় রাখিল অন্দরে॥
যেমন মথুর ভক্ত সমযোগ্য তাঁর।
ভক্তিমতী জগদম্বা ঘরে পরিবার॥
কন্যাগণ বিলক্ষণ ভক্তি ঘটে ধরে।
যেন পিতৃ-মাতৃ-রক্ত বহমান শিরে॥
সকলে সমান ভাবে যত্ন করে অতি।
ভক্তের আকর ভক্ত মথুর-বসতি॥
দিনরাতি রাখে তাঁয় আঁখির উপরে।
শয্যা রচে আপনার শয়ন-আগারে॥

আকর্ণ পুরিয়া বাঁকা নয়নের টান।
কটাক্ষ-হিল্লোলে ছুটে সম্মোহন বাণ॥
তিলফুল জিনি নাসা গজমতি তায়।
চঞ্চল আঁখির বেগে সুমন্দ দোলায়॥
মুধামৃতে সিক্ত ছটি রক্তিম অধর।
মনোদাসী হাসি যাহে খেলে নিরন্তর॥
কাঞ্চন-বলয় হাতে মোহন বাঁশরী।
রাধা রাধা গীত-স্বরে মন করে চুরি॥
দোলে গলে বনমালা সৌরভে আকুল।
গুণ্ গুণ্ রবে গুঞ্জে মধুপের কুল॥
নীলাভবরণ বক্ষঃ অতি সুশোভিত।
কুসুম-ভূষণসহ চন্দনে চর্চ্চিত॥
কটিতটে গুঞ্জবেড়া পিঠে পীত ধটি।
পীতবাস পরিধানে অতি পরিপাটি॥
কনক নূপুর শোভা করে রাঙ্গা পায়।
সুমধুর রুণু ঝুনু বাদ্য বাজে তায়॥
ভুবনমোহন রূপাকর কৃষ্ণরায়।
উদিয়া প্রভুর অঙ্গে অমনি মিশায়॥
যখন যে মূর্ত্তি হয় প্রভুর গোচর।
শ্রীপ্রভুর দেহ যেন তাহাদের ঘর॥
আপনে আপনি প্রভু দেখেন এখন।
তিনিই শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাধিকারমণ॥
ভাবাযুক্তে ভাবাতীতে স্বগুণ নির্গুণে।
সাধনা মধুরভাবে ইতি এইখানে॥
ব্রাহ্মণী উন্মত্তা এবে প্রভুর কৃপায়।
নানা ভাব-বেগ হৃদে স্রোত ব'য়ে যায়॥
যখন যে ভাব হৃদে হয় জাগরণ।
সেই মত হয় তার বাহ্য আচরণ॥
যখন বাৎসল্যভাব হৃদয়ে সঞ্চার।
প্রভুরে দেখিত ঠিক গোপাল তাঁহার॥
ভিক্ষা মাগিবার তরে ঘরে ঘরে যায়।
গোপাল গোপাল বলি কাঁদে উভরায়॥
ভিক্ষা-লব্ধ বিনিময়ে মাখন নবনী।
আনিয়া প্রভুর মুখে দিতেন ব্রাহ্মণী॥
স্নেহে গর গর হৃদি মুখপানে চায়।
কাছে রহে নহে ইচ্ছা যাইতে কোথায়॥
ভিক্ষায় না গেলে নয় তাই হয় যেতে।
নবনী ছানার হেতু প্রভুরে খাওয়াতে॥
গোঠেতে আটক বৎস গাভীর মতন।
ব্রাহ্মণীর কোনখানে নাহি থাকে মন॥
বিরহের গান গায় বিষম উচ্ছ্বাসে।
চক্ষে ঝরে জলধারা বক্ষঃ যায় ভেসে॥
এমন হৃদয়-দ্রব ঠামে গীত গায়।
মানুষ দূরের কথা পাষাণে গলায়॥
কেঁদে কেঁদে যায় ভেসে সুখের সাগরে।
বলিতে নারিনু কিবা ব্রজভাবে ধরে॥
প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ সুদুর্লভ ধন।
কোটির মধ্যেতে যদি পায় এক জন॥
বৃথায় জনম বৃথা নরদেহ ধরা।
কৃষ্ণ-অনুরাগে যদি না হইল হারা॥
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন প্রভু-অবতারে।
অহেতুক কৃপানিধি দিল মুঠা ভ'রে॥
মানিক রতন নিধি মণি যার নাম।
যে না চিনে তার কাছে আছে কিবা দাম।
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বদ্ধ জীবগণ।
বুঝে কৃষ্ণভক্তি তুচ্ছ তৃণের মতন॥
প্রেমভক্তি-আস্বাদনে কিবা মিঠা লাগে।
কি তার সুতার ভরা আছে অনুরাগে॥
আদতেই বোধ নাই আসক্তির প্রাণে।
সন্তুষ্ট বিষের কীট হলাহলপানে॥
গুরুবাক্য মহামন্ত্র হৃদয়ের ক্ষেতে।
কৃপায় জগৎ-গুরু দেন যার পুঁতে॥
আঁতে আঁতে গাঁথে তার বেড়াজাল মূল।
বীজমন্ত্র দেয় তুলে অঙ্কুর অতুল॥
পুষ্টি-হেতু চারাগাছে দুখানি নয়ন।
ধীরে ধীরে মূলে করে বারি বিসিঞ্চন॥
মজার রসের গাছ রসে রসে বাড়ে।
প্রসারি প্রশাখা-শাখা ত্রিভুবন বেড়ে॥

গায় প্রেমমাখা গান মুগ্ধ যেই শুনে।
ভাব-বেগে বদ্ধগতি মাঝে মাঝে থামে।
একে রমণীর কণ্ঠ মিষ্টকণ্ঠা তায়।
তদুপরি প্রেম-বেগ রাগে বাহিরায়॥
কিবা কান্তিমাখা গায় চেহারা কেমন।
আঁকিতে নারিনু ধরি কাঠির কলম॥
সুপামর চিত্রকর চিত্রে নাই হাত।
বর্ণহীন পুঁজিমাত্র কালির দুয়াত॥
অন্তর বুঝিয়া তুমি কর দরশন।
কি ঠামে চলিয়া যায় ব্রাহ্মণী এখন॥
ফটক হইতে প্রায় দশ বিঘা দূর।
যেখানে একত্রে প্রভু হৃদয় মথুর॥
হৃদয় মথুর স্বর শুনিবার আগে।
ব্রাহ্মণীর প্রেমমাখা গীত গিয়া লাগে॥
মহাবেগে বাণসম প্রভুর শ্রবণে।
বাহ্য গেল সমাধিস্থ হৈলা সেইক্ষণে॥
পশ্চাৎ মথুর শুনি কহিল হৃদয়ে।
কে বা গায় মিষ্ট গীত দেখ না এগিয়ে॥
হৃদয় একত্রে দেখে নারী কয় জনা।
তার মধ্যে ব্রাহ্মণীরে নাহি যায় চেনা॥
আভরণে রঙ্গিন বসনে সজ্জা করা।
লুকায়েছে তার মধ্যে তাহার চেহারা॥
ব্রাহ্মণী নিকটে আসি করে নিরীক্ষণ।
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহিক চেতন॥
ব্রাহ্মণীও অচেতন প্রায় ভূমে পড়ে।
থাল সহ হৃদয় যাইয়া তায় ধরে॥
কিছু পরে ব্রাহ্মণী সম্বিৎ পেয়ে উঠে।
বিভোর শ্রীপ্রভুদেব নেশা নাহি ছুটে॥
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে বসিল ব্রাহ্মণী।
অবিরল ঢালে জল নয়ন দুখানি॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভাবের বিহ্বলে।
শিশুসম বসিলেন ব্রাহ্মণীর কোলে॥
থালা থেকে ল'য়ে ননী হৃদয় আপনে।
টুকু টুকু তুলে দেয় প্রভুর বদনে॥
পঞ্চমবর্ষীয়-বয়ঃ বালক সমান।
ব্রাহ্মণীর কোলে বসি ননী সর খান॥
আসক্তির দাস মন দেখ আঁখি মিলে।
কি ছার কাঞ্চন-নারী ল'য়ে আছ ভুলে॥
ব্রাহ্মণীর কোলে কিবা দৃশ্য করে খেলা।
ধরিয়াছে ধরাতল বৈকুণ্ঠের মেলা॥
বিনা-পণে দরশনে না হইল সাধ।
এবা কিবা নরবুদ্ধি অতি পরমাদ॥
দ্রবময়ী ব্রহ্মবারি জলাধারে ভরা।
জীবের জীবনরস সুরম্য চেহারা॥
স্বভাব-সুলভ ভাবে সদা আছে গ'লে।
উথলায় যেন তায় পবন-হিল্লোলে॥
তেমতি রসের সিন্ধু প্রভু ভগবান।
ভক্তভাব-বাতে তাহে তুলিছে তুফান॥
বিশেষতঃ শ্রীপ্রভুর বৈষ্ণব সাধনে।
ব্রাহ্মণী ভকতিমুখী ভক্তি ভাল চিনে॥
বিষম রগড় বড় তুলেন ব্রাহ্মণী।
একমনে শুন মন কহিব কাহিনী॥
কখন গোপিনীবেশ সুন্দর দেখিতে।
আনন্দলহরী ধরা আছে ডান হাতে॥
মাতোয়ারা হ'য়ে গায় নীচে লেখা গান।
যে শুনে তাহার হয় দ্রবীভূত প্রাণ॥

আয়গো আয় গোষ্ঠে,
গোচারণে যাই।
শুনচি নিধুবনে, রাখাল রাজা
হবেন রাই হায় শুনতে পাই।
পীতধড়া মোহন চূড়া রাইকে
পরাবে, হাতে বাঁশরি দিবে—
রাইকে রাজা সাজাইয়ে,
কোটাল হবে প্রাণ কানাই।
ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখীগণ,
রাখাল হবে পঞ্চজন—
তারা আবা দিয়ে বনে বনে,
ফিরাবে ধবলী গাই॥

তাড়াতাড়ি এখন আসিয়া চন্দ্রনাথ ।
সবলে ধরিল তেড়ে শ্রীপ্রভুর হাত ॥
ভাবভঙ্গে ঈষৎ আবেশ মাত্র গায় ।
বলিলেন ওহে চন্দ্র চিনেছি তোমায় ॥
চন্দ্রনাথ কয় তাঁয় উত্তর বচনে ।
চিনিয়াছ ? এতদিন ভুলে ছিলে কেনে ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় প্রভু কৈলা প্রত্যুত্তর ।
চন্দ্র কহে অন্য কেবা তুমিই ঈশ্বর ॥
শ্রীপ্রভু বলেন আমি এবে দেহধারী ।
ভুল হয় সদা ঠিক রাখিতে না পারি ॥
চন্দ্রের আছিল আর এক শক্তি গায় ।
অলক্ষ্যে যাইতে পারে বাসনা যেথায় ॥
কামতৃপ্তি-হেতু করে শক্তির চালনা ।
বারে বারে প্রভু তায় করিলেন মানা ॥
শ্রীআজ্ঞায় অনাবিষ্ট দেখিয়া তাহারে ।
টানিয়া লইলা শক্তি নিজের শরীরে ॥
চন্দ্র হৈল বিষহীন ভুজঙ্গের প্রায় ।
সরোদনে শ্রীচরণে লুটালুটি খায় ॥
রামকৃষ্ণলীলা অতি মধুর কথন ।
শুন অতঃপর কিবা পশ্চাৎ সাধন ॥

সমকালে প্রচলিত কর্ত্তাভজা মত ॥
ভগবানে যাইবার এও এক পথ ।
পথটি বড়ই নোংরা উপমা তাহার ।
যেমন বাড়ীর থাকে নানান দুয়ার ॥
কোন দ্বার সদরেতে প্রবেশের তরে ।
কোন দ্বারে যাওয়া যায় অন্দর-ভিতরে ॥
মেথরের জন্য থাকে আলাহিদা পথ ॥
সেই মত অবিশুদ্ধ কর্ত্তাভজা মত ॥
প্রকৃতি লইয়া সঙ্গে সাধনার
দুর্ব্বল জীবের পক্ষে মুস্কিলের
বিশেষে এ কলিকালে মানুষে
স্বভাবতঃ কামিনীকাঞ্চনে নি
মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা এতেক শ
নরলোকে বসায়েছে ভেড়ার
এক ছত্রে ধরাতল করিছে শাসন ।
অধিকার করিয়া ধর্ম্মের রত্নাসন ॥
প্রজাগণ ল'য়ে মন প্রাণ বুদ্ধি স্মৃতি ।
যুক্তকরে দেয় কর তায় দিবারাতি ॥
বিশেষে কামিনীকায়া না যায় বাখানি ।
প্রকৃত সাগরস্থিত চুম্বকের খনি ॥
লৌহাপাতে তলা মোড়া তরীরূপ নরে ।
পাইলে অমনি তায় ডুবায় পাথারে ॥
প্রভুদেব বলিতেন মায়ারূপা মেয়ে ।
যাহা ছিল ঘরে দিল সমুদায় খেয়ে ॥
পদে পদে উপদেশ দিলা ভগবান ।
কামিনীকাঞ্চন যেথা রহ সাবধান ॥
ঘুণ-রূপা কামিনী যদ্যপি গিয়া পশে ।
জারা জারা করে কাঁচা নররূপ বাঁশে ॥
হেন মেয়ে ল'য়ে যেথা সাধনা উপায় ।
কোটির ভিতরে কটা লোকে রক্ষা পায় ।
প্রভু বলিতেন এই পথ নহে সোজা ।
কামিনী হিজড়া হবে, নর হবে খোঁজা ॥
তবে হবে কর্ত্তাভজা, না হইলে নয় ।
পদে পদে সাধকের পতনের ভয় ॥

এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবচরণ ।
ভাগবতাচার্য্য ভক্ত প্রভুপদে মন ॥
সহরের সন্নিকট কাছির বাগান ।
যেখানে তাদের গুপ্ত সাধনার স্থান ॥
বৈষ্ণবচরণ ছিল আচার্য্য তথায় ।
সাধক সাধিকা বহু ভুক্ত সম্প্রদায় ॥
গোপনে গোপনে তথা হ'য়ে একত্রিত ।
আচার্য্যের দীক্ষা মত সাধনা করিত ॥
মধুপ-স্বভাবযুক্ত বৈষ্ণবচরণ ।
সত্য-তত্ত্বান্বেষী শুদ্ধ সুসরল মন ॥
প্রভুর চরণাম্বুজে পাইয়া আস্বাদ ।
মনে মনে উঠে তাঁর উগ্রতর সাধ ॥
তদাদিষ্ট সকলের মঙ্গল-কারণ ।
যদ্যপি আড্ডায় হয় প্রভুর গমন ॥

ঠিক তাই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত দল।
প্রভু বাঞ্ছাকল্পগাছে খায় পাকা ফল॥
এক গাছে যত ফল একই রকম।
সমান আকার বর্ণ এক আস্বাদন॥
সব বিহঙ্গম তৃপ্তি নাহি পায় তায়।
বিজাতীয় ফল দেখি স্থানান্তরে যায়॥
কল্পগাছ তেন নয় এক গাছ বটে।
ভিন্ন ভিন্ন ফল তার ভিন্ন ভিন্ন বটে॥
নানা আস্বাদন নানা মিষ্টরসে ভরা।
এক জাতি কত শত কে করে কিনারা
কোন্ পাখী কটা খাবে পেটে কত বল
কল্পবৃক্ষপ্রভু তাঁয় ধরে নানা ফল॥
কখন সাধনা কিবা কৈলা ভগবান।
কেহ নাহি জানে তার সঠিক সন্ধান।
মানুষে বুঝিতে নারে প্রভুর সাধনা।
স্বচক্ষে যাহার দেখা সেও যেন কানা॥
বাউল প্রভৃতি নবরসিকের মত।
ভগবানে যাইবারে যত রূপ পথ॥
সকল বিদিত প্রভু আদি থেকে অন্ত।
গোঁকলে আরম্ভ শেষ লইয়া বেদান্ত॥
শুনিয়াছি সাধা তাঁর অগণ্য সাধন।
নিজে যেন গুপ্ত তেন সাধনা গোপন॥
উনিশ রকম ভাব শ্রীঅঙ্গে খেলিত।
শাস্ত্র ল'য়ে মিলাইয়া ব্রাহ্মণী দেখিত॥

অপার মহিমার্ণব প্রভু ভগবান।
শুন রামকৃষ্ণলীলা সুধার সমান॥

ইস্‌লাম-সাধন

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

শ্রীপ্রভুর লীলাকাণ্ড লীলার আকর।
যাবতীয় লীলারঙ্গ ইহার ভিতর॥
ভাবময়ী রঙ্গেশ্বরী লীলার প্রাঙ্গণে।
যখন করিলা যাহা সকল এখানে॥
বীজতলা জগতের সকলই আছে।
সমরসযুক্ত সব ঠাকুরের কাছে॥
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে অনর্থ-বিচার।
একত্রিত অঙ্গীভূত স্বতঃই লীলার॥
একে সব সবে এক শান্তির নিষ্পত্তি।
একমাত্র এ লীলার নিজস্ব সম্পত্তি॥
চিরকাল ধর্ম্মরাজ্যে দ্বেষ দ্বন্দ্ব ভারি।
অমৃতসাগরে যেন বিষের লহরী॥
অদ্যাপিহ নিবারিতে পারিল না কেও।
বরঞ্চ ক্রমশঃ বৃদ্ধি গরলের ঢেও॥
নিরক্ষর দীনবেশে হ'য়ে অবতার।
দুরন্ত তরঙ্গে প্রভু করিলা নিবার॥

কুলিশের গতিরোধ কুসুমের দলে।
রক্ষজয়ী হতবল বালকের বলে ॥
একমাত্র তৃণে বদ্ধ প্রমত্ত বারণ।
শৈবালের ধারে ব্রহ্ম-অস্ত্রের ছেদন ॥
নির্ব্বাণ বাড়বানল ফটিকের জলে।
কেমনে করিলা প্রভু লীলার কৌশলে ॥
দেখিতে যদ্যপি তোর সাধ হয় মন।
বিশ্বখণ্ড লীলাকাণ্ড কর দরশন ॥
অসম্ভবে সম্ভব করিয়া কৈলা খেলা।
শান্তির আকর শুন রামকৃষ্ণলীলা ॥
ওরে মন ঠাকুরের লীলা-গুণগান।
শুনিয়া আমার সাধ পরম কল্যাণ ॥
কি ছার মিছার ত্যজি রূপ-রস-আশা।
প্রভু-কল্পতরুতলে নিত্য কর বাসা ॥
নিত্য নিত্য দাও নাড়া খাও মিঠা ফল।
দুহাত তুলিয়া নাচ বাজায়ে বগল ॥
জাতিতে ক্ষত্রিয় নাম শ্রীগোবিন্দ রায়
সন্নিকটে দমদমা বসতি তথায় ॥
পারসী আরবী ভাষা বিশেষিয়া জানা।
ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত তত্বান্বেষী জনা ॥
নানা ধর্ম্ম আলোচনা তত্বলাভেচ্ছায়।
নির্ণয় করিতে তার নিজের উপায় ॥
নিত্যই কোরাণ-গ্রন্থ-পাঠ মনোযোগে।
সুফি দর্ব্বেশের মত মিষ্টতর লাগে ॥
এ পথ কেবল মাত্র ভক্তি-প্রেমে ভরা।
ভাবিলে ভাবুকে ফুটে ভাবের ফুয়ারা ॥
হিন্দু-মতে পঞ্চভাবে যেন উপাসনা।
ভাবের পশরা শিরে ভাব-বেচা-কেনা ॥
হেথাও ভাবের খেলা সেই মত ঠিক।
মনমত গোবিন্দের গোবিন্দ প্রেমিক।
তাই ইস্‌লামীয় ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
নিভৃতে নির্জ্জনে করে তাহার সাধন ॥
ঈশ্বরানুরাগী যারা তারা এক জাতি।
হইলেও বিভিন্ন ধর্ম্ম একই প্রকৃতি ॥

হোক না যে কোন ধর্ম্ম জানিও নিশ্চয়।
ভক্তি-অনুরাগ বিনে কিছু নাহি হয় ॥
ভক্তি-অনুরাগ যেন মহা ঝঞ্ঝাবাত।
বিধি-নিষেধের থেকে অনেক তফাৎ ॥
কুল-শীল-অভিমান কোথা যায় উড়ে।
থাকে মাত্র এক লক্ষ্য চক্ষের উপরে ॥
সরল বিশ্বাস সহ ভাবিয়া উপায়।
যদ্যপি কখন কেহ ধর্ম্মান্তরে যায় ॥
তাহাতে তাহার নাহি হয় কোন ক্ষতি।
বরঞ্চ চরমে করে পরম উন্নতি ॥
দৈবের ঘটনা কিবা দক্ষিণসহরে।
উপনীত শ্রীগোবিন্দ পুরীর ভিতরে ॥
আনন্দের সীমা নাই দেখি রম্য স্থান।
দেবালয় সাধুশালা ফুলের বাগান ॥
নিরজন পঞ্চবটী ভাগীরথী-কূল।
একত্রিত যাবতীয় সাধনানুকূল ॥
ভিক্ষান্ন সহজ-সাধ্য রাণীর ভাণ্ডারে।
সব ধর্ম্মপন্থী পায় সমান আদরে ॥
গোবিন্দ করিল থানা দেখি মনোমত।
আপনার কর্ম্মে রহে নিরন্তর রত ॥
চুম্বকের সঙ্গে যেন সম্বন্ধ লোহার।
সরল বিশ্বাসে তেন ঠাকুর আমার ॥
সরলতা বিশ্বাসের প্রিয় প্রভুরায়।
আপুনি হাজির নিজে গোবিন্দ যেথায় ॥
প্রেমিক গোবিন্দ দেখি পরম আনন্দ।
আলাপনে আলোচনা ধর্ম্মের প্রবন্ধ ॥
ঠাকুর করেন চিন্তা আপনার মনে।
ইস্‌লামীয় পথ এক পথের বিধানে ॥
ভাবেশ্বরী লীলাময়ী এই পথ দিয়ে।
দেন কত সাধকের বাঞ্ছা পুরাইয়ে ॥
মায়ের শ্রীপাদ-পদ্ম-লাভ এই পথে।
কিরূপে কেমন হয় মানস দেখিতে ॥
এত বলি গোবিন্দকে দীক্ষা-গুরু করি।
সাধনা করেন প্রভু ধর্ম্মবিধি ধরি ॥

প্রভুর বাসনা যেন সিন্ধুর জুয়ার।
চোটে ছুটে নহে কোন বাধা মানিবার॥
সৃষ্টিগ্রাসী বেগ কে দাঁড়ায় ছামুখানে।
চলিলেন সন্নিকটে মস্‌জিদ যেখানে॥
এখানে ভাগিনা হৃদু খুঁজে চারি ধারে।
না পাইয়া প্রভুদেবে আপন মন্দিরে॥
দ্রুতগতি ধাইলেন করিয়া সন্ধান।
দেখিল নেমাজ করে প্রভু ভগবান॥
জানি না সে কোন্ ভক্ত মস্‌জিদ যাহার।
যেখানে নেমাজ কৈলা প্রভু অবতার॥
গরহিত কাজে রত বালক যেমন।
অকস্মাৎ উপস্থিত যদি গুরুজন॥
দরশন করি সশঙ্কিত চিত হয়।
হৃদয়ে দেখিয়া তেন প্রভুর হৃদয়॥
হৃদয় তাঁহারে কিছু কহিবার আগে।
সভয় বিনয়মাখা শ্রীবদনভাগে॥
রসনা জড়িত যেন নাহি সরে ভাষ।
দূরে থেকে হৃদয়েরে করেন সম্ভাষ॥
নাহি দোষ মম, দেখ্ হৃদু বলি তোরে।
কে যেন করিয়া জোর আনিল আমারে॥
ভাষায় করুণ রস এতই প্রবল।
কুলিশ শুনিলে হয় সহজেই জল॥
এ ত ভক্তহৃদয়, ভাগিনা পুনঃ তায়।
হাতে ধ'রে সমাদরে মন্দিরে ফিরায়॥
অদ্ভুত সাধনা নাহি আসে বুদ্ধিবলে।
একদিন প্রভুদেব পঞ্চবটমূলে॥
গঙ্গায় জুয়ার দেখিছেন ব'সে ব'সে।
পচা মরা গরু এক ভেসে ভেসে আসে॥
সন্নিকটে কূলে লাগে তরঙ্গ-আঘাতে।
আইল কুকুর এক লাগিল খাইতে॥
বুঝি না কি ভাবে মগ্ন হৈলা নারায়ণ।
কুকুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন॥
আরোপ করিলা নিজে তাহার শরীরে।
যতক্ষণ আস্বাদন বাসনা না পুরে॥
হিন্দুমতে সাধনায় দর্শন যেমন।
নানাবিধ দেবদেবী মূর্ত্তি অগণন॥
এখানেতে একমাত্র প্রথম দিবসে।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব পুরুষে॥
অতিশয় দীর্ঘ শ্মশ্রু ঝুলে লম্বমান॥
লীলাকথা ঠাকুরের অমৃত সমান॥

সগুণ নির্গুণ ভাবে শেষ অনুভূতি।
যেখানেতে হয় তাঁর সাধনার ইতি॥

হেন সোজা পথে যেতে তবু যে অক্ষম
তার জন্যে কৈলা কল্পবৃক্ষের রোপণ ॥
ওরে মন শুন কল্পবৃক্ষ কারে বলে।
তাই পায় যে যা চায় বসি যাঁর তলে ॥
মূল কল্প-বৃক্ষ প্রভু বুঝিয়া আপনে।
বহুদিন নরদেহে রহে ধরাধামে ॥
জীবের কল্যাণে করি সাধন-ভজন।
কল্পবৃক্ষ পঞ্চবট করিলা রোপণ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব-আশে যদি কোন জনে।
সরল অন্তরে খুঁজে সজল নয়নে ॥
এই পঞ্চবট-তলে শ্রীহস্তে রোপিত।
মনোরথ পূর্ণ তার হইবে নিশ্চিত ॥
শাস্ত্রী নহে শুধু শাস্ত্র-পাঠী একজন।
বৈরাগ্য তাহার সঙ্গে ছিল সংমিলন ॥
শাস্ত্রস্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভূতি।
করিতে বাসনা মনে প্রাণে বলবতী ॥
বিবেক-বৈরাগ্যবান ব্রাহ্মণের ছেলে।
স্তুতিব্রত আরম্ভিল পঞ্চবটতলে ॥
ভকতবৎসল প্রভু আর নহে স্থির।
শাস্ত্রীর সমীপে গিয়া হইলা হাজির ॥
দোঁহে দোঁহাকার প্রতি সমাকৃষ্ট মন।
পরম আনন্দে হয় তত্ত্ব-আলাপন ॥
পাত্র দেখি হৈল কৃপা শাস্ত্রীর উপরে।
দিন দিন যায় যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ॥
সাধনাজ অনুভূতি দর্শননিচয়।
ক্রমশঃ শ্রীপ্রভু তারে দিলা পরিচয় ॥
তদুপরি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নিরবধি।
আঙ্গিক লক্ষণ-সহ প্রভুর সমাধি ॥
প্রথম ভূমিতে বায়ু হইয়া উদয়।
ঘাটে ঘাটে উঠে হয় সপ্তমেতে লয় ॥
এতক্ষণে ধীরবর পায় দেখিবারে।
বেদান্তের গুপ্ত রত্ন প্রভুর ভিতরে ॥
বেদান্তের বাগারণ্যে যে বস্তু নিহিত।
তাহার লক্ষণ শ্রীঅঙ্গেতে সমুদিত ॥
স্তম্ভিত পাণ্ডতবর করে মনে মনে।
জীবন্ত বেদান্ত হেন প্রভু বিদ্যমানে ॥
প্রভুকে শ্রীগুরু করি প্রভুর কৃপায়।
সাধিতে হইবে ব্রহ্ম-লাভের উপায় ॥
এত ভাবি দেশে প্রত্যাগতর কামনা।
ত্যজিয়া প্রভুর কাছে করিলেন থানা ॥
একরূপ শ্রীপ্রভুর দেখি নিরন্তর।
গুণ বর্ত্তমান যেথা সেখানে আদর ॥
দয়া-গুণে দাতা কিবা পরহিতাচারী।
সাধারণ মধ্যে যার যশ-মান ভারি ॥
শাস্ত্রজ্ঞ সাধক কিবা সাধু কিবা ভক্ত।
যে কোন ভাবের কিবা সম্প্রদায়ভুক্ত ॥
স্থানাস্থান মানামান বিচারবিহীনে।
অযাচিত হইয়াও গমন সেখানে ॥
লোকপরম্পরা প্রভু করিলা শ্রবণ।
বিখ্যাত পণ্ডিত নাম শ্রীপদ্মলোচন ॥
সভাপণ্ডিতের পদে বর্দ্ধমানে আছে।
সসম্মানে তথাকার অধিপের কাছে ॥
দিগ্বিজয়ী বিচারেতে দেশ জুড়ে নাম।
নাহিক পণ্ডিত কেহ তাঁহার সমান ॥
ন্যায়েতে পণ্ডিত হেন বেদান্তে তেমন।
তদুপরি সাধনায় সিদ্ধ একজন ॥
বহুগুণে বিভূষিত প্রতিভা-উজ্জ্বল।
দীনে দয়া ইষ্টনিষ্ঠা উদার সরল ॥
প্রভুর প্রবল ইচ্ছা হইল তখন।
দেখিবারে দেশখ্যাত পণ্ডিত কেমন ॥
হেনকালে প্রভুদেব পাইলা খবর।
পণ্ডিত অসুস্থাবস্থা পীড়ায় কাতর ॥
স্বাস্থ্যোন্নতি-হেতু বাস করে গঙ্গাতীরে।
এঁড়েদহে এখানের অনতি অন্তরে ॥
হৃদয় প্রেরিত হৈল জানিতে বারতা।
কেমন পণ্ডিত আর আছে হেথা কোথা ॥
অনুমতি মত হৃদু চলিল ত্বরিত।
পণ্ডিতের কাছে গিয়া হয় উপনীত ॥

পণ্ডিত হরষান্বিত বৃত্তান্ত-শ্রবণে।
হৃদয়ে আদর কত জানিয়া ভাগিনে॥
পরে সবিনয় কয় ধীরশিরোমণি।
শ্রীপ্রভুর দরশন ভাগ্য করি মানি॥
কিছুক্ষণ পরে হেথা ফিরিল হৃদয়।
শ্রীগোচরে দিল আদি-অন্ত-পরিচয়॥
যথাদিনে হৃদু-সঙ্গে প্রভুর গমন।
শ্রদ্ধায় পণ্ডিত কৈলা প্রভুকে গ্রহণ॥
পরস্পর সম্মিলনে তুষ্ট অতিশয়।
যেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত ছিল পরিচয়॥
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী সব সুবিদিত।
বুঝিলা যতেক গুণে ভূষিত পণ্ডিত॥
শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত ইষ্ট-দেবীর উপরে।
বিভূতি সিদ্ধাই প্রাপ্ত অম্বিকার বরে॥
তাই প্রভু বীণাকণ্ঠ মোহিতে পণ্ডিত।
ধরিলেন কালিকার গুণগান-গীত॥
কি কব গীতের গতি ভুবন ভুলায়।
কিবা কথা চেতনের পাষাণে গলায়॥
ভক্তিঘন শ্রীমূরতি বিনোদপ্রতিম।
অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব ভাব নিরুপম॥
তুলনার কথা মন তুল না তুল না।
প্রভুর তুলনা মাত্র প্রভুই তুলনা॥
বিধির গঠন হৈলে তুলনা পাইতে।
আপনে গঠেছে প্রভু আপনার হাতে॥
অপরূপ হোতে প্রভু অপরূপতর।
রূপরসতন্মাত্রের অপার সাগর॥
অনন্ত লহরী তায় খেলে পলে পলে।
যে আসে সকাশে তার হিল্লোলেতে টলে॥
কিবা কব শ্রীপ্রভুর ঐশ্বর্য্যের কথা।
পেয়ে তার বিন্দুমাত্র বিধাতা বিধাতা॥
রূপরসমুগ্ধ মন জীবের উদ্ধারে।
অবতীর্ণ প্রভুদেব লীলার আসরে॥
গীতে মুগ্ধ পণ্ডিতের অবস্থা এখন।
বাক্ রুদ্ধ মন স্তব্ধ সজল নয়ন॥
গাইতে গাইতে গীত ভাবের আবেশ।
গভীর সমাধিমগ্ন পরে পরমেশ॥
বাহ্যেতে আসিলে প্রভু পণ্ডিত জিজ্ঞাসে।
অনুভূতি দরশন কি হয় আবেশে॥
সমাধিতে উপলব্ধি কি প্রকার হয়।
যাবতীয় আদি মধ্য অন্ত পরিচয়॥
তন্ন তন্ন বলিলেন প্রভু গুণমণি।
প্রথম হইতে তার চরম কাহিনী॥
চরমের উপলব্ধি প্রভুর কীর্ত্তিত।
বেদান্তের মধ্যে তাহা না পায় পণ্ডিত॥
হেথা যে শ্রীপ্রভুদেব বেদান্তের পার।
কেমনে বেদান্ত পাবে সমাচার তাঁর॥
প্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন না জানে।
এ হেন গোঁসাঞি এবে রামকৃষ্ণ নামে॥
পণ্ডিতেরে হেথা ধাঁধা দিল মহামায়া।
আলোকের মধ্যে যেন আঁধারের ছায়া॥
আজি এই তক্ প্রভু ফিরিলা মন্দিরে।
স্বস্থানে পণ্ডিতবর নানা চিন্তা করে॥
বুদ্ধিশুদ্ধিহারা এবে ভাবে মনে মন।
যা দেখিনু যা শুনিনু সত্য কি স্বপন॥
মগ্ন চিত্ত দিবারাত্র ভাবিছে প্রভুকে।
লোহার অবস্থা যেন টানিলে চুম্বকে॥
প্রকৃত সঠিক তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
পণ্ডিত অস্থিরচিত্ত হৈল অতিশয়॥
পরস্পর দেখাশুনা হয় বারম্বার।
পণ্ডিতের প্রতি হৈল কৃপার সঞ্চার॥
সত্যতত্ত্ব-অন্বেষক উদার সরল।
সন্দেহ-মোচনে প্রভু করিলা কৌশল॥
শুন মন এক মনে তমঃ হবে দূর।
মহীয়ান্ মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর॥
পণ্ডিত দুনিয়াজানা বর্দ্ধমানে বাসা।
যবে যেথা উঠে কোন দুর্ব্বোধ্য সমস্যা॥
যথার্থ সিদ্ধান্ত কিবা মীমাংসার আশে।
দিগ্‌দিগন্তরবাসী কত লোক আসে॥

পণ্ডিতের মনঃসাধ মনেতে রহিল।
দিনে দিনে অসুস্থতা বাড়িতে লাগিল॥
বিদায় লইয়া তবে অভয় চরণে।
রক্ষা করিলেন দেহ গিয়া কাশীধামে॥
এ সময় কত লোক আসে দলে দলে।
খেয়ে দুটি পাকা ফল পুনঃ যায় চলে॥
একবার প্রভুদেবে যে করে দর্শন।
কতই না কত গেঁঠে পায় রত্নধন॥
এখন নানান ভাবে প্রভু গুণমণি।
বিশেষিয়া শুন মন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কভু দিয়া করতালি হরি-গুণগান।
কখন হুঙ্কার করি শ্যামায় আহ্বান॥
আবেশে প্রবেশ কভু শ্যামার মন্দিরে।
গান নানা ভাবে গীত সুমধুর স্বরে॥
গাইতে গাইতে কভু এতই উন্মত্ত।
নূপুর বাঁধিয়া পায় করিতেন নৃত্য॥
কখন রমণীবেশে সখীর মতন।
শ্রীঅঙ্গে শ্যামার হয় চামর-ব্যঞ্জন।
নবনী-মন্থন কভু লইয়া মন্থনী।
শ্যামার বদনে দেন সদ্যজাত ননী॥
কভু নানা রঙ্গ ঢঙ্গ বালকের প্রায়॥
শ্রীবদনে হাসিরাশি গালি দিয়া মায়॥
কখন বা বাজে গাল শিব-সন্নিধানে।
ববম্ ববম্ বোল মুখে ঘনে ঘনে॥
কখন বা সমাধিস্থ যেন যোগেশ্বর।
গভীর প্রশান্ত কান্তিযুক্ত কলেবর॥
যেন দিয়া আত্মসুখ দেহ মন প্রাণ।
করিছেন জীবহিত বিশ্বহিত ধ্যান॥
শিবময় দয়াময় মঙ্গলনিধানে।
যে দেখে তখন তার এই হয় মনে॥
বিষ্ণুর মন্দিরে কভু ল'য়ে রাধা-শ্যাম।
নানাবিধ ভাবে হয় নানাবিধ গান॥
শ্যামের শ্রীঅঙ্গে শোভে যত অলঙ্কার।
কাড়িয়া পরায়ে দেন শ্রীঅঙ্গে রাধার॥
কভু ল'য়ে পীতবাস মোহন বাঁশরী।
নানা রঙ্গে রসভাষ হয় ছড়াছড়ি॥
কখন হইত তাঁর অপরূপ খেলা।
পিতল-গঠিত মূর্ত্তি ল'য়ে রামলালা॥
রঘুবীর শ্রীপ্রভুর জীবন-জীবন।
স্বরগ্রামে রামনাম কখন কখন॥
কি মধুর রামনাম শ্রীবদনে তাঁর।
তুলনায় কিছু নহে ভ্রমর-ঝঙ্কার॥
ভাগ্যবলে বারেক যে শুনিয়াছে কানে।
হৃদিতন্ত্রী বাঁধা তার আছে রামনামে॥
কি প্রকার বাঁধা তন্ত্রী বলা বড় দায়।
স্মরণে দেহের শিরা রামনাম গায়॥
জলে স্থলে জড় কি চেতন আছে যত।
মনে হয় রামনাম গায় অবিরত॥
দশদিকে রামনাম সতত কেবল।
শ্রীবদনে রামনাম শুনার এ ফল॥
কভু বৈদান্তিক সনে বেদান্ত-বিচার।
কখন বা সমাধিস্থ জড়ের আকার॥
যতেক ইন্দ্রিয় কাজে দিয়েছে জবাব।
সকলের মূল নাড়ী তাহারও অভাব।
কিন্তু ফুল্ল মুখপদ্ম অতি সুশোভন।
খেলে তায় শারদীয় চাঁদের কিরণ।
কভু বৈষ্ণবের সঙ্গে কৃষ্ণ-গুণ-গান।
কখন ভাঙ্গিয়া কন গীতাদি পুরাণ॥
গুণত্রয়-ভেদে ভক্তি-ভাবের পার্থক্য।
কি ভাবে কাহার গতি কি হেতু অনৈক্য॥
ভক্তি-পথে পঞ্চভাব লক্ষণ তাহার।
সাধক-ভজক অনুরাগী কি প্রকার॥
কখন বা হয় নৃত্য গৌরহরি বলি।
তালে তালে দুই করে দিয়া করতালি॥
কভু পঞ্চনামী নবরসিক বাউল।
সম্প্রদায়িগণ সনে কথা হুলস্থূল॥
আলেক্ সহজ রূপ-সাগর সম্বন্ধে।
গাইতেন কত গীত মাতিয়া আনন্দে॥

হেনকালে শুন কিবা দৈবের ঘটন।
অকস্মাৎ উপনীত সাধু একজন॥
বিচিত্র শ্রীপ্রভু যেন সাধুও বিচিত্র।
সাধুর চরিত্র যেন প্রভুর চরিত্র॥
প্রভুই যেমন এই সাধুর আকারে।
বৈদ্যবেশে মূর্ত্তিমান হাজির গোচরে॥
এবে যে ভূমিতে গত আছেন গোঁসাঞি।
গোঁসাঞি ব্যতীত তত্ত্ব কেহ জানে নাই॥
তন্ত্র-গীতা ছয় গোটা দর্শন না জানে।
তবে এই সাধুবর বুঝিল কেমনে॥
নিরখিয়া প্রভুদেবে বুঝে সাধুবর।
তত্ত্বাতীত তত্ত্বে মগ্ন প্রভু সর্ব্বেশ্বর॥
যদি কোন উপায়ে আনিতে পারে নীচে।
জগতের সুমঙ্গল ধ্রুব হবে পিছে॥
এত ভাবি উপবিষ্ট হইয়া সকাশে।
দারুণ প্রহারারম্ভ করে পৃষ্ঠদেশে॥
বৃহদজগর যেন পর্ব্বতের ধারে।
গুরুভার দেহখানি নড়াতে না পারে॥
ভাঙ্গিয়া পড়িলে গায়ে আগোটা শিখর।
তবে যেন আসে কিছু দেহের খবর॥
তেমতি প্রহার কৈলে প্রহরেক প্রায়।
তবে না সামান্য বাহ্য সমুদিত গায়॥
বিজলীর ছটা মেঘে রহে যতক্ষণ।
অতি অল্পস্থায়ী মাত্র বাহ্যিক চেতন॥
এই অবকাশে সাধু দেয় শ্রীবদনে।
কিঞ্চিৎ পানীয় দুগ্ধ দেহ-সংরক্ষণে॥
থাকিতে না চান প্রভু অধঃতে নামিয়ে।
নামিলে তখনি পুনঃ যান পলাইয়ে॥
স্বভাবতঃ প্রিয় তাঁর অদ্বৈতের ঘর।
মানব-লীলায় গায়ে ভক্তির চাদর॥
চক্ষে দেখা ভক্ত-সঙ্গে লীলা-অভিনয়ে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায় যান অদ্বৈতে ছুটিয়ে॥
ধর্ম্ম মাত্রে সকলেরই সার পরিণাম।
অমৃতসাগরবৎ অদ্বৈতগিয়ান॥

রূপ নাম রকমারি কিছু নাই যেথা।
কেবল বিরাজে রাজ্যে সমতা একতা।
যাবতীয় মতে পথে চরমে সবার।
এক বস্তু অদ্বিতীয় নিত্য নির্ব্বিকার॥
এখন ধর্ম্মের রাজ্যে ধর্ম্মজ্ঞানহীন।
ধর্ম্মের সমরভেরী বাজে রাত্র-দিন॥
ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মহারা ধর্ম্মে ব্যভিচার।
আনিয়া তুলেছে ধর্ম্মরাজ্যে হাহাকার॥
এক ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম না পাই খুঁজিয়ে।
ঈশ্বরেতে অনুরাগ মন-প্রাণ দিয়ে॥
ঈশপ্রেমে মগ্ন যেবা সেই ধর্ম্মবান।
হিন্দু মুসলমান কিবা কিবা খৃষ্টিয়ান॥
প্রেমিকের এক লক্ষ্য একরূপ গতি।
সকলেরই ত্যাগ-পথ তারা এক জাতি॥
নিম্ন সাগরের ধারা তথা বিদ্যমান।
সুধীর গম্ভীর নাই তরঙ্গ তুফান॥
মত পথ ধর্ম্ম নহে মত মাত্র পথ।
সরলে যে পথে ইচ্ছা পূরে মনোরথ॥
রুচি-ভেদে মত পথ ভিন্ন স্বতন্তর।
লক্ষ্যে কিন্তু সেই এক পরম ঈশ্বর॥
তাই নানা মতে পথে সাধনা করিয়ে।
দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জনে প্রভু দিলা দেখাইয়ে॥
এখানে প্রভুর পাশে সাধু রাত্রি দিবা।
পরম যতনে করে শ্রীদেহের সেবা॥
যাহাতে কিঞ্চিৎ ভোজ্য প্রবেশে উদরে।
এই লক্ষ্যে নানা ক্রিয়া নানা চেষ্টা করে॥
এখন কিসেও আর নাহি মোটে মন।
এক কর্ম্ম এক চিন্তা শ্রীদেহ-রক্ষণ॥
সাধন-ভজন যেন আয়াস-প্রয়াস।
দুই এক নহে গেল গোটা ছয় মাস॥
তবে না আইল ঘরে প্রভু গুণমণি।
ফুটিল অমিয়মাখা শ্রীমুখেতে বাণী॥
প্রভুর শ্রীদেহ গড়া কোন্ উপাদানে।
জানি না জগতে কে সে যদি কেহ জানে॥

বিকৃতমস্তিষ্ক মত পাগলের প্রায়।
কভু হাসে কভু কাঁদে কভু নাচে গায়॥
কখন বা আল্লা বলে কখন বা হরি।
কভু ক্ষীণবল কভু বিক্রমে কেশরী॥
কখন পিশাচ-তুল্য কদর্য্য আচার।
কখন উলঙ্গ-দেহ বালব্যবহার॥
সত্য কিনা মিথ্যা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়ে।
চক্ষু ও কর্ণের দ্বন্দ্ব যাবে মিটাইয়ে॥
আনন্দপূর্ণিতান্তরে করে নিরীক্ষণ।
পূর্ব্বের গদাই যেন এখনও তেমন॥
সেই সে মোহন মূর্ত্তি সেই সরলতা।
সেই মিষ্ট সম্ভাষণ নাশে হৃদি-ব্যথা॥
সেই হাসি সেই খুসি চন্দ্রিম-বদন।
সেই সে সুমিষ্ট দৃষ্টি মোহে যাহে মন॥
সেই রঙ্গ-পরিহাস সেই সে উদ্দাম।
সেই ভক্তি-ভাবোচ্ছ্বাসে ঈশ্বরের নাম॥
ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে মধুর সম্ভাষ।
কে কোথায় কে কেমন কুশল তল্লাস॥
দুঃখে সুখে পূর্ব্ববৎ সহ-অনুভূতি।
পুরাণের মত কথা পুরাণ ভারতী॥
উভয় পক্ষের স্মৃতি দেয় যোগাইয়ে।
আনন্দের নাহি ওর বলিয়ে শুনিয়ে॥
অতীত কালের যত কাহিনী লহর।
অধিক করিল ঘন প্রেম পরস্পর॥
মধুর সম্বন্ধ কিবা প্রভুর এখানে।
সমাকৃষ্ট পরস্পর মধুর বন্ধনে॥
সাংসারিক-প্রসঙ্গেও নানা উপদেশ।
যাহাতে তাদের হয় মঙ্গল অশেষ॥
ভক্তিমতীদের মধ্যে অনেক উন্নতা।
বুঝিতে সক্ষম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা॥
অবসর মত আসে কুলবতীগণে
সঙ্গে কিছু ভোজ্য দ্রব্য গোপন বসনে॥
প্রভু-দরশন-সাধ এত বলবতী।
দুবেলা দরশন তাহে হোক যত ক্ষতি॥

কিবা মোহনিয়া প্রভু মোহের পাথার।
বারেক দেখিলে পরে রক্ষা নাহি আর॥
নানা ছাঁদে নানা ভাবে করে কত রঙ্গ।
রূপগুণবাক্যাদির মোহন তরঙ্গ॥
কাহারও নিস্তার নাই পড়িলে তাহায়।
মোহিয়া টানিয়া ল'য়ে পাথারে ডুবায়॥
পল্লীগ্রামে সমাজের নিগূঢ় বন্ধন।
বদ্ধ যাহে কোমলাঙ্গী কুলবতীগণ॥
তৃণের মতন তাহা ছেদিয়ে ছিঁড়িয়ে।
প্রভুর দরশনে আসে সংসার ফেলিয়ে॥
প্রভু-দরশনে একি দেখি পরমাদ।
যত দেখে তত বাড়ে দেখিবারে সাধ॥
এ সাধের অবসাদ নহে কোন কালে।
দরশন-ফল হয় দরশন-ফলে॥
দিনে রেতে অবিরত দ্বার থাকে খোলা।
দরিদ্রব্রাহ্মণাবাসে সদানন্দ-মেলা॥
আনন্দের উপরে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সেইখানে শ্রীপ্রভুর শ্বশুরের বাড়ী॥
ইতিপূর্ব্বে হয়েছিল সংবাদ প্রেরণ।
স্বদেশেতে শ্রীপ্রভুর শুভ আগমন॥
শুভদিন নির্দ্ধারিয়া আত্মীয়েরা পরে।
শ্রীশ্রীমাকে আনাইলা কামারপুকুরে।
চতুর্দ্দশ-বয়ঃ পল্লীবালিকা যেমন।
অস্ফুট অঙ্গের মধ্যে যুবতী-লক্ষণ॥
জৈববুদ্ধি-বিরহিতা সরলারূপিণী।
প্রভুর চরণপদ্ম-সেবা-বিলাসিনী॥
মন প্রাণ দেহ গত প্রভুর চরণে।
প্রভু-পদে মাত্র মন অন্য নাহি মনে॥
একান্ত শরণাগত করি বিলোকন।
সাদরে শিক্ষার্থিভাবে করিলা গ্রহণ॥
নানাবিধ দেন শিক্ষা জীবন-গঠনে।
আধ্যাত্মিকে সমুন্নতা হইবে কেমনে॥
নিঃস্বার্থ আদর-যত্ন দিব্য-সঙ্গ-বলে।
অন্তরে সন্তোষ মা'র বাড়ে পলে পলে॥

তরঙ্গ তুফান কিবা হৈল পরিশেষে।
ভীষণ অবজ্ঞা-ভাব প্রভু পরমেশে॥
উজানে তুলিয়া পরে আনিলা ভাটায়।
লীলাকার্য্য শ্রীপ্রভুর পূর্ণ মহিমায়॥
উত্তেজনা হইলেই আছে অবসাদ।
সাধিকা বুঝিল তার যত অপরাধ॥
অহংকারে করায়েছে তারে কিবা কাজ।
বলিতে শুনিতে কিবা উভয়েই লাজ॥
সাধিকা লজ্জিতা অতি অনুতপ্ত মনে।
কাটায় কয়েক দিন প্রভুর সদনে॥
আপনি শ্রীভগবান গৌরাঙ্গাবতার।
ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ বাহ্যে ভাব শ্রীরাধার॥
সেই সে ঠাকুর এবে রামকৃষ্ণ নামে।
মূর্ত্তিমান নরলোকে লীলার কারণে॥
স্বরূপ প্রকৃত রূপ করি দরশন।
ভক্তিমতী সাধিকার উদিল চেতন॥
আহরণ নিজ হস্তে কুসুমসম্ভার।
গাঁথিল মনের মত মনোহর হার॥
চর্চ্চিত করিয়া তায় সুরভি চন্দনে।
পরাইল প্রভুদেবে শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে॥
করজোড়ে অপরাধ-মার্জ্জনার তরে।
নিবেদন বারম্বার করে শ্রীগোচরে॥
বিদায় লইয়া তবে অভয় চরণে।
চলিলেন সন্ন্যাসিনী কাশী তীর্থধামে॥
ঠাকুরের সন্নিধানে জননীর ন্যায়।
ছয়টি বৎসর গোটা কাটিয়া হেথায়॥
সায় করি অভিনয়ে পালা আপনার।
তৃণের সমান স্রোতে ভাসিল আবার॥
দেখি নাই সাধিকারে নাহি পরিচয়।
আত্মীয় স্বজন কত মনে মনে হয়॥
বিদেশ-গমনে যাত্রা করিলে স্বজন।
ব্যাকুল আকুলে যেন কাঁদে প্রাণ মন॥
কাশীতীর্থ-প্রয়াণেতে এই সাধিকার।
অন্তরের মাঝে যেন তীব্র হাহাকার॥

জানি না সম্বন্ধ কিবা ব্রাহ্মণীর সনে।
চরণের রজ ভিক্ষা মাগে এ অধমে॥
দেশের মিঠানি জলে ঠাকুর এখন।
সুস্থকায় সবলাঙ্গ পূর্ব্বের মতন॥
বিভিন্নতা এক স্থলে দেখিবারে পাই।
পূর্ব্বের লাবণ্যকান্তি দেহে কিন্তু নাই॥
গা ফেটে পড়িত রূপ সোনার বরণ।
বিশেষ বিলয় তার মলিন এখন॥
বহু কাণ্ড বাকি আছে লীলা-অভিনয়ে।
দক্ষিণসহরে ত্বরা আইলা ফিরিয়ে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা মঙ্গলনিধান।
ভাগ্যবানে কয় আর শুনে ভাগ্যবান॥
মাতোয়ারা প্রভু যবে সাধনার চোটে।
প্রভুর প্রমত্ত-কথা স্বদেশেতে রটে॥
শ্রীপ্রভুর শ্বশুর শাশুড়ী শুনি কথা।
মেয়ে পানে চেয়ে পান নিদারুণ ব্যথা॥
হৃদয়ের সঙ্গে দেশে দেখা হ'লে পরে।
ঘটকের ভাই হৃদু তাই হেতু ধ'রে॥
হেন বরে ঘটাইয়া কি মিটালে সাধ॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করেন বিবাদ॥
রাখ প্রভু রাখ মাতা কিঙ্করজনাকে।
যেন নহে অপরাধ লীলা-কথা লিখে॥
ততখানি কয় যতখানি বোধ যার।
দোষ নাই কে চিনিবে গুপ্ত অবতার॥
চিরকাল দেখ মন মাণিক রতন।
দুর্লভ দুর্মূল্য যত তত সঙ্গোপন॥
পাতালের কাছে নীচে মাটির ভিতর।
অগাধ জলধিতল রতন-আকর॥
.সেই মত সার রত্ন দয়াল প্রভুকে।
মহামায়া মহা মায়া-আবরণে ঢাকে॥
আঁখির সম্মুখে তবু খুঁজিয়া না পাই।
হাতের কনুই হাত বাড়াইলে নাই॥
পরমেশ-শক্তি মায়া ঈশের সমান।
তাঁহারে রাখিলে বাদ কি আছে কল্যাণ॥

ঈশ্বর-দর্শন তার নহে কোন কালে।
মহামায়া পরাশক্তি দ্বার না ছাড়িলে॥
সেই শক্তি মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণের ঘরে।
জগৎ-জননী মাতা বালিকা-আকারে॥
নাহি দেন বাপ মায় প্রবেশের দ্বার।
রামকৃষ্ণ প্রভু এত গুপ্ত অবতার॥
চাঁদের কিরণ যেন মেঘ হ'লে দূর।
ব্যাধি-অন্তে কান্তি তেন উঠিল প্রভুর॥
দেখিয়া হৃদুর বড় প্রফুল্লিত মন।
প্রভুরে বলিল যাব এবারে ভবন॥
শিয়ড় গ্রামেতে হয় হৃদয়ের ঘর।
সেখান হইতে অষ্ট মাইল অন্তর॥
জয়রামবাটী গ্রাম শিয়ড়ের কোলে।
প্রভুর শ্বশুরবাড়ী হয় সেই স্থলে॥
লইয়া প্রভুরে সাথে হৃদু যেতে চায়।
প্রকাশ করিল কথা কথায় কথায়॥
সায় দিলা প্রভু তায় হরিষ অন্তর।
বড়ই আনন্দ যেতে শ্বশুরের ঘর॥
এত আনন্দিত কেন প্রভু নারায়ণ।
ভিতরে ইহার আছে বিস্তর কারণ।
যে ভাবে আনন্দ উঠে মানুষের মনে।
যাইবার আড়ম্বরে শ্বশুর-ভবনে॥
সে ভাবের গন্ধ নাই প্রভুর এ ভাবে।
ধরিলে বালক ভাব বুঝা যায় তবে॥
বালকস্বভাব প্রভু সহজ অন্তর।
দেখেন সকলে যায় শ্বশুরের ঘর॥
নানাবিধ বেশভূষা আনন্দ অপার।
খুসির বিষয় ইহা নহে কিছু আর॥
বাসনাবর্জ্জিত প্রভু রিপুগণ মরা।
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়শূন্য বালকের পারা॥
প্রভুর উপমা দিতে কি ধরে ধরণী।
প্রভুর উপমা মাত্র প্রভুই আপুনি॥
মেজ ভাই রামেশ্বর মহানন্দ মন।
যোগাড় করিয়া দিলা যাহা প্রয়োজন॥

গ্রামবাসী সবে খুসি শুনিয়া বারতা।
রসভাসে হেসে হেসে কহে কত কথা॥
উঠিল আনন্দরোল কামারপুকুরে।
শুভদিন-নিরূপণ আসিবার তরে॥
নির্দ্ধারিত দিনে প্রাতে পুলকিত মন।
প্রভুরে পরিতে দেয় সুন্দর বসন॥
বহুবিধ মূল্যবান বসন প্রচুর।
বস্তা বেঁধে দিয়াছেন ভকত মথুর॥
লাল বারাণসী স্বর্ণ-জরি পাড তায়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হৃদু যতনে পরায়॥
সমান উড়না তাঁর স্কন্ধদেশে ঝুলে।
নাগরিয়া লাল জুতা চরণযুগলে॥
ঝলমল অঙ্গকান্তি এমন রকম।
স্বচ্ছ কাচে প্রতিবিম্ব চাঁদের কিরণ॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি বেশ হেন তায়।
যে দেখেছে ধরি তাঁর চরণ মাথায়॥
বাহিরে আইলা প্রভু হৃদু সঙ্গে যুটে।
দেখিবারে প্রতিবাসী দলে দলে ছুটে॥
কুলির দুধারে সবে দাঁড়াইল আসি।
আবাল হইতে বৃদ্ধ যত গ্রামবাসী॥
রূপরাশি জিনি শশী আঁখি ভরি দেখে।
কোণের বহুড়ি কেহ ঘোমটা না রাখে।
ডমপাড়া সন্নিকটে যাবে আগুসার।
ডমেরা তফাতে পথে কাতার কাতার।
অস্পর্শীয় ছোট জাতি হৃদে ভয় বাসে।
শ্রীপ্রভুর সম্মুখেতে কি প্রকারে আসে॥
দুঃখী দাসে শ্রীপ্রভুর দয়া অতিশয়।
তাহা না হইলে কেন কবে দয়াময়॥
দয়ায় দ্রবিল হিয়া দয়ার সাগর।
পালটিয়া ফিরিলেন আপনার ঘর॥
লজ্জাসহ গড়াগড়ি দেন ভূমিতলে।
কর্দ্দম হইল ধূলা নয়নের জলে॥
কাদায় ভরিল অঙ্গ সুন্দর বসন।
প্রভুরামকৃষ্ণ-কথা অদ্ভুত কথন॥

প্রভুর যা প্রিয় খাদ্য যুটায় যতনে।
যতই না হ'ক কষ্ট কিছু নাহি মানে॥
সাধনান্তে বলহীন পেটের পীড়ায়।
পুষ্টিকর যাহা বুঝে ত্রিসন্ধ্যা যোগায়॥
জীবিত মাছের ঝোল প্রভুরে খাওয়াতে।
ধরিত মাগুর কই নিদ্রা নাই রেতে॥
প্রাতে ল'য়ে কাঁধে জাল দূরান্তরে যায়।
অবিরত নিয়োজিত প্রভুর সেবায়॥
পরম যতনে হৃদু প্রভুদেবে রাখে।
খেতে শুতে পথে সদা প্রভু-সঙ্গে থাকে॥
হরিভক্ত তথা যথা এখানে সেখানে।
আনিয়া করিত মেলা প্রভু-সন্নিধানে॥
প্রভুভক্ত কিবা ভাবে কে আছে কোথায়।
কি প্রকারে শ্রীপ্রভুর দরশন পায়॥
কি মনুষ্য কিবা পশু জীবজন্তুগণ।
জলে স্থলে শূন্যে কিবা কোথা নিকেতন॥
শ্রবণ করিলে হয় নিরমল চিত।
মঙ্গলনিধান রামকৃষ্ণ-গুণ-গীত॥
হৃদি-তম-বিনাশন হৃদয়-আরাম।
শুনহ ভকত কর্ত্তা মাছের আখ্যান॥
গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে হৃদয়ের ঘর।
তাহার দক্ষিণে এক বৃহৎ প্রান্তর॥
প্রান্তর ধানের ক্ষেত পড়া ভূমি নয়।
মাঝে মাঝে ছোট বড বহু জলাশয়॥
জলপরিপূর্ণ এক পুকুরের পাড়ে।
চলিলা শ্রীপ্রভু মলত্যাগ করিবারে॥
একাকী শ্রীপ্রভু প্রায় বেলা-অবসান।
নিবারিলা সঙ্গে যেতে চায় রাজারাম॥
রাজারাম শ্রীপ্রভুরে জানে ভালমতে।
রাখিয়া তাঁহায় লক্ষ্য থাকিত তফাতে॥
নালা দিয়া কল্ কল্ করি কোলাহল।
পুকুরে পড়িছে নব বরিষার জল॥
এই জল মাছে লাগে সুধার মতন।
যেথা পায় তথা যায় মানে না মরণ॥
পুকুরের যেইখানে হয় নিপতিত।
যাবতীয় মৎস্যকুল সেথা একত্রিত॥
দাঁড়ায়ে দেখেন প্রভু গাছ-অন্তরালে।
ছোট বড় নানা মাছ ধায় জলে খেলে॥
ধীরে ধীরে পায় পায় গেলা প্রভুরায়।
মাছের অত্যন্ত কাছে তবু না পলায়॥
দেখিয়া এতেক মাছ প্রভু কৈলা মনে।
সঙ্কেত করিয়া তবে ডাকি রাজারামে॥
অল্প জলে কত মাছ ধরিবে হেথায়।
মাছের লাগিয়া তারা বহু কষ্ট পায়॥
যেমন হইল মনে যুকতি তাঁহার।
মোটা সোটা কর্ত্তা যেটা মাছের সর্দ্দার॥
যত জোর দিয়া লম্ফ পড়ে সেই ক্ষণে।
দীনবন্ধু শ্রীপ্রভুর অভয় চরণে॥
উলট পালট খায় চরণনিকটে।
যেন নাহি ছুঁয়ে পাছে পায়ে কাঁটা ফোটে॥
বিপদনিবারী প্রভু দয়ার সাগর।
দেখিয়া সর্দ্দার মাছ অত্যন্ত কাতর॥
শ্রীহস্ত বুলায়ে গায়ে কহেন গোঁসাঞি।
ঘরে যাও আর তোর কোন ভয় নাই॥
এত বলি আশ্বাসিয়া দিলেন ফেলিয়ে।
ছানা পোনা যেথা জলে বেড়ায় খেলিযে॥
গভীর সলিলে গেল দলসহ তার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃতভাণ্ডার॥
শিয়ড়েতে বহুদিন গত হ'লে পর।
প্রভুর পড়িল মনে দক্ষিণসহর॥
বহুদূর তথা হ'তে দু দিনের পথ।
পথের কাহিনী শুন শুনেছি যে মত॥
হৃদুসঙ্গে পথিমধ্যে ভোজনের কালে।
উপনীত হইলেন এক পান্থশালে॥
স্নানান্তে খায়ায়ে জল প্রভু গুণধামে।
হৃদয় রন্ধন করে পরম যতনে॥
হৃদু ভাল জানে যাহা ভোজ্য রুচিকর।
কে আর কোথায় হেন সেবক সুন্দর॥

তীর্থ-পর্য্যটন

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণলীলা-সিন্ধু অতলপরশী।
মুকুতা মাণিক রত্ন মণি রাশি রাশি॥
বিভাতি বিশাল গর্ভ শোভে স্তরে স্তরে।
নিমগন হও মন অমৃত-পাথারে॥
এখন বিপদ বড় মথুরের ঘরে।
ভক্তিমতী জগদম্বা প্রায় মরে মরে॥
পরাজিত সহরের চিকিৎসকগণ।
হতাশে মথুর এবে চিন্তাকুল মন॥
প্রত্যাগত প্রভুদেব দক্ষিণসহরে।
শুনিয়া মথুর ত্বরা আইল গোচরে॥
উপায় কি হবে বলি কৈল নিবেদন।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস অতি উচাটন মন॥
ভক্ত-সখা দেখি ভক্তে অতীব কাতর।
বাহ্যহীন আর নাহি দেহের খবর॥
ভাবাবেশে বলিলেন ভক্ত শ্রীমথুরে।
ভয় নাই জগদম্বা শীঘ্র যাবে সেরে॥
প্রভুতে বিশ্বাস এত করিত মথুর।
শুনিয়া অমনি তার সব চিন্তা দূর॥
ঘরে না যাইয়া রহে দক্ষিণসহরে।
দিনে দিনে পায় বার্ত্তা জগদম্বা সারে॥
একে ত মথুর ভক্ত ভক্তির আকর।
প্রভুরে দেখিয়া পায় হাতে শশধর॥
তদুপরি প্রিয়তমা প্রাণের সমান।
প্রভুর কৃপায় মাত্র পাইলেন প্রাণ॥
দেখিয়া মজিল এত প্রভুর চরণে।
তিলেক না দেখি দেখে অন্ধকার দিনে॥
সুবৃহৎ কালীপুরী মহাপরিসর।
মনোহর পুষ্পোদ্যান তাহার ভিতর॥
নানা জাতি ফুটে ফুল সৌরভে অতুল।
যেখানে সেখানে গন্ধে করে প্রাণাকুল॥
বিশেষতঃ যূথী বেলা মালতী টগর।
গোলাপ রজনীগন্ধা গন্ধ মনোহর॥
গাছভরা গন্ধরাজ পঞ্চমুখী জবা।
চামেলী অপরাজিতা শোভমান কিবা॥
পদ্মগন্ধা বক পুষ্প রক্তিম রঙ্গন।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী বিবিধ বরণ॥
নীল সাদা পদ্মগন্ধ করবী অতুল।
পরিসীমা নাই তথা কত ফুটে ফুল॥
মথুর করেন আজ্ঞা যত ভৃত্যগণে।
প্রস্ফুটিত যাবতীয় কুসুম-চয়নে॥
গাঁথিয়া ফুলের হার বিবিধ বরণ।
সাজায় শ্রীপ্রভুরায় মনের মতন॥
মন্দিরে সাধের শ্যামা-মূর্ত্তি বিদ্যমান।
দ্বাদশ মহেশ-লিঙ্গ আর রাধাশ্যাম॥
পুরী বিনির্ম্মাণ হৈল যাঁদের লাগিয়া।
সে সব মথুর এবে গিয়াছে ভুলিয়া॥
শ্যাম শ্যামা শিব রাম প্রভু ভগবান।
মথুরের খাঁটি পাকা ষোল আনা জ্ঞান॥

সামান্য মথুর নয় বুদ্ধি যার আনা।
আনা তার বুদ্ধি যার সেই এক জনা॥
বড় জমিদারী বর্ষে লক্ষ লক্ষ আয়।
ঘরে ব'সে হেসে হেসে ইঙ্গিতে চালায়॥
ইহা বিষয়ের কথা তাহে এত দূর।
কত উচ্চ ভক্তি-পথে দেখহ মথুর॥
এতই পিরীতি তাঁর শ্যামার চরণে।
সাত লক্ষ টাকা দেয় পুরী-বিনির্ম্মাণে॥
যেমন অতিথিশালা ভাণ্ডার তেমন।
ছত্রে খায় দিনে রেতে লোক অগণন॥
যেমন তেমন নয় যাহা ইচ্ছা যার।
ভক্তাভক্ত ছোটবড় নাহিক বিচার॥
আবাসে দ্বাদশ মাসে পর্ব্ব ত্রয়োদশ।
অন্নদান বস্ত্রদান দেশজুড়ে যশ॥
স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র দেয় বিদায় ব্রাহ্মণে।
সম্বৎসরে বারে বারে হিসাব-বিহীনে॥
মূল্যবান পরিচ্ছদ গরদ বসন।
অকাতরে যারে তারে করে বিতরণ॥
পথঘাট সুপ্রশস্ত কর্ম্ম পর-হিতে।
তুলনায় কে দাঁড়ায় মথুরের সাথে॥
এতই উন্নত-আত্মা হয় যেই জন।
স্মরি হরি একবার ভেবে দেখ মন॥
বুদ্ধিহারা কিবা হেতু হয় এইখানে।
গরিব ব্রাহ্মণবেশী শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
দিনে দিনে নানারূপ তাঁহারে দেখান॥
শ্রীপ্রভুর সেবা আর তাঁর আরাধন।
মথুর বুঝিত এই সর্ব্বোচ্চ করম॥
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা মথুরের ঘরে।
সুঠামা প্রতিমা-মূর্ত্তি কারিকরে গড়ে॥
যেমন তেমন নহে এই কারিকর।
কর্ম্ম দেখে বিশ্বকর্ম্মা পায়ে করে গড়॥
হেন কারিকর নাহি মিলে দুনিয়ায়।
মাটির প্রতিমা করে জীবন্তের প্রায়॥
তবু যতক্ষণ প্রভু নাহি তথা যান।
কারিকরে নাহি দিতে পারে চক্ষুদান॥
শ্রীপ্রভুর চক্ষুদান এতই সুন্দর।
দেখিয়া চরণে পড়ে হেন কারিকর॥
কোন কাজে কেহ নাহি প্রভুর সমান।
আগাগোড়া প্রভুলীলা তাহার প্রমাণ॥
মহাপূজা তিন দিন মথুরের ঘরে।
মথুর রাখিত তাঁয় নাহি দিত ছেড়ে॥
বলিতেন শ্রীমথুর ভক্ত মহারাজা।
তুমি না থাকিলে বাবা কার হবে পূজা॥
কি হবে নৈবেদ্য সব দিব থালে থালে।
কে খাইবে আর বাবা তুমি না খাইলে॥
পূজাদিনে যথাকালে নানা উপচার।
থালায় থালায় করে ব্রাহ্মণে যোগাড়॥
সারি সারি প্রতিমার সম্মুখেতে রাখে।
দাঁড়ায়ে মথুর নিজে স্বচক্ষেতে দেখে॥
মনোমত সুসজ্জিত দেখি উপচার।
বলিতেন আনিবারে বাবারে এবার॥
আসিবার আগে প্রভু প্রতিমা-মন্দিরে।
পথেই যাইত প্রায় বাহ্যজ্ঞান ছেড়ে॥
যখন পশিত কানে পূজা-স্তুতি-পাঠ।
বিভোর তখন আর নাহি পান বাট॥
ধরিয়া আনিয়া তাঁরে বসাইয়া দিত।
যেইখানে নৈবেদ্যাদি রহে সুসজ্জিত॥
যখন দুর্গায় ভোজ্য করে নিবেদন।
ব্রতীরূপে নিয়োজিত পূজক ব্রাহ্মণ॥
ভক্ষণ করেন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে উঠে চমকিয়া॥
অমনি মথুর কহে যতেক ব্রাহ্মণে।
বুঝিনু সম্পূর্ণ পূজা বাবার গ্রহণে॥
সার্থক হইল দুর্গাপূজা-আরাধন।
নৈবেদ্য যখন বাবা করিলা গ্রহণ॥
ভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরা বুঝিতে না পারে।
মনে করে বলে কিছু কিন্তু নারে ডরে॥

কার সাধ্য প্রভুদেবে কহে রুক্ষ ভাষ।
তখনি লইবে মাথা মথুর বিশ্বাস॥
বাবার কৃপায় তাঁর অশঙ্কিত হৃদি।
অটল বিশ্বাস-ভক্তি খেলে নিরবধি॥
যেমন শ্রীপ্রভু, ভক্ত মনোমত তাঁর।
ধন্য তুমি নমো নমো কৈবর্ত্তকুমার॥
ভাষায় না জুটে কথা গুণ বর্ণিবারে।
করুণ কটাক্ষ কর কায়স্থ-কিঙ্করে॥
অন্তরেতে নিদারুণ র'য়ে গেল ব্যথা।
ভাগ্যে না হইল পদে লুটাইতে মাথা॥
যেমন মথুর তাঁর মতন গৃহিণী।
ভক্তিমতী জগদম্বা কৈবর্ত্তনন্দিনী॥
শ্যামাতে অতুল ভক্তি মায়ের মতন।
আছয়ে সোদরা কেহ না হয় এমন॥
মনোমত আর যত ঘরে পরিবার।
ধরাধামে মথুরের সোণার সংসার॥
নবমী পূজার দিনে পূজার সময়।
অন্তঃপুরে মহাভাব শ্রীঅঙ্গে উদয়॥
দুইজনে স্ত্রীপুরুষে ভাব দেখি গায়।
নানাবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ সাজায়॥
সুন্দর রচিল বেশ অতি পরিপাটি।
শেষে পরাইল লাল বারাণসী সাটি॥
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে।
ধীরে ধীরে উপনীত প্রতিমা-গোচরে॥
সখীভাবে নিজ করে চামর-ব্যজন।
মথুর পশ্চাতে থাকি করে নিরীক্ষণ॥
হেন ঠাম ধরিলেন প্রভু সেইক্ষণে।
কে প্রতিমা কেবা প্রভু সাধ্য কার চিনে॥
কতই হইল খেলা মথুরের ঘরে।
নানারূপ দেখাইয়া ধরা দিলা তারে॥
প্রভু আর প্রভুভক্ত পদে রাখি মতি।
ক্রমে ক্রমে শুন রামকৃষ্ণলীলা-গীতি॥
একদিন সন্ধ্যাকালে মথুর-বনিতা।
মানস যাইতে তীর্থে তুলিলেন কথা॥
তীর্থযাত্রা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুণ্যপ্রদায়িনী।
মথুর ভুলেছে পেয়ে প্রভু গুণমণি॥
প্রভুদেব বিনা অন্য নাহি জানে আর।
সগোষ্ঠী একত্রে সেবে শ্রীচরণ তাঁর॥
প্রভু বিনা শ্রীমথুর কিছু নাহি চায়।
সে হেতু উত্তর কৈল আপন ভার্য্যায়॥
পুছহ বাবায় ইহা আমি নাহি জানি।
বাবায় ছাড়িয়া যেতে কাঁপে মোর প্রাণী॥
অনর্থক অর্থনষ্ট, কষ্ট কত হবে।
বাবা যদি যান সঙ্গে যেতে পারি তবে॥
কাতরে প্রভুরে কয় মথুর-গৃহিণী।
যাওয়া হয় তীর্থে যদি যাও বাবা তুমি॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
ধরিলে ভকতে আর নাহিক এড়ান॥
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে।
সম্পদ-বিপদ সখা রহে রেতে দিনে॥
কি করেন প্রভুদেব দিলেন সম্মতি।
মহা আহ্বা জগদম্বা পুলকিত অতি॥
লীলাময় প্রভু তাঁর কর্ম্ম বুঝা ভার।
মানুষ থাকুক দূরে অসাধ্য ব্রহ্মার॥
কেহ বা কতই করে অসাধ্য সাধন।
সহি শীতাতপ কত বিহীন-অশন॥
কটিতে কৌপীন মাত্র তরুতলে বাস।
সজল নয়নে ছাড়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস॥
আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত ক্ষুধা-তৃষ্ণাহারা।
জীর্ণ-শীর্ণ চর্ম্মহীন হাড়ের চেহারা॥
তথাপি তিলেক তরে না পায় দর্শন।
কেহ সঙ্গে রঙ্গে করে জীবনযাপন॥
যথা তথা ইচ্ছামত সঙ্গে ল'য়ে যায়।
ভগবৎ-তত্ত্ব গুপ্ত ব্যক্ত মাত্র তাঁয়॥
তাঁর তত্ত্ব তিনি বিনা কে বুঝিতে পারে।
ধূমাগার মাথা তার যে যায় বিচারে॥
তীর্থে যেতে আয়োজন করেন মথুর।
মনোমত ভৃত্য অর্থ প্রচুর প্রচুর॥

ঠাকুরের পরিচয় ঠাকুরে বিদিতি।
বায়ুর প্রাবল্যে লিখি রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
বহুতর ধনেশ্বর বৈঠে নানা ঠাঁই।
মথুরের মত দাতা হেন কেহ নাই ॥
উদারতা সরলতা স্বার্থশূন্য দানে।
দ্বিতীয় ইহার মত মিলে না নয়নে ॥
অর্জ্জুন যেমন ছিল লঘুহস্ত বাণে।
মথুর তেমতি হেথা মুক্তহস্ত দানে ॥
বিশাল নগরী এই বারাণসীধাম।
নানান দেশের লোকে জনাকীর্ণ স্থান ॥
ইহাতে আছয়ে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
শ্রীমথুর করিলেন সবে নিমন্ত্রণ ॥
ভোজনায়োজন-কথা বাহুল্য বাখান।
প্রতিজনে টাকা টাকা দক্ষিণার দান ॥
আগাগোড়া দেখিতেছি প্রভুর প্রকৃতি
সাধুভক্ত দেখিবারে বড়ই পিরীতি ॥
দেশজুড়ে খ্যাতি এক সাধু এইখানে।
কারও সঙ্গে কথা নাই মৌনাবলম্বনে ॥
বহুকাল কাশীতীর্থে লোকের রটনা।
প্রকৃত উমের কত কারও নাহি জানা ॥
পানভোজনের চেষ্টা নাহিক তাঁহায়।
খাওয়াইয়া দিলে কেহ তবে তেঁহ খায় ॥
শীতাতপে সমধারা নগ্ন কলেবর।
আপনাতে মগ্ন নাহি দেহের খবর ॥
পরিচয় এই মহোন্নত অবস্থার।
শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী নাম মহাত্মার ॥
স্বামীজীরে দেখিবারে প্রভুর গমন।
হৃদয় সর্ব্বদা সঙ্গে ভৃঙ্গীর মতন ॥
যথাস্থানে উতরিয়া দেখে প্রভুবর।
শুইয়া আছেন তপ্ত বালির উপর ॥
অবিকৃত মন দেহে নাহিক যাতনা।
দুগ্ধফেন শয্যা তপ্ত বালির বিছানা ॥
মহা আনন্দিত স্বামী প্রভুকে দেখিয়ে।
অভ্যর্থনা কৈল তাঁয় নস্যদানী দিয়ে ॥

বসিয়া স্বামীর পাশে পুছিলেন রায়।
বাক্যের দুয়ারে নহে মাত্র ইসারায় ॥
বল দেখি এক কিবা বহুল ঈশ্বর।
তখনি সঙ্কেতে মৌনী করিল উত্তর ॥
দেখা যায় এক তিনি ধ্যান-অবস্থায়।
বহুল বহুল বোধ বিরাট লীলায় ॥
স্বামীর প্রশংসা প্রভু করিয়া বিস্তর।
বলিলেন তাঁর খোলে নিজে বিশ্বেশ্বর ॥
পায়সান্ন ছিল সঙ্গে আদর করিয়ে।
আপুনি ঠাকুর তায় দেন খাওয়াইয়ে ॥
দয়ানন্দ সরস্বতী আর একজন।
সাধুদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি বিলক্ষণ ॥
দেবভাষা সংস্কৃত বিশেষিয়া জানা।
উহাতেই কথাবার্ত্তা তর্ক আলোচনা ॥
জ্ঞানমার্গী বেদান্তের পথে মতে গতি।
শিষ্য চেলা বহু আর্য্য-সমাজাধিপতি ॥
ঠাকুরের রীতি সাধু-সঙ্গে মানদান।
দয়ানন্দে একদিন দেখিবারে যান
অগ্রণী হইয়া তাঁর চেলা একজন।
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা করে উত্থাপন ॥
নামরূপ সাকারের প্রতিবাদী তিনি।
রামনামে যেই মত হয় ভূতযোনি ॥
ঠাকুরের সঙ্গে কথা সাকার লইয়ে।
মায়ার ব্যাপার বলি দেয় উড়াইয়ে ॥
বাক্‌বিতণ্ডায় সাধু অতি বিচক্ষণ।
অনর্থ তর্কের দ্বন্দ্বে পক্ষ-সমর্থন ॥
তর্কবিদ্যাবিশারদ তর্কেতে চতুর।
ততই খণ্ডন যত কহেন ঠাকুর ॥
বচনে হবে না কার্য্য এই অনুমানি।
স্বরূপধারণ তবে কৈলা গুণমণি ॥
সুস্থির আছিল জল দুলাইল বায়।
অর্দ্ধবাহ্য আবেশেতে কহিলা তাহায় ॥
এত যে করিনু আমি দিয়ে প্রাণমন।
জগমাতা অম্বিকার সাধন-ভজন ॥

ঠাকুরের বারম্বার তথা আগমন।
সাধিকার পূর্ব্ববৎ তুষ্ট যাহে মন ॥
হৃদয়-যাতনা যত একেবারে দূর।
করিলেন নিজগুণে দয়ার ঠাকুর ॥
মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ-দরশনে।
একদিন তরীযোগে মথুরের সনে ॥
আগমন ঠাকুরের পরম হরিষে।
উতরিল তরী মণিকর্ণিকার পাশে ॥
সেস্থান হইতে প্রভু দেখিবারে পান।
জনাকীর্ণ নগরীর প্রকাণ্ড শ্মশান ॥
চিতায় পুড়িছে মরা অগণ্য অগণ্য।
নরদৃষ্টি-বিরোধিনী ধূমে পরিপূর্ণ ॥
নৌকার ভিতর প্রভু ছিলা ধীর স্থির।
হঠাৎ উৎফুল্লান্তরে হইলা বাহির ॥
উপনীত একবারে তরীর কিনারে।
তরণীস্থ সবে যায় ধরিবার তরে ॥
বাহ্যহারা সমাধিস্থ এবে প্রভুরায় ॥
প্রসন্ন উজ্জ্বল জ্যোতি বদনে বেড়ায় ॥
দিগ্‌চয় আলোময় ছটার প্রভাবে।
মাঝি-মাল্লা তীর্থ-পাণ্ডা নেহারিছে সবে ॥
নয়নে পলক নাই হৃদয় বিস্মিত।
ভূতলে অতুল দৃশ্য না যায় বর্ণিত ॥
কিছুক্ষণ পরে তবে ভাব ভেঙ্গে যায়।
তীর্থকার্য্যে মথুরাদি নামিল ডাঙ্গায়।
ভক্তবর শ্রীমথুরে কহেন তখন।
ভাবের নয়নে কিবা হৈল দরশন ॥
ভাঙ্গিয়া অপূর্ব্ব কথা কন প্রভুরায়।
বলেন দেখিনু এক মূর্ত্তি দীর্ঘকায় ॥
পিঙ্গল-বর্ণের জটা শোভে শিরোপরে।
অঙ্গেতে রজতকান্তি ত্রিশূল শ্রীকরে ॥
ধীর মন্দ পদক্ষেপে গম্ভীর ধারায়।
প্রত্যেক চিতার পাশে বেড়িয়া বেড়ায় ॥
প্রত্যেক চিতায় প্রতি দেহীটিকে তুলে।
পরংব্রহ্ম-মন্ত্র তার দেন কর্ণমূলে ॥
চিতার অপর পার্শ্বে দেখিনু আবার।
নির্ব্বাণদায়িনী মহাকালীর আকার ॥
নিস্তারিণী আপুনি মা সুন্দর সুঠামে।
বিরাজিতা রয়েছেন শ্মশানের ধূমে ॥
পুরুষের মন্ত্রপূত দেহীকে লইয়ে।
যতেক বন্ধন তার দিতেছে খুলিয়ে ॥
উন্মুক্ত করিয়া দ্বার আপনার করে।
প্রেরিছেন সদ্য সদ্য অখণ্ডের ঘরে ॥
অদ্বৈতের ভূমানন্দ বহু তপস্যায়।
গুহারণ্যবাসী ঋষি তপস্বী না পায় ॥
তাই দেন বিশ্বনাথ যে লহে শরণ।
জীব হয় শিব যদি কাশীতে মরণ ॥
পশ্চাতে কহেন প্রভু আশ্চর্য্য ব্যাপার।
যে শিবদর্শন পথে হইল আমার ॥
প্রথমেতে দেখিলাম তেঁহ অতি দূরে।
সন্নিকটে অগ্রসর হৈল তার পরে
পরিশেষে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইল।
আমার দেহের মধ্যে মিলাইয়া গেল ॥
একেশ্বর প্রভু সৃষ্টিবাস সৃষ্টিস্বামী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশের নিকেতন-ভূমি ॥
সৃষ্টি-হেতু তিন গুণে এই দেবত্রয়।
ঠাকুরের আজ্ঞামত উদয় বিলয় ॥
ঠাকুর শ্রীরাম মাত্র সকলের রাজা।
তাঁহার পূজায় হয় ত্রিলোকের পূজা ॥
ত্রিলোক-নিবাস তেঁহ সবার ভিতর।
স্থাবর-জঙ্গমরূপে দৃষ্ট চরাচর ॥
এক এক রূপে বিদ্যমান অহরহ।
সৃষ্টির সমষ্টিখানি বিরাট বিগ্রহ ॥
নিত্যলীলা উভয়েতে ঠাকুর কেবল।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভুবনমঙ্গল ॥
কাশীবাস কর্ম্ম নাশে জীবে পায় ত্রাণ।
জীব যতদিন দেহ দেহান্তে নির্ব্বাণ ॥
এই মহা সত্য কথা বহুকাল শুনা।
প্রভুর শ্রীবাক্যে হৈল বিশ্বাস-স্থাপনা ॥

বিশ্বাস-ভকতি-বৃদ্ধি পাইলে ভারতী।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
মথুরা হইয়া বৃন্দাবনধামে যেতে।
অপূর্ব্ব ঘটনা শুন কি হইল পথে॥
কংস-ত্রাসে বসুদেব কৃষ্ণ করি কোলে।
যে ঘাটে যমুনা পার পলায় গোকুলে॥
সেই ঘাটে আসা মাত্র প্রভু গুণমণি।
দেখিলেন বসুদেব আকুল পরাণি॥
অন্ধকার যামিনী ভীষণা অতিশয়।
কোলে কৃষ্ণ রূপে আলো করে দিগ্‌চয়॥
যায় পার যমুনার ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাস।
দেখিয়া প্রভুর মহাভাবের উচ্ছ্বাস॥
গভীর সমাধিযুক্ত কিসেও না ছুটে।
অবিরাম কৃষ্ণনাম কর্ণ-মূলে রটে॥
দুই কানে দুই জনে হৃদয় মথুর।
কিসেও না হুঁশ অঙ্গে আইল প্রভুর॥
মথুর দেখিয়া পরে অনন্য-উপায়।
প্রভুদেবে ল'য়ে যেতে শিবিকা আনায়॥
মহাভাবে ডুবে ডুবে প্রভু পরমেশ।
নরযানে বৃন্দাবনে করেন প্রবেশ॥
দু তিন প্রহর কাল যায় এ রকম।
তবে না উদয় বাহ্যজ্ঞানের লক্ষণ॥
পূর্ণভাবে এলে বাহ্য বৃন্দাবন দেখি।
বর্ণিবার সীমা পার প্রভু এত সুখী॥
বিশেষ বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে।
একবার শ্রীপ্রভুর নয়নে পড়িলে॥
সকল বৃত্তান্ত তাঁর হয় উদ্দীপন।
তখনি চলিয়া যায় বাহ্যিক চেতন॥
মহাভক্ত শ্রীমথুর বিচারিয়া মনে।
ভাগিনা হৃদয়ে বলিলেন সঙ্গোপনে॥
নরযানে ল'য়ে যাবে যথা হয় মন।
কি জানি কোথায় যায় বাহ্যিক চেতন॥
নরযানে যেতে ইচ্ছা না হয় প্রভুর।
হৃদয়ে বলেন কথা ভকত মথুর॥
যদি নাহি যান যানে সঙ্গে তুমি রবে।
বাহকেরা ল'য়ে যান পাছু পাছু যাবে॥
সঙ্গেতে হৃদয় সহ কত লোকজন।
চলিলেন দরশনে গিরি গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন নাম শুনে হৃদয় যাঁহার।
উথলিয়া হ'য়ে হয় অকুল পাথার॥
সেই লীলাস্থল গিরি চাক্ষুষ দর্শনে।
কি ব্যাপার হবে হৃদু ভাবে মনে মনে॥
দেখামাত্র লীলাস্থল মনোহর গিরি।
খেলা করে নানা ধারে ময়ূর ময়ূরী॥
ভাবের আবেগ অঙ্গে তুলিল তুফান।
শ্রীঅঙ্গ হইল মহাবলের আধান॥
কাহার না হয় শক্তি রাখিতে ধরিয়া।
লম্ফদানে গোবর্দ্ধনে উঠিলেন গিয়া॥
পাণ্ডাগণ শ্রীপ্রভুর পাছু পাছু ধায়।
অনেক যতনে তবে নীচেতে নামায়॥
গোটা দিন একই রকমে যায় কেটে।
বিবিধ উপায় হৈল নেশা নাহি ছুটে॥
শ্রীবঙ্কুবিহারী-মূর্ত্তি দরশন পরে।
কৃষ্ণের অধিক শক্তি ইহার ভিতরে॥
দেখামাত্র হইলেন শ্রীপ্রভু অস্থির।
মহাভাবাবস্থাগত সমাধি গভীর॥
সহজে নাহিক ছুটে ভাব শ্রীপ্রভুর।
নরযানে কুঞ্জে ফিরে আনিল মথুর॥
কৃষ্ণের মূরতি যত আছে ব্রজধামে।
মথুরে বলেন সবে ভোগ দেহ কিনে॥
যেখানে দেখেন যাহা সমাধিস্থ তথা।
মূর্খ আমি কিবা কব ব্রজের বারতা॥
ভক্তভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়িয়া বেড়ান।
লইয়া গৌড়িয়া ভেক প্রভু ভগবান॥
কি সুন্দর মনোহর অঙ্গে ভেক ধরে।
মাধুকরী করিলেন দুয়ারে দুয়ারে॥
একদিন নিধুবনে প্রভু গুণমণি।
সাক্ষাতে পাইলা এক অপূর্ব্ব রমণী॥

যথাবৎ হৃদয় করিল নিবেদন।
শিহরিলা প্রভু শুনি মায়ের রোদন॥
শশব্যস্তে বলিলেন চল তবে যাব।
মার কাছে কলিকাতা হেথা নাহি রব॥
তেমতি উঠিলা যেন কথা শ্রীগোঁসাই।
করিব বলিলে তাঁর আর রক্ষা নাই॥
গঙ্গামাতা দেখিলেন প্রভু যান চলি।
কাঁদিতে লাগিলা বলি দুলালী দুলালী॥
কোথায় যাইবে তুমি দুলালী আমার।
এ হেন আশ্রম মম করিয়া আঁধার॥
রতনসর্ব্বস্ব তুমি নয়নের তারা।
পেয়ে কেন পুনঃ বল হব তোমা হারা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাই ধরিলেন হাতে।
প্রভু না পারেন আর এক পদ যেতে॥
যাত্রাকাল গত হবে এই অনুমানে।
অন্য হাতে ধরিয়া ভাগিনা হৃদু টানে॥
বিষম বিভ্রাটে প্রভু হারা বুদ্ধি বল।
বালক-স্বভাব যেন রোদন সম্বল॥
পরাণ দুলালী কাঁদে দেখি গঙ্গামাতা।
অন্তরে লাগিল তাঁর নিদারুণ ব্যথা॥
অমনি ছাড়িয়া দিল ধরা হাত তাঁর।
হৃদয় লইয়া তাঁরে হৈল আগুসার॥
তাড়াতাড়ি শ্রীমথুর ল'য়ে ভগবান।
পুনরায় কাশীধামে করিল পয়ান॥
কথায় কথায় প্রভু শুনিলেন কানে।
একজন শ্রীমহেশ সরকার নামে॥
বীণা-বাদ্য-বিশারদ আছেন তথায়।
শ্রবণ-বিমুগ্ধ এত সুমিষ্ট বাজায়॥
বালক-স্বভাব প্রভু শুনিবারে মন।
চলিলেন হৃদু সঙ্গে তার নিকেতন॥
সমাদরে বাদ্যকর বসাইয়া তাঁয়।
বেঁধে তান তুলে প্রাণ রাগিণী বাজায়॥
যেমন পশিল কানে বীণা-বাদ্য-ধ্বনি।
সেইক্ষণে সমাধিস্থ হৈলা গুণমণি॥
কিছুক্ষণ পরে বাহ্য সমুদিলে পায়।
চমৎকার বীণকার পুনশ্চ বাজায়॥
তবে প্রভু অম্বিকায় সম্বোধিয়া কন।
হুঁসে রাখ বীণাবাদ্য করিব শ্রবণ॥
কেবা প্রভু কে অম্বিকা বুঝা মহা ভার।
একাত্ম লীলায় মাত্র বিভিন্ন আকার॥
বাহ্যভূমে অবস্থান করিয়া ঠাকুর।
শুনিলেন বীণাবাদ্য শ্রবণ-মধুর॥
বিভীষিকাময়ী ধরা ঘোর অন্ধকার।
অবিদ্যায় দিশেহারা গতি দুনিয়ার॥
সতত ঘূর্ণায়মান দারুণ দুর্দ্দশা।
নিবারিতে শ্রীপ্রভুর ছদ্মবেশে আসা॥
জগৎকারণ প্রভু কপালমোচন।
দীনবন্ধু দীনত্রাতা দুর্গতি-খণ্ডন॥
অহেতুকি কৃপাসিন্ধু কল্যাণনিধান।
অনুক্ষণ এক চিন্তা জীবের কল্যাণ॥
এই শিবপুরী মধ্যে অনেকেই শৈবী।
তান্ত্রিক সাধক বহু ভৈরব ভৈরবী॥
বামাচারী বীরভাবে কঠিন সাধনা।
পদে পদে পদের স্খলন সম্ভাবনা॥
তম ধরি সত্ত্বে গতি বড়ই দুষ্কর।
সিদ্ধিলাভ দু-একের পতনই বিস্তর॥
বিশ্বগন্ধ শ্রীপ্রভুর গন্ধ মনোহর।
যেখানে যে কেহ আছে ভক্ত মধুকর॥
কালের কৌশল-চক্রে আঘ্রাণ পাইয়ে।
গুণ গুণ রবে আসে ছুটিয়ে ছুটিয়ে॥
প্রভু-দরশনে আসে তান্ত্রিকের গণ।
সাধনা সম্বন্ধে বহু কথোপকথন॥
শ্রীপ্রভুর সাধনে সিদ্ধ অন্তরে ধারণা।
করযোড়ে একদিন করিল প্রার্থনা॥
করুণা করিয়া যদি করেন গমন।
যেথা তারা করে চক্রে সাধন ভজন॥
কৃপাপরবশ প্রভু আনন্দিত মনে।
চলিলা ভৈরবী-চক্রে তাহাদের সনে॥

ঘটার উৎসব যেন তেমতি বিদায়।
ষোল ষোল টাকা প্রতি গোস্বামী জনায়॥
অন্যান্য বৈষ্ণব প্রতি এক এক টাকা।
পরমার্থ কি পাইল বাহ্যে রৈল ঢাকা॥
জীবের উপরে এত প্রভুর করুণা।
বিস্তারে গভীরে তার মিলে না তুলনা॥
তুলা দিতে ভাণ্ডারেতে একমাত্র সিন্ধু।
সে সিন্ধু তলিয়া গিয়া বোধ হয় বিন্দু॥
দীনবন্ধু জগবন্ধু তাপিত নিস্তার।
করুণার ঘন মূর্ত্তি প্রভু অবতার॥
এক চিন্তা জীবহিত জনম অবধি।
প্রত্যক্ষে দেখিবে তিনি চক্ষু দেন যদি॥
শ্যামাগত শ্রীপ্রভুর দেহ মন প্রাণ।
যা কিছু তাঁহার তাঁয় সব সমর্পণ॥
নিজের বলিতে কিছুমাত্র নাই তাঁর।
শ্যামাপদ-সুধাহ্রদে মগ্ন অহংকার॥
দেহমধ্যে শ্রীপ্রভুর করিলে তল্লাস।
দেখিবে শ্রীপ্রভুর স্থানে অম্বিকার বাস॥
তনুখানি ঠাকুরের যন্ত্রের মতন।
যন্ত্রিরূপা কালিকার আবাস ভবন॥
চলান বলান যেন তেন চলা বলা।
শ্রীদেহ-আধারে মাত্র অম্বিকার খেলা॥
মায়ের অসংখ্য নাম কটা কব আমি।
উমা শ্যামা কালী তারা শিবাণী ভবানী॥
ইত্যাদি ইত্যাদি যত গোটা অভিধান।
এই বারে এক বৃদ্ধি রামকৃষ্ণ নাম॥
ভক্তিপথে সেবা পদে আত্মনিবেদন।
জ্ঞানমার্গে ভাবাতীত ভূমে নিমগন॥
উভয়েই সমরসে অবস্থা সমান।
রসজ্ঞ ব্যতীত অন্যে জানে না সন্ধান॥
যাবতীয় দেবদেবী অবতারগণ।
স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাদি ইন্দ্রিয় সহ মন॥
জগৎ-কারণরূপে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা যাঁর।
তিনি প্রভু রামকৃষ্ণ জননী সবার॥

দর্শন স্পর্শন যেবা করিয়াছে যায়।
ধন্য সে মানুষ তার কর্ম্মকাণ্ড সায়॥
রাণাঘাট-ভুক্ত মহকুমা সাতক্ষীরে।
তাহার নিকটে পল্লী নাম সোণাবেড়ে॥
নামে যেন সোণাবেড়ে কাজে তাই বটে।
এইখানে মথুরের জন্মভূমি ভিটে॥
রামকৃষ্ণ-উপাসকে তীর্থের সমান।
মহাভক্ত মথুরের জনমের স্থান॥
অন্যান্য অনেক গ্রাম তার সন্নিহিত।
সেই সব মথুরের জমিদারী-ভুক্ত॥
প্রয়োজনহেতু ভক্তবর এই বার।
পরিদরশনে করে যাত্রার যোগাড়॥
প্রভুকে ছাড়িয়া যেতে নাহি হয় মন।
সঙ্গে যাইবার তরে করে নিবেদন॥
পরস্পর দোঁহে দোঁহা ভাব ভালবাসা।
বড়ই মধুর নাই বর্ণিবার ভাষা॥
কখন প্রভুতে ভাব ইষ্টের মতন।
কখন স্নেহের ভাব সন্তানে যেমন॥
কখন মিত্রের ভাবে জিজ্ঞাসেন হিত।
কখন রক্ষকভাবে সতর্ক বিহিত॥
কখন জনকভাবে পিতার মতন।
সস্ত্রীক শয্যার মধ্যে একত্র শয়ন॥
কখন জ্যেষ্ঠের ভাবে সান্ত্বনার কথা।
কখন আত্মীয়ভাবে সমতা মমতা॥
সপ্রেম সম্বন্ধ কিবা পঞ্চভাবে মাখা।
যে জানে সে জানে চিত্র নাহি যায় আঁকা॥
যখনই যাইতে সঙ্গে ভক্তবর কয়।
অমনি সানন্দে সায় তিল দেরি নয়॥
বাজিল আনন্দ-ডঙ্কা মথুরের ঘরে।
লোকজন দলে বলে দেশে যাত্রা করে॥
সসজ্জা মথুর রাজরাজের মতন।
সসঙ্গ ঠাকুর দেশে উপনীত হন॥
অন্যত্রে প্রভুর সঙ্গে একত্রে বিহার।
কি আনন্দ মথুরের নহে বর্ণিবার॥

হৃদয় ভরিয়া তাহা ভোগের ইচ্ছায়।
নৌকায় চুণির খালে বেড়িয়া বেড়ায়॥
নিকটস্থ এক গ্রামে দারিদ্র্য প্রবল।
অনাথ কাঙ্গাল দুঃখী সেখানে কেবল॥
করুণহৃদয় প্রভু প্রবিয়া অন্তরে।
অন্ন-বস্ত্রদানহেতু কহেন মথুরে॥
মাথাভরা তেল আর নূতন বসন।
প্রতি জনে এক এক দিনের ভোজন॥
মথুর করিল দান অনুমতিক্রমে।
জন্মদাতা জন্ম মাত্র ধন বিতরণে॥
মথুরের গুরুবংশ সন্নিকট গ্রামে।
গমনের প্রয়োজন বিশেষ কারণে॥
হৃদয় সহিত প্রভু হস্তীর উপর।
আপুনি শিবিকামধ্যে চলে ভক্তবর॥
ত্বরায় তথায় কার্য্য করি সমাপন।
ফিরিয়া আইল কলিকাতার ভবন॥
সঙ্গসুখ শ্রীপ্রভুর মত্ততর রস।
রসজ্ঞে স্বতঃই করে তার পরবশ॥
অতিরিক্ত বিমর্ষ অভাবে তাহার।
উচাটন মন চিত্তে রোল হাহাকার॥
বিশেষ এখন এই মথুরের দশা।
অতিরিক্ত পাশে বৃদ্ধি অতিরিক্ত আশা॥
উদাস বিষয়কর্ম্মে লাগে জ্বালাতন।
প্রভুসঙ্গরসপানে ইচ্ছা অনুক্ষণ॥
মনমত কর্ম্মকাণ্ডে বুদ্ধি শক্তি বল।
উদ্যোগ উদ্দাম চেষ্টা উপায় সম্বল॥
অভাব অভাব সদা পুর্ণিত ভাণ্ডার।
সরল উদার চিত্তে বিমুক্ত দুয়ার॥
ভক্তি-ধন-বিদ্যা-বল-ভাগ্য-গুণমান।
অবনীতে অদ্বিতীয় একা অসমান॥
দেখিয়াছি তুলা দিয়ে অর্জ্জুনের সাথে।
সে মাত্র খদ্যোৎবৎ রাখি চন্দ্রিমাতে॥
অলঙ্কার অত্যুক্তির অস্পর্শ এখানে।
কোটিতেও কোটি ত্রুটি রামকৃষ্ণায়ণে॥
লীলার আকর লীলা সমষ্টি লীলার।
লীলা যেন সেই মত নায়ক ইহার॥
সত্য বটে ভাসিল না সাগরের জলে।
সুগুরু হইতে গুরু গুরুতর শিলে॥
বানরসহায়ে রক্ষ রাক্ষস বিনাশ।
দুর্জ্জয় ধনুক হাতে ত্রিভুবন-ত্রাস॥
হইল না সত্য বটে ধরা গোবর্দ্ধন।
পুতনা প্রভৃতি কংশ অসুর-নিধন॥
কালীয়দমন-কীর্ত্তি কালিন্দীর জলে।
আলোড়ন ত্রিভুবন স্বর্গ ধরাতলে॥
পার্থসারথির বেশে অষ্টাদশ দিনে।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নষ্ট রণে॥
বিরাট দ্বারকা লীলা ঐশ্বর্য্যের সার।
পঞ্চদশ হয় কোটি কৃষ্ণ পরিবার॥
ইত্যাদি ইত্যাদি কত না আসে সংখ্যায়
তদধিক ততোধিক প্রভুর লীলায়॥
ভাসা চোখে ভেসে যায় না হয় দর্শন।
চতুর্ব্বেদাধিক কিসে রামকৃষ্ণায়ণ॥
আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে একক ঈশ্বর।
নিরক্ষর বেশ প্রভু লীলার আকর॥
এখানে মথুর কিবা করে শুন মন।
তেমতি মথুরনাথ মথুর যেমন॥
ব্রহ্মবারি প্রবাহিনী গঙ্গার উপর।
ভাসাইল তরী এক অতীব সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গীণ সজ্জীভূত উপরে ভিতরে।
ফল মূল ভোজ্যদ্রব্য রাখা স্তরে স্তরে॥
প্রাণতুল্য প্রভুদেবে তুলিয়া তাহায়।
গঙ্গাবায়ু-সেবনেতে বিহারে বেড়ায়॥
শীতল সলিলকণা সহ গন্ধবহ।
সুখসেব্য অতিশয় বহে অহরহ॥
দক্ষিণ দক্ষিণেতর দুই পাশ খোলা।
অধঃ ঊর্দ্ধ দশ দিকে প্রকৃতির খেলা॥
এখানে তরণীমধ্যে ঠাকুর আপুনি।
ভবসিন্ধু তরি যাঁর চরণ দুখানি॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

তৃতীয় খণ্ড

শ্রুতিনিগদিতমার্গস্থাপনায়াবতারং
জিনন়য়বহুবাদভ্রান্তিমুন্মূলয়ন্তম্।
ভুবনবিজয়খ্যাতিং শঙ্করং ভাষ্যকারং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৩ ॥

মধুরসরলবাক্যৈরীশতত্ত্বং প্রকাশ্য
ক্রুশগতপরিশেষোঽপীশপুত্রোঽমৃতো যঃ।
তমতিশয়পবিত্রং মেরিজং লোকবন্ধুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৪ ॥

কলিমলহরনাম্ন কীর্ত্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্ ॥
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্যরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৫ ॥

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞান-ভক্তি-প্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৬ ॥

হরিহরবিধিদেবা মূর্ত্তিভেদাস্তবৈতে
নিরুপমবহুমূর্ত্তির্মায়য়া কল্পয়ন্তম্।
অমিতগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় করুণাব্ধে মোক্ষসেতো স্মরারে
জয় জয় জগদীশ জ্ঞানসিন্ধো স্বয়ম্ভো।
জয় জয় পরমাত্মংস্ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো ॥ ১৮।

মূকোঽহং নাভিজানামি তব স্তুতিং জগদ্গুরো।
তথাপি ত্বৎকৃপালেশাদ্ বাচালোঽস্মি পুনঃপুনঃ ॥

ইত্যভেদানন্দ-স্বামি-বিরচিতং শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

পেনেটির মহোৎসবে আগমন

এবং

কলুটোলায় চৈতন্য-আসন-গ্রহণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

অপূর্ব্ব প্রচার কৈলা প্রভু ভগবান।
কূলহারা জীবে দিতে শিক্ষার বিধান॥
একমনে শুন মন যত্ন-সহকারে।
ফুটিবে কমল-কলি হৃদয়মাঝারে॥
নামে চারি অংশে ভাগ করিয়াছি পুঁথি।
প্রথমেতে বাল্যলীলা বালক-সংহতি॥
দ্বিতীয়ে ভাগবতলীলা বিকাশ যৌবন।
সমাপন অগণন কঠোর সাধন॥
তৃতীয়ে প্রকাশ আর ভক্তগণে টান।
চতুর্থে বিবিধ ভাব অপূর্ব্ব আখ্যান॥
কিন্তু মন যদি দেখ করিয়া বিচার।
জন্মাবধি শ্রীপ্রভুর কেবল প্রচার॥
প্রচার বিবিধাকার নানাবিধ ভাবে।
পূরাতে ভক্তের সাধ শিক্ষা দিতে জীবে॥
এখন মথুর আর কারে নাহি মানে।
সব সমর্পণ তাঁর প্রভুর চরণে॥
প্রভু বিনা অন্যে আর নাহি তাঁর মন।
বেদবাক্যাধিক বুঝে প্রভুর বচন॥
পুণ্যহেতু ধর্ম্ম কর্ম্ম গেছে রসাতল।
প্রভু তুষ্টে জ্ঞান তুষ্ট ত্রিলোক সকল॥
আঁখি অন্তরাল হ'লে তিলেকের তরে।
দিনমানে দুনিয়া আঁধার ঘোর হেরে॥
সদাই চঞ্চল তাঁর থাকে মন প্রাণ।
মথুরচরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥
পাণিহাটি নামে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
মহোৎসব হয় তথা বৎসরে বৎসরে॥
নদীয়ায় যবে গৌরচন্দ্র অবতার।
নিতাই করেন তাঁর মহিমা প্রচার॥
হরিনাম বিলাইয়া ফিরি স্থানে স্থানে।
একদা আইলা এই পাণিহাটি গ্রামে॥
অবধূত নাহি গেলা কার বাসস্থলে।
কাটাইলা গোটা রাতি এক বটমূলে॥
হেথা যত ভক্তগণ খুঁজে চারিভিতে।
নিতাই কোথায় গেলা না পায় দেখিতে।
উচাটন মনে ফিরে হেথায় সেথায়।
পরদিনে বটমূলে দরশন পায়॥
মহানন্দে ভক্তবৃন্দে একত্র হইয়া।
চিড়াভোগ দিল গৌড়চাঁদে উদ্দেশিয়া॥
আর কৈল সংকীর্ত্তন আনন্দ অপার।
সমবেত লোক-জন হাজার হাজার॥

সে হ'তে বঙ্গেতে যত গৌরভক্তগণে।
বর্ষে বর্ষে মহোৎসব করে সেই দিনে॥
অদ্যাবধি চলিতেছে সেইরূপ ধারা।
দলে দলে সংকীর্ত্তন কে করে কিনারা॥
প্রভুর আনন্দ বড় পাণিহাটি যেতে।
জলপথে তরীযোগে ভক্তগণ-সাথে॥
বার বার শ্রীপ্রভুর তথা আগমন।
হরিভক্ত কত শত চিনে বিলক্ষণ॥
প্রভুর দেখিয়া ভাব দয়াল প্রকৃতি।
সুমধুর কণ্ঠস্বর ভক্তিমাখা গীতি॥
মোহন মূরতি ঠাম তাহার উপরে।
গোঁসাই মহান্ত ভক্ত কাতারে কাতারে॥
ভক্তিমন্ত ভাগ্যবান বসতি ধরায়।
ভক্তিভরে লুটাইত শ্রীপ্রভুর পায়॥
সর্পভাব স্বভাবেতে পাষণ্ডীর দল।
মুখে ভরা নিন্দাবাদ হিংসা হলাহল॥
যুগে যুগে অবতার শ্রীপ্রভু যখন।
নিশ্চয় লীলায় আসি হয় সংমিলন॥
দ্বেষহিংসাপূর্ণ হৃদি গায়ে নামাবলী।
বিচিত্র চিত্রিত অঙ্গ হাতে ঝুলে ঝুলি॥
ঠশকেতে বাঁধা টিকি তুলসীর মালা।
সরু মোটা কণ্ঠীদরে সুশোভিত গলা॥
জলে ডুবা শুষ্ক কাঠ নাহি তায় রস।
অভিমানে আছে ফুলে কিসে মিলে যশ॥
মূলে নাই গুরুপদ সাজ মাত্র ভাণ।
মানীর হানিয়া নিজে নিতে চায় মান॥
এমন গোঁসাই যারা গোঁড়া নামে খ্যাত।
প্রভুদেবে দ্বেষ হিংসা বিশেষ করিত॥
গণ্ডাদরে একত্তর হ'য়ে একবার।
মানস প্রভুর অঙ্গে করে অত্যাচার॥
ধিক্ ধিক্ ছার মান-যশের বাসনা।
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ লোভ কলুষ-কালিমা॥
মহাপাপ-তাপরূপে নর-হৃদে খেলে।
ভীষণ নরকানন্ত মূর্ত্তিমন্ত মূলে॥
বুদ্ধিদোষে কর্ম্মফলে অলঙ্কার ভাবে।
সেই সব সৎমতিহীন বদ্ধ জীবে॥
হেন বদ্ধ জীব আমি সুমূর্খ পামর।
রক্ষা কর প্রভুদেব করুণাসাগর॥
অগতির গতি সৎবুদ্ধি-মতিদাতা।
দুর্ব্বলের বল শক্তি দীন-হীন-ত্রাতা॥
বিধির বিধাতা বিভু পতিতপাবন।
বিঘ্নহর মহেশ্বর তমোবিনাশন॥
কৃপা ক'রে দেহ মোরে চৈতন্য এবার।
আঁধার-বিনাশী বাতি হৃদি-অলঙ্কার॥
কথায় কথায় উঠে মথুরের কানে।
পাষণ্ডিগণের কি বাসনা মনে মনে॥
সেই হেতু এইবার গমন যখন।
মহাবলী মারোয়ারী বীর চারি জন॥
শ্রীঅঙ্গরক্ষার হেতু প্রভুর সংহতি।
দিতে চায় শ্রীমথুর ভক্ত অধিপতি॥
হাসি হাসি প্রভুদেব দিলেন জবাব।
তীর্থস্থানে ইহা অতি রাজসিক ভাব॥
আসবাব সঙ্গে অঙ্গরক্ষক সেনানী।
কি-কাজ রাখিবে মোরে জগৎ-জননী॥
তরীযোগে জলপথে গঙ্গার উপর।
কি ভাবে চলেন প্রভু শুনহ খবর॥
অগণ্য কীর্ত্তনদল গায় দলে দলে।
মহাউৎসবের দিনে বটবৃক্ষমূলে॥
শ্রবণ-বধির বোল না পারি কহিতে।
পশিল প্রভুর কানে বহুদূর হ'তে॥
অতুল আনন্দ তাঁর উঠে হৃদিমাঝে।
যতই শুনেন খোল করতাল বাজে॥
বিভোরাঙ্গ প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
পুলকাশ্রু ঘন ঘন বদনে বিকাশে॥
যখন যে ভাব হয় প্রভুর অন্তরে।
সলক্ষণে ফুটে উঠে বদন-মুকুরে॥
দিনেশকিরণে যেন সকল বরণ।
নানাভাবময় তেন প্রভু নারায়ণ॥

আপনে পাইয়া ভক্তে বিতরণ পরে।
খাইল যাহার যত ধরিল উদরে॥
হাস্য পরিহাস সেই সঙ্গে ভগবান।
বাক্যছলে তুলিলেন অতুল তুফান॥
উঠিতে লাগিল কত হাসির ফুয়ারা॥
অনুপম প্রেমে ভাসে দেখে শুনে যারা॥
পরম রসিকবর প্রভু গুণধর।
বুঝিতেন কিসে দ্রবে কাহার অন্তর॥
এত পরিমাণে ঢালিতেন সেই রস।
পান করি হ'ত যত মানুষ অবশ॥
মধুপানে মক্ষিকায় মহা মত্ত করে।
নিকটে পদ্মের পাশে অবিরত ঘুরে॥
মানুষেও সেইমত প্রভুবাক্যরসে।
যত শুনে তত গুণে তায় গিয়া পশে॥
মন-আকর্ষণী বিদ্যা কৌশলে চতুর।
সৃষ্টির ভিতর কেবা যেমন ঠাকুর॥
কেহ মোহনিয়া ঠামে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে।
কেহ বা বিমুগ্ধ হয় শ্রীকণ্ঠের স্বরে॥
কেহ বা দেখিয়া নৃত্য অতুল কীর্ত্তনে।
কেহ নানা রসে ভরা হাস্যরস শুনে॥
কেহ বা দেখিয়া ঘটা ছটা দীপ্তিমান্।
ভাব-সমাধির বেগে প্রফুল্ল বয়ান॥
কোন না কারণে কোন বারেক দেখিলে।
কার হেন আছে সাধ্য আর তাঁয় ভুলে॥
এইরূপে মজাইয়া দর্শকের মন।
দক্ষিণসহরে হয় প্রতি আগমন॥
লোকজন অগণন একত্র যেখানে।
শ্রীপ্রভুদেবের তথা আগমন কেনে॥
আপনি বুঝিবে মন বলিতে না হবে।
লীলার জলধি-জলে যাবে যবে ডুবে॥
শ্রবণে বুঝায় লীলা লীলার প্রকৃতি।
ধীরে ধীরে শুনে চল রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
ক্রমশঃ প্রকাশ নাম হয় নানা:স্থলে।
কতক্ষণ রহে সূর্য্য মেঘের আড়ালে॥

সহরের মধ্যস্থানে কলুটোলা নাম।
তথায় আছয়ে হরিসভা বিদ্যমান॥
ভাগবত-পাঠে ব্রতী বৈষ্ণবচরণ।
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভক্ত প্রভু-পদে মন॥
বৈষ্ণব গোউর-ভক্ত অনেক তথায়।
জলন্ত প্রমাণ তার প্রভুর লীলায়॥
আনন্দে একত্রীভূত হয়ে ভক্তগণ।
সভাদিনে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
গোউরের আসন রাখিয়া মাঝখানে।
বেষ্টন করিয়া নাচে যত ভক্তগণে॥
এরূপ আছয়ে তথা মহোৎসব-রীতি।
নিমন্ত্রণরক্ষাহেতু হৃদয়-সংহতি॥
উপনীত হৈলা প্রভু উৎসবের স্থলে।
কীর্ত্তনে যখন সবে নাচে হরি ব'লে॥
ভাবোন্মত্ত ভাবে পূর্ণ শুনি হরিনাম।
দূর থেকে গেল চ'লে বাহ্যিক গিয়ান॥
আবেশে অবশ অঙ্গ যত্নসহকারে।
হৃদয় ধরিয়া যায় সভার ভিতরে॥
হৃদয় আনন্দময় বৈষ্ণবচরণ।
লুটায় ধরণী ধরি প্রভুর চরণ॥
গণ্য-মান্য সুপণ্ডিত সহর ভিতরে।
সে লুটায় শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ ধ'রে॥
দেখিয়া চমক প'ড়ে গেল সভাস্থানে।
পরস্পর বলাবলি করে সংগোপনে॥
মহান্ পুরুষ কেবা বটে এই জন।
শ্রীঅঙ্গ নেহারি সবে করে নিরীক্ষণ॥
এখন শ্রীঅঙ্গে ভাব অপরূপ খেলে।
হাজার পাষণ্ড হোক তবু দেখে ভুলে॥
অন্তরে অপার প্রেম প্রতিভাতি তাঁর।
শ্রীঅঙ্গ করেছে মহা শোভার আধার॥
ধরা মাছে পুনঃ যেন জলে ছেড়ে দিলে।
লম্ফদানে নিমগন অগাধ সলিলে॥
শক্ত আঁকা কিবা তার খাঁদের পরাণে।
পশিলা তেমতি প্রভু হরিসংকীর্ত্তনে॥

হৃদয়ের দুর্গোৎসবে প্রভুর জ্যোতিঃপথে গমন এবং মথুরের দেহত্যাগ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় ইষ্টগোষ্ঠী জয় ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

সম্পদ-বিপদ সুখ-দুঃখ অগণন।
ভাল-মন্দ জন্ম-মৃত্যু বিয়োগ-মিলন॥
উত্তাল তরঙ্গমালা সহিয়ে ভুগিয়ে।
কালের প্রবাহে জীব চলিছে ভাসিয়ে।
কোথায় আকর-ভূমি কবে কোন্ খানে।
অবিরাম গতি কোথা কিছুই না জানে॥
সচেতন অচেতন জাগিয়া ঘুমায়।
শ্রীচৈতন্যময়ী মহামায়ার মায়ায়॥
খুল মা চৈতন্যদ্বার চৈতন্য-রূপিণী।
ত্রিগুণধারিণী তুমি ব্রহ্ম সনাতনী॥
তুমি তম-বিনাশিনী মহাবিদ্যা নাম।
অজ্ঞান-তিমির হরি দেহ চক্ষুদান॥
উর মা কমলে কণ্ঠে উর একবার।
বাজুক হৃদয়-বীণা উঠুক ঝঙ্কার॥
বীণাবাদ্য-বিনোদিনী বেদময়ী তুমি।
পুরাও মনের সাধ শ্রীবাগ্বাদিনী॥
বাসনা গাইব মনে রামকৃষ্ণ-লীলা।
সভক্তে শ্রীপ্রভুদেব কি করিলা খেলা॥
ভাবমুখে অবস্থিত কেবা এ ঠাকুর।
কেই বা সেবকদ্বয় হৃদয় মথুর॥
বাল্যাবধি শ্রীপ্রভুর সঙ্গেতে হৃদয়।
ছায়াবৎ পাছু পাছু দিবারাতি রয়॥
বিশেষতঃ যে অবধি পুরীতে এখানে।
দ্বাদশবৎসরব্যাপী সাধন-ভজনে॥
দু এক সাধন নহে দুস্তর বিস্তর।
প্রভুর ছিল না যবে দেহের খবর॥
অনুক্ষণ নিমগন অসাধ্য-সাধনে।
শ্রীদেহের সত্তাবোধ লুপ্ত ক্ষণে ক্ষণে॥
কত যে করিল সেবা তখন হৃদয়।
আঁকিবার লিখিবার কহিবার নয়॥
মানুষে অসাধ্য তেন সেবা-সমাধানে।
বুদ্ধিতে না আসে তেঁহ করিল কেমনে॥
সুনিশ্চয় হৃদয়ের দেবাংশে জনম।
নবরূপে শ্রীপ্রভুর সেবার কারণ॥
লম্বা প্রস্থে দীর্ঘাকার বীর বলবান।
শিরানদী মধ্যে রক্তস্রোত বহমান॥
সমবয়ঃ শ্রীপ্রভুর প্রখর যৌবন।
দেহখানি সেইমত যেন প্রয়োজন॥
বাহুল্য বাখান নয় যদি তারে বলি।
কল্পতরু শ্রীদেহের একমাত্র মালী॥
প্রভুর সঙ্গেতে ভাব সম্বন্ধ হৃদুর।
আত্মীয়-মমতা-মাখা অতি সুমধুর॥
ঠাকুরের সঙ্গে থাকে সেবা করে তাঁর।
আপন আত্মীয়-সমতুল্য ব্যবহার॥
সেই সে মানুষবেশে সমতনুধারী।
কেবা এরা কোথাকার বুঝিতে না পারি॥
বুদ্ধিতে বুঝিতে গেলে বোধ হয় হেন।
জাগ্রতে নিদ্রিতাবস্থা স্বপ্ন দেখি যেন॥

যদ্যপি রাখহ তুমি এইরূপ ভাবে।
বিষয়-সম্পত্তি বাবা সবি নষ্ট হবে॥
মাগিয়াছিলাম ভাব, মর্ম্ম নাহি বুঝে।
এ ভাব কেবল বাবা তোমাকেই সাজে॥
শ্রীহস্ত বুলায়ে বক্ষে ভাঙ্গাইলা ভাব।
মথুর বাঁচিল এবে পাইয়া স্বভাব॥
হেথা হৃদয়ের কথা শুন শুন মন।
রামকৃষ্ণ-লীলাগীত অমৃত কথন॥
একদিন রাত্রিকালে প্রভু ভগবান।
পঞ্চবটী-অভিমুখে ধীরগতি যান॥
হৃদয় গামছা গাড়ু ল'য়ে নিজ হাতে।
যদি হয় প্রয়োজন চলিছে পশ্চাতে॥
হেনকালে হৈল এক দিব্য দরশন।
দেখিল শ্রীপ্রভু স্থূলদেহধারী নন॥
রক্তমাংস নাহি তায় জ্যোতিঃঘন তনু।
জ্যোতির ছটার তেজে পরাজিত ভানু॥
আলোকিত চারিদিকে সব দেখা যায়।
অবিকল যেই মত দিনের বেলায়॥
জ্যোতির্ম্ময় তনুখানি চলে শূন্যপথে।
দেহের বাহক পদ পড়ে না মাটিতে॥
এখানে দর্শক হৃদু মনে মনে খুসে।
দেখিতেছি হেন বুঝি নয়নের দোষে॥
দোষ নষ্ট হেতু করে চক্ষুর মার্জ্জন।
যতবার দেখে, দেখে একই রকম॥
আপনার দেহে দৃষ্টি করিয়া চালনা।
সে দেখে, সে নয় আর অন্য এক জনা॥
জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী দেব-অনুচর।
চিরকাল দেবসঙ্গ দেব-সেবাপর॥
দেবাংশ-সম্ভূত দেব-সেবার কারণ।
স্বতন্ত্র শরীরমাত্র করে দরশন॥
নিজের স্বরূপ তেঁহ হইয়া বিদিত।
অন্তরে আনন্দস্রোত বেগে প্রবাহিত॥
ভুলিলেন আপনারে, ভুলিল সংসার।
ভুলিলেন ভালমন্দ যত কিছু আর॥
অর্দ্ধবাহ্য ভাবাবেশ উন্মত্তের প্রায়।
ধরিয়া প্রভুর নাম ডাকে উভরায়॥
কহে আর নহি মোরা স্থূলদেহধারী।
চল যাই দেশে দেশে জীবোদ্ধার করি॥
এত শুনি প্রভুদেব হৃদয়েরে কন।
থাম্ হৃদু, কি হয়েছে কি হেতু এমন॥
যদি শুনে লোকজন আসিবে ছুটিয়ে।
এখনই দিবে এক হাঙ্গামা বাঁধিয়ে॥
হৃদয় আপনহারা প্রভুদেবে কন।
তুমি যেন রামকৃষ্ণ আমিও তেমন॥
তবে প্রভু নিজ বস্ত্র বাঁধিয়ে কোমরে।
ত্বরান্বিত উপনীত হৃদুর গোচরে॥
হৃদয়ের বক্ষঃদেশে হাত বুলাইয়ে।
বলিলেন থাক্ শালা জড়বৎ হয়ে॥
তখনি হৃদয় হৈল আছিল যেমন।
প্রভুদেবে কহে তবে করিয়া ক্রন্দন॥
চাহিয়া শ্রীমুখ-পানে করুণার স্বরে।
বলে মামা কেন জড় করিলে আমারে॥
বুঝাইয়া প্রভু তায় করিলেন শান্ত।
বলিলেন কালে হবে এবে হও ক্ষান্ত॥
ভাবানন্দ নষ্ট হেতু হৃদু ক্ষুন্ন-মন।
গম্ভীর গম্ভীর ভাব কেমন কেমন॥
তার সঙ্গে অভিমান উদয় অন্তরে।
ভাবিল আনিব ভাব সাধনার জোরে॥
এত বলি আরম্ভিল সাধন-ভজন।
পঞ্চবট-মূলে কৈল স্থান নিরূপণ॥
প্রভুর সাধনাসন ছিল যেই স্থলে।
সচৈতন্য সিদ্ধভূমি তপস্যার বলে॥
সেই সে আসনে বসা নরে অসম্ভব।
পীঠরক্ষা-হেতু বৃক্ষে আছেন ভৈরব॥
যদ্যপি কখন কেহ বসিবারে যায়।
ভৈরব ভীষণ চক্রে তখনি খেদায়॥
একদিন রাত্রিকালে হৃদুর গমন।
আসনেতে উপবিষ্ট ধ্যানের কারণ॥

আচম্বিতে অকস্মাৎ উঠিল চেঁচিয়ে।
ওগো মামা রক্ষা কর মোলাম পুড়িয়ে ॥
শুনিয়া কাতরধ্বনি শ্রীপ্রভু ত্বরিত।
পঞ্চবটী-তলে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
হৃদয় ব্যাকুল প্রাণে কহিল তাঁহারে।
ওগো রক্ষা কর মোরে অঙ্গ গেল পুড়ে ॥
ধ্যানেতে বসিয়া ছিনু মুদিয়া নয়ন।
কি জানি অলক্ষ্যে থাকি কেবা একজন ॥
আগুন আমার অঙ্গে দিয়াছে ঢালিয়ে।
ওগো মামা, রক্ষা কর মোলাম জ্বলিয়ে ॥
সকল বিদিত প্রভু তবে না তখন।
অঙ্গস্পর্শ করি কৈলা জ্বালা নিবারণ ॥
শ্রীপ্রভু বলেন, বাক্য করি অবহেলা।
আপুনিই আনিতেছ আপনার জ্বালা ॥
সাধনা তোমার কেন কি কাজ সাধনে।
সেবা কর, সব হবে আমার সেবনে ॥
এখানে রহস্য এক শুন শুন মন।
যার জন্য কষ্ট কর দুষ্কর সাধন ॥
সেই ধন মূর্তিমান চক্ষের উপর।
তথাপি সাধনা-ইচ্ছা কেন করে নর ॥
অপ্রত্যয় অবিশ্বাস কারণ ইহার।
কৃপা বিনা অবতারে নহে ধরিবার ॥
নিত্যাপেক্ষা নরলীলা দুর্বোধ্যাতিশয়।
ঘোল খায় নিত্য সঙ্গ ভাগিনে হৃদয় ॥
ঈশ্বরীয় মহাশক্তি দিয়ে আবরণ।
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে করে প্রত্যক্ষ গোপন ॥
যাঁর অঙ্গোদ্ভবা মায়া তাঁহারে ঢাকায়।
আশ্চর্য্য মহিমা মহামায়ার মায়ায় ॥
হাকিমের চেয়ে মন পিয়াদার জোর।
ত্রিভুবন বিমোহন মায়ায় বিভোর ॥
এই দেখিলেন হৃদু প্রত্যক্ষ নয়নে।
কেবা তিনি পুনঃ তিনি কাহার ভাগিনে ॥
উভয়ের স্বরূপ দুর্লভ দর্শন।
অদ্ভুতানন্দানুভব সব বিস্মরণ ॥

এবে বুঝিলেন তাঁর সাধ্য কতদূর।
তাই করা শ্রেয়ঃ যাহা কহেন ঠাকুর ॥
মনের বিষাদ কিন্তু কিসেও না যায়।
বিরাগ উদাসভাব কালিকা-সেবায় ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দেশে গিয়া ঘরে।
প্রবল হৃদুর ইচ্ছা উদিল অন্তরে ॥
শ্রীগোচরে শ্রীপ্রভুর বাসনা জানায়।
বুঝিয়া আপন মনে সায় দিলা রায় ॥
হৃদুও আপন মনে বুঝিল তখন।
প্রভুও তাহার সঙ্গে করিবে গমন ॥
মথুর শুনিয়া তত্ত্ব কহিল অমনি।
বাবায় পূজায় ছেড়ে নাহি দিব আমি ॥
পূজায় হৃদুর ঘরে যাহা হবে ব্যয়।
সে সকল দিব আমি ভক্তরাজ কয় ॥
বাবায় দিব না কিন্তু এই মোর কথা।
হৃদয় শুনিয়া পায় হৃদয়েতে ব্যথা ॥
ঘটনা পুনরুক্তি করিতে অক্ষম।
হরিষে বিষাদ-হেতু হৃদু ক্ষুণ্নমন ॥
তাহারে সান্ত্বনা-বাক্যে কহেন ঠাকুর।
কি কারণ ক্ষুণ্নমন দুঃখ কর দূর ॥
নিত্য নিত্য তোর পূজা দেখিবার তরে।
সূক্ষ্মদেহে আবির্ভাব হইব মন্দিরে ॥
পূজার দিবস-ত্রয়ে ক্ষণের সময়।
দেখিতে পাইবি তুই অন্যে কিন্তু নয় ॥
এত বলি উপদেশ দিলেন পূজার।
ব্রাহ্মণ-নিয়োগে যেবা হবে তন্ত্রধার ॥
উপাসনা করিয়া মধ্যাহ্নে কেবল।
খাবি মিছরির পানা সহ গঙ্গাজল ॥
যেমত কহিনু আমি করিলে এমন।
নিশ্চয় অম্বিকা পূজা করিবে গ্রহণ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হৃদুর পরাণ।
ঘরে গিয়া আজ্ঞামত করে অনুষ্ঠান ॥
সপ্তমী-বিহিতা পূজা সাঙ্গ করি রেতে।
নিরাজন কালে হৃদু পাইল দেখিতে ॥

নন্দিনীর মনোভাব বুঝিয়া অন্তরে।
আপনিই চলিলেন সঙ্গে ল'য়ে তাঁরে॥
অতিশয় কষ্টকর জাহ্নবীতে স্নান।
চারি দিবসের পথ মধ্যে ব্যবধান॥
একদিন দুইদিন তিনদিন গেল।
চতুর্থে পথের মধ্যে বিপদ ঘটিল॥
অটনে অভ্যাস নাই দেহ বলহীন।
তাহে অতি পথশ্রমে গত তিন দিন॥
চলিতে অক্ষম মাতা শরীর কাতর।
উদয় হইল অঙ্গে ভয়ঙ্কর জ্বর॥
ঘটনায় পিতা তাঁর বিপন্নাতিশয়।
বিশ্রামের তরে লহে চটিতে আশ্রয়॥
মাতাও নিমগ্ন হেথা বিষাদ-সাগরে।
সংজ্ঞাহীন শয্যাগত নিদারুণ জ্বরে॥
মনে ঐকান্তিক চিন্তা অত্যন্ত ভাবনা।
শ্রীপদ-সেবনে সাধ আছিল বাসনা॥
বিধি-বিড়ম্বনহেতু পূরিল না আর।
কপালের দোষে, দোষ নহে বিধাতার॥
হেন কালে হৈল এক অপূর্ব্ব ঘটন।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃত কথন॥
বেহুঁস হইয়া মাতা যখন পড়িয়ে।
আসিয়া পাশেতে তাঁর বসে এক মেয়ে॥
গায়ের বরণ কালো রূপে নিরুপম।
অশ্রুত অদৃষ্টপূর্ব্ব সুন্দর এমন॥
শীতল শ্রীকর-স্পর্শ গায়ে বুলাইয়ে।
সেবা করিছেন মার পাশেতে বসিয়ে॥
নেহারিয়া মাতা তাঁরে করিলা জিজ্ঞাসা।
তোমার কোথায় হোতে হইয়াছে আসা॥
তদুত্তরে কালো মেয়ে কহিলা মাতায়।
দক্ষিণসহর থেকে আইনু হেথায়॥
অবাক হইয়া মাতা আর বার কন।
আমারও যাইতে সেথা ছিল বড় মন॥
সেবিব চরণ তাঁর দেখিব নয়নে।
মনের বাসনা সাধ রয়ে গেল মনে॥
মাতা কহে বটে বটে তুমি মোর কে?
কালো মেয়ে কহে আমি ভগিনী সম্পর্কে।
আটকে রেখেছি তাঁরে তোমার কারণে।
তুমিও আরোগ্য হ'য়ে যাবে সেইখানে॥
এইরূপে দুইজনে কথোপকথন।
ক্রমে পরে শ্রীমাতার নিদ্রা-আকর্ষণ॥
মুখুয্যে উঠিয়া প্রাতে দেখিল মাতার।
ছাড়িয়া গিয়াছে জ্বর গায়ে নাহি আর॥
চলিতে আরম্ভ কৈলা চটিতে না থাকি।
শেষপ্রায় আর অতি অল্প পথ বাকি॥
সেদিনেও স্বল্প জ্বর হইল উদয়।
প্রবল পূর্ব্বের মত আজি কিন্তু নয়॥
কষ্টেস্‌ষ্টে রাত্রিকালে নয় ঘটিকায়।
উপনীত প্রভুদেব বিরাজে যেথায়॥
অকস্মাৎ সমাগতা পীড়ায় কাতর।
দেখিয়া হইলা প্রভু উদ্বিগ্ন-অন্তর॥
আপন আবাস-গৃহে স্বতন্ত্র শয্যায়।
পরম যতন-ভরে রাখিলেন তাঁয়॥
মথুরের সেবা যত্ন স্মরণ করিয়ে।
কহিলেন প্রভুদেব মায়ে সম্বোধিয়ে।
এতদিন পরে তুমি আইলে হেথায়।
আর কি মথুর আছে দেখিবে তোমায়॥
রীতিমত চিকিৎসা ও পথ্যাদির গুণে।
আরোগ্য হইলা মাতা তিন-চারি দিনে॥
দেখি তবে প্রভুদেব তাঁর সুস্থাবস্থা।
করিলেন স্বতন্তরে বাসের ব্যবস্থা॥

নহবৎঘরে যেথা আই ঠাকুরাণী।
তাঁর কাছে এক সঙ্গে রহিলা জননী॥

এ দিকে মায়ের রীতি, প্রভুপদে নিষ্ঠামতী,
শ্রীপ্রভুই এক ধ্যান-জ্ঞান।
তাঁর চিন্তা দিবানিশি, তাঁর সেবা-অভিলাষী,
প্রভু যেন পরাণ পরাণ॥
বুঝ মন ইসারায়, প্রভু আর শ্রীশ্রীমায়,
রূপে দুঁহু আত্মায় অভেদ।

হৃদে চিত্তে প্রাণে মনে, এক ঠাঁই দুই জনে,
তিলেকেও নাহিক বিচ্ছেদ॥
অমিয়-পূরিত কথা, রামকৃষ্ণলীলা-গাথা,
তাহে মত্ত মগ্ন রহ মন।
কি কাজ অপর স্থলে, এক রত্নাকর তলে,
যাবতীয় মাণিক রতন॥

দেশে আগমন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

স্বদেশের ভক্ত যত পুরুষ-রমণী।
সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে করয়ে মেলানি॥
দেখিবারে গুণমণি ঠাকুর গদাই।
উচাটন মন ঘরে স্থির থাকে নাই॥
আ মরি, কি ভালবাসা তা সবার ঘটে।
প্রভুরে দেখিতে যায় তিন দিন হেঁটে॥
গেঁটে নাই রৌপ্য কিংবা তাম্রখণ্ড বল।
চাল চিঁড়া মুড়ি দুটি পথের সম্বল॥
শ্রীপ্রভুর প্রীতিকর ভোজ্য কিছু তায়।
দূরান্তর মাঠে পথে ছুটে ছুটে যায়॥
ঋতুর তাড়না গায় কিছু নাহি মানে।
তাত বাত বৃষ্টিপাত উড়ায় বিমানে॥
উপায়বিহীন যারা না পাইত যেতে।
মনস্তাপানলে দগ্ধ হয় দিনে রেতে॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভক্ত তাঁর প্রাণ।
কেহ নহে প্রিয়তর ভক্তের সমান॥
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ তাঁর ভক্তহৃদে বাস।
ভক্ত-দুঃখে দুঃখী, ভক্ত-উল্লাসে উল্লাস॥

পিতা মাতা ভাই ভক্ত, ভক্ত সহচর।
ভক্তে তিনি, তাঁর ভক্ত, অপরে অপর॥
তাই হ'ত মাঝে মাঝে দেশে আগমন।
তুষিতে স্বদেশে যত ভক্তদের মন॥
স্বদেশের ভক্তসঙ্গে মধুর ব্যাভার।
এ সময় হৈল দেশে আসা একবার॥
সমাচার কানে যার একবার পশে।
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি দেখিবারে আসে।
নর নারী, ছেলে বুড়া, যুবক যুবতী।
কিবা উচ্চবংশোদ্ভব কিবা নীচ জাতি॥
মানা নাই কুলবধূ ষোড়শবয়সী।
দেখিবারে প্রভুদেব অকলঙ্ক শশী॥
লজ্জা ভয় প্রভুদেবে কেহ নাহি করে।
লজ্জা ভয় ঘৃণা তাঁর দরশনে হরে॥
শূন্য হাত নহে, ল'য়ে যা যার বাসনা।
যে আসে তাহার যেন কিছু চাই আনা।
প্রতিবাসী অতি খুসী নিকটস্থ গ্রামে॥
আসে যায় কত শত থাকে রেতে দিনে।

জীব জন্তু কেহ তাঁয় ভয় নাহি করে।
পাখী এসে উড়ে বসে শ্রীঅঙ্গ উপরে॥
সবাকার ত্রাসনাশ প্রভু ভগবান।
উঠিল সবার হৃদে আনন্দ-তুফান॥
রঙ্গরসে তত্ত্বকথা হয় অনিবার।
কিবা দিন কিবা রাতি নাহিক বিচার॥
বহুমূল্য বারাণসী পাটের বসন।
সোনালি রূপালি পাড় বিবিধ বরণ॥
দিয়াছেন যত্নাদরে মথুর বাঁধিয়া।
সাজায় হৃদয় অঙ্গ তাই পরাইয়া॥
শ্রীকরে কেরয়া ধরা, খড়ম শ্রীপদে।
দেখিতে না পেনু সাজ মরিলাম খেদে॥
কিবা মোহনিয়া মাখা শ্রীঅঙ্গ প্রভুর।
বারেক দর্শনে করে সর্ব্বদুঃখ দূর॥
দুঃখ দূর কিবা কথা এত সুখ মনে।
কি ছার পদ্মের সুখ দিনেশ-দর্শনে॥
শ্রীবাক্য এতই মিঠা এত শান্তিকর।
নাহি কিছু তুলনায় ধরণীভিতর॥
আনন্দে বিভোর হৃদি দেখি শুনি তাঁয়।
আত্মহারা সে চেহারা আঁকা নাহি যায়॥
দীন দুঃখী যারা জেতে বাগ্‌দী চুয়াড়।
ক্ষেতে খাটে ঘরে নাই খাবার যোগাড়॥
মাঠে থাকে গোটা দিন শ্রম অবিরাম।
পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কপালের ঘাম॥
বিশ্রাম নাহিক কাজে ক্রমাগত খাটে।
যতক্ষণ দিনেশ না বসে গিয়ে পাটে॥
সন্ধ্যায় পাইলে মুক্তি ঘরে যাবে কোথা।
আসিত প্রভুর কাছে শুনিবারে কথা॥
এত বিমোহিত হ'ত প্রভুর বচনে।
দুপ্রহর ডাকে রাত্রি ক্লান্তি নাহি জানে॥
নিজ মনে বুঝ মন কি ছিল কথায়।
দুরদৃষ্ট কথা মিষ্ট নাহি লাগে যায়॥
বিশ্ববিমোহন বাণী শুনে বিশ্ব ভুলে।
লীলাপুষ্টিহেতু মাত্র জটিলে কুটিলে॥

কি করে অবস্থা মন্দ ঘরে নাহি খেতে।
প্রত্যুষেতে পুনরায় যেতে হবে ক্ষেতে॥
সেই সে কারণে মাত্র ঘরে যেতে হয়।
অনিচ্ছা প্রভুকে ছাড়ে না ছাড়িলে নয়॥
হেথা শুন কি করেন ঠাকুর গদাই।
এমন দয়াল আর কোথা শুনি নাই॥
প্রাতে উঠি আগমন তারা যথা খাটে।
গ্রাম থেকে বহুদূর দূরান্তর মাঠে॥
শুনাতেন মিঠে মিঠে বিবিধ কথন।
তাহাদের হয় যায় পরিতুষ্ট মন॥
কাক কাকী নিকটস্থ ব'সে বৃক্ষডালে।
উভয়ে উভয় প্রতি কেবা কিবা বলে॥
সকল শুনেন প্রভু সহাস্য বদন।
পক্ষিভাষা বুঝিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
ভাঙ্গিয়া দিতেন পুনঃ কৃষাণের দলে।
কাক-কাকী পরস্পর কে কি কথা বলে॥

কেহ কেহ কথায় বিশ্বাস এত করে।
শুনিয়া তাঁহার কথা মুণ্ডু যায় ঘুরে।
বিশ্বাসের নামান্তর ভক্তি শ্রীপ্রভুর।
ত্রিতাপ সন্তাপ যার জোরে হয় দূর॥
নিত্যবদ্ধ একেবারে জীবন্মুক্ত হয়।
তিলমাত্র প্রভুদেবে যে করে প্রত্যয়॥
অপার সংসার-সিন্ধু বেষ্টিত বিপদ।
প্রভুতে বিশ্বাস যার তাহার গোষ্পদ॥
বিশ্বাসে শ্রীপ্রভু মিলে অন্য হেতু নাই।
শ্রীপদে বিশ্বাস দেহ জগৎগোঁসাই॥
নাম গঙ্গাবিষ্ণু লাহা, তামলির জাত।
যেই বংশে গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাত॥
বড় মানে গঙ্গাবিষ্ণু প্রভু গদাধরে।
শ্রীপদে বিশ্বাস তাঁর অটল অন্তরে॥
আশ্চর্য্য বিশ্বাস-কথা শুন অতঃপর।
একবার হৈল তাঁর তনয়ের জ্বর॥
বিকারসংশয়াপন্ন পরাণে হতাশ।
গোষ্ঠীবর্গ পিতা-মাতা পায় মহাত্রাস॥

ইন্দ্র কিম্বা ব্রহ্মপ্রশ্নে প্রভুত্ব স্থাপন।
নিরন্তর যুক্তকর দেবদেবীগণ।
কিম্বা গায় মহাবল না হয় প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দে'খে পায় ত্রাস॥
পদস্থ কিঙ্কর যম আজ্ঞাবহ থাকে।
প্রবল প্রলয় তুলে পলকে পলকে॥
কিংবা শ্রুতিকণ্ঠ হেন কণ্ঠ অগ্রে যার।
মহাগুরু চারি বেদ বিদ্যার ভাণ্ডার॥
শেতাম্বুজ-বিহারিণী তাঁর পুত্রপ্রায়।
হীনপ্রভ দিগ্বিজয়ী বিদ্যার ছটায়॥
বিভূতি-প্রসূত যত ঐশ্বর্য্য উদ্ভব।
প্রভু অবতারে এবে সুলভ সে সব॥
বরষার বারিসম যেথা সেথা স্থিতি।
একমাত্র সুদুর্লভ প্রভুসেবা মতি॥
প্রভুসেবা সার কর্ম্ম, কর্ম্মে পড়ে ফাঁস।
চরম বাসনা প্রভুসেবা-অভিলাষ॥
সেবাস্বাদ একবার হ'লে আস্বাদন।
নিশ্চয় সে বুঝে সেবা কর্ম্মের চরম॥
সেবা বিনা অন্য কর্ম্ম নাহি ভাল লাগে।
আন্ কর্ম্ম হয় লোপ সেবা-অনুরাগে॥
প্রভুসেবা কিবা কর্ম্ম বলিবার নয়।
এক কর্ম্মে করে যত অন্য কর্ম্ম ক্ষয়॥
আয়োজিলে অন্য কর্ম্ম তাহে আন্ ফল।
কাঠের ঘর্ষণে যেন জন্মে দাবানল॥
বিষ-উদ্গীরণ যেন বাসুকীঘর্ষণে।
নালা কেটে বন্যাজল ঘরে টেনে আনে॥
এক কর্ম্মে করে কোটি কর্ম্মের সূচনা।
আসে যায় করে নাই করমের সীমা॥
কিন্তু প্রভুসেবাকর্ম্মে বুঝ ফলে কিবা।
চরণসেবনফল শ্রীচরণসেবা॥
স্বার্থে কিম্বা স্বার্থশূন্যে সেবা-আচরণ।
যেই জন করে তাঁর সার্থক জীবন॥
ধন্য ধন্য মহাধন্য হনু রাজারাম।
কুমুড়ার অন্বেষণে ভ্রমে গোটা গ্রাম॥
পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে শেষকালে।
দেখিল ফলের গাছে জনেকের চালে॥
নীচবংশোদ্ভবা সেই আবাস-স্বামিনী।
কিবা জাতি কিবা নাম কিছু নাহি জানি॥
গাছে আছে এক ফল যেন প্রয়োজন।
পুষ্টশস্য নহে কচি সবুজ বরণ॥
অতি তুষ্টমন হনু ফল দেখি গাছে।
মিষ্টভাবে কুমুড়াটি স্বামিনীরে যাচে॥
পণ কিবা বিনা পণে যেন রুচি তার।
কচি হেতু দিতে নাহি করিল স্বীকার॥
যত জেদ করে হনু মাগী তত বাঁকা।
বলে বড় হ'লে পরে দিব এক ফাঁকা॥
উপায়বিহীন হনু যায় স্থানান্তরে।
যদি অন্য স্থানে মিলে অপরের ঘরে॥
সম্মুখে সামান্য মাঠ পার হ'য়ে যেতে।
শুন কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে গেল পথে॥
ধীরে ধীরে চলে হনু চিন্তায় মগন।
মধ্যমাঠে অকস্মাৎ আশ্চর্য্য কথন॥
মুখপোড়া হনু এক গায়ে মহাবল।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে হাতে কচি ফল॥
বিকল পরাণ যেন হতশ্বাস-প্রায়।
সম্মুখে কুমুড়া রাখি অন্যত্রে পালায়॥
হৃদয় বিস্ময়ে ফল তুলে লয় হাতে।
অদৃশ্য হইল হনু দেখিতে দেখিতে॥
কথায় কথায় পরে খবর পাইল।
এটি সেই ফল, যাহা মাগী নাহি দিল॥
জয় জয় প্রভুদেব অযোধ্যা-ঈশ্বর।
জয় জয় কপিবেশী ভকত-প্রবর॥
জয় দুই সহোদর হনু রাজারাম।
অধম কাতরে যাচে দেহ চক্ষু দান।
যত অবতারে লীলা করিলা গোঁসাই।
সবার আভাস এই অবতারে পাই॥
দিনকরে ধরে যেন যাবৎ বরণ।
প্রভু-অবতারে দেখি প্রকৃত তেমন॥

ভক্তগণ নানাদিকে নানান আকারে।
আঁখিতে দেখিতে লীলা বুদ্ধি বল ছাড়ে॥
চেনা দায় কে কোথায় প্রভুর সেবনে।
ছদ্মবেশী দিবানিশি ভ্রমে স্থানে স্থানে॥
দেহ সৎবুদ্ধি মুক্ত আঁখি ভগবান।
ভক্ত-অপরাধে যাহে পাইব এড়ান॥
পুলক অন্তরে হেথা দুই সহোদর।
লইয়া কুমড়া কচি উতরিল ঘর॥
যাদু করে যেবা তার সঙ্গে যেবা থাকে।
অদ্ভুত যেই যাদু অপরের চোখে॥
দেখিবারে সে কখন নাহি হয় রাজি।
মনে ভাবে কি দেখিব এ ঘরের বাজি॥
তেমতি প্রকৃত সহোদর দুই জনে।
প্রভুর মহিমা দেখি বিস্ময় না মানে॥

অপরের মুখে কথা বহুদূর ছুটে।
প্রতাপ হাজরা এক এ সময় জুটে॥
সন্নিকটে মড়াগেড়ে নামে ক্ষুদ্র গ্রাম।
হাজরার ঘর তথা সদ্গোপ-সন্তান॥
নাটকের মধ্যে যেন বিদূষক প্রায়।
তেমনি প্রতাপচন্দ্র প্রভুর লীলায়॥
বিশুদ্ধ হৃদয় নাহি বিশ্বাসের গন্ধ।
দিনমানে পদে পদে আঁধারের সন্ধ॥
জেতে চাষা ক্ষেতে খাটে খাবার বাসনা।
না চায় যদ্যপি তায় দেয় কোন জনা॥
পরমদয়াল বন্ধু অনায়াসে ঘরে।
ষোলআনা ফসল যতন সহকারে॥
তার সঙ্গে প্রভুর ঝগড় অতিশয়।
সময়ে গাইব সবিশেষ পরিচয়॥
প্রভুদেব খেলা কৈলা সহিতে যাহার।
যে হউন সে হউন প্রণম্য আমার॥
হাজরা যুবক-বয়ঃ প্রভুদরশনে।
ছুটিয়া ছুটিয়া আসে হৃদুর ভবনে॥
বাল্যাবধি হরিপদে ছিল তাঁর মন।
ডাকে তাঁয় নাহি পায় তাঁর অন্বেষণ॥
সেই হেতু এক দিন প্রভুরে জিজ্ঞাসে।
হরির যে আছে কান জানা যায় কিসে?
এত ডাকাডাকি করি নাহি পাই সাড়া।
ভাবিয়া না পারি কিছু করিতে কিনারা॥
মৃদু হাসি প্রভুদেব করিলা উত্তর।
কেন নাহি পাও সাড়া শুনহ খবর॥
ইক্ষু ক্ষেতে পুকুরের জল দিতে হ'লে।
সিমনি লইয়া ছিঁচে কৃষাণেরা মিলে॥
নালায় নালায় জল চলে নিরন্তর।
যে নালা পুকুর হ'তে ক্ষেত বরাবর॥
নালার মধ্যেতে যদি ঘোগ কোথা থাকে।
ছেঁচা জল যত সব যায় সেই দিকে॥
মূল ক্ষেতে নাহি ভিজে এক দানা বালি।
আগোটা পুকুর যদি ছিঁচে করে খালি॥
মধ্যপথে তেন যার ছিদ্র বিদ্যমান।
ডাকা আর নাই-ডাকা উভয় সমান॥
পথে মারা যায় ডাক পঁহুছিতে নারে।
যাঁহার উদ্দেশে ডাক তাঁহার গোচরে॥
একি প্রভু দয়াময় উত্তর-বচন।
সম্মুখীন উভয়েতে কথোপকথন॥
করিলেন উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণে।
তবে না পঁহুছে ডাক কহ কি কারণে॥
শুনিয়া না শুন থাক বধিরের পারা।
ধরাধরি এত তবু নাহি দাও ধরা॥
এবা কিবা বিড়ম্বনা অদৃষ্টের ফের।
যত কাছে তত দূর নাহি পাই টের॥
মহাসোজা মহাবাঁকা বিশ্বাসবিহীনে।
বিশ্বাস ভকতি দেহ অভয় চরণে॥

শিকলে শিকলে যেন পরস্পর টানে।
সেইমত আসে কত প্রভুদরশনে॥
ক্রমে ক্রমে লোকের মেলানি হৃদু দেখে।
প্রভুরে নির্জ্জন ঘরে বন্ধ করি রাখে॥
দরশন বিনা ক্ষুণ্ণমন লোকজন।
বসনে পাবক বাঁধা থাকে কতক্ষণ॥

ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভকতপরাণ।
শম্ভুকে দেখিয়া তাঁর টুটিল ব্যারাম॥
তখনি উঠিয়া প্রভু মল্লিকের সনে।
ধীরে ধীরে আগমন করিলা উদ্যানে॥
সুমিষ্ট বেদানা ছিল মল্লিকের ঘরে।
আপুনি ছাড়িয়ে দেন শ্রীপ্রভুর করে॥
খাইলেন প্রভুদেব যত ইচ্ছা তাঁর।
অবশিষ্ট আলাহিদা রহে একধার॥
ঈশ্বর-প্রসঙ্গ পরে হয় দুই জনে।
প্রভু কন দিয়া মন ভক্তবর শুনে॥
পরে প্রভু বলিলেন নাই সুস্থকায়।
আজিকার পরিচ্ছেদ এইখানে সায়॥
ইতি উতি চায় শম্ভু দেখিল বেদানা।
সঙ্গে কিছু লইবারে করিল প্রার্থনা॥
আপনার জন্য আনা বেদানাসকল।
কারে দিব কি হইবে হেন মিঠা ফল॥
ভকতবৎসল বুঝি অন্তর তাহার।
লইলেন দুটী দুই হাতে আপনার॥
বাহিরেতে আসিলেন ফটকাভিমুখে।
পশ্চাৎ থাকিয়া শম্ভু দাঁড়াইয়া দেখে॥
যে উদ্যানে শ্রীপ্রভুর সকলই জানা।
উচ্চ নীচ স্থান কোথা ভালরূপে চেনা॥
আনাগোনা ন্যূনপক্ষে দিনে দুইবার॥
তথায় ঘটিল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
সদর দুয়ার আর চক্ষে নাহি পড়ে।
এখানে সেখানে প্রভু ঘুরে চারি ধারে॥
মল্লিক বুঝিতে নারে ইহার কারণ।
ঘটনা যাবৎ কিন্তু করে নিরীক্ষণ॥
মনে মনে নানা চিন্তা হয় সমুদিত।
অবশেষে শ্রীপ্রভুর কাছে উপনীত॥
দেখিলেন দিশাহারা পথিকের প্রায়।
কিংবা যেন হয় লোকে সিদ্ধির নেশায়॥
সশঙ্কিত-চিত্ত শম্ভু ধরি পরমেশে।
ধীরে ধীরে ফিরাইল উদ্যান-আবাসে॥

মল্লিক লইলে পরে হাতের বেদানা।
তখন সহজাবস্থা আসিল ঠিকানা॥
ত্রস্ত-ব্যস্ত শম্ভু করে প্রভুকে জিজ্ঞাসা।
আচম্বিতে কি কারণ হৈল হেন দশা॥
উত্তর করিলা তাঁয় প্রভু পরমেশ।
গাঁঠরি না বাঁধে পাখী আর দরবেশ॥
ত্যাগী দরবেশ জনে যদি ছাঁদা বাঁধে।
নিশ্চয় পড়িতে হয় তাহে হেন ফাঁদে॥
তিয়াগীর পক্ষে নহে কোনই সম্বল।
ভ্রান্তে কি অভ্রান্তে দুয়ে সমরূপ ফল॥
সম্বল থাকিলে পরে হয় লক্ষ্যহারা।
বদ্ধদৃষ্টি ঘানিঘরে বলদের পারা॥
শুন মন শ্রীপ্রভুর ত্যাগের বারতা।
এ নহে বিষয় কিংবা বিষয়ীর কথা॥
বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি তায় কিবা বল।
মমতা-আসক্তি মাত্র যাহার সম্বল॥
বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি শুন কারে বুঝি।
কামিনী-কাঞ্চন যার এই দুটি পুঁজি॥
নরে যেন জারে চিন্তা আতপ বসনে।
কি থাকে অপক বাঁশে যদি ধরে ঘুণে॥
সম্বলে তেমতি জারে তিয়াগীর মন।
গাঁঠরি বন্ধন নয় মনের বন্ধন॥
উপায় কেবল মন মনোমত হোলে।
হরির চরণ-রত্ন যার বলে মিলে॥
মনের প্রকৃতি মন কি কব তোমায়।
মনে মুক্ত মনে বদ্ধ মনের মায়ায়॥
আঁখির উপরে কত না হয় দর্শন।
একবার যদি কিছু নাহি বলে মন॥
আছে যদি বলে তবে রক্ষা নাই আর।
তখনি বিমানে রচে বিচিত্র সংসার॥
সংকল্প-বিকল্প লক্ষ পলকে পলকে।
ঘুরায় আগোটা বিশ্ব ঘুরুনিয়া পাকে॥
দৃষ্টির গোচর নহে যেমন পবন।
কে জানে কোথায় থাকে কোথায় ভবন॥

কিন্তু যবে সঞ্চালন হয় নিজ বলে।
উপাড়িয়া গিরি-শির ফেলে ভূমিতলে॥
মনেতে বহিলে মন বাসনা-পবন।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিগণে করে আন্দোলন॥
মন যত ল'য়ে যায় যেথা ইচ্ছা তার।
সুপথ কুপথ কিবা না করি বিচার॥
সম্বল-আসক্ত মনে সুপথ না জানে।
সতত কুপথে গতি অবিদ্যার মনে॥
আন পথে আগমনে আন কর্ম্মফল।
শেষে তুলে কর্ম্মফলে মহা দাবানল॥
বীজের বালির মত ক্ষুদ্র-আয়তন।
প্রান্তরে পড়িলে পরে হয় তার বন॥
সেই মত তিয়াগীর খালি মন-ক্ষেতে।
অণুমাত্র আশ-বীজ যদি যায় পুঁতে॥
কর্ম্মফলে ক্রমে ক্ষেতে বন হ'য়ে যায়।
প্রভুর আসন-হেতু স্থান নাহি পায়॥
হারায়ে অমূল্য নিধি তুল্য যার নাই।
সম্বলেতে নিঃসম্বল গেঁঠে বাঁধা ছাই॥
তিলমাত্র তিয়াগীর গেঁঠে বাঁধা মানা।
মনে যেন কোন মতে না উঠে বাসনা॥
সত্য বটে বাসনা-বর্জ্জিত নাহি মন।
কর্ম্ম করে দেহ-পুরে রহে যতক্ষণ॥
কি কর্ম্ম কর্ত্তব্য শুন কর্ম্মের বিধান।
জীবের শিক্ষায় যা বলিলা ভগবান॥
তিয়াগী ঈশ্বরচিন্তা করিবে সর্ব্বদা।
তবে দেহ আছে তায় আছে তৃষ্ণা-ক্ষুধা॥
কলিকালে অন্নগত জীবের পরাণ।
অবশ্য করিতে হবে অন্নের সন্ধান॥
যে দ্বারে ভরিবে পেট সেই ঠাঁই রবে।
সম্বলের হেতু নাহি দ্বারান্তরে যাবে॥
করিবে আপন কর্ম্ম সাধন-ভজন।
দিবারাতি যেন তাঁয় মগ্ন থাকে মন॥
কম্পাসের কাঁটা সম সতত উত্তরে।
বিনাশে উল্লাস তবু তিল নাহি সরে॥
মনের সহস্র ধারা রোধিবে যতনে।
কিংবা না দোলায় তায় বাসনা-পবনে॥
বিষয়ে আসক্তি-হীন যে জন তিয়াগী।
সম্বলে সে জন হয় কর্ম্মফল-ভোগী॥
প্রভুর সম্বলে দেখ কিরূপ চেহারা।
সম্বলে করিল তাঁয় দৃষ্টিশক্তি-হারা॥
পরিত্যক্ত হ'লে পরে হাতের বেদানা।
তবে না আসিল দেহে বাহ্যিক ঠিকানা॥
কায়মনোবাক্যে খেলে ত্যাগের মূরতি।
শুন মন শ্রীপ্রভুর লীলার ভারতী॥
যে না বুঝে নিজ মন সে বুঝিবে কিসে।
কি খেলিলা প্রভুদেব অবতারবেশে॥
বুঝিতে না পেলে ত্যাগ তাঁহার কৃপায়।
ত্যাগের বরণ ধর্ম্ম বুঝা নাহি যায়॥
লীলা-দরশনে যদি সাধ হয় মন।
সর্ব্বাগ্রে শ্রীপদে কর সর্ব্বস্ব অর্পণ॥
যে জন তিয়াগী তিনি সর্ব্বস্বাধিকারী।
সম্বলেতে নিঃসম্বল পথের ভিখারী॥
ঘটস্থিত বল-বুদ্ধি যতেক শম্ভুর।
সহযোগে চালনায় চলে যতদূর॥
সকল প্রয়োগ করি যায় বুঝিবারে।
কি কহিলা প্রভুদেব কি মর্ম্ম ভিতরে।
গাঁঠরি বন্ধনে হয় দৃষ্টিহীন আঁখি।
এ কিরূপ অপরূপ না শুনি না দেখি॥
সেদিন না কহি কিছু অধিক তাঁহায়।
আশ্চর্য্য হইয়া দিল প্রভুকে বিদায়॥
নিঃসম্বলে লঘুদেহ গোলযোগ নাই।
পথে পথে পুরীমধ্যে ফিরিলা গোঁসাই।
শুন মন কি হইল পশ্চাৎ বারতা।
মহা লীলা শ্রীদেবের সুমধুর কথা॥
অন্য একদিন প্রভু পেটের পীড়ায়।
বড়ই কাতর শুয়ে আছেন শয্যায়॥
শুনে শম্ভু উদ্যান-ভবনে ল'য়ে গেল।
সরিষা-প্রমাণ মাত্র অহিফেন দিল॥

কুগ্রহের ফেরে হেথা ঘটে বিপরীত।
শয্যাশায়ী মাতা পীড়া এতই বর্দ্ধিত॥
উৎকট অবস্থাপন্ন প্রাণের সন্দেহ।
শরীর কঙ্কালসার অবসন্ন দেহ॥
এখন জীবিত নাই জনক তাঁহার।
আত্মীয় এমন নাই যত্ন লইবার॥
জননী অবস্থাহীনা রোজা আনিবারে।
ছোট ছোট ভাইগুলি যথাসাধ্য করে॥
দেশের হাতুড়ে রোজা না পায় নাগাল।
শেষেতে বাড়িয়া উঠে দারুণ জঞ্জাল॥
সর্ব্বেব প্রকারে হ'য়ে নিরুপাণ হেথা।
সিংহবাহিনীর মাডে হত্যা দিলা মাতা॥
সত্বরেই গ্রাম্যদেবী প্রসন্না হইয়ে।
ব্যাধিনিবারণৌষধি দিলা নির্দ্দেশিয়ে॥
আরোগ্য হইল মাতা ঔষধসেবনে।
সবলাঙ্গ পুষ্ট দেহ হয় দিনে দিনে॥
এখানের গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীকে।
জানিত না আদতেই নিকটস্থ লোকে॥
যে অবধি শ্রীশ্রীমার বিয়াধি আরাম।
গ্রাম-গ্রামান্তরেতে জাহির হৈল নাম॥
এবে দূরান্তর থেকে আসে লোকজন।
পূজা কিম্বা মানসিক শোধের কারণ॥
পূজা মানসিকে লোকে পায় মহা ঋদ্ধি।
সর্পবিষ-বিনাশনে দেবিকা-প্রসিদ্ধি॥
মাড়ের মৃত্তিকা কিম্বা তাঁর স্নানজল।
সেবনে সাপের বিষে নিশ্চয় মঙ্গল॥
দংশিত প্রাণীর দেহে জীবন থাকিতে।
মাটি কিম্বা স্নানজল যদি পারে দিতে॥
নিশ্চয় আরোগ্য-লাভ অপূর্ব্ব ব্যাপার।
ঝাড় ফুঁক জড়ি রোজা নহে দরকার॥
কি আশ্চর্য্য এইখানে এত বিক্রম।
মনে হয় স্থান যেন বাসুকী নগর॥
লোকের কল্যাণহেতু তাই শ্রীশ্রীমাতা।
ঘুমন্ত দেবীকে এবে করিলা জাগ্রতা॥

প্রভু জাগাইলা কালী দক্ষিণ সহরে।
এখানে জাগায় মাতা গ্রাম্যদেবিকারে॥
যেমন ঠাকুরদেব তেন ঠাকুরাণী।
এক বস্তু ভিন্ন তনু বিচিত্র কাহিনী॥
গদাই পরাণ যার বসতি স্বদেশে।
শ্রীপ্রভুর দরশনে ছুটে ছুটে আসে॥
গদা'য়ের আগেকার ভোজ্য প্রীতিকর।
গোপনে বাঁধিয়া আনে বস্ত্রের ভিতর॥
সরু চিঁড়া চালভাজা ফুল ফুলা মুড়ি।
ডেলা ডেলা ভিঁডাগুড় কুমড়ার বড়ি॥
ঘরের গাভীর দুধে ডেলা চাঁছি পাতে।
খানাকুলে খইমোয়া সুমিষ্ট খাইতে॥
দেশের লোকের মুখে ভাগিনা হৃদয়।
সাংসারিক সমাচার পান পরিচয়॥
কথায় কথায় তিনি শুনিলেন পরে।
এক বড় মকদ্দমা বাধিয়াছে ঘরে॥
তাহার উপরে পুনঃ পাইল লিখন।
লেখা তায় বিবাদের যত বিবরণ॥
তে কারণে প্রভুদেবে কহে বারে বারে।
অনুমতি দিতে তায় যাইবারে ঘরে॥
কোন মতে শ্রীপ্রভুর মত নাহি হয়।
দিন দিন তত জেদ করেন হৃদয়॥
বিষণ্ণবদন হৃদু কহে আর বার।
কি কারণ অন্য মত কহ সমাচার॥
বুঝাইয়া প্রভুদেব বলিলেন তাঁরে।
জানিতে পারিবে হেতু কিছুদিন পরে॥
নিষেধ না শুনি হৃদু ছুটির কারণ।
পুরীর অধ্যক্ষে গিয়া কৈল নিবেদন॥
মনোমত পেয়ে ছুটি গোপনে গোপনে।
ঘরে ল'য়ে যেতে হাটে নানা দ্রব্য কিনে॥
বাঁধিয়া প্রকাণ্ড বস্তা রাখে একধারে।
শ্রীপ্রভুর এক সঙ্গে শুয়ে যেই ঘরে॥
মধুর প্রভুর লীলা তমোবিনাশন।
শুন কি হইল পরে আশ্চর্য্য ঘটন॥

তথাপিহ ভেদ তাঁরে করে লোকজন।
শুনহ কেমন প্রভু করিলা তর্পণ॥
অমানীর মানদাতা প্রভু ভগবান।
চলিলেন সবাকার রক্ষা করি মান॥
পাছু অগণন লোক দেখিবারে চলে।
নাবিলেন ধীরে ধীরে গঙ্গার সলিলে॥
জল লইবার কালে অঞ্জলি করিয়া।
দেখয়ে দর্শকবর্গ অবাক হইয়া॥
ততক্ষণ বদ্ধাঞ্জলি যতক্ষণ জলে।
ছড়ায়ে আঙ্গুল যায় উপরে আনিলে॥
অঙ্গুলী কাঠির মত ক্রমশঃ বিস্তার।
এক বিন্দু জল নাহি থাকে মধ্যে তার॥
শুনিলে প্রভুর কথা লোকে লাগে ধাঁধা
কায়মনোবাক্য যাঁর একতানে বাঁধা॥
মানুষের মনে মন দুই মন উঠে।
এক মন তুলে কথা অন্য মন কাটে॥
এক মনে দুই মন হয় কি প্রকার।
উপমায় বীণাযন্ত্রে তারের ঝঙ্কার॥
শক্তির সঞ্চার তারে থাকে যতক্ষণ।
এক তার বোধে বহু তারের মতন॥
মনের এহেন রূপ যে সময় হয়।
সন্দেহ তাহার নাম কোন স্থলে কয়॥
হিতাহিত-শক্তি বলে অবস্থাবিশেষে।
কখন কখন তায় বুদ্ধি নামে ভাষে॥
এক মন নানারূপে ধরে নানা নাম।
স্থলে বলে সমষ্টিরে অনিশ্চিত জ্ঞান॥
পিশাচস্বভাব মন নানা মায়া ধ'রে।
নাচায় বৃহৎ কায়া বিবিধ প্রকারে॥
শ্রীপ্রভুর মনে নাই এ মনের রীতি।
কায়মনোবাক্য তিন একসঙ্গে স্থিতি॥
স্বভাবতঃ স্থিরবুদ্ধি সুনিশ্চিত জ্ঞান।
কায়া করে তাই, যাহা বাক্যের বিধান॥
সরলে সরল যায় সহজেই বুঝা।
অসরল তর্ক যার তার পক্ষে বোঝা॥
ছাড়ি কূট তর্কবুদ্ধি সুসরলে মন।
শুন রামকৃষ্ণকথা মঙ্গল-কথন॥
প্রভু রামকৃষ্ণ-লীলা কে দেখাবে এঁকে।
হাতে দিলে টাকা যেন হাত যায় বেঁকে॥
সেই ধারা শ্রীপ্রভুর তর্পণের কালে।
অবশেষে সমাধিস্থ গঙ্গার সলিলে॥
হৃদয় আনিল কূলে ধরিয়া তাঁহায়।
প্রহরেক গেলে পরে ভাব ভেঙ্গে যায়॥
শ্রীপ্রভুর পদে রাখি ষোল আনা মতি।
ধীরে ধীরে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
প্রেম ভক্তি জ্ঞান মুক্তি ইহার ভিতর।
রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি রতন-আকর॥

মাইকেল মধুসূদনের প্রভু-দরশনে গমন

শুনিলে পবিত্রচিত, রামকৃষ্ণলীলা গীত,
সুললিত সুধার সমান।
সহজে সরস হয়, যে ছিল বিশুষ্কময়,
রসে ভরে আচোট পাষাণ ॥
মহিমামাহাত্ম্যভরা, দৃষ্টিহীন দিশাহারা,
পথছাড়া কুকর্ম্মকারণে।
অকূল ভবাব্ধিজলে, নিরন্তর ঘুরে বুলে,
অবহেলে পথ পায় শুনে ॥
প্রভুর প্রচার-গতি, ধীরমন্দ মন্দ অতি,
বসন্ত অনিল সম খেলে।
উজ্জ্বলত্বে দৃষ্টিহর, শরতের দিনকর,
যত কর মেঘের আড়ালে ॥
মাঝে মাঝে মেঘ-ছায়া, আবরে দিনেশকায়া,
কিন্তু কান্তি ক্ষরে মধ্যে তার।
কখন বা ফুটে ভাতি, আঁধার বিনাশবাতি,
সেইরূপ প্রভুর প্রচার ॥
নানা ভাব এ লীলার, প্রকাণ্ড বিস্তারাকার,
বালিময় মরুর মাঝারে।
তৃষিত পথিকদল, বালি খুঁড়ে তুলে ফল,
রাশি জল তাহার ভিতরে ॥
বালির ভিতরে ঢাকা, দূরে থেকে নহে দেখা,
অল্প রেখা ফলের লক্ষণ।
অত্যন্ত নিকটে গেলে, তবে না দৃষ্টিতে মিলে,
কচি পাতা ক্ষুদ্র আয়তন ॥
লীলা তেমতি প্রভুর, দূরে থেকে বহু দূর,
বাহ্যদৃশ্যে মরুর চেহারা।
স্থান যেন আঠাকাঠা, নাহি মিলে এক ফোঁটা,
দেখে শুনে লাগে দিশাহারা ॥
কিন্তু শ্রীচরণতলে, দেখ যদি আঁখি মিলে,
বিশ্বখণ্ড সম আয়তন।
দেখিবে অগণ্য ফল, মধ্যে সুধাবারি জল,
দরশনে জুড়ায় জীবন ॥

প্রচারকৌশলকল, বনে যেন দাবানল,
মূল কোথা সর্ব্বাগ্রে দেখ না।
বায়ুভরে কাঠে কাঠে, ঘষাঘষি হ'য়ে উঠে,
একমাত্র আগুনের কণা ॥
শ্রীমধুসূদন নাম, হিন্দু, এবে খৃষ্টিয়ান,
মাইকেল উপাধি তাঁহার।
সরল আধারখানি, বঙ্গকবিচূড়ামণি,
বিদ্যাবল গায়ে অলঙ্কার ॥
প্রথমে যৌবনকালে, উষ্ণ শোণিতের বলে,
ধর্ম্ম ঠেলে ধর্ম্মান্তরে যায়।
বাহ্যিক চটকে ভুলে, মিলিল খৃষ্টিয়ানদলে,
রূপমুগ্ধ পতঙ্গের প্রায় ॥
এবে পূর্ণ কলিকাল, ধর্ম্মরাজ্যে গোলমাল,
আলুথালু আচার নিয়ম।
আর্য্য-শিক্ষানীতি কোথা, বিপর্য্যয় পূর্ব্বপ্রথা,
বিজাতীয় ধরম করম ॥
হানে যত খৃষ্টিয়ান চোখা প্রলোভন-বাণ,
হিন্দুয়ানি জর-জরকায়।
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরি, বড় বড় মিশনারি,
হাটে বাটে যিশুগুণ গায় ॥
কহে যার স্বর্গে বাস, করিবার অভিলাষ,
বিশ্বাস কেবল কর তাঁরে।
বারে বারে করি মানা, পুতুলের আরাধনা,
মিথ্যা কেন করি পড় ফেরে ॥
হেথা যত ব্রাহ্মগণ, মহাদম্ভে আস্ফালন,
সমর্থন নিজ ধর্ম্মে করে।
বাখানে পামর অন্ধে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে,
পরিণত করয়ে সাকারে ॥
যদি কার থাকে মন, যেতে শান্তি-নিকেতন
পরিহর ভেদাদি বিচার।
যত পুরুষ রমণী, সম্পর্কে ভাই ভগিনী,
এক ব্রহ্ম তাঁর পরিবার ॥

পারায়ণ-পাঠ

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

প্রচার-প্রকাশ-কথা মধুর কথন।
গাইলে শুনিলে করে তম-বিনাশন॥
একমনে শুন মন দুই কান পাতি।
শ্রীযদু মল্লিক নাম সহরে বসতি॥
বড় ভক্তিমতী ঘরে মাসীমাতা তাঁর।
অনেক পূর্ব্বেতে কহিয়াছি সমাচার॥
ভগবৎপদে মতি রতি বিলক্ষণ।
উদ্যান-ভবনে বসাইল পারায়ণ॥
শুন মন পারায়ণ-পাঠ বলে কারে।
গোটা ভাগবত সায় সপ্তাহ ভিতরে॥
শেষ দিনে বহু কার্য্য, পাঠ-সমাপন।
ঠাকুরের ভোগরাগ পরে সংকীর্ত্তন॥
অত্যল্প সময় ইহা মোটে সাত দিন।
সর্ব্ব-অঙ্গে সাঙ্গ করা বড়ই কঠিন॥
সপ্তম দিবসে শুন কি হয় ঘটন।
একত্রিত নিমন্ত্রিত কত লোক জন॥
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভক্ত তত্ত্বান্বেষী জনা।
বিষয়ী বৈভবশালী কে করে গণনা॥
হেন কালে শ্রীপ্রভুর হৈল আগমন।
পাছু পাছু সঙ্গে আছে শাস্ত্রী নারায়ণ॥
শাস্ত্রীর নাহিক আর কোন মন টোলে।
পাইলে প্রভুর সঙ্গ সব যায় ভুলে॥
পাঠক যেখানে পাঠ করে পারায়ণ।
তাঁর সন্নিকটে শাস্ত্রী লইল আসন॥
গোস্বামী ব্রাহ্মণ এক তাঁহার সমীপ।
বেনিয়াটোলায় ঘর নাম নবদ্বীপ॥
বড়ই খিয়াতি তাঁর বৈষ্ণবসমাজে।
সোনার গৌউর ঘরে ভক্তিভরে পূজে।
স্বতন্ত্র আসন শ্রীপ্রভুর কিছু দূরে।
পরিচিত শত শত ব'সে চারি ধারে॥
অতি বুদ্ধি সুপণ্ডিত পাঠক ব্রাহ্মণ।
সমাপন হেতু করে দ্রুত অধ্যয়ন॥
যুদ্ধপ্রিয় সম ধারা পণ্ডিত ব্রাহ্মণে।
পরস্পর দেখা শুনা হইলে দুজনে॥
একবার রণ বিনা নাহিক বিরাম।
টিকি নাড়া পৈতা ছেঁড়া তুমুল সংগ্রাম
যেইখানে পাঠ করে পাঠক ব্রাহ্মণ।
ল'য়ে তার কোন অংশ শাস্ত্রী নারায়ণ॥
জিজ্ঞাসিল পাঠকেরে ব্যাখ্যা করিবারে
কিবা সূক্ষ্ম শাস্ত্র-মর্ম্ম তাহার ভিতরে॥
পাঠক পণ্ডিতবর যথা অর্থ জানা।
বিশেষিয়া করিলেন ভাবের বর্ণনা॥
শাস্ত্রী কহে ইহা নয়, ফাঁকি ধ'রে কাটে
পাঠক বলেন, এই ঠিক ব্যাখ্যা বটে॥
এই হয়, এই নয়, কহে পরস্পর।
এইরূপে দুই জনে তুমুল সমর॥
গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ পর্ব্বত উপরে।
হার মানে দোঁহাকার মহারণ হেরে॥
বাদ-প্রতিবাদে দোঁহে কেহ নহে কম।
নবদ্বীপ দেখিলেন ব্যাপার বিষম।
বহু কর্ম্ম আছে বাকি শেষ দিন এবে।
তর্কযুদ্ধে যায় কাল কেমনে কি হবে॥

এই মত ভাবিছেন মন উচাটন।
অন্তরেতে জানিলেন প্রভু নারায়ণ॥
মহাকার্য্য হয় ক্ষতি এতেক দেখিয়া।
শাস্ত্রীরে থামিতে কন হাত নাড়া দিয়া॥
অতিশয় মেতে গেছে শাস্ত্রী নারায়ণ।
তবু নহে ক্ষান্ত যদি প্রভুর বারণ॥
না মানে নিষেধ শাস্ত্রী তেড়ে তর্ক করে।
সেই হেতু নবদ্বীপ কহিল তাঁহারে॥
শুন শুন ওহে শাস্ত্রী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
শুন কি পরমহংস মহাশয় কন॥
শাস্ত্রী কহে দেখিয়াছি তাঁহার নিষেধ।
কিন্তু এ শাস্ত্রীক তর্ক না মানিব জেদ॥
বিশেষ মীমাংসা নাহি হয় যতক্ষণ।
কোন মতে না শুনিব কোন নিবারণ॥
হায় শাস্ত্র-অধ্যয়নে কোটি নমস্কার।
যাহাতে বসায় ঘটে অবিদ্যা-বাজার॥
হীন হেয় ছার যশোমানের বাসনা।
অহঙ্কার দাম্ভিকতা পাণ্ডিত্যগরিমা॥
মহান্ অনর্থকর প্রতি পদে পদে।
নিবিড় তমসজাল জ্ঞানসূর্য্য রোধে॥
যেই প্রভুদেবে শাস্ত্রী সর্ব্বেশ্বর জানে।
না মানে তাঁহার আজ্ঞা বিদ্যা-অভিমানে॥
মদে পূর্ণ মত্ততর শাস্ত্রীরে দেখিয়া।
অমনি উঠিলা প্রভু আসন ত্যজিয়া॥
সন্নিকটে গিয়া তাঁর ধরিয়া বদন।
বলিলেন শুন শুন শাস্ত্রী নারায়ণ॥
ভীমার্জ্জুনে দুই জনে যখন সমর।
পাণ্ডবের তখন সারথি চক্রধর॥
চক্রে যার গোটা সৃষ্টি চক্রবৎ ঘুরে।
কিছু নাহি বলিলেন ভীষ্ম বীরবরে॥
মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব কৃষ্ণ ভাল জানে।
যত তাঁর উপদেশ কেবল অর্জ্জুনে॥
জলে যেন নির্ব্বাপিত হয় হুতাশন।
স্তব্ধীভূত সেইমত শাস্ত্রী নারায়ণ॥
বিদ্যা-অভিমান-বহ্নি এতেক প্রবল।
একবার শ্রীপ্রভুর পরশে শীতল॥
মুকতি পাইয়া এবে পাঠক ব্রাহ্মণ।
দ্রুতগতি কৈলা সাঙ্গ পাঠ-পারায়ণ॥
নগরকীর্ত্তনারম্ভ হৈল তার পরে।
সমবেত বৈষ্ণবেরা নৃত্য-গীত করে॥
খোল করতাল কিবা শিঙ্গার-নিনাদ।
শুনিলে প্রভুর উঠে আনন্দ অগাধ॥
তার সঙ্গে মহাশক্তি অঙ্গময় খেলে।
মহালম্ফে মিলিলেন কীর্ত্তনের দলে॥
পবন যেমন শক্তিধর উপমায়।
আপুনি নাচিয়া পরে সকলে নাচায়॥
সেইরূপ প্রভুদেব শক্তিসঞ্চালনে।
করিলেন মাতোয়ারা যত লোক জনে॥
তার সঙ্গে সবে নাচে হরি বোল ব'লে।
নাচেন গোস্বামী নবদ্বীপ বাহু তুলে॥
গায়কের দল নাচে মুখে উচ্চৈঃস্বর।
খোল বাজাইয়া নাচে খোল-বাদ্যকর॥
দর্শকেরা মাতোয়ারা নেচে নেচে উঠে।
প্রেমাবেশে কেহ কেহ ধরাতলে লুটে॥
গায় নাচে সকলেই ছিল যত জন।
দাঁড়ায়ে আছেন মাত্র পাঠক ব্রাহ্মণ॥
বিমোহিয়া স্তব্ধীভূত জড়ের আকারে।
দেখে শুনে কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারে॥
বরাবর প্রতিজ্ঞা আছিল তাঁর মনে।
প্রাণান্তে কখন নাহি নাচিবে কীর্ত্তনে॥
কিন্তু এবে নাচি নাচি যত করে মন।
ততই করেন তিনি বেগ সম্বরণ॥
কারণ না বুঝে এই বেগ বেগে কার।
বিষম প্রভুর বেগ প্রলয়ী জুয়ার॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ডাকার নাহিক গণন।
কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটি পঞ্চানন॥
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র বিশাল চেহারা।
কোটি দেব কোটি দেবী মহাশক্তি ভরা॥

তেজস্বী তপস্বী কোটি কোটি ঋষিগণ।
তপস্যা-প্রভায় গায় অতুল বিক্রম॥
বেগের সঙ্কেতে সবে হ'য়ে বাহ্যহারা।
অবিরত নাচে ঘুরে লাটিমের পারা॥
এ বা কেবা শক্তিমান পাঠক ব্রাহ্মণ।
প্রভুর এমন বেগ করে সম্বরণ॥
অদ্ভুত শকতি পঞ্চভূতে গড়া কায়।
ভাগ্য মানি পদরজ পাইলে মাথায়॥
জয় পাঠকের বেশে ব্রাহ্মণমূরতি।
কেবা তুমি কি চিনিব আমি মূঢ়মতি॥
কৃপায় মোচহ মম লোচন-আঁধার।
দেখাও প্রভুর লীলা প্রকাশ প্রচার॥
শুন মন কি ঘটন হৈল হেনকালে।
সমাধিস্থ প্রভুদেব ভাবের বিহ্বলে॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ আনন্দের ভরে।
ভাবের উচ্ছ্বাস-ছটা খেলে তদুপরে॥
শ্রীঅঙ্গ শিহরে কভু তাহায় কম্পন।
কখন পুলক চোখে ধারা-বরিষণ॥
কখন বা স্বেদজল অবিরল ঝরে।
কখন অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে॥
গোরাভক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী ব্রাহ্মণ।
বারে বারে বন্দি তাঁর দুখানি চরণ॥
কমলাসেবিত পদ প্রভুর ধরিয়া।
প্রেমাবেশে ঢালে অশ্রু ঝরে গণ্ড দিয়া॥
বিষম কঠিন লোহা সুকঠিন কায়।
সুতীক্ষ্ণ অসির ধার হাসিয়া উড়ায়॥
সিদ্ধ বাক্য মহামন্ত্র, যে মন্ত্রের বলে।
কঠোর কুলিশ যেবা সেও শুনে গলে॥
তাও ঠেলে লোহা পায়, না হয় কোমল।
কঠিনতা গুণ তায় এতই প্রবল॥
কিন্তু যেন হেন লোহা কত শক্ত প্রাণ।
আগুনের তেজে হয় ফেনের সমান॥
শক্ত তেন জ্ঞানপন্থী পাঠক ব্রাহ্মণ।
শ্রীপ্রভুর তেজ-বলে অকথ্য কথন॥

দ্রবিয়া অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে।
জ্ঞানের কাঠিন্যভাব গেছে একেবারে
ভয়লজ্জাহীন এবে নবদ্বীপে কয়।
গোঁসাই বামুন তুমি প্রভুর তনয়॥
জীবের মঙ্গল যদি তোমার কামনা।
দেখাও পরমহংস বটে কোন্ জনা।
কিরূপ স্বরূপ তাঁর কিরূপ চেহারা।
আমি বৃদ্ধ অতিশয় দৃষ্টিশক্তিহারা॥
এত বলি যেমন বসিল দ্বিজবর।
কৃপাভরে কৃপাময় কৃপার সাগর॥
দ্রুতগতি বায়ু যেন আর কেবা রাখে।
দক্ষিণ চরণ দিলা ব্রাহ্মণের বুকে॥
পরম সম্পদাস্পদ প্রভুর চরণ।
পাইয়া তখনি উঠে পাঠক ব্রাহ্মণ॥
সমুদিত চৈতন্য-দিনেশ সমুজ্জ্বল।
রামকৃষ্ণ-স্তুতি গায় হইয়া বিহ্বল॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর কৃপার চেহারা।
হৃদয়-আকাশে স্থির বিজলীর পারা॥
করে করে সুধার কিরণ ক্ষরে তায়।
সুশীতল সুখস্পর্শ জীবন জুড়ায়॥
পরম আয়াস তবু অলস না আসে।
মত্ত হ'য়ে মহানন্দে সিন্ধুনীরে ভাসে॥
মহাবলে বলী এবে বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে প্রকৃত যেমন॥
রতিমদে মত্ত করি কমলের বনে।
অতুল আনন্দময় অঙ্গ-সঞ্চালনে॥
প্রভুসনে সংকীর্ত্তনে এত সুখ পায়।
ইচ্ছা হয় যেন হেন কভু না ফুরায়॥
পারায়ণ-কার্য্য এবে নহে সমাপন।
বুঝিয়া করিলা প্রভু শক্তি সম্বরণ॥
প্রভু সম্বরিলে শক্তি থামিল সকলে।
কিন্তু উপভোগ্য সুখ হৃদিমাঝে খেলে॥
সমভাবে তিল অণুকণা নহে কম।
প্রভু-সঙ্গ-সুখ নহে কভু বিস্মরণ॥

সঙ্গীদের মধ্যে বহু আপনা আপনি।
মধ্যম ভাসুরসুতা লক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥
প্রভুর শ্রীমুখে কহা কাহিনী তাঁহার।
মানবিনী-বেশে শীতলার অবতার ॥
লক্ষ্মীও তাঁদের সঙ্গে হয়ে একত্রিতা।
চলে গেছে মনে নাই মা গেলেন কোথা ॥
সামান্ত তফাৎ নয় গেছে বহুদূর।
এখানে জননী একা চিন্তায় আতুর ॥
চলিতে অশক্ত পদ না পান লাগাল।
ক্রমশঃ হইল প্রায় বিগত বিকাল ॥
আগতা যামিনী দেখি চিন্তান্বিতা মাতা।
কেহ নাহি সঙ্গে একাকিনী যাব কোথা ॥
বিষম প্রান্তর কেহ নাহিক কোথায়।
সন্দ পথ বীরে ভয় দিনের বেলায় ॥
ভয়ে জননীর বারি ঝরে দুনয়নে।
হেনকালে সঙ্গে জুটে অন্য দুই জনে ॥
স্ত্রী-পুরুষ দুঁহু তারা ছিল অন্যস্থানে।
এখন যেতেছ ফিরে নিজের ভবনে ॥
পুরুষ প্রকাণ্ডকায় ভীষণ গড়ন।
ডাকাতের সমাকৃতি ভয় দরশন ॥
মাথায় বাবুরি চুল গোঁফ ঝুল্পি কাটা।
বরণ বিকট কাল হাতে ধরা স'টা ॥
বৃহৎ রূপার বালা পরা দুই হাতে।
সালুর উড়ানি লম্বা পাগ বাঁধা মাথে ॥
দ্রুতপদ-সঞ্চালনে সঙ্গেতে রমণী।
যুটিয়া পড়িল যথা মাতা একাকিনী ॥
সভয় অন্তর মাতা কান্দিয়া কান্দিয়া।
বলিলেন দুঁহে পিতা মাতা সম্বোধিয়া ॥
রক্ষা কর তোমা দোঁহে আমি একাকিনী
পাছু ফেলে গেছে চলে যতেক সঙ্গিনী ॥
স্নেহময়ীরূপা মাতা স্নেহেতে গঠিত।
মুখে ঝরে স্নেহ-মাখা বাণী সেইমত ॥
এত মিঠে কথা মার যে শুনে যে কালে।
হোক না পাষাণহৃদি তখনিই গলে ॥

জল।
বদনে বিষাদ মাখা পরাণ বিকল ॥
জানি না দেখিয়া স্থির কে থাকিতে পারে।
এমন কঠিন কেবা ভুবনভিতরে ॥
এত মিঠে মূর্ত্তি মার হেরিলে নয়নে।
মনে হয় আর কেহ নাহি মাতা বিনে ॥
হইয়া মায়ের ছেলে মার কাছে রব।
সুখে দুঃখে সমভাবে মায়ে নিরখিব ॥
ভোগিব অসহ্য কষ্ট মায়ের কারণে।
দিতে হয় দিব ছেড়ে তাঁর তরে প্রাণে ॥
দেখ মন আমি এত হীনবলাকার।
নাই শক্তি পঞ্চ সের তুলিতে আমার ॥
কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় মার হেতু।
সাগরে বাঁধিতে পারি পাষাণের সেতু ॥
বিভীষণ চক্র করি চক্রপাণি হাতে।
পুরন্দর বজ্রসহ চড়ি ঐরাবতে ॥
মহেশ পিণাকপাণি সুবিষম শূল।
দেখিয়া যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক আকুল ॥
কালাগ্নি সমান বাণ আপন আপন।
ল'য়ে যদি একত্রিত হয় দেবগণ ॥
যক্ষ রক্ষ নাগ আদি কিন্নরনিচয়।
একপক্ষে সকলেই প্রতিবাদী হয় ॥
কাক লক্ষ সম গণি খেদাইতে পারি।
অভয় মূরতি মার একবার স্মরি ॥
প্রান্তরে কাঁদেন মাতা প'ড়ে একাকিনী।
যে দিন শুনেছি আমি এহেন কাহিনী ॥
সে দিন হইতে মোর গিয়াছে পিরীতি।
কিবা ব্রহ্মা বিষ্ণু কিবা মহেশের প্রতি ॥
হয় তাঁরা হীনবল দুর্ব্বল আকার।
নচেৎ হয়েছে মাতা দেবত্ব সবার ॥
কিম্বা সবে নিদ্রাগত, নয় নাহি প্রাণ।
নষ্টবল নিপতিত আছে মাত্র নাম ॥
ধন্তরে দেবত্বগিরি কি আছে দেমাকে।
জানিত নারিল মাতা কাঁদিছেন পথে ॥

কহে মায় বার বার মোরা সঙ্গে যাব।
যথায় সঙ্গিনী সব জুটাইয়া দিব ॥
যদি তে-সবার সঙ্গে দেখা নাহি পাই।
দক্ষিণসহর যাব কোন চিন্তা নাই ॥
মায়ের কোমল অঙ্গ কোমল চরণ।
পথশ্রমে অতিক্লান্ত বিশুষ্ক বদন ॥
দুই চারি পাঁচ দণ্ড বেলা হ'লে প্রায়।
রৌদ্রতাপে আরও মুখ শুকাইয়া যায় ॥
নেহারি বসায় তাঁয় ছায়ায় বৃক্ষের।
জলপান করিবার বেলা হ'ল ঢের ॥
এই বলি বিকলপরাণা বাগদিনী।
মিন্সেরে কহিল কিছু এনে দেহ কিনি ॥
যোগায় শীতল জল করি অন্বেষণ।
শ্রমদূরে পরে পুনঃ পথে আগমন ॥
পথশ্রমে ফাঁকি দিতে কহে বাগদিনী।
মিন্সে বলি সম্ভাষিয়া আপনার স্বামী ॥
কহিল গাইতে গান শুনাইতে মায়।
সে অতি সুমিষ্টকণ্ঠ মিঠা গান গায় ॥
কালিয়দমনদলে বাস দেবী করে।
তত্ত্বকথাগীত গায় অনুরাগভরে ॥
তার মধ্যে এক গান, গায় যতগুলি।
মায়ের শ্রীমুখে শুনা শুন শুন বলি ॥

"কেন কাঁদে প্রাণ তারই তরে।
সে যে নহে অন্তরঙ্গ, কুল করে যে ভঙ্গ,
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে।"

গাইল অনেক গীত তার মধ্যে কেনে।
কেবল এ এক গান লাগে মার প্রাণে ॥
তাই আজি তক মনে গাঁথা আছে তাঁর।
ভেবে মন দেখ গীতে কি আছে ব্যাপার
হৃদয় প্রকাশে মিন্সে গেয়ে এই গান।
কার জন্যে কেন তার কেঁদে উঠে প্রাণ ॥
বহু দুঃখে কহে তারে অন্তরঙ্গ নয়।
কেন না ভাসায় জলে কুল করি ক্ষয় ॥
বড়ই নিদয় করি হৃদিশান্তি চুরি।
যে চায় কাঁদায় তায় দিবাবিভাবরী ॥
কেবা সে নিদয় হেথা সাধু কোন জন।
স্মরি গুরু প্রভুদেবে ভেবে দেখ মন ॥
যখন গেয়েছে গীত কিবা ভাব মনে।
ব্যথিত ব্যতীত ব্যথা অন্যে নাহি জানে ॥
গীতছলে বলিয়াছে মরমের ব্যথা।
কোমলপরাণা মার মনে তাই গাঁথা ॥
জন্ম জন্ম মহাভক্ত মার এই দোঁহে।
ধরিয়াছে নরদেহ বাগদির গৃহে ॥
পদরজ দোঁহাকার আশ করে দীনে।
থাকে যেন মতি রতি মায়ের চরণে ॥
ভগবানে ভক্তে বড় মিষ্টতম খেলা।
হৃদে ফুটে যদি, মুখে নাহি যায় বলা ॥
জগৎ-জননী যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী।
ব্রহ্মাণ্ডমোহিনী মায়া যাঁর সহচরী ॥
বালিকার খেলা-ডালি সম সৃষ্টি যাঁর।
বুঝিতে যাঁহারে লাগে মহেশে আঁধার ॥
ভক্তসঙ্গে তাঁর খেলা এহেন রকম।
মানুষ থাকুক দূরে ব্রহ্মাদির ভ্রম ॥
স্ত্রীপুরুষে মাগী-মিন্সে সঙ্গে ল'য়ে যায়।
চক্ষে দেখে আপনার বালিকার প্রায় ॥
জানিতে না পারে মাতা বটে কোন্ জন।
লোহা সম টানে প্রাণে চুম্বকে যেমন ॥
ধরি ধরি করে কিন্তু ধরিতে না পারে।
মহা-আবরণ মায়া ঢাকে রবি-করে ॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী জনম ধরায়।
যায় আর ঘন ঘন মার পানে চায় ॥
বসায় ছায়ায় শুষ্ক হইলে বদন।
যে কোন প্রকারে পারে করে দূর শ্রম ॥
পূর্ব্বকার দিন মত সে দিন কাটিল।
প্রত্যুষে উঠিয়া পথে পুনশ্চ চলিল ॥
দশমীতে বিজয়ায় প্রতিমা-বদন।
বিষম বিষাদমাখা করি নিরীক্ষণ ॥

জনমন মগ্ন যেন হয় মহাক্লেশে।
তেমতি দেখিয়া মায় দুঁহু মাগী-মিন্সে ॥
স্ত্রীপুরুষে ভাসে কেন নিরানন্দ-নীরে।
মায়ের বা কেন হেন বিষাদ-অন্তরে ॥
ভিতরে ইহার আছে ব্যাপার সুন্দর।
শুন কি হইল পরে পথের খবর ॥
নানা মঠ নানা গ্রাম পার হয়ে গেলে।
বৈদ্যবাটী-সন্নিকটে সঙ্গিগণে মিলে ॥
মিলিলা জননীহারা সঙ্গীদের সাথে।
দেখি দোঁহাকার যেন বাজ পড়ে মাথে ॥
ছাড়িয়া যাইবে মাতা বড় দুঃখ হৃদে।
অবিরল আঁখিজল স্ত্রীপুরুষে কাঁদে ॥
কোথা হ'তে এত স্নেহ এল দু'জনার।
ধরায় ধরিয়া দেহ খেলা কি মজার ॥
দুই দিন দেখা মাত্র হ'লে পরস্পরে।
নাম নাহি থাকে মনে কিছুদিন পরে ॥
এ কেমন সংমিলন জননীর সনে।
জন্ম-পরিচিত বোধ বারেক দর্শনে ॥
পরিচিত মিথ্যা নয় কথা সত্য বটে।
আছিল গোপনে কলি এবে গেল ফুটে ॥
পাতালপরশ যে প্রকার প্রস্রবণ।
দৈব ঘটনায় থাকে আবদ্ধ বদন ॥
আইলে সময় তার আবরণ গেলে।
ভিতরের যত জোর একবারে খুলে ॥
সেইমত স্নেহভক্তি ছিল আবরণে।
মুক্তদ্বার দোঁহাকার মার দরশনে ॥
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎ-জননী।
চতুর্বিধমুক্তি-ভক্তি-চৈতন্যদায়িনী ॥
ব্রহ্মসনাতনী গোটা সৃষ্টির আধার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
লজ্জাপটাবৃতা মাতা ব্রাহ্মণঝিয়ারি।
বিশ্বকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী পরম-ঈশ্বরী ॥
স্নেহভরা মঙ্গলরূপিণী অবতার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
যতনে গোপন আরক্তিম পদতল।
ভক্তজন-আকিঞ্চন লালসার স্থল ॥
পরমসম্পদপদ রতন-আগার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
রামকৃষ্ণলীলা-পুষ্টকারিণী জননী।
রক্ষাকর্ত্রী জাগয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী ॥
সিদ্ধিশান্তিস্বরূপিণী করুণা অপার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
রতিমতিহীন জনে সুমতিদায়িনী।
সৃষ্টিছাড়া কৃপাদৃষ্টি দুর্গতিনাশিনী ॥
কায়মনোবাক্যে পতি-সেবাভক্তি যাঁর।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
পবিত্রমূরতি সতী পতিতপাবনী।
জীবের রক্ষার হেতু শিক্ষাবিধায়িনী ॥
লজ্জাশীলা কুলবালা ধরম-আচার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
জয় নারীরূপধরা ত্রিলোকপালিকা।
ভক্তগতমনপ্রাণ ব্রাহ্মণবালিকা ॥
আত্ম কেবা পর কেবা নাহিক বিচার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
দীনদয়াময়ীরূপা করুণারূপিণী।
তন্ত্রমন্ত্রবেদাতীত চরণ দুখানি ॥
ঠিক পাড়াগেঁয়ে মেয়ে জননী আমার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥
বাগ্দিনী বিবাদিনী আকুলপরাণ।
মায়ের কারণে কিনে আনে জলপান ॥
মটরের শুঁটিসহ ধরিয়া আঁচল।
বেঁধে দেয় সযতনে চক্ষে ঝরে জল ॥
মাতাও কাঁদেন তেন দোঁহামুখ চেয়ে।
বিষম রগড় কাণ্ড পথে দাঁড়াইয়ে ॥
মাগীরে দিলেন মাতা নিজের বসন।
অবাক হইয়া রঙ্গ দেখে সঙ্গিগণ ॥
সান্ত্বনাস্বরূপ কথা বলিলা দোঁহারে।
দেখা হবে যাও যদি দক্ষিণসহরে ॥

চক্ষে দেখে আলোময় দিনের আকার।
এই গাছ এই পাতা এই ত্বক তার॥
এই মেঘ এই সূর্য্য এই পাখীগণ।
এই আমি এই তুমি এই উপবন॥
বাহ্যদৃশ্য ইহা, কি ভিতরে দেখে তার?
বলিবে ভিতরে গেলে, আঁধার আঁধার॥
কেবল আঁধার নয়, আঁধার নিবিড়।
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন একেবারে স্থির॥
হাসিয়া হাসিয়া দেখে মহান রগড়।
দৃষ্টিহীন দিনমণি আলোর আকর॥
আলোময় যেবা দেখে, সে দেখে অলীক।
আঁধার আঁধার দেখা এই দেখা ঠিক॥
খুলিয়া বলিলে মন খাবে ভেবাচেকা।
আঁখি মিলে দেখা নয় আঁখি মুদে দেখা॥
মোদকের অন্য জ্ঞান কিছু নাই এবে।
মহানন্দে গেছে মেতে পেয়ে প্রভুদেবে॥
আনন্দে ডুবেছে তলে ইন্দ্রিয়াদি মন।
আনন্দ-আঁধার কেবা করে অন্বেষণ॥
কি পদ্ম কেমন পদ্ম, কিবা গুণ ধরে।
পেলে অলি পিয়ে মধু না যায় বিচারে॥
এখানে সেখানে ছুটে দ্রব্য-আয়োজনে।
গর্জ্জিয়া ঝরিছে মেঘ, বৃষ্টি নাহি মানে॥
নাহি ত্রাস মহোল্লাস মোদক-অন্তরে।
দ্রব্যহেতু ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে দুয়ারে॥
যোত্রাপন্ন অর্থের অভাব নাহি তাঁর।
তদুপরি হৃদিখানি ভক্তির ভাণ্ডার॥
পাড়াগাঁয়ে যত দূর খাদ্যদ্রব্য জুটে।
দুনো মূলে ত্বরান্বিত আনিল আকুটে॥
রাত্রিকার মত, সাধ্য হৈল যতদূর।
যতনে মোদক সেবা কৈল শ্রীপ্রভুর॥
ভকত-মোদক প্রভু, মোদকের ঘরে।
দিয়াছেন মহামিষ্টি ছড়াছড়ি ক'রে॥
খাইয়া মোদক মত্ত, না মুদে নয়ন।
মাতোয়ারা প্রায় করে রাত্রিজাগরণ॥
আঁখিতে না আসে ঘুম একমাত্র তাবে।
পুহাইলে রাতি কিবা দ্রব্য যোগাইবে॥
উচ্চতম কর্ম্মে তাঁর মজিয়াছে মন।
দাস্যভাবে শ্রীপ্রভুর সেবা-আচরণ॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ কিসে শ্রীপ্রভুর রীতি।
ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ ভক্তপ্রীতে প্রীতি॥
অন্তরে বুঝিয়া কিবা সাধ মোদকের।
পূর্ণ কৈলা প্রভু, কেহ না পাইল টের॥
অদ্ভুত কৌশলী চক্রী প্রভু ভগবান।
কেমনে অল্পধী নরে পাইবে সন্ধান॥
উষ্ণরক্ত সে সময় ভাগিনা হৃদয়।
প্রভুর উপরে করে জোর অতিশয়॥
ইচ্ছামত বলে করে না করি বিচার।
সেবাধীন শ্রীপ্রভুর অগত্যা স্বীকার॥
যা বলে করিতে হয় ইচ্ছা যদি নাই।
এমন অবস্থাপন্ন তখন গোঁসাই॥
সাধন ভজন পূর্ণ হ'লে সমুদয়।
সংশয়পরাণ প্রায় পেটের পীড়ায়॥
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর সে লাবণ্যহীন।
সেবা-প্রয়োজন তাই হৃদুর অধীন॥
প্রভুর সুযোগ্য সেবা হৃদয় জানিত।
প্রভুর উপরে তাই প্রভুত্ব করিত॥
যাঁহার শক্তিতে সেবা পায় জগজন।
তাঁহার এখন সেই সেবা-প্রয়োজন॥
প্রয়োজন কিবা কথা অধীন সেবায়।
যা বলেন হৃদু তাহে শ্রীপ্রভুর সায়॥
পরদিনে যদ্যপি থাকিতে করে মানা।
পূর্ণ নহে মোদকের মনের বাসনা॥
সেই হেতু মেঘ আর জল নাহি ছাড়ে।
দিনে রেতে একরূপ অবিরাম ঝরে॥
প্রত্যুষেতে উঠে মেতে মোদক সজ্জন
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর করিল বন্দন॥
মোদক মোদক বটে দ্বিগুণ ভিয়ানে।
মিষ্টি দিয়া তুষ্ট কৈল প্রভু ভগবানে॥

ভাগ্যবান যেন দ্বিজ ভক্তিমান ভত।
প্রভুতে বিশ্বাস ভক্তি চিত্তে অবিরত ॥
হৃদি বুঝি প্রভুদেব রূপের আকর।
দেখাইলা শ্রীনফরে সুঠাম সুন্দর ॥
শ্রীধরের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গে আপনার।
শ্রীপ্রভুর লীলাখেলা অপূর্ব্ব ব্যাপার ॥
এই ঘোর কলিকাল ভক্তিহীন জীব।
কামিনী-কাঞ্চন-আশে সদা উদ্‌গ্রীব ॥
যেমন গোবর পোকা জনমে গোবরে।
সতত সুগুপ্ত কায় গোময়ভিতরে ॥
গোময়ে সুপুষ্ট দেহ বুঝে স্বাদ তার।
তাহার গিয়ান ঠিক অমৃতভাণ্ডার ॥
তেমতি যতেক জীব অবিদ্যার তলে।
মন প্রাণ গত তায় তাই ল'য়ে খেলে।
তদুপরি কিবা আছে নাহি কিছু জানা।
শুনিলেও কৃষ্ণকথা না পায় ঠিকানা
অবিদ্যানেশায় মত্ত, আঁখিভরা ঘুম।
কামিনী-কাঞ্চনে ল'য়ে দিবানিশি ধুম ॥
ঘোর অবিশ্বাসে কহে কৃষ্ণ কেবা পায়।
কৃষ্ণ ভগবান মাত্র কেবল কথায় ॥
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ মিলে কিসে।
কি কৃষ্ণ আদতে তত্ত্ব হৃদে নাহি পশে ॥
কুমীরের পিঠ যেন কঠিন মহান।
শাণিত অসির ধার নাহি পায় স্থান ॥
সেই মত মানুষের মনের উপর।
রচিয়াছে মায়া শত পাষাণের গড় ॥
ভক্তিহীনে গুরু দীক্ষা দিলে কর্ণমূলে।
সুকঠিন বদ্ধজীবে কিছুই না ফলে ॥
কিন্তু মন দেখ হেন ভক্তিহীন কাল।
কৃপাবলে শ্রীপ্রভুর পরম দয়াল ॥
অবহেলে ব'সে মিলে সুদুর্ল্লভ ধন।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত কৃষ্ণ বঙ্কিমনন্দন ॥
তাই বলি শ্রীপ্রভুর খেলা অপরূপ।
নফর দেখেন অঙ্গে শ্রীধরের রূপ ॥

তুমিই শ্রীধর বলি কাকুতি করিয়া।
প্রভুর চরণে মালা দিল জড়াইয়া ॥
সমাধিস্থ প্রভুদেব বাহ্য আর নাই।
শ্রীদেহ ছাড়িয়া কোথা গেলেন গোঁসাই ॥
পেয়ে তত্ত্ব শ্রীনফর পুলকিত মন।
গলায় তুলসীমালা করিল ধারণ।
প্রভুসনে সংকীর্ত্তনে আস্বাদন পেয়ে।
শিয়ড়ে অনেক লোক উঠেছে জাগিয়ে ॥
কভু কোথা কীর্ত্তন বা হয় সংকীর্ত্তন।
সযতনে সবে মিলে করে অন্বেষণ ॥
নিকটে মেমানপুর শিয়ড়ের ধারে।
দ্বাদশ উৎসব হয় বৎসরে বৎসরে ॥
উৎসব আরম্ভ তথা হয়েছে এখন।
প্রসিদ্ধ গোপাল করে আসরে কীর্ত্তন ॥
জানি না মিশান কিবা গোপালের গানে।
পাষাণে উপজে জল সংকীর্ত্তন শুনে ॥
দেশজুড়ে ব্যাপ্ত নাম সুধামাখা স্বর।
এ দেশে বসতি নয় উত্তরেতে ঘর ॥
বরষে বরষে আসে ব্যবসা কীর্ত্তন।
যেথা গায় তথা হয় মানুষের বন ॥
দূর-দূরান্তর গ্রামে যাহাদের বাস।
সময় বুঝিয়া রাখে তাহার তল্লাস ॥
এখন মেমানপুরে গোপাল উদয়।
নিতাই কীর্ত্তন করে উৎসব-সময় ॥
সমাচার পেয়ে যত শিয়ড়িয়া জনা।
এতেক আনন্দ নাই আনন্দের সীমা ॥
মন্ত্রণা করিল পরস্পর সংগোপনে।
প্রভুদেবে ল'য়ে যাবে কীর্ত্তনশ্রবণে ॥
দেখিবে পরমানন্দে মহাভাব গায়।
যে ভাবে অপারানন্দ উদয় যেথায় ॥
আনন্দ-আকর প্রভু আনন্দ যেখানে।
ভাবাবেশে উচ্চানন্দ যদি বল কেনে ?
সুস্থির কমল প্রভু ভাবাবেশহীনে।
আন্দোলিত ভাবাবেশে যেমন পবনে ॥

আন্দোলনে বহু গুণে সৌরভ-বিস্তার।
তাই লোক-জনে পায় আনন্দ অপার॥
সে আনন্দ আশা করি থাকে লোক জনে
কখন দোলায় তাঁয় আবেশ পবনে॥
সেই হেতু প্রভুদেবে শিয়ড়িয়া জনা।
যাইতে মেমনপুরে করিল প্রার্থনা॥
শুনি কথা প্রভুদেব দিলেন উত্তর।
হৃদুরে পাঠাও আগে জানিতে খবর॥
দে'খে এসে হৃদু মোরে যেতে যদি কয়।
তা হ'লে মেমনপুরে যাইব নিশ্চয়॥
শুন মন বলি তোরে পারি যতদূর।
কার্য্যের কৌশল কিবা ছিল শ্রীপ্রভুর॥
কি কলে গোপালে হৈল শিয়ড়েতে আনা
পূরাইতে শিয়ড়ের লোকের বাসনা॥
সন্ধ্যার প্রাক্কালে হয় হৃদুর গমন।
প্রসিদ্ধ গোপাল যেথা করেন কীর্ত্তন॥
আসরে হৃদয় যবে হৈল সমাসীন।
গোপাল কীর্ত্তন ভঙ্গ কৈল সেই দিন॥
প্রভুর প্রসিদ্ধ নাম গোপাল শুনিয়া।
হৃদয়ের সঙ্গে চলে সঙ্গিগণ লৈয়া॥
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি হৃদিভরা প্রীতি।
এখন হইল প্রায় ছয় দণ্ড রাতি॥
নাহি মানে মেঠো পথ নাহি মানে রাত।
পথে যবে অর্দ্ধ ক্রোশ শিয়ড় তফাৎ॥
শব্দযোগে পাঠাইতে অগ্রে সমাচার।
গোপালে বলিল হৃদু হেথা একবার॥
খোলরণসিঙ্গাসহ করহ বাজনা।
অর্দ্ধক্রোশ হ'তে যেন শব্দ যায় শুনা॥
এক খোল একমাত্র রণশিঙ্গারব।
অর্দ্ধক্রোশ পারে যায় ইহা অসম্ভব॥
যথাকথা যথাশক্তি গোপাল বাজায়।
হেনকালে শুন কি করেন প্রভুরায়॥
আবেশেতে অবশাঙ্গ লোক চারিধারে।
বলিলেন দেখ হৃদু আসিছে এবারে।
শুন বাজে খোল বাজে শিঙ্গা করতাল।
হৃদয় আসিছে লৈয়া সঙ্গেতে গোপাল॥
বিস্ময়ে আপন্ন যত লোক জন কয়।
কিবা কথা অকস্মাৎ কহ মহাশয়॥
এত লোকমধ্যে মোরা কেহ নাহি শুনি।
আপনি পাইলা একা খোলশিঙ্গাধ্বনি॥
স্তব্ধীভূত একত্রিত যত লোকজন।
পরস্পর সেই কথা করে আন্দোলন॥
বহুক্ষণ পরে যবে কিঞ্চিৎ তফাতে।
কীর্ত্তনীয়া সহ হৃদু আসিতেছে পথে॥
বাজাইতে হৃদয় বলিল পুনরায়।
এইবারে লোক সবে শুনিবারে পায়॥
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহি বাহ্যজ্ঞান।
গোপাল শ্রীপদে আসি করিল প্রণাম॥
ভাবভঙ্গে আরম্ভ হইল সংকীর্ত্তন।
ক্রমে ক্রমে জুটে গেল গ্রামবাসিগণ॥
প্রভুকে মধ্যেতে রাখি বসে তিন ভিত।
গোপাল গাইতে থাকে গোরা-গুণ-গীত॥
কিবা ভাব কিবা গান শুন শুন মন।
গোপালের গানভঙ্গ হৈল কি কারণ॥
মধুর কীর্ত্তন প্রভু করিলা আপনে।
শ্রীচরণে মজে মন ভারতী-শ্রবণে॥

গোপাল—ভুবনমনোহর গোউর নদেয় কে আনিল রে।
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই,
(গঠেছে বটে) কিন্তু বিধি দেখে নাই,
দেখলে ছেড়ে দিত নাই—ইত্যাদি।
প্রভু—গোপালরে তুই কি বল্লিরে,
গোরারূপ বিধির গড়া নয়,
স্বয়ং স্বপ্রকাশরূপ বিধির গড়া নয়—ইত্যাদি।

বিধির গঠিত রূপ গৌরাঙ্গের গায়।
শ্রীগোপাল কীর্ত্তনীয়া এই কথা গায়॥
যেই গোরাচাঁদ হয় বিধির বিধাতা।
তাঁহাতে বিধির হাত এ কেমন কথা॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয় বিষম প্রমাদ।
করেছি মহাত্মা জনে নিন্দা অপবাদ॥
কাকুতি-মিনতি সবে করিলে বিস্তর।
শান্তি দিলা জনে জনে শান্তির সাগর॥
যতেক ব্রাহ্মণে প্রভু ল'য়ে পরদিনে।
তুলিলা অতুলানন্দ হরি-সংকীর্ত্তনে॥
হেন কীর্ত্তনের কথা কোথাও না শুনি।
মহাসংকীর্ত্তন নামে ইহারে বাখানি॥
পুণ্যবতী বঙ্গে যেন হেথা বার মাস।
দিনে রেতে ষড়্ ঋতু প্রত্যহ প্রকাশ॥
সেই মত প্রভু রামকৃষ্ণ-অবতারে।
আছে সব যা হয়েছে যুগযুগান্তরে॥
গুপ্ত এবে সহজে না পাওয়া যায় দেখা।
সোণার অক্ষরে লীলা-অঙ্গে আছে লেখা॥
দেখিবারে সাধ যদি থাকে তোব মন।
বিরলে বসিযা কর প্রভুরে স্মরণ॥
সাত দিন সাত রাত্রি হয় সংকীর্ত্তন।
অবিরাম হরিনাম বিভেদি গগন॥
কোমল অঙ্কুরোদ্গম বীজে যেইমত।
পরে তরুবরে তাই হয় পরিণত॥
সে রকম সংকীর্ত্তন আরম্ভন-কালে।
কেবল কয়েকজন লোক মাত্র মিলে॥
কিবা কব শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তনের কথা।
যখন যেখানে তথা প্রচুর জনতা॥
ভয়ঙ্করী রণকথা শুনে কাঁপে কায়।
শিহরাঙ্গ মহাবীর জড়সড় প্রায়॥
কিন্তু রণবাদ্য যবে রণক্ষেত্রমাঝে।
বিস্তারি কৌহিক-নাদ ঘর্ ঘর্ বাজে॥
শুনে সাজে হীনবলা কুলের অঙ্গনা।
সম্মুখীন চতুরঙ্গ-দলে দিতে হানা॥
নাহি মানে কোন মানা মহা আস্ফালন।
প্রভুর কীর্ত্তনে তেন জুটে লোকজন॥
বলাকর হরিনামে হ'য়ে মত্ততর।
এক পায়ে খোঁড়া নাচে প্রহর প্রহর॥

কি তাজ্জব জন্মমূক হরিনাম গায়।
মূর্ত্তিমান নাম, অন্ধে দেখিবারে পায়॥
তাহে খেলে শক্তিসহ শ্রীকণ্ঠের স্বর।
ঘৃণালজ্জাত্রাসনাশী মনোমুগ্ধকর॥
শ্রবণগোচর একবার হ'লে পরে।
সাধ্য কার রাখে আর তাহারে অন্তরে
প্রভুর মোহন নৃত্য, হ'য়ে মাতোয়ারা।
কভু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কভু বাহ্যহারা॥
অযুত উন্মত্ত করী সম গায় বল।
শ্রীচরণ-চাপে ধরা করে টলমল॥
বাহ্যহারা যবে অঙ্গ জড়ের সমান।
লোকে দে'খে বুঝে যেন নাহি তায় প্রাণ
তখনি কিঞ্চিৎ পরে করে দরশন।
বিকশিত মুখপদ্মে চাঁদের কিরণ॥
মোহন নৃত্যন পুনঃ শতগুণে জোর।
হুঙ্কারিয়া হরিনাম আনন্দে বিভোর॥
বারেক যে হেরে হেন শ্রীপ্রভুর ধারা।
বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'য়ে হয় বুদ্ধিহারা॥
কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে।
এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে॥
পাড়াগেঁয়ে লোক সব বোধহীন জন।
নাহি বুঝে ভাবাবেশ সমাধিলক্ষণ॥
আচরণ জাতিগত ধরম ব্যবসা।
কামার কুমার বেণে তাঁতি তেলি চাষা॥
উচ্চ জাতি যদি কেহ কায়স্থ ব্রাহ্মণ।
নামে মাত্র উচ্চ কিন্তু সমান রকম॥
বুঝে না সাধনা আদি কিবা তায় ফলে।
সংশাস্ত্রপাঠে কিবা সাধুসঙ্গে মিলে॥
কেন তীর্থপর্য্যটন উদ্দেশ্য কি তার।
বিষয়ে মগন মন সংসারি আচার॥
বৈষ্ণব সংজ্ঞায় যাঁরা হরিনাম করে।
কোথা হরি কি সে হরি থাকে কার ঘরে॥
কি প্রকারে মিলে তাঁরে কিবা হয় পেলে।
এ সকল তত্ত্ব কভু চিত্তে নাহি খেলে॥

দীনের ঠাকুর মোর দীন-সাজ গায়।
অতি দীনতমভাবে কহিলা তাঁহায়॥
আইনু হেথায় আমি বড় সাধ মনে।
শুনিতে তাঁহার কথা তোমার সদনে॥
কি ছবি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রে দেখ মন।
কেশবের সন্নিকটে প্রভুর গমন॥
বাসনাবর্জ্জিত যেন হৃদয়ের থলি।
একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কাঙ্গালী॥
ব্যাকুলতা একাগ্রতা দীনতা সংহতি।
হরিগত মন প্রাণ তাঁয় স্থিতি গতি॥
ভক্তি প্রীতি এক মতি মূর্ত্তির গঠন।
দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে বচন॥
বাক্য গেল, কেশব উত্তর করে প্রাণে।
ভীমার্জ্জুনে যেন কথা শর-সঞ্চালনে॥
ধন্য শ্রীকেশব ব্রাহ্ম-অনুরাগী জন।
অন্বেষণে যাঁর শ্রীপ্রভুর আগমন॥
সুন্দর আধার তাঁর সরলাতিশয়।
শ্রদ্ধাভক্তি অনুরাগ গুণের আলয়॥
কেশবে পশ্চাতে কন মৃদু মন্দ ভাষে।
এবারে তোমার লেজ প'ড়ে গেছে খসে॥
শুনি তাঁর চেলাগণ প্রভুপানে চায়।
উপহাস-ছলে বাক্য হাসিয়া উড়ায়॥
শ্রীপ্রভু অপরিচিত নাহি দেখা শুনা।
দীনদুঃখীবেশ নাহি বাহ্যিক ঠিকানা॥
বিজাতীয় হাবভাব বাতুলের প্রায়।
তাহে কহিলেন হেন, শুনে হাসি পায়॥
সাদা কথা মহা অর্থ কথার ভিতরে।
সামান্য মানুষবুদ্ধি প্রবেশিতে নারে॥
জীবের কি আছে দোষ দোষ পাবে কিসে।
হৃদিদ্বার পেঁচে আঁটা অন্তে নাহি পশে॥
তুচ্ছ জীব সদা ভ্রমে এরণ্ডার বনে।
কেমনে বুঝিবে প্রভুদেব-কল্পদ্রুমে॥
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে না ধর্ম্ম হয় মন।
ধর্ম্ম-অনুরাগে কর্ম্মে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন॥

ধর্ম্মের লক্ষণ বাহ্যে, ধর্ম্মজ্ঞান স্থূল।
ধর্ম্ম-উপলব্ধি হেতু অনুরাগ মূল॥
অনুরাগ তীক্ষ্ণ ইচ্ছা শ্রীহরিচরণে।
মায়াবদ্ধ তবু মন কাঁদে রেতে দিনে॥
কামিনী-কাঞ্চন ঘরে ভাল নাহি লাগে॥
পরাণপুতুলি যার হৃদিমাঝে জাগে॥
অনুরাগী জন যেন মায়াবদ্ধ শিব।
যে ফিরে হুজুগে তারে বলি বদ্ধজীব॥
শ্রীকেশব অনুরাগী এত বল গায়।
অগণনে ব্রহ্মনামে মাতায়ে উঠায়॥
রেলের এঞ্জিন যেন কলে জোর ভারি।
পাছু টেনে যায় শত ময়লার গাড়ী॥
সেই মত সাধুজন কলের আকার।
মলিন কুঞ্চিত চিত হাজার হাজার॥
সবে নিয়ে যায় সৎপথ-অভিমুখে।
এক সাধু এতদূর শক্তি ঘটে রাখে॥
মলিন বিষয়ী বুদ্ধি ধরে যেই জন।
বুঝা বোঝা তার পক্ষে প্রভুর বচন॥
না বুঝিয়া প্রভুবাক্য কৈল উপহাস।
তথাপি সৌভাগ্য করে সাধুসঙ্গে বাস।
হীন হেয় ঘৃণ্য কীট ফুলদলগত।
ভগবৎ-পাদপদ্মে পড়ে যেই মত॥
সেই ধারা সাধুসঙ্গে আছে সংলগন।
হোক্ হীন, কালে মিলে হরি-দরশন॥
বন্দি শিষ্যগণসহ কেশবচরণে।
যাহাদের সঙ্গে প্রভু মিলিলা বাগানে॥
শিষ্যদের অল্পবুদ্ধি বুঝিয়া কেশব।
তখনি বলিল সবে হইতে নীরব॥
হাসির ত নয় কথা, বুঝ কি কথায়।
সহজে সাধুর বাক্য বুঝা নাহি যায়॥
অবশ্য গভীর অর্থ আছে বর্ত্তমান।
ভালরূপে বিশেষিয়া কর প্রণিধান॥
এত শুনি ভাঙ্গিয়া বলিলা পরমেশ॥
এখন নাহিক বাহ্য অঙ্গে ভাবাবেশ॥

দুর্ব্বল আকারে প্রভু বলের আকর।
যেন কুসুমের রেণু তড়িতের ঘর।
আর এক শ্রীপ্রভুর দীনতমাচার।
যে কেহ সম্মুখে আগে তারে নমস্কার॥
শ্রীপ্রভুর নমস্কারে ধরে কিবা বল।
কথায় কি কব টলে অটল অচল॥
মেঘভেদী গিরি-শৃঙ্গ অহঙ্কার মান।
ভারে যার সর্ব্বসহা ধরা কম্পমান॥
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে পড়ে ধূলার সমান।
হানিলে শ্রীপ্রভুদেব নমস্কার-বাণ॥
ভুবনমোহন স্বর শ্রীকণ্ঠে প্রভুর।
ত্রিতাপের মহাতাপ শুনে হয় দূর॥
সুমন্দ মধুর হাসি বদনমণ্ডলে।
ধন-জন-নাশত্রস্ত সেও দে'খে ভুলে॥
গুণের সাগর প্রভু আশ্চর্য্যকথন।
বারেক হেরিলে নহে কভু বিস্মরণ॥
মানুষে দেখিয়া মুগ্ধ কি কারণ হয়।
বলিতে নাহিক সাধ্য বলিবার নয়॥
কেশবে কহিয়া আর কথা দুই চারি
ফিরিলেন সেই দিন মন করি চুরি॥
বেলঘরিয়ায় বহু লোকে প্রভুদেবে।
পরিচিত বিশেষতঃ মানে ভক্তিভাবে॥
তার মধ্যে মুখুয্যে গোবিন্দচন্দ্র নাম।
সর্ব্বাধিক করিতেন প্রভুর সম্মান॥
ভাগ্যবান তাই প্রভু তাঁহার ভবনে।
করিলেন সংকীর্ত্তন ভক্তগণ সনে॥
যেইখানে শ্রীপ্রভুর পড়ে পদধূলি।
সেই মহাপুণ্যধাম মহাতীর্থ বলি।
এক কর্ম্মে কোটি কর্ম্ম হয় সমাধান।
গমন করেন যেথা প্রভু ভগবান॥
আরে মন শুন শুন লীলার কৌশল।
জ্ঞানভক্তি-প্রদায়িনী শ্রবণমঙ্গল॥

নিম্নতর কোন কিছু নাই ত্রিভুবনে।
আমি নিম্ন সকলের এই জানি মনে॥
ফাঁকি সুকৌশল দ্বিজ কহে আরবার।
উত্তর এ নহে ঠিক প্রশ্নের আমার॥
আমি যজ্ঞসূত্রযুক্ত আপনার নাই।
আমার প্রণম্য কিনা সেহেতু সুধাই॥
সন্ন্যাস আশ্রম যাঁরা করেন গ্রহণ।
সূত্রত্যাগ তাঁহাদের ব্যবস্থা নিয়ম॥
সন্ন্যাসীর যজ্ঞসূত্র যদি নাই গলে।
সবার প্রণম্য তবু শাস্ত্রে হেন বলে॥
আপনি কি লয়েছেন সন্ন্যাস-আচার।
দীনতমভাবে প্রভু করিলা স্বীকার॥
মূল ছেড়ে শাস্ত্রপাঠে কিবা ফলে ফল।
সমুদ্রমন্থনে পায় অসুরে গরল॥
শাস্ত্রপাঠে দম্ভ জুটে ঘটা করে ভারি।
নামে কয় ন্যায়রত্ন কাজে কাণাকড়ি॥
ন্যায়পাঠী দ্বিজবর নারিল বুঝিতে।
হেন দীনতার ভাব রহে কার চিতে॥
এ ভাবের অণুকণা ভুবনে বিরল।
এ দীনতা দীননাথে সম্ভব কেবল॥
জয় জয় দীননাথ অনাথের হরি।
শাস্ত্র করি, করিয়াছ বড় কারিকুরি॥
নমস্কার শাস্ত্রপাঠে, শাস্ত্র-আলোচনা।
তৃণকুটিরাশি শাস্ত্র মাত্র বিড়ম্বনা॥
কি চক্রে হে চক্রপাণি গড়িয়াছ শাস্ত্র।
শাস্ত্র প'ড়ে আনে ঘরে কেবল অনর্থ॥
নাই জানি মূল কাজে কি সহায় করে।
কোথায় খুলিবে পেঁচ, আরও এঁটে ধরে॥
দেখ ফল হলাহল লাগে ভেবাচেকা।
কে বলে সুমূর্খতর তসরের পোকা॥
দিব্যভাবশূন্যহৃদে পূর্ণ অহঙ্কার।
অভক্তলক্ষণ যত অভক্ত-আচার॥
দাম্ভিক পুরুষকার ছার প্রতিপত্তি।
গণ্যমান্য জনমাঝে অসার সম্পত্তি॥
সযতনে শাস্ত্রপাঠে এই হয় সার।
বিষম কণ্টক হরিভক্তির সেবার॥
সৎশাস্ত্র-পাঠে হয় দোষ-আরোপণ।
উদ্দেশ্য না হয় যদি তত্ত্ব-অন্বেষণ॥
এ বিষয়ে শ্রীপ্রভুর শ্রীবদনে শুনা।
বৈরাগ্যবিহীনে শাস্ত্রপাঠের উপমা॥
শকুনি গৃধিনী পাখী যেন কর মনে।
কত উচ্চ দূরে উড়ে সুনীল গগনে॥
পাইত দেবেশপুরী উদ্দেশ্য থাকিলে।
যত উর্দ্ধে থাকে তার কিছু উর্দ্ধে গেলে॥
কিন্তু নাহি রহে লক্ষ্য স্বর্গের উপরে।
আঁখি তথা যেথা আছে পচা কায়া প'ড়ে॥
সেইমত শাস্ত্রপাঠী বহু শাস্ত্র পড়ে।
হীন হেয় ধন-মান-উপার্জ্জন তরে॥
আর যেবা পড়ে শাস্ত্র তত্ত্বের আশায়।
জ্ঞান ভক্তি অনুরাগ পাতা ঘেঁটে পায়॥
ভগবৎপাদপদ্মলুব্ধ যেই জন।
সেই শাস্ত্রপাঠে পায় শ্রীগুরুচরণ॥
প্রভেদ উদ্দেশ্যে মাত্র, শাস্ত্রে কিছু নাই।
কেহ পায় নিধিরত্ন কেহ পায় ছাই॥
বিশেষিয়া বিবরণ বলিতে হইলে।
সেই মাত্র সৎকর্ম্ম গুরু যার মূলে॥
যে জন শ্রীগুরুপদ-অন্বেষণ তরে।
সৎশাস্ত্রপাঠ কর্ম্ম পথরূপে ধরে॥
তাঁর পাঠ তাঁর কর্ম্ম সতেতে গণনা।
গুরু ছেড়ে শাস্ত্র পড়া মাত্র বিড়ম্বনা॥
অভিমানী ন্যায়রত্ন শাস্ত্র করি পাঠ।
বসায়েছে হৃদিমাঝে অবিদ্যার হাট॥
বিদ্যায় কি আছে কাজ বিদ্যায় কি করে।
যে বিদ্যায় বিদ্যা যিনি তাঁরে রাখে দূরে॥
কামিনীকাঞ্চনপূর্ণ অবিদ্যা-আপণে।
ধন জন মান খ্যাতি অহংকার ভানে॥
বিদ্যা-অভিমানে মত্ততর অতিশয়।
এবে ধরাধামে নরনারীর হৃদয়॥

লক্ষ্মী মারোয়াড়ীর অর্থদান-প্রার্থনা

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

শ্রবণে পবিত্র চিত্ত প্রভুর কাহিনী।
কলিকালে অবহেলে ভক্তি মিলে শুনি ॥
কামিনী-কাঞ্চন মহা অবিদ্যা-বন্ধন।
যায় টুটে হৃদে উঠে চৈতন্য-তপন ॥
ভগ্নদন্ত ষড়রিপু বিষধরগণে।
শক্তিমন্ত মহামন্ত্র লীলাকথা শুনে ॥
কালকূট-ত্রিতাপ-সন্তাপে পায় ত্রাণ।
মহৌষধি শান্তিনিধি প্রভুলীলাগান ॥
ধর্ম্মের স্থাপন জীবশিক্ষার কারণে।
বারে বারে অবতার প্রভু ধরাধামে ॥
কাল-পাত্র-আদি-ভেদে নূতন বিধান।
শুন এবে কিবা শিক্ষা দিলা ভগবান ॥
এ সময় ধর্ম্মলোপ প্রায় ধরাতল।
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত সকলে কেবল।
বড়ই বিরল ভগবৎ-লুব্ধ-প্রাণ।
ধর্ম্মচর্চ্চা কথামাত্র ধার্ম্মিকের ভান ॥
কামিনী-কাঞ্চন ধর্ম্ম-আচরণমূলে।
রতিমতিশূন্য গুরুচরণকমলে ॥
নিঃসন্দেহ এত অন্ধ গোটা বসুন্ধরা।
আঁখিতে যেমন নাই দৃষ্টিশক্তি-তারা ॥
অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ দিবসযামিনী ॥
আঁধারে গিয়ান যেন কিরণের খনি ॥
দিনমণি করাকর, প্রকাশক কিবা।
অন্তরে আদতে নাই তিলকণা আভা।
এইমত এবে যত মানুষ সবাই।
পরমার্থ-বস্তু কিবা কোন বোধ নাই ॥

ধরায় অবিদ্যা তুলিয়াছে মহামার।
এ হেন সময় প্রভুদেব অবতার ॥
অমানুষী ত্যাগ আচরিয়া ভগবান।
বিষে ঘেরা জীবে দিলা শিক্ষার বিধান ॥
কঠোর প্রভুর ত্যাগ, হেন কোথা কার।
কামিনী-কাঞ্চনে জ্ঞান বিষের ভাণ্ডার ॥
কামিনী-সম্বন্ধে কত বলিয়াছি মন।
এইবারে শুনহ কাঞ্চন-বিবরণ ॥
এত ছটাঘটাপূর্ণ শ্রীপ্রভুর কাজ।
অধোমুখ শরৎদিনেশ পেয়ে লাজ ॥
ধরায় না পারে দেখাইতে মুখ খুলে।
মাঝে মাঝে ঢুকে তাই মেঘের আড়ালে।
প্রভুর মহিমাগাথা মহা জ্যোতিমান।
কেবল পাষণ্ডী কানা না পায় সন্ধান ॥
প্রভু-দরশনে আসে কত লোকজন।
একদিন সমাগত লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
ধনী মহাজন তিনি জেতে মারোয়াড়ী।
ধনেশ বিশেষ ঘরে বহু টাকা-কড়ি ॥
বেদান্তের পথে মতি জ্ঞানমার্গী জনা।
তত্ত্বলাভে শ্রীগোচরে করে আনাগোনা ॥
লেগেছে পিরীতি তার প্রভুর চরণে।
মারোয়াড়ী জেতে বড় সাধুভক্ত মানে।
কর্ম্মকাণ্ডে রতিমতি বহু করে ব্যয়।
সাধুসেবা রাতিদিবা বিরক্ত নাঃহয় ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে তর্ক করে প্রভুসনে।
অচৈতন্য, ঢাকা আঁখি অবিদ্যাবরণে ॥

বলিলেন কেন দাও অর্থ-প্রলোভন।
সব অনর্থের মূল অবিদ্যা কাঞ্চন ॥
কণ্টকস্বরূপ অর্থ পরমার্থ-পথে।
কোন প্রয়োজন মম নাহি হেন অর্থে ॥
চিত্তে যার তিলমাত্র অর্থ-ভাব থাকে।
মহানন্দময়ী শ্যামা নাহি মিলে তাকে ॥
এমত অর্থের কথা না কহিবে আর।
সর্ব্বনাশী অর্থে কাজ নাহিক আমার ॥
শরীররক্ষণহেতু আবশ্যক যায়।
সময়ে সকল পাই শ্যামার ইচ্ছায় ॥
যতই বলেন প্রভু লক্ষ্মী নাহি শুনে।
কথার উপর কথা হয় তাঁর সনে ॥
নিশ্চয় বুঝিল যবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রভু নিজে না করিবা কাঞ্চন গ্রহণ ॥
তবু মারোয়াড়ী বহু জেদ করি পুছে।
আপনার আত্মবন্ধু অনেকে ত আছে ॥
থাকিবে কাগজ কেনা অপরের নামে।
শুনি প্রভু বলিলেন লক্ষ্মীনারায়ণে ॥
আত্মীয় বন্ধুর নামে যদি হয় রাখা।
সময়ে হইবে মনে সে আমার টাকা ॥
অবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি কামিনী-কাঞ্চন।
সামান্য পরশে জারে যোগেশের মন ॥
বিষধরী সর্পী যদি অঙ্গ-অংশে কাটে।
আগোটা শরীর নষ্ট হয় কালকূটে ॥
সেইমত অণুকণা আসক্তি কাঞ্চনে।
ক্রমশঃ জরায় বিষে ষোল-আ[illegible] ॥
অতেব গরল সম ভীষণ কাঞ্চন।
নাহি শক্তি কোনমতে করিতে গ্রহণ ॥
লক্ষ্মীর তথাপি জেদ উঠে থেকে থেকে।
বাহির করিল নোট বাঁধা ছিল টেঁকে ॥

বলে আমি আনিয়াছি আপনার তরে।
কি প্রকারে পুনরায় ল'য়ে যাই ঘরে ॥
করুন যা হয় ইচ্ছা হোক আপনার।
কেমনে লইব দত্ত টাকা পুনর্ব্বার ॥
দাঁড়ায়ে গন্তব্য পথে পিশাচিনী দে'খে।
কাঁদে যেন মহাভয়ে শৈশব বালকে ॥
জড়সড় ত্রস্ত-চিত আকুল-পরাণী।
ডাকে সর্ব্বদুঃখহরা আপন জননী ॥
সেইমত প্রভু করি নোট দরশন।
মা মা বলি ডাক ছাড়ি করেন রোদন ॥
বালকস্বভাব প্রভুদেব অবিকল।
মা মা বলি কান্না তাঁর কেবল সম্বল ॥
কত যে কাঁদিলা, নাই কান্নার অবধি।
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে গভীর সমাধি ॥
ঘুচিল জঞ্জাল যত সুস্থির এক্ষণে।
সরসীর জল যেন ঝঞ্ঝা-অবসানে।
প্রতিবিম্বে শ্রীবদনে খেলে অতঃপর।
আনন্দ-কৌমুদী-ছটা পরম সুন্দর ॥
সমাধিস্থ ভাব যেন জননীর কোল।
অতি নিরাপদ ঠাঁই নাই কোন গোল ॥
অর্থ দেখি ত্রস্ত প্রভু যত পরিমাণে।
ততোধিক ত্রস্ত-চিত লক্ষ্মী এইখানে ॥
মনে গণে আপনার বিষম প্রমাদ।
কেন হেন কৈনু কর্ম্ম মহা অপরাধ ॥
যথাজ্ঞান ভাল কাজে বিপরীত ফল।
হেন মহাত্মার যাহে চক্ষে ঝরে জল ॥
পরম মঙ্গল এই মনস্তাপে পায়।
কুড়াইয়া নোটগুলি সে দিন পালায় ॥
মন তোর শিক্ষা-হেতু শুনাই ভারতী।
কল্যাণনিদান রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ॥

সাকার শ্রীকেশবের শেষ পরিণাম।
পরম আনন্দময় বিশ্রামের স্থান ॥
নিরাকার পথে রবে কার্য্যহেতু গতি।
শুনহ মধুর রামকৃষ্ণলীলা-গীতি ॥
নানা জাতি ধর্ম্ম এবে ভারতে প্রচার
বিবিধসম্প্রদায়ভুক্ত বিবিধ আচার ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁর ধর্ম্ম গায় জনে জনে।
বহু হিন্দুবংশ মজায়েছে খ্রীষ্টিয়ানে ॥
ধর্ম্মভাবে আত্মভাব মিলায়ে এখন।
ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রীকেশব হইল মিলন ॥
বহুভাষাশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণসন্তান।
খ্যাত্যাপন্ন শ্রীরামমোহন রায় নাম ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম-রীতি-নীতি-গঠন তাঁহার।
বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিবলে করিল প্রচার ॥
ধর্ম্ম-অঙ্গে বেদান্তের অতি অল্প ছায়া।
বাকি বাদ নিজে গড়ে পূরাইল কায়া ॥
খ্রীষ্টিয়ান সম ধারা আচারেতে মিলে।
হিন্দুধর্ম্ম-অঙ্গ ইহা কেহ কেহ বলে ॥
কি ধর্ম্ম কিসের ধর্ম্ম ভিতরে কি তার।
এ বিচারে কিছু মম নাহি অধিকার ॥
রায়ের গঠিত ধর্ম্মে উন্নতি প্রচুর।
বর্ত্তমান নেতা যার দেবেন্দ্র ঠাকুর ॥
ভ্রষ্টাচার হেতু এঁরা পিরালি ব্রাহ্মণ।
সহরেতে গুণে মানে খ্যাতি বিলক্ষণ ॥
সমর্থন ব্রাহ্মধর্ম্ম হয় বিধিমতে।
এমন সময়ে মিলে শ্রীকেশব পথে ॥
উত্তরের রথে যেন সারথি অর্জ্জুন।
তার তিল অণুকণা কিছু নহে উন ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে সেইমত হইল কেশব।
দিন দিন জয়বৃদ্ধি ভূরি ভূরি রব ॥
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা উচ্চ আখ্যাধারী।
সৎকুলসমুদ্ভব গুণ মান ভারি ॥
ধনে জমীদার, কার উচ্চ পদে স্থান।
ইংরাজরাজের ঘরে অতুল সম্মান ॥
নতশিরে হেন কত শত অগণন।
কেশবের ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ ॥
দলভুক্ত হয় তাঁর ল'য়ে পদধূলি।
বংশগত জাতি ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ॥
কেশবের বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুজ্জ্বল।
দিন দিন বাড়ে কায়া যত বাড়ে দল ॥
স্থানে স্থানে প্রচারক করেন প্রেরণ।
হাটে বাটে উচ্চরবে ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তন ॥
দলগত ভক্ত যাঁরা তাঁদের আবাসে।
মাঝে মাঝে মহোৎসব দিবসবিশেষে ॥
ভজনার জন্য আদিসমাজ প্রধান।
এখানে মথুর সহ প্রভু ভগবান ॥
আসিয়াছিলেন আগে বলিয়াছি সব।
যে দিন প্রভুর চক্ষে পড়িল কেশব ॥
মহা অনুরাগে ভরা দেখি ভক্তজনা।
বলিয়াছিলেন প্রভু নড়িছে ফাতনা ॥
এইবারে খাবে বড় মাছ টোপে তার।
অপর যতেক দেখ আসক্তি আচার ॥
পরে পরস্পর দেখা বেলঘোরিয়ায়।
বলিলেন কেশবে বেঙাচি তুলনায় ॥
এখন সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় তাঁহার।
কেশবচরণে করি কোটি নমস্কার ॥
বিশ্বগুরু ঠাকুর আমার গুরুবেশে।
যাচিয়া আপুনি গেলা কেশবের পাশে ॥
জল দিতে ভক্তজনে তৃষায় আতুর।
শুন রামকৃষ্ণকথা শ্রুতিসুমধুর ॥
সরল অন্তরে চিন্তা যে করে হরির।
শ্রীপ্রভু তাঁহার জন্য সতত অস্থির ॥
জাতিধর্ম্মকর্ম্মভেদ-বিচারবিহীনে।
সহস্র দৃষ্টান্ত পাবে লীলা-অন্বেষণে ॥
প্রভু সনে সম্মিলনে ব্রাহ্মভক্তগণ।
নূতন আনন্দ কি যে কৈল আস্বাদন ॥
তাঁদের কাগজে আছে লিপিবদ্ধ কয়া।
যতদূর সাধ্যমত দিনের চেহারা ॥

বিশেষতঃ কেশবের আনন্দ প্রচুর।
যাঁহার উপরে লক্ষ্য বিশেষ প্রভুর॥
সর্ব্বোপরি শ্রীকেশবে বেঙাচি তুলনা।
সে শ্রীবাক্য হৃদে তাঁর জাগে ষোল আনা॥
কি দেখিল কি পাইল প্রভুর বচনে।
ভকত ব্যতীত তত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
শ্রীমুখনির্গত বাক্য সুমিষ্ট কোমল।
তবু ব্রহ্মবাণ জিনে এত ধরে বল॥
বাণে যেন বাজে প্রাণে প্রাণ করে ক্ষয়।
শ্রীপ্রভুর বাক্যবাণ সে ভাবের নয়॥
রণক্ষেত্রে বীর যেন অন্ধকার-বাণে।
টঙ্কারিয়া ধনুর্ব্বাণ বিপক্ষেরে হানে॥
বাণধর্ম্মবলে দশ দিক অন্ধকার।
আঁখি সত্ত্বে শত্রু ধরে অন্ধের আকার॥
শ্রেষ্ঠতর হয় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী জন।
সূর্য্যবাণে অন্ধকার করে নিবারণ॥
সেইমত কলিকালে রাজ্য অবিদ্যার।
জুড়িয়া অজ্ঞানবাণ ধনুকে তাহার॥
রাখিয়াছে জীবগণে নিজ অধিকারে।
হৃদয় তিমিরখনি ভীষণ আঁধারে॥
ভাগ্যবলে প্রভুদেব সুপ্রসন্ন যায়।
অহেতুক কৃপা-সিন্ধু দ্রবিয়া দয়ায়॥
ছাড়েন বাক্যের বাণ সন্ধানিয়া স্থান।
অমনি চৈতন্য তথা পলায় অজ্ঞান॥
কেশবের হৃদে বাক্যবাণ শ্রীপ্রভুর।
অজ্ঞান-তিমির যাহা ছিল কৈল দূর॥
চৈতন্য-অরুণ সমুদিত হৃদিমাঝে।
মূর্ত্তিমান হ'য়ে বাক্য নাচে মহাতেজে॥
থেকে থেকে শ্রীকেশব উঠেন চমকি।
ভাবে সাধুবাক্যে কিবা অপরূপ দেখি॥
বিচারিয়া মনে মনে যুক্তি কৈল সার।
দেখিতে হইবে কিবা ভিতরে ব্যাপার॥
অদ্ভুত বাক্য দেখি অদ্ভুত সাধু।
না জানি আর কি কত আছে তাঁর মধু॥

সেই হেতু উপযুক্ত শিষ্য কয় জনে।
পাঠান জানিতে তত্ত্ব শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
শিষ্যকয় দিনত্রয় দক্ষিণসহরে।
বুঝিতে প্রভুর তত্ত্ব পাছু পাছু ফিরে॥
অনন্ত ভাবের ভাবী শ্রীপ্রভু আপনি।
কি বুঝিবে তাঁরে নরে অতিক্ষুদ্র প্রাণী॥
কি সাধ্য নরের শিরে কতটুকু বল।
অণুকণা তত্ত্বে যাঁর মহেশ পাগল॥
অহর্নিশ চতুর্ম্মুখ চারি মুখে গায়।
তথাপি তিলেক তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায়॥
জপিয়া হাজার মুখে না পেয়ে তল্লাস।
মহানাগ দুঃখে করে ক্ষিতিতলে বাস॥
লজ্জায় মাটীতে ঢাকি অনন্তবয়ান।
থেকে থেকে মাঝে মাঝে হয় কম্পমান॥
বিফলপ্রয়াস দেব-ঋষি-মুনিগণ।
আজন্ম আচরি মহা কঠোর সাধন॥
হেন তত্ত্বাতীত যেথা ব্রহ্মা শিব হারে।
সামান্য মানুষ দেখে কি বুঝিতে পারে॥
তদুপরি নাহি তাহে সাকারে বিশ্বাস।
সেখানে প্রভুরে বুঝা মাত্র উপহাস॥
অপার খেলার খেলী শ্রীপ্রভু আপুনি।
অব্যক্ত অচিন্ত্যনীয় অখিলের স্বামী॥
তায় চোদ্দপোয়া মাপ নরদেহ ধরা।
দীনহীন নিরক্ষর গুপ্ত সাজ পরা॥
ধরাধামে সাধ্য কার ধরে প্রভুদেবে।
যে যায় বুঝিতে যায় মহাসন্দে ডুবে॥
ভগবানে জীবে ঠিক বিপরীত কথা।
জীবে বুঝে বিপরীত হরির বারতা॥
সে হেতু পাগল জ্ঞান জীবগণে করে।
হেরিয়া হরির ভাব নরের আধারে॥
প্রভুর বিবিধ ভাব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ভাবভেদে নানা কথা ফুটে শ্রীবদনে॥
কভু গান হর হর শিব শিব নাম।
কভু জয় রঘুপতি সীতাপতি রাম॥

কভু রাধাকৃষ্ণ ব'লে আনন্দে বিহ্বল।
কভু মত্ত হরিনামে চক্ষে ঝরে জল॥
কখন উন্মত্তপ্রায় কালী কালী বলি।
কখন মহিম্নাস্তব কভু কত গালি॥
কভু ব্যাকুলিত চিত্তে শিশুর মতন।
কোথা মা কোথা মা বলি কতই রোদন॥
কখন গৌউর বলি করতালি দিয়া।
ভুঞ্জেন অপূর্ব্বানন্দ নাচিয়া নাচিয়া॥
মহান সমাধি কভু দেহভাব নাই।
দেহ ছেড়ে যেন কোথা গেছেন গোঁসাই॥
কভু কালীকৃষ্ণ দুয়ে মিশাইয়া গান।
প্রেমভক্তিভাবে ভরা শুনে ফুলে প্রাণ॥
কখন কাপড় পরা অঙ্গ-আচ্ছাদন।
অল্পবয়ঃ শিশুসম উলঙ্গ কখন॥
কোমল শয্যায় কভু খাটের উপরি।
কভু ধূলারাশি গায় ভূমে গড়াগড়ি॥
ভাগ্যবান কেশবের শিষ্য তিন জন।
প্রভুর বিবিধ ভাব করি দরশন॥
পরস্পর বিচারিয়া বুঝিলেন সার।
প্রভু এক সাধু ভক্ত আশ্চর্য্য প্রকার॥
আশ্চর্য্য প্রকার কেন ঠিক নাই ভাবে।
এহেন অবস্থা মাত্র গুরুর অভাবে॥
শুনে আসে হাসি তাই প্রভুদেবে কয়।
শিষ্য-উপদেষ্টা কেশবের শিষ্যত্রয়॥
আপনার দেখি সাধুভক্তের আচার।
ভাল হবে উপদেশ করিলে স্বীকার॥
আচার্য্য শ্রীকেশবের লউন শরণ।
নিশ্চয় চতুরবর্গ ফল-উপার্জ্জন॥
অজ্ঞানের শুনি কথা গুণের সাগর।
নীচে লেখা গীত গেয়ে দিলেন উত্তর॥

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি একি ফল নিয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
রামকল্পতরু হৃদয়ে রোপিয়ে।
শ্রীরাম-কল্পতরু-বৃক্ষমূলে রই,
যে ফল বাঞ্ছা করি সে ফল প্রাপ্ত হই,
শুন ফলের কথা কই, ও ফলগ্রাহক নই,
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

গানে কিবা বুঝিলেন ব্রাহ্ম তিন জন।
পালটি কেশবাচার্য্যে কহে বিবরণ॥
কেশব চৈতন্যবান চৈতন্যের তেজে।
গুপ্তসার মধ্যে কিবা বার্ত্তা পেয়ে বুঝে॥
ব্যাকুল পরাণ হৈল দরশন তরে।
শিষ্যসহ আগমন দক্ষিণসহরে॥
অতি পুলকিত চিত দেখি প্রভুদেবে।
প্রভুও তেমতি খুসি পাইয়া কেশবে॥
নিরাকার সাকার ব্যতীত যাহা আর।
সকলেতে প্রভু নিজে সর্ব্বমূলাধার॥
সাকারের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
সকলেই শ্রীপ্রভুর নিজের স্বরূপ॥
অকূল অপার যেন অসীম সাগরে।
নানান দেশের নদী তাহে এসে পড়ে॥
যেবা কেহ যেই রূপ যেই নাম ল'য়ে।
ভজে পূজে সর্ব্বেশ্বরে সরল হৃদয়ে॥
সকল আসিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
বিশ্বাধার বিশ্বগুরু জগৎগোঁসাই॥
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু সকলের মূলে।
যে চায় আশ্রয় পায় শ্রীচরণতলে॥
প্রভুর নিকটে নাই কোনই বিচার।
হিন্দু কি মুসলমান সব একাকার॥
যেমন মহান বৃক্ষ বনমধ্যগত।
অগণ্য প্রশাখা শাখা চৌদিকে ব্যাপৃত॥
ফলফুলপত্রে পরিপূর্ণ শোভমান।
যেই পাখী এসে বসে সেই পায় স্থান॥
তেমতি আশ্রয়দাতা শ্রীপ্রভু আপুনি।
প্রসারিত কল্পতরু-চরণ দুখানি॥
যে কোন মানুষ আসে প্রভু-সন্নিধানে।
সে কেমন কিবা ভাব কি হেতু সেখানে॥

কেমনে গঠন হবে কিবা প্রয়োজন।
সব তত্ত্ব দেখা মাত্র হয় নিরূপণ॥
দয়াগার অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু।
এত কৃপা কোন যুগে নাহি শুনি কভু॥
ভজন পূজন কিছু নহে দরকার।
করিলে প্রভুরে একমাত্র নমস্কার॥
কি মিলে অমূল্য নিধি না যায় বর্ণন।
জোরে যার ছিঁড়ে যায় ভবের বন্ধন॥
চরণে শরণ ল'য়ে চরণে যে পড়ে।
গড়ন না গড়ি প্রভু নাহি দেন ছেড়ে॥
বিশ্বকারিকর প্রভু কি গড়েন হাতে।
তুচ্ছ আমি পরিচয় না পারিনু দিতে॥
কি গড়িলা প্রভুদেব কেশবে লইয়া।
স্মরি গুরু দেখ মন নয়ন মুদিয়া॥
কেশবে কহিলা প্রভু দেখামাত্র তাঁরে
প্রফুল্ল মুখারবিন্দে হাসি নাহি ধরে॥
খুসি আজ শ্যামা বড় তোমার উপর।
যাও গিয়ে শ্রীমন্দিরে মায়ে কর গড়॥
যখন যে ভাগ্যবান প্রভু দেখিবারে।
আসিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণসহরে॥
প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান।
শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম॥
সেই আজ্ঞা শ্রীকেশবে মঙ্গললক্ষণ।
ভক্তিভরে বন্দিবারে মায়ের চরণ॥
শুনিয়া কেশব কন অতি ধীরে ধীরে।
মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি পিতারে॥
ভাব বুঝি প্রভুদেব করিলা উত্তর।
কহ কার খেয়ে মাই পুষ্ট কলেবর॥
যদি মাতৃ-পয়োধরে হেন কান্তি কায়।
বল তবে কেন নাহি মানিবে শ্যামায়॥
মা ধরিয়া বাপে চিনে জগজনে জানা।
বুদ্ধিমান তুমি তবু কি হেতু বুঝ না॥
কেশব প্রভুরে পুনঃ কহে ভক্তিভরে।
কেবা মাতা আপনার, মা বলেন কারে॥
কিরূপ আকার তাঁর কিরূপ গঠন।
বলুন বিশেষ করি কিছু বিবরণ॥
পাত্র বুঝি শ্রীকেশবে প্রভুর উত্তর।
বিলাতে গিয়াছ তুমি দেখেছ সাগর॥
অনন্ত আকাশ যদি দেখেছ নয়নে।
তবে মোর মা কেমন জিজ্ঞাসিছ কেনে॥
ব্রহ্মাণ্ড-উদরা মাতা জগৎজননী।
ব্রহ্মময়ী শক্তি সিদ্ধিশান্তিস্বরূপিনী॥
নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের পার।
বিকারবিহীন যেন তেন নিরাকার॥
তাঁহার উদ্ভব-শক্তি শক্তি প্রাণরূপ।
শক্তিই আপুনি সেই ব্রহ্মের স্বরূপ॥
ব্রহ্ম যিনি ঠিক তিনি স্থিরসিন্ধু প্রায়।
তরঙ্গস্বরূপ শক্তি খেলিছে তাঁহায়॥
শক্তিতে জগৎ-সৃষ্টি শক্তি সর্ব্ববল।
শক্তিই কেবল মাত্র স্থিতির সম্বল॥
শক্তি আছে তাই আছি শক্তিই ধারণা।
সেই শক্তিবলে করি সাধন-ভজনা॥
যে শক্তিতে লীলাকার্য্য তাঁরে শক্তি গাই
শক্তিহীনে সৃষ্টিশূন্য ব্রহ্ম নাই পাই॥
শক্তিই কেবল বল ব্রহ্মদরশনে।
প্রতিবিম্বে বস্তুজ্ঞান যেমন দর্পণে॥
দর্পণস্বরূপা শক্তি সহায় না হ'লে।
ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান কখন না মিলে॥
বিরাট মূরতি খানি চৌদ্দপোয়া নয়।
সীমাবদ্ধ করা বুদ্ধিভ্রান্তির আলয়॥
পুনঃ প্রশ্ন করিলেন কেশব সজ্জন।
বিশাল বিরাট মূর্ত্তি অনন্ত রকম॥
অতি ক্ষুদ্র নরশির তায় নাহি ধরে।
তাঁরে কেন আনা হয় প্রতিমা-আকারে॥
শুনি কথা কেশবের প্রভুর উত্তর।
ধরা হ'তে বহুগুণে বড় দিবাকর॥
কিন্তু মানুষের চক্ষে হয় দরশন।
ঠিক যেন একখানি থালার মতন॥

একদিন প্রভুদেব শ্রীকেশবে কন।
দেখ না কেশব তুমি বক্তা এক জন॥
কতই না জান ভাল ধর্ম্মের কাহিনী।
ইচ্ছা আজ তোমার নিকটে কিছু শুনি॥
বক্তাবর ভক্তবর জ্ঞানিজনগণ্য।
ধীমান সদ্‌গুণবান কপটতাশূন্য॥
শিক্ষিত বিনয়যুক্ত সত্যতত্ত্বান্বেষী।
স্বভাবসুলভধারা সুধাধারাভাষী॥
বিবেক-বৈরাগ্যমাখা শুদ্ধতর মতি।
শ্রীকেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম-রথের সারথি॥
পদতলে সমাসীন কন ধীরে ধীরে।
ছুঁচ বিক্রি কিবা কথা কামারের ঘরে॥
আরে মন যদি বুদ্ধি থাকে এক ফোঁটা।
বুঝ কিবা কেশবের উত্তরের ঘটা॥
কি ছটা মিশান তার ভিতরে ভিতরে।
যে প্রভু জগৎমুগ্ধ তাঁরে মুগ্ধ করে॥
ভক্তিপ্রীতিভরা শুনি কেশবের বাণী।
মহানসমাধিগত হইলা তখনি॥
ভাবভঙ্গে কেশবের হৃদি বুঝি কন।
সত্ত্বভক্তিপ্রদায়িনী ভক্তি-বিবরণ॥
দেখ ভাগবত ভক্ত আর ভগবান।
তর তম নাহি তিনে বুঝিবে সমান।
কেশব চমকে শুনি শ্রীপ্রভুর কথা।
মনে ভাবে এ কেমন নূতন বারতা॥
প্রভুবাক্যে অবিশ্বাস সাহস না হয়।
কিন্তু মনে সন্দেহের তরঙ্গ-উদয়॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব বুঝি নিজ মনে।
কেশবে কহেন কিছু শক্তি-সঞ্চালনে॥
শুন শুন শ্রীকেশব ভাগবত পুঁথি।
তাহাতে বর্ণিত মাত্র লীলার ভারতী॥
অক্ষরে লিখিত মাত্র কাগজ-উপরে।
শুনে বর্ণে বর্ণে হরি উদ্দীপনা করে॥
শুধু উদ্দীপনা নয় ঈশ্বরীয় ভাব।
গাইলে শুনিলে হয় হৃদে আবির্ভাব॥
ভাবরূপে হন হরি হৃদয়ে উদয়।
ভাব-আনুকূল্যে পরে দরশন হয়॥
কানেতে শুনিয়া কথা চক্ষে দেখে হরি।
সেই হেতু ভাগবতে হরি-জ্ঞান করি॥
পুনশ্চ দেখহ ভক্ত-হৃদয়-মাঝারে।
ভক্তপ্রিয় ভগবান সর্ব্বদা বিহরে॥
পুণ্য-দরশন ভক্ত করি দরশন।
তখনি অমনি করে গুরু-উদ্দীপন॥
ভক্ত-দরশন আর ভক্ত-সঙ্গ-বলে।
ভবের কাণ্ডারী হরি অসাধনে মিলে॥
প্রত্যক্ষ এ সব বাক্য না বুঝিবে আন।
যারে ধরি মিলে হরি সে তাঁর সমান॥
অবাকে নীরব হেথা কেশব বসিয়া।
কি কব দেখেন কিবা কলমে আঁকিয়া॥
কর্ণমূলে প্রভুবাক্য বাক্যরূপে পশে।
অপূর্ব্ব আকার ধরে অন্তরে প্রবেশে॥
কেশবের ভাগ্যসীমা নাহি যায় বলা।
শ্রীপ্রভু যেমন গুরু তাঁর মত চেলা॥
প্রভুদেবে গুরুরূপে পায় যেই জনা।
মহাভাগ্যবান নাই সৌভাগ্যের সীমা॥
গুরুভাব পিতৃভাব কর্ত্তাভাব আর।
প্রভুর মনেতে নহে কখন সঞ্চার॥
অহংভাবহীন তিনি দীনের মূরতি।
কর্ণমূলে মন্ত্রদান কভু নহে রীতি॥
আপনারে গুরুজ্ঞানে অন্যে উপদেশ।
নাহি ছিল এ ভাবের গন্ধমাত্র লেশ॥
তথাপিহ সিদ্ধমন্ত্র ঝুড়ি ঝুড়ি পায়।
যে আসে প্রভুর পাশে তাহার আশায়॥
ভব-রোগ-বৈদ্য প্রভু পূর্ণ নাড়ী-জ্ঞান।
রোগ-অনুসারে হয় ঔষধ-বিধান॥
মৃত্যুঞ্জয় শান্তিরস পোট্টাই কারণ।
যখন তখন যারে তারে বিতরণ॥
কেশব যেমন বড়, বড় বাই তাঁর।
প্রাণান্তে সাকার কথা না করে স্বীকার॥

প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা মনোহরা ঠাম।
তিনে এক ভক্তিগ্রন্থ ভক্ত ভগবান॥
নির্ম্মল ভক্তির রস ছুঁলে ছুটে গাদ।
তিক্ত কটু তুলনায় সুধার আস্বাদ॥
কেশব নানান বস্তু দেখিয়া এখন।
ধরণী লুটায় ধরি প্রভুর চরণ॥
চরণে পতিত দেখি সর্ব্ব-উচ্চচূড়া।
স্থানে স্থানে রাষ্ট্র কথা প'ড়ে গেল সাড়া॥
কাতারে কাতারে আসে দেখিবার তরে।
মুক্তিদাতা কৃপাসিন্ধু দক্ষিণসহরে॥
প্রভুর দীনতা ভক্তিভাব দরশনে।
বড়ই লেগেছে মিষ্টি কেশবের প্রাণে॥
সেই ভাব শিষ্যগণে শিখাবার তরে।
পাঠান ভিখারী-বেশে দুয়ারে দুয়ারে॥
কভু শিষ্যে সমাবৃত হইয়া আপনে।
খোল করতাল যেন বাজে সংকীর্ত্তনে॥
সেই ভক্তি-ধারা ধরি পথে পথে গান।
ভক্তিপ্রেমদায়িনী আনন্দময়ী নাম॥
দেখ দৃশ্য বড়লোক কেশবের পারা।
সুদৃশ্য যতেক শিষ্য সুন্দর চেহারা॥
মাতোয়ারা ভক্তিভরে শক্তিগুণ গায়।
যেই আসে কাছে নামে তাহারে মাতায়॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে হিংসা-দ্বেষ করে যেই জনা।
আজন্ম হৃদয়ে রাখে অকপট ঘৃণা॥
সেও শুনে এসে মিশে কেশবের কাছে।
কুতূহলী করতালি মা বলিয়া নাচে॥
কেশব পাইয়া ভক্তি-রসের সন্ধান।
মরুতে তুলিল ভাল তাহার তুফান॥
যেই বস্তু ছিল শুষ্ক রসবিরহিত।
প্রভুর কৃপায় তারে হেরে মঞ্জরিত॥
উল্লসিত শ্রীকেশব হ'য়ে মত্ততর।
ভক্তিভরে যাইতেন দক্ষিণসহর॥
রসের আকর প্রভুদেব-দরশনে।
ভক্তি মিলে কেশবের অনুরাগ শুনে॥

চরণে তাঁহার মোর অসংখ্য প্রণাম।
মাগি যেন জাগে হৃদে রামকৃষ্ণনাম॥
কি ছিল কেশব এবে হইল কেমন।
গুরু বিনা জীবের দুর্গতি দেখ মন॥
সদ্গুরু শ্রীহরি বিনা অন্য কেহ নয়।
শ্রীগুরু চৈতন্যদাতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
চেতন-মুকুতি-ভক্তি করতলে যাঁর।
তিনিই আপুনি ভবসিন্ধু-কর্ণধার॥
হরি গুরু বিনা ঠিক পথে ল'য়ে যেতে।
কেবা এত শক্তিমান আছেন জগতে॥
মানুষ গুরুর কথা রাখ বহু দূরে।
জানি না দেবতা গুরু কি করিতে পারে।
দুর্গম হৃদয়পুরে চৈতন্য-আগার।
বিশ্বজয়ী সপ্তরথী রক্ষা করে দ্বার॥
সর্দ্দার জনেক তার চেলা ছয়জন।
চেলার কতই চেলা না যায় গণন॥
এক এক জন তার এত শক্তিধর।
শমনের সম লাগে পবনের ডর॥
উড়ায় ধূলার প্রায় শতশৃঙ্গধারী।
পাতাল-পরশি-ভিত্তি হিমালয়-গিরি॥
সামান্য ধানের ক্ষেত বনায় সাগরে।
শুষিয়া যতেক জল নাসিকার দ্বারে॥
নখে চিরে খণ্ড করে অখণ্ড ধরণী।
ধরায় যে ধরে তার দে'খে কাঁপে প্রাণী॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তারাসহ জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
পলকে নিবায়ে করে আঁধার প্রবল॥
বিভীষিকা কত শত নাহি যায় বলা।
ভীষণা রাক্ষসীদ্বয় পথে করে খেলা॥
মনমুগ্ধ কান্তি-ছটা এত অঙ্গে ঝরে।
হোক্ না বিরাগী যাত্রী তবু কাবু করে॥
এ হেন দুর্গম পথ এড়াইলে পর।
লক্ষ্যে আসে দেশ এক পরম সুন্দর
অনন্ত বসন্ত-ঋতু তথ্য বর্ত্তমান।
তার পারে নিকেতন রতনে নির্ম্মাণ॥

সশিষ্যে সপরিবারে কেশব এক্ষণে।
দক্ষিণসহরে যান প্রভু-দরশনে॥
দেখা-শুনা ঘন ঘন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।
প্রভু না খাওয়ায়ে কিছু নাহি দেন ছেড়ে।
সুধারস শান্তিরস শান্তিহেতু ঘটে।
পুষ্টিহেতু মিষ্টিভরা রসগোল্লা পেটে॥
পেয়েছে না পাবে দিন এ হেন রকম।
কেশব প্রভুরে করে ঘরে নিমন্ত্রণ॥
বলিহারি কলিকাল কালের প্রধান।
সত্যও না পায় এর মহিমা-সন্ধান॥
কৃপার নিধান প্রভু কৃপার সাগর।
বারে বারে অবতীর্ণ ধরি কলেবর॥
সাধনে লোকের নাহি হয় প্রয়োজন।
আবাসে বসিয়া হয় হরি-দরশন॥
কেশব মজিল বড় শ্রীপ্রভুর পায়।
ইচ্ছা যেন খেতে শুতে ছাড়িতে না চায়
ব্রহ্মধর্ম্মে যোগ দিয়া প্রভু ভগবান।
তুলিলেন তাহে এক সুমধুর তান॥
করিবারে ইহারে অধিক মিষ্টতর।
শুন রামকৃষ্ণলীলা বড়ই সুন্দর॥

মনোমোহন ও রামের মিলন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

দিনকর-কর যেন বরণ-আকর।
অগণ্য বরণ আছে তাহার ভিতর॥
আঁখি মিলে গেলে পরে দেখিবার তরে।
প্রখর করের তেজে দৃষ্টিশক্তি হরে॥
তবে বর্ণাকর সূর্য্য জানা যায় কিসে।
চারুতনু রামধনু যখন বিকাশে॥
তেমতি বিভুর কায়া মহাজ্যোতিষ্মান।
আঁখিতে না পারে নরে করিতে সন্ধান॥
বর্ত্তমান অপরূপ গুণ কিবা তাঁয়।
যতদিন নরদেহে না আসে ধরায়॥
পঞ্চভূতে গড়া দেহ পঞ্চভূত নয়।
প্রতিবিম্বে খেলে যাহে গুণসমুদয়॥
রূপে গুণে ষড়ৈশ্বর্য্যবান ভগবান।
একা ভাগবত লীলা দেখিবার স্থান॥
অপরূপ রূপ-গুণ ভুবনমোহন।
দেখিবার সাধ যদি থাকে তোর মন॥
একমনে শ্রবণ করহ দিবারাতি।
সৎদৃষ্টি জন্মে যায় রামকৃষ্ণপুঁথি॥
ষড়ৈশ্বর্য্যবান প্রভু রাজরাজেশ্বর।
কখন একাকী নহে সঙ্গে সহচর॥
নানা বেশে পারিষদ সাঙ্গোপাঙ্গগণ।
সম সময়েতে লয় ধরায় জনম॥
আপনি যেমন গুপ্ত সেইমত তাঁরা।
শোক-দুঃখে পরিপূর্ণ নরের চেহারা॥
পরিব্যাপ্ত নানাস্থানে নানান রকমে।
সময় হইলে পরে এক ঠাঁই জমে॥
শ্রীমনোমোহন মিত্র কোন্নগরে ঘর।
কার্য্যহেতু বালাবাটী সহর ভিতর॥

উতরিয়া যথাস্থানে করে অন্বেষণ।
কোথায় পরমহংস সাধু এক জন॥
লোকে দেখাইল পথ প্রভুর মন্দির।
দ্বারদেশে এসে দোঁহে হইল হাজির॥
আছিল কপাট বন্ধ মন্দিরের দ্বারে।
ঈষৎ আঘাত তায় ধীরে ধীরে করে॥
মুক্ত দ্বার তখনি পরশ মাত্র তায়।
আপনি করিয়া দিলা প্রভুদেব রায়॥
যেন প্রত্যাশায় কত কপাটের ধারে।
বসিয়াছিলেন প্রভু তাঁহাদের তরে॥
দেখিবারে ভক্তদ্বয় বহু দিন ছাড়া।
ভব-সিন্ধু-তরঙ্গে ত্রাসিত আশাহারা॥
অন্তরে অপার সুখ প্রভু ভগবান।
দেখিতে দেখিতে দুই ভক্তের বয়ান॥
সোহাগে সম্ভাষ কত কতই আদর।
বসাইলা আপনার খাটের উপর॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বিশ্ব ডরে দাপে।
বসিতে সে বিছানায় থর থর কাঁপে॥
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ আত্মগণ তাঁর
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি শ্রীপ্রভুর আপনার॥
ছাড়িবার নহে কেহ কারে নাহি ছাড়ে।
বাহ্যে ছাড়াছাড়ি বোধ লীলার আসরে॥
প্রভু যে পরমহংস যাঁর অন্বেষণে।
এসেছেন দুই ভাই এখন না চিনে॥
তাঁহাদের মনে মনে জানা চিরকাল।
সন্ন্যাসী পরমহংস পরা বাঘছাল॥
ভস্মমাখা গোটা অঙ্গ কাছে ধুনি জ্বলে।
সম্মুখে চিমটা গাড়া বাস বৃক্ষমূলে॥
মাথায় জড়ান জটা রুক্ষ কেশভার।
গাঁজার ধূঁয়ায় করে দুনিয়া আঁধার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ শাদা লক্ষণবিহীন।
আচারেতে সুদীন অপেক্ষা কত দীন॥
পরিধান লালপেড়ে সূতার কাপড়।
সুন্দর সুঠামে নাই কোন আড়ম্বর॥

পরে পরিচয়ে বুঝিলেন দুই জনে।
ইনি তিনি আসিয়াছি যাঁর অন্বেষণে॥
অন্তর বুঝিয়া তবে প্রভুদেব কন।
ভাগিনে হৃদয়ানন্দে করি সম্বোধন॥
জ্বরের পীড়ায় নীচে ছিল শয্যাগত।
ওরে হৃদু এরা নহে ব্রাহ্মদলভুক্ত॥
শ্রীমনোমোহন কন প্রভু-সন্নিকটে।
বাল্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝি সত্য বটে॥
সমাজেতে যাওয়া আসা আছয়ে আমার।
এত শুনি প্রভুদেব কন পুনর্ব্বার॥
যাহা যাও যাহা বুঝ ধর্ম্মের বারতা।
তুমি নহ ব্রাহ্মদের এই মোর কথা॥
এত বলি কহিতে লাগিলা উপদেশ।
অন্তর্যামী ভক্তপ্রাণ প্রভু পরমেশ॥
কল্পতরু বিশ্বগুরু অখিলের স্বামী।
সাকার সম্বন্ধে উক্তি ভক্তি-প্রসবিনী॥
শোলার উঠিত আতা করি দরশন।
সত্যের গাছের আতা করে উদ্দীপন॥
সেইরূপ দেবদেবীমূর্ত্তি-দরশনে।
লীলারূপ কিবা কার সব পড়ে মনে॥
লীলাময় লীলারূপ বিভু ভগবান।
সকল সম্ভবে কেন সর্ব্বশক্তিমান॥
দু ভেয়ে গলিয়ে গেছে প্রভুর কথায়।
সুমধুর মিঠাভাষী প্রভুদেব রায়॥
শ্রীবাণীতে সুধাধারা এত বহে জোর।
শুনিলে তরলে গলে অশনি কঠোর॥
এ ত চিরভক্ত তাঁর ধাত বাঁধা তাঁয়।
ঈষৎ আভাষে সুধাস্রোতে ভেসে যায়॥
অপরূপ নরলীলা নরদেহ ধরি।
না পারি বলিতে নাহি দেখাইতে পারি॥
বড়ই সহজ নৈলে দেখা বুঝা ভার।
হাতে আছে হাতে নাই আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
ভক্ত বিনা খেলা কার না পড়ে নয়নে।
চুম্বক কেবলমাত্র লোহা পেলে টানে॥

স্বচ্ছ নিরমল ভক্ত চিত্তের উপর।
প্রতিভাত করে মাত্র চন্দ্রমার কর॥
ভক্তের মলিন হৃদি যদি দেখা যায়।
তথাপি দর্পণ-তুল্য ধূলারাশি গায়॥
পরিষ্কারে নহে কষ্ট, হয় অনায়াসে।
ধীর মন্দ সমীরণ সামান্য বাতাসে॥
ভাগবতলীলামধ্যে শুন কথা তার।
প্রভু জিজ্ঞাসিলা রামে তুমি না ডাক্তার?
নীচে শয্যাগত জ্বরে ভাগিনা হৃদয়।
দেখাইয়া তাঁরে বলিলেন লীলাময়॥
নাড়ী টিপে দেখ দেখি আছে কি রকম।
পরীক্ষা করিয়া ভক্ত রাম দত্ত কন॥
গুণী জ্ঞানে সুগম্ভীর আপ্যায়িত স্বরে।
এখন নাহিক জ্বর, জ্বর গেছে ছেড়ে॥
অপূর্ব্ব মধুর খেলা ভক্ত-ভগবানে।
দয়া কর প্রভু যেন দেখি রেতেদিনে॥
সামান্য ঘটনা কথা অনতিবিস্তর।
তবু তায় ভাসে কত সাগর সাগর॥
ভাসে বেদ বেদান্ত তন্ত্রাদি গীতা সার।
ব্যাসের পুরাণ ভাসে ভক্তির ভাণ্ডার॥
ভাসে ব্রহ্মা ভাসে বিষ্ণু ভাসে মহেশ্বর।
সৃজন-পালন-লয়-শক্তির আকর॥
ভাসিছে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ।
রাজর্ষি দেবর্ষি ভাসে তৃণের মতন॥
কোথা ভাসে কিসে ভাসে ভাসে কি প্রকার
আঁকিয়া দেখাতে শক্তি নাহিক আমার॥
প্রভু-ভক্ত পদরজ সার কর মন।
তুমিও দেখিতে পাবে মনের মতন॥
যদি বল এ দর্শন স্বপনের দেখা।
পড়িলে প্রভুর কুঁদে না থাকিবে বাঁকা॥
শুন লীলা মনোযোগে প্রভুদেব কন।
তুমি রাম দেহ-তত্ত্ব জান বিলক্ষণ॥
বল দেখি বুঝাইয়া এবার আমারে।
যা খাই কোথায় যায় উদর-ভিতরে॥
এত শুনি পাকস্থলী উদরে যেখানে।
দেখাইল রাম প্রভু-অঙ্গ-পরশনে॥
উদরের মধ্যভাগে পাকস্থলী-স্থান।
শুনিয়া বিস্ময়ে কন প্রভু ভগবান॥
দেখ মম পাকস্থলী নহে মধ্যস্থানে।
উদরের অধোদেশে সবাকার বামে॥
হাত দিয়া কর লক্ষ্য আমি খাই জল।
হইবে প্রতীয়মান কথা অবিকল॥
যা বলিলা প্রভুদেব তাই দেখে রাম।
বামভাগে চলে জল যত প্রভু খান॥
দেখিয়া বিস্ময়ে ভরে শ্রীরামের মন।
সৃষ্টিছাড়া শ্রীপ্রভুর দেহের গঠন॥
প্রায়াগত দেখি সন্ধ্যা কহে দুই জনে।
ফিরিবারে ঘরে কিন্তু মন নাহি মানে॥
প্রভুর মূরতি দেখি কথা শুনি তাঁর।
উভয়ের মহানন্দ নহে বর্ণিবার॥
সমস্ত অশান্তি যত ছিল এ জীবনে।
দূরীভূত একবারে প্রভু-দরশনে॥
বিদায় মাগিতে প্রভু বলিলেন দুয়ে।
যাবে যদি ঘরে আজি কিছু যাও খেয়ে॥
দুই ভেয়ে মণ্ডাসহ ঠাণ্ডাজল খান।
সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রভু ভগবান॥
চিরকাল ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায়।
মহাসুখ দেখিয়া ভকতদ্বয় খায়॥
বিদায়ের কালে দুয়ে লয় পদধূলি।
বিদায় সে দিন হয় পুনঃ এস বলি॥
অন্তরীক্ষে উভয়ের চুরি করি মন।
শুন রামকৃষ্ণ-লীলা অমৃত-কথন॥
ঘরে যেতে গোটা পথে কহে পরস্পর।
প্রভু কি দয়াল সাধু স্বভাব সুন্দর॥
হৃদিতত্ত্ববিৎ তেঁহ অপূর্ব্ব কাহিনী।
মূর্ত্তি যেন রসনায় তেন মিঠা বাণী॥
আমি যে ডাক্তার তিনি জানিলেন কিসে।
বলিলেন রামদত্ত বিস্ময় বিশেষে॥

সেবা পূজা নিজে করে পরমাসুরাগে।
বনায় সুন্দর ভোগ যেন মনে লাগে॥
নিতি নিতি গীতাপাঠ গোপালের কাছে
আচারে স্বামীর মত শুদ্ধাশুদ্ধ বাছে॥
গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা এদিকে যেমন।
নানারূপ সুপকর্ম্মে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
মহাভক্ত উপাধ্যায় বহু ভক্তি তাঁর।
চালায় ভক্তির ভাবে বিস্তার সংসার॥
জননীরে করে ভক্তি দেবীর মতন।
নিজে নীচে জননীর উচ্চেতে আসন॥
সমাসনে কখন না বসে ভক্তবর।
এতই আছিল ভক্তি মায়ের উপর॥
পিতার মতন শিবে মায়ের বিশ্বাস।
সেই হেতু মাঝে মাঝে হয় কাশীবাস॥
কাশীবাসে জননীর যখন গমন।
তিন গণ্ডা দাস দাসী সেবার কারণ॥
সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেন উপাধ্যায়।
মাতৃভক্তি-প্রাবল্যের বেগ প্রেরণায়॥
ছেলে পুলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় তার ভারি।
নেপালরাজের ঘরে সম্বল চাকরি॥
সহরের সন্নিকটে কাঠের আড়তে।
রাজা দিয়া ভার পাঠাইল বিশ্বনাথে॥
অতিশয় শ্রম তায় করি দিবারাতি।
আয়বৃদ্ধি সহ তায় করিল উন্নতি॥
বিপুল প্রশংসা পায় রাজদরবারে।
বার বার পুরস্কার মাহিয়ানা বাড়ে॥

প্রভু সঙ্গে সংমিলন হয় কি প্রকার।
শুন ভক্ত-সংযোটন অপূর্ব্ব লীলার॥
উপাধ্যায় একদিন দেখেন স্বপন।
কে এক পুরুষ তাঁরে করে আবাহন॥
তত্ত্বজ্ঞান লইবারে কন বারে বারে।
সুন্দর শ্রীমুখে কথা সুধা যেন ঝরে॥
হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম উঠিল চমকি।
ভাবে ঘোর নিশাকালে কি স্বপন দেখি
অবিরত চিন্তাতুর ব্যাকুলিত মন।
স্বপন-কাহিনী হয় সর্ব্বদা স্মরণ॥
দৈবযোগে একদিন দক্ষিণসহরে।
উপনীত উপাধ্যায় প্রভুর গোচরে॥
স্বপ্নদৃষ্ট মহাজন দেখামাত্র চিনে।
বারে বারে বিলুণ্ঠিত প্রভুর চরণে॥
বাসনা-অতীত জ্ঞান-তত্ত্ব তেঁহ পায়।
শ্রীপ্রভুদেবের শাদা সরল কথায়॥
বেদপাঠী বিশ্বনাথ দেখে কুতূহলে।
বেদবাক্যে প্রভুবাক্যে সমভাবে মিলে॥
অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইল কেমন।
প্রভুদরশনে আসে যখন তখন॥
এইরূপে উপাধ্যায় কিছু দিন কাটে
একবার পড়িলেন দারুণ সঙ্কটে॥
কি সঙ্কট, কিবা বলে পাইল উদ্ধার।
পশ্চাৎ কহিব মন পাবে সমাচার॥
রামকৃষ্ণ-লীলা কিবা কহিবারে পারি।
অপার ভবাব্ধিজলে তরিবার তরী॥

প্রভুসনে কেশবের মিলন-সময়।
প্রভুপদে ক্রমে মজে গোস্বামী বিজয় ॥
পরিচয় বিশেষ করিয়া কব পরে।
কি খেলিলা প্রভু তাঁয় লইয়া আসরে ॥
দলের ভিতরে আর আছে কয় জন।
প্রভুদেবে মান্য শ্রদ্ধা করে বিলক্ষণ ॥
এক জন শ্রীমণি মল্লিক নাম তাঁর।
দ্বিতীয় প্রতাপচন্দ্র বৈদ্য মজুমদার ॥
তৃতীয় ত্রৈলোক্য শর্ম্মা চিরঞ্জীব নাম।
অতিশয় মিষ্টকণ্ঠ সুমধুর গান ॥
তাঁর গানে শ্রীপ্রভুর বড়ই পিরীতি।
বেণী পাল আর এক সিঁথিতে বসতি ॥
বড়ই ধনাঢ্য এক মিত্র কাশীশ্বর।
ষষ্ঠ শ্রীগিরীশ সেন বঙ্গদেশে ঘর ॥
সপ্তম অমৃতলাল বসু মহাশয়।
পবিত্র-হৃদয় বহু গুণের আলয় ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীপ্রভুর বড় দয়া তাঁয়।
ভাগ্য মানি পদরেণু পাইলে মাথায় ॥
অষ্টম যে জন সমরূপ পুণ্যবান।
পরমপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নাম ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মনেতা তিনি সাধক সজ্জন।
বেদোজ্জলাবুদ্ধিযুক্ত প্রভুর বচন ॥
অতিশয় উচ্চভাব প্রভুর উপরে।
এক দিন ভক্ত রাম জিজ্ঞাসিলা তাঁরে ॥
কি প্রকার প্রভু, তাঁয় কি বুঝেন তিনি
উত্তরে কহিলা তায় ব্রাহ্মচূড়ামণি ॥
সুন্দর পরমহংস হেন মহাজন।
ধরায় আইলে পরে বুঝিবে এমন ॥
চারি শত বর্ষাধিক এমন প্রভাব।
জগতে না থাকে কোন ধর্ম্মের অভাব ॥
সৎশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর।
বারে বারে বন্দি তাঁয় কি দিলা উত্তর ॥
আর আর সম্রান্ত মানুষ বহু আছে ॥
কেশবের সঙ্গে যান শ্রীপ্রভুর কাছে ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গে এবে বড়ই প্রবল।
মাতিয়াছে গুণী মানী যুবকের দল ॥
প্রভুসনে এত মিল হইল এখন।
ব্রাহ্মেরা প্রভুরে বুঝে তাঁদের মতন ॥
তাহার কারণ শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রভু যে আমার সেই অখিলের স্বামী ॥
মহাভাবময় নানা ভাবের আধার।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আছে যত অবতার ॥
নানাবিধ না হইলে লীলার আসরে।
এ লীলার রঙ্গ ভঙ্গ হয় একবারে ॥
বহুবিধ ধর্ম্মভাব প্রবল এখন।
প্রভু-অবতারে ভাব সব সংরক্ষণ ॥
অন্যবারে এক ভেঙ্গে পুনঃ এক গড়া।
এবার সকল ধর্ম্ম সমন্বয় করা ॥
প্রভুর বচন, ধর্ম্ম যত বিদ্যমান।
তেজে গুণে ধর্ম্মে সত্যে সকলে সমান ॥
যতবিধ আছে ধর্ম্ম এক এক মত।
প্রত্যেকেই ভগবানে যাইবার পথ ॥
কেবল কথায় নয় দেখাইলা কাজে।
প্রত্যক্ষ জলের মত সাধনার তেজে ॥
নানাভাবে অগণন সাধনা তাঁহার।
সব ধর্ম্ম সত্য কথা প্রত্যক্ষ ব্যাপার ॥
প্রভুর প্রতীত নহে চক্ষে না দেখিলে।
প্রথমে প্রত্যক্ষ পরে উপদেশ চলে ॥
সে হেতু লীলায় আগে সাধন-ভজন।
প্রকাশ প্রচার পরে ভক্ত-সংঘোটন ॥
প্রভুর প্রত্যক্ষ কিবা শুন তার ধারা।
সাধন-ভজনে যবে উন্মত্তের পারা ॥
পঞ্চবটতলে বসি সুরধুনী-তীরে।
বাসনা হইল দশভুজা পূজিবারে ॥
দেবদেবী কোন মূর্ত্তি এলে স্মৃতিপথে।
সেইক্ষণে সেই মূর্ত্তি আসিত সাক্ষাতে ॥
অলঙ্ঘ্য প্রভুর আজ্ঞা সব হাতে ধরা।
অনাদি পুরুষ নিজে সকলের গোড়া ॥

যদ্যপি বিষম জর আজ ছুটে যায়।
কাল কুইনাইনের ব্যবস্থা কোথায়॥
জরের জালায় যদি রোগী চায় খেতে।
কাজে পাকা কবিরাজ নাহি দেয় দিতে॥
দিন গতে রস পাক হইলেক পর।
সে ব্যবস্থা নিজে করে আপুনি ডাক্তার॥
শুন মন এইখানে বলি এক কথা।
প্রভুদেব দেখ কি রকম শিক্ষাদাতা॥
যে বিষয় ভালরূপে আছে যার জানা।
তাহাতেই দেন তিনি শিক্ষার উপমা॥
রামচন্দ্র সুন্দর ডাক্তার একজন।
বড় দক্ষ বুঝিবারে শাস্ত্র রসায়ন।
তাই প্রভু লইলেন কথোপকথনে।
ভৈষজ্য ভিষক রোগী উপমার স্থানে॥
ত্বরায় পশিবে যায় শিক্ষার্থীর মন।
সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাদাতা প্রভু নারায়ণ॥
শ্রীপ্রভুর কাছে আসে যত শাস্ত্রবিৎ।
তাঁর জানা-শাস্ত্রে কথা তাঁহার সহিত॥
রামের হৃদয়ে উঠে অশান্তি-জঞ্জাল।
সদা ভাবে কবে পাবে হরির নাগাল॥
প্রভুদেবে দরশন করিবার আগে।
আছিল অশান্তি বড় ত্রিতাপের লেগে॥
সেই অশান্তির মূর্ত্তি পুনঃ জাগরণ।
স্বখার্থে পূর্ব্বেতে এবে হরির কারণ॥
হাতে পায়ে করে কাজ মন হরি খুঁজে।
কাজেই চঞ্চল চিত্ত সংসারের কাজে॥
দু ভেয়ের সমাবস্থা রহে একত্তর।
সংসারের কার্য্যান্তে পাইলে অবসর॥
দারা কন্যা পরিবারে নাহি বসে মন।
ছিল যেন দোহাকার পূর্ব্বের মতন॥
পাইলে ছুটীর দিন যান ছুটে ছুটে।
পরাশান্তিদাতা প্রভুদেবের নিকটে॥
আনন্দ কতই তাঁর কাছে যতক্ষণ।
বিষম অশান্তি-বোধ আইলে ভবন॥

ঘরে ঘরে কানাকানি করে মহাখেদ।
প্রভুদরশনে নিবারণে করে জেদ॥
এক দিন শুন কিবা অবাক কাহিনী।
মনোমোহনের এক পিসী ঠাকুরাণী॥
বুঝাইয়া নানামতে কহিল তাঁহারে।
নিষেধি তোমায় যেতে দক্ষিণসহরে?
এখন কথায় আর কার যায় কান।
সময়ে হয়েছে হেথা শ্রীপ্রভুর টান॥
এ টান বিষম টান বাধা নাহি মানে।
সে বুঝেছে আঁতে আঁতে যে পড়েছে টানে॥
পরদিনে শ্রীপ্রভুর দরশনে দেখে।
ম্রিয়মাণ ভগবান বারিধারা চোখে॥
ক্ষুব্ধপ্রাণে ভগবানে শ্রীমনোমোহন।
কাতরে জিজ্ঞাসা করে কান্নার কারণ॥
জড়িত জড়িত ভাষে দয়ার সাগর।
বলিলেন আর বাছা কি দিব উত্তর॥
প্রিয়তম ভক্ত কোন প্রাণের সমান।
কখন কখন আসে মম বিদ্যমান॥
পিসী তার মহামার কত করে ঘরে।
নিবারিতে ভক্তজনে হেথা আসিবারে।
তাই বাছা বড় দুঃখে ঝুরে দু'নয়ন।
কি জানি যদি না আসে শুনিয়া বারণ॥
ভক্তচূড়ামণি শুনি শ্রীবাণী প্রভুর।
অন্তরে পাইল বড় যাতনা প্রচুর।
কথায় না খুলে কথা ভাবে মনে মনে।
কি দয়া কাঁদেন প্রভু আমার কারণে॥
বিশেষিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য প্রয়াস।
বিকাইয়া শ্রীচরণে হ'তে হবে দাস॥
সে দিন হইতে ভক্ত শ্রীমনোমোহন।
বুঝিলেন বিধিমতে কে তাঁর আপন॥
পরম আত্মীয় প্রভু এই মনে করি।
ছিঁড়িতে লাগিল মনে সংসারের দড়ি॥
এ দিকে পাগলসম ভক্ত দত্ত রাম।
কোথায় কিরূপে মিলে হরির সন্ধান॥

সকাতরে এক দিন প্রভুদেবে কন।
সাক্ষাতে হরির কবে পাব দরশন ॥
দেখ মন ধরা নাহি দিলে কিবা ঘটে।
জলে আছে জল খায় পিপাসা না মিটে
সাধের গলার হার জড়ান গলায়।
ভ্রমে বুলে ভূমণ্ডল খুঁজিয়া না পায় ॥
প্রভুদেব দেখি ভক্তে কাতর অন্তর।
করিলেন শান্তিভরা করুণ উত্তর ॥
বড় বড় মাছে পূর্ণ সরসীর তীরে।
মেছুয়াল যদি শুধু মাছ মাছ করে ॥
উচাটন মন যেন পাগলের পারা।
তাহে না কখন হয় পনামাছ ধরা ॥
পনামাছ ধরিবার বাসনা হইলে।
বসিতে হইবে তীরে চার জলে ফেলে ॥
দিন দিন কিছু দিন জলে দিলে চার।
তবে না হইবে তথা মাছের সঞ্চার ॥
চারেতে বসিলে মাছ টোপ নাহি খায়।
চারের চৌদিকে গন্ধে বেড়িয়া বেড়ায় ॥
কভু দেয় ফুট কভু পাক দিয়া বুলে।
তা দেখিয়া চারে মাছ বুঝে মেছুয়ালে ॥
একদৃষ্টে একমনে থাকে নিরখিয়া।
ক্রম করি বড় ছিপ দু হাতে ধরিয়া ॥
সৌরভী সুন্দর টোপ গাঁথিয়া কাঁটায়।
তবে কিছু পরে তার পনামাছ খায় ॥
সেইরূপ সাধুবাক্যে করিয়া বিশ্বাস।
প্রাণে গেঁথে নাম-টোপ করহ প্রয়াস ॥
হৃদি ভরা ধৈর্য্য ল'য়ে ভক্তি-চার দিবে।
তবে না বৃহৎ মাছ শ্রীহরি ধরিবে ॥
এত শুনি প্রভুবাক্যে রাম মহামতি।
চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে নিতি নিতি ॥
পাঠ-সাঙ্গে করে হরি-সংকীর্ত্তন।
সব কাজে সঙ্গে দাদা শ্রীমনোমোহন ॥
চৈতন্যচরিত-পাঠে হয় এই ফল।
রাম দেখে শ্রীচৈতন্য প্রভু অবিকল ॥

সে কালে আছিল শ্রীচৈতন্য নাম রাষ্ট্র।
এই অবতারে নাম প্রভু রামকৃষ্ণ ॥
বস্তুতে লীলাতে ভেদ না পড়ে নয়নে।
আকারে প্রভেদ মাত্র আর ভেদ নামে ॥
চৈতন্যের নামে দেখে প্রভুর মূরতি।
বার্ত্তা না বুঝিতে পারে দত্ত মহামতি ॥
আর দিন রামচন্দ্র শ্রীমনোমোহনে।
ডাকিলেন দ্বারদেশে তাঁহার ভবনে ॥
প্রভু-দরশনে যেতে দক্ষিণসহর।
শুন মন কিবা কথা হৈল অতঃপর ॥
মিত্রের ঘরণী বড় বিরক্ত তাঁহায়।
নন্দিনীর জ্বর পীড়া ফুটিয়াছে গায় ॥
পতিরে নিষেধ তাই করে বারে বারে।
যাইতে না পাবে আজি দক্ষিণসহরে ॥
বড়ই লাগিল কথা মিত্রের পরাণে।
বেদনায় বারিধারা ঝরে দুনয়নে ॥
বেগবতী বলবতী এতই তখন।
বাহিরিল রমণীর না শুনি বারণ ॥
বরষায় জলে ভরা তটিনীর প্রায়।
বাঁধ ভেঁড়ি ভেঙ্গে চলে রাখা নাহি যায় ॥
তেমতি চলিল মিত্র সঙ্গে ভাই রাম।
গোটা পথ চক্ষে জল ঝরে অবিরাম ॥
একাকী আমার নয় কেবল সংসারে।
পতির দুর্গতি অতি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
অবিদ্যারূপিণী নারী ধর্ম্মমারা রীতি।
শুধু খুঁজে আত্মসুখ থাক যাক পতি ॥
প্রকৃতি স্বভাবে জাতি পিশাচী সমান।
পতির শোণিতপানে পিপাসা মিটান ॥
নাম সহধর্ম্মিণী এমন রমণীর।
জানি না কি গুণে কেবা করিল বাহির ॥
ভরি ভরি ফাঁকি খাদে কথার গড়ন।
বিনা বনিয়াদে করে দেউল রচন ॥
ধর্ম্মনাশী কর্ম্মনাশী কুহকের জোরে।
গরল-আদানে হৃদিরত্নধন হরে ॥

তার মধ্যে ছোট বড় রহে তুলনায়।
সুরেন্দ্রের বড় দুঃখ প্রাণ যায় যায়॥
যাতনা হইতে পরিত্রাণের কারণ।
বিষপানে প্রাণ নষ্ট করিয়াছে পণ॥
আয়োজন নানাবিধ ভিতরে ভিতরে।
কেহ নাহি জানে কুড়ি কুড়ি লোক ঘরে॥
মরণ একান্ত পণ যায় যায় প্রাণ।
এমন সময় হৈল শ্রীপ্রভুর টান॥
নির্দ্ধারিত দিনে হেথা সঙ্গে বন্ধুবর।
সুরেন্দ্র গমন করে দক্ষিণসহর॥
সাধুভক্তে ভক্তিহীন পথে করে মনে।
তুড়ি মেরে উড়াইবে প্রভু ভগবানে॥
উতরিল শুভক্ষণে নির্ভীক অন্তর।
কল্পতরু বিশ্বগুরু প্রভুর গোচর॥
প্রভুরে প্রণাম নাই বসিলেন গিয়া।
শ্রীমন্দিরে একধারে বুক ফুলাইয়া॥
ঈষৎ আবেশ অঙ্গে প্রভু নারায়ণ।
নানাবিধ ঈশ্বরীয় ভক্তি-কথা কন॥
মোহন মূরতি দেখি উক্তি শুনি তাঁর।
ঘুরে গেল সুরেন্দ্রের মন আগেকার॥
আস্ফালনে উচ্চারণে শক্তি নাই ঘটে।
মন্ত্রমুগ্ধসর্প সম নিশ্চল নিকটে॥
সঠিকের ন্যায় যাদু যাদুকর খেলে।
যে না দেখিয়াছে যাদু সে যেমন বলে॥
সকল ধরিয়া দিব যাদুর কৌশল।
কিন্তু দেখে হয় যেন হারা বুদ্ধিবল॥
তেমতি সুরেন্দ্রচন্দ্র বিমুগ্ধ এখন।
পুতুলের সম নাই বদনে বচন॥
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ প্রভু পরমেশ।
ক্রমশঃ কহেন কত উক্তি উপদেশ॥
এক উক্তি সুরেন্দ্রের বড় প্রাণে লাগে।
জীবনের গোটা স্রোত ফিরে সেই দিগে॥
কিবা উপদেশ কল কি ফলিল তায়।
বুঝিলে চৈতন্য খেলে পাষাণের গায়॥
এ ত ভক্ত আপনার হৃদয় উর্ব্বরা।
লীলার আসরে আছে শক্তি বদ্ধ করা॥
প্রশ্ন নাই কন প্রভু আপনার মনে।
মানুষে বিড়াল-ছানা নাহি হয় কেনে॥
বিড়াল-শাবকে কিবা স্বভাব সুন্দর।
মায়ের উপরে করে সম্পূর্ণ নির্ভর॥
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে।
সেখানে সে থাকে তার মা রাখে যেখানে॥
কিন্তু দেখি সকলের স্বেচ্ছাচার রীতি।
বানর-শাবক সম স্বভাব প্রকৃতি॥
বানর-শাবকে বহে রীতি স্বতন্তর।
সর্ব্বদা স্বাধীন ভাব মায়ে নাই ভর॥
বড়ই পশিল উক্তি সুরেন্দ্রের প্রাণে।
মা রাখে যেথায় আমি রব সেইখানে॥
কেন বিষপানে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
দেখি না মায়ের কাণ্ড রাখে কি রকম॥
অবসান সেই দিন সন্ধ্যাপ্রায় হয়।
সহরে ফিরিতে হবে সুদূর আলয়॥
বন্ধুসহ শ্রীসুরেন্দ্র বিদায়ের কালে।
পদধূলি ল'য়ে লুটে প্রভু-পদতলে॥
পুনরায় এস বলি প্রভুদেব রায়।
সেই দিনে দুইজনে দিলেন বিদায়॥
বন্ধুসহ ঘরে গেল সুরেন্দ্র এখন।
কিন্তু শ্রীপ্রভুর কাছে পাছু আছে মন॥
আগাগোড়া দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর রীতি।
ভক্তমন চুরি করা স্বভাব প্রকৃতি॥
সুস্থির সুরেন্দ্র নয় কহে বন্ধুবরে।
সত্বর যাইতে হবে দক্ষিণসহরে॥
প্রভুর প্রসঙ্গে মত্ত রহে নিরন্তর।
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী কহে বন্ধুবর॥
সকল বিদিত তাঁর যে যা ভাবে বলে।
বাসনা যেমন যার ঠিক তাই ফলে॥
পরীক্ষা করিয়া তত্ত্ব বুঝিবার তরে।
প্রভুরে সুরেন্দ্র স্মরে আপনার ঘরে॥

নব্য বঙ্গ-যুবাদলে প্রভুর প্রচার।
একা মাত্র শ্রীকেশব মূলাধার তার
নমস্কার কোটি কোটি কেশবের পায়।
দুই পথে ধরিলেন প্রচার উপায়॥
প্রধান বক্তৃতা তাঁর মহা সভাস্থলে।
অন্য সমাচারপত্র ছুটে মফঃস্বলে॥
কানে কানে মুখে মুখে যায় সমাচার।
চারিদিকে আসে লোক হাজার হাজার॥
সাধনভজন যবে পাগলের প্রায়।
পুরীমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যায়॥
ছাদের উপরে উঠি প্রভু ভগবান।
দুনয়নে বারি-ধারা ব্যাকুলিত প্রাণ॥
ডাকিতেন অন্তরঙ্গ আত্মসঙ্গগণে।
কে কোথায় আছ এস আমি এইখানে॥
এত দিন খবর না ছিল কোথাকার।
একে একে জুটিতে লাগিল এইবার॥
মনোহর ভক্তবর বসু বলরাম।
সহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে ধাম॥
বৈষ্ণব-আচার-বংশে জনম তাঁহার।
পিতা পিতামহগণ বৈষ্ণব-আচার॥
এখন চল্লিশ পার তাঁর বয়ঃক্রম।
সরল আকৃতি অতি পাতলা গড়ন॥
গউর বরণ অঙ্গ অকুঞ্চিত ঠাম।
সুন্দর বক্ষেতে দুলে দাড়ি লম্বমান॥
বাঙ্গালীর রীতি ছাড়া উচ্চ পাগ শিরে।
বিনয়েতে সদা নত ভূমির উপরে॥
হাসিমাখা ধীরি কথা কভু উচ্চ নয়।
নানা গুণে অলঙ্কৃত হৃদয়-নিলয়॥
ঘটে কত ভক্তিভরা নহে বলিবার।
আপনি যেমন তিনি তেন পরিবার॥
কুমারকুমারীগণ গড়া সম ছাঁচে।
ছোট বড় তর তম সাধ্য কার বাছে॥
ভক্তবর সাধু নামে ছোট সহোদর।
শিশু ভ্রাতৃ-পুত্র ভক্ত পরম সুন্দর॥
এই মত হয় তাঁর যাঁরে দেন হরি।
ভক্তিমান ভক্তিমতী শ্বশুর শাশুড়ী॥
তিনটি শ্যালকমধ্যে অনুজ যে জন।
এবে তাঁর পনেরর মধ্যে বয়ঃক্রম॥
সুন্দর গড়ন হাসি সর্ব্বদা বয়ানে।
কৃষ্ণপদে রতি মতি অতুল ভুবনে॥
স্বভাব-সুলভ কিবা আঁখি ঠেরে কথা।
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাঁহার বারতা॥
শুনে রাখ মাত্র বাবুরাম নাম তাঁর।
কৃপায় যাঁহার হয় ভক্তির সঞ্চার॥
ভক্তের বাজার ঠিক বসুর ভবন।
শান্তিময় বৃহৎ দ্বিতল নিকেতন॥
লক্ষ্মী বিরাজিত গুপ্তভাবে সর্ব্বদায়।
ভারি ভারি জমিদারি আছে উড়িষ্যায়॥
রাজসিক-ভাবশূন্য যদি ধনপতি।
নানাবিধ তীর্থমধ্যে বড়ই খিয়াতি॥
মনোহর আশ্রম আছয়ে স্থানে স্থানে।
বিশেষ পুরুষোত্তমে কাশী বৃন্দাবনে॥
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণ-পদে আশ।
এখন তাঁহার হয় বৃন্দাবনে বাস॥
প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ-মূর্ত্তি স্থানে স্থানে।
বিশেষে মাহেশে কথা সকলেই জানে॥
মাহেশের রথ বড় প্রসিদ্ধ এ দেশে।
গণনায় হানি পায় কত লোক আসে॥
এখানে স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আপনার ঘরে।
দিন দিন ভোগ রাগ নানা উপচারে॥
ভাত খিচুরায় ভোগ ব্রাহ্মণেতে রাঁধে।
কত ভক্ত তৃপ্তি পায় তাঁহার প্রসাদে॥
সন্ধ্যাকালে নিতি নিতি হরি-সংকীর্ত্তন।
ভবনে ভক্তের কত নিত্য সমাগম॥
শ্রীপ্রভুর লীলামধ্যে যত ভক্তে জানি।
ভক্ত বলরামে এক অগ্রগণ্য মানি॥
ভক্তমধ্যে যদ্যপিহ ছোট বড় নাই।
বেশী কৃপা যেইখানে তাঁরে বড় গাই॥

ঘিয়ে মাখা তার পর কলাইর ভাজা।
মিষ্টিমুখ-হেতু পড়ে চৌকনিয়া গজা॥
মুড়ি নহে শেষ লুচি গরম গরম।
আলো করি গোটা পুরী দিল দরশন॥
পাছু ছুটে তরকারি ডাল্‌নার আকার।
দুটি কি তিনটি নহে বিবিধ প্রকার॥
নাহি পায় ঠাঁই পাতে বৃহদায়তন।
পড়িল বেগুন-ভাজা ডঙ্গার মতন॥
মুড়ি থেকে বোঝায়ের হ'য়েছে পত্তন।
পূর্ণ পেট আর নহে গলাধঃকরণ॥
রঙ্গসহ শ্রীকেশব প্রভুদেবে কয়।
বড়ই সুন্দর মুড়ি খেনু মহাশয়॥
আর কেন যথেষ্ট হয়েছে এইবারে।
রুদ্ধ পথ নাহি ফাঁক পেট গেছে ভ'রে॥
প্রভুদেব বলিলেন হাসিয়ে হাসিয়ে।
যা হয়েছে টুকু টুকু সব যাও খেয়ে॥
দেখিতে দেখিতে এল চাটনি সুন্দর।
প্রশস্ত করিতে পথ গলার ভিতর॥
সঙ্গে সঙ্গে খবাদই পাতা চিনি দিয়ে।
এতই পড়িল যেন বান যায় ব'য়ে॥
তদুপরি বড় মণ্ডা দীর্ঘে প্রস্থে ভারি।
দধিসিন্ধুমধ্যে যেন সন্দেশের গিরি॥
কে আর করিতে পারে কতই ভোজন।
খুরি-ভরা ক্ষীর দিয়া কার্য্য-সমাপন॥
বহু দ্রব্য-আয়োজন অধিক অধিক।
শুনেছি যোগাড়দাতা শ্রীযদু মল্লিক॥
ভোজন-সমাপ্তে রাতি ক্রমে বেড়ে যায়।
ঘরে ফিরিবারে মাগে প্রভুর বিদায়॥
বলিলেন প্রভু তাঁয় সস্নেহ বচনে।
ঘরে কেন যাবে আজি থাক এইখানে॥
কর-জোড়ে কেশব কহেন দীনতায়।
সত্বর আসিব দরশনে পুনরায়॥
সহাস্যে করিয়া রঙ্গ প্রভু কন পরে।
আঁইশ-চুবড়ি রেখে আসিয়াছ ঘরে॥
নিদ্রা নাহি হবে হেথা দূরে রাখি তায়।
মেছুনীর গল্প প্রভু কন উপমায়॥
গুণধর যেন তেন সুরসিকবর।
সর্ব্বরস সুবিদিত রসের সাগর॥
কিসে গলে কার প্রাণ কিসে শিক্ষা কার
বুঝিতে বড়ই পটু শ্রীপ্রভু আমার॥
রসে ভরা প্রভুবাক্য তবু এত জোর।
দেখি জড়সড় লাজে অশনি কঠোর॥
বড় প্রাণে সাধ আঁকি শ্রীবাক্য কেমন।
কি করি তুলিতে খুঁজে না পাই বরণ॥
সঙ্কেতেতে কই বাক্য ঠিক ডিম্ব-পারা।
ভাঙ্গিয়া প্রসবে কাল জীবন্ত চেহারা॥
শ্রীবাক্য সেরূপ নহে যেন শুনা যায়।
হাওয়ায় হইয়া হাওয়ায় মিশায়॥
শুন মেছুনীর কথা প্রভুর উত্তর।
রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি স্বতই সুন্দর॥

সহর-অন্তরে জলা প্রান্তরের ধারে।
মেছো-মেছুনীরা তথা বহু বাস করে॥
মেছো মরদেরা মাছ ধরে রাত্রিকালে।
মেছুনীরা একত্তরে সকালে সকালে॥
সহরেতে আসে মাছ-বিক্রয়-কারণ।
দিনান্তে কর্ম্মান্তে করে ভবনে গমন॥
এক দিন দৈবযোগে পথে অকস্মাৎ।
মুষলধারায় মেঘ ফুটে বৃষ্টিপাত॥
সেখানে আশ্রয়হেতু নাহি অন্য স্থান।
দুই ধারে শতদরে ফুলের বাগান॥
মনোহর বাসাবাটী বাগিচা-ভিতরে।
উদ্যান-রক্ষক মালী যত্নে রক্ষা করে॥
কি করে মেছুনীদল প্রবেশিল তায়।
প্রহরেক রাতি তবে বৃষ্টি ছেড়ে যায়॥
তথা হ'তে বহুদূর তাহাদের ঘর।
চক্ষে নাহি আসে বাট আঁধার প্রান্তর॥
হেথা কি ঘটিল কথা শুন শুন বলি।
ঠাণ্ডা বায়ে ফুটে যত কুসুমের কলি॥

বহু পূর্ব্বে কহিয়াছি ইহার বারতা।
শুন এই পুনঃ রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা॥
 একদিন প্রভু অগ্রে, কিঞ্চিৎ তফাৎ।
পঞ্চবট-অভিমুখে হৃদয় পশ্চাৎ॥
আঁখি পালটিয়া হৃদু দেখিলেন পরে।
জ্যোতির্ম্ময় প্রভু অঙ্গ চলে শূন্যভরে॥
নিজেকেও পরে তেঁহ দেখিবারে পায়।
দেবাংশসম্ভূত অনুরূপ কান্তি গায়॥
দরশনে কি হইল হৃদয়ের মন।
করি যেন মত্ত দেখি কমলের বন॥
লম্ফ ঝম্প মাতোয়ারা মহাবল গায়।
লাফে লাফে পদ-চাপে ধরণী কাঁপায়॥
উচ্চরোলে বারে বারে কহে সেইক্ষণ।
ওগো মামা তুমি যেন আমিও তেমন॥
গলা ফেটে শব্দ উঠে এত উচ্চনাদ।
প্রভু দেখিলেন হৃদু করিল প্রমাদ॥
পুনরায় প্রভুদেব নিজমূর্ত্তি ধরি।
হৃদয়ে কহেন কথা ফুকুরি ফুকুরি॥
ওরে হৃদু কেন হেন কহ কি কারণ।
হৃদু বলে তুমি যেন আমিও তেমন॥
পুনশ্চয় প্রভুদেব বলিলেন তারে।
থাম হৃদু, কিবা কথা কহ তুমি কারে॥
পুরীমধ্যে করি বাস গরীব ব্রাহ্মণ।
হৃদু বলে তুমি যেন আমিও তেমন॥
হৃদয়ে করিতে শান্ত চেষ্টা বারে বারে।
হৃদু তত উগ্রতর উচ্চনাদ ছাড়ে॥
তখন হইয়া ক্রুদ্ধ বলিলেন তায়।
রাখিতে নারিলি অতি অল্প শক্তি গায়॥
এত বলি জড়াইয়া কোমরে কাপড়।
হৃদয়ের সন্নিকট হইয়া সত্বর॥
দুই হাতে সাপুটিয়া তাহার ধরিয়া।
বলিলেন থাক তুমি জড়বৎ হৈয়া॥
সে অবধি হৃদয়ের স্বতন্ত্র প্রকৃতি।
কামিনী-কাঞ্চনে মন ধায় দিবারাতি॥

যে সকল কার্য্য প্রভু কৈলা লীলাকালে।
নিগূঢ় মরম তার সাধ্য কার বলে॥
তিনিই জানেন তাঁর কার্য্যের কারণ।
তদুপরি হস্তক্ষেপ করে মূঢ় জন॥
শিবময় নাম তাঁর পরম উজ্জ্বল।
কার্য্যের মরম, কিসে জীবের মঙ্গল॥
জীব-শিক্ষা হেতু মাত্র রীতি ভিন্ন ভিন্ন।
রুষ্ট তুষ্ট উভয়েই একরূপ গণ্য॥
হৃদয়ের পক্ষে রুষ্ট তুষ্ট কিছু নাই।
সেবায় সন্তুষ্ট যার জগৎগোঁসাই॥
প্রভুর নিজের হৃদু ছোট খাট নয়।
দেব-আদি সর্ব্ব-পূজ্য বুঝিবে নিশ্চয়॥
 হৃদয় আত্মীয় কত, কত সন্নিধান।
প্রভুর শ্রীবাক্যে শুন তাহার প্রমাণ॥
দীননাথ বসু বাগবাজারে বসতি।
প্রভুদেবে সাধুজ্ঞানে করিত ভকতি॥
ত্রুটি নাই কোন অংশে পূজা সমাদরে॥
ল'য়ে যায় প্রভুদেবে বারে বারে ঘরে॥
শ্রীপ্রভু যথায় যেন আছয়ে ব্যাপার।
সমারোহ সমাগমে লোকের বাজার॥
মিষ্টিমাখা কথাগুলি সকলের ভাল।
যতদূর ছটা ছুটে ততদূর আলো॥
শুনিলে আনন্দে হৃদি-তন্ত্রী উঠে নেচে।
বিশেষ যতেক লোক ব'সে শুনে কাছে॥
হৃদয় সর্ব্বদা সঙ্গে, গমন যেখানে।
সবে শুনে তাঁর কথা হৃদয় না শুনে॥
বারে বারে হৃদয়ের দেখি আচরণ।
একদিন প্রভুদেবে কহে কোন জন॥
মহাশয় কথার ভিতরে আপনার।
কি এমন আছে শক্তি নহে বর্ণিবার॥
যে আসে সে শুনে ব'সে হ'য়ে আত্মহারা
বসন্তে নবীন ফুলে যেমন ভ্রমরা॥
কিন্তু যিনি সঙ্গেতে আসেন আপনার।
তাঁহার প্রকৃতি দেখি স্বতন্ত্র প্রকার॥

তার কিছু আগে হ'তে প্রভু গুণধাম।
সমাধিস্থ, মোটে নাই বাহ্যিক গিয়ান॥
আত্মগণ প্রিয়ভক্ত আসিবার পূবে।
প্রায় প্রভু থাকিতেন মহাভাবে ডুবে॥
এই ভাব শ্রীপ্রভুর ছিল পূর্ব্বাপর।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি স্বতঃই সুন্দর॥
ধূসরবরণা সন্ধ্যা আগত হইলে।
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে বাতি দিল জ্বেলে॥
সন্ধ্যা-আরতির কাল যত সন্নিধান।
ততই শ্রীঅঙ্গে আসে বাহ্যিক গিয়ান॥
এ সময়ে অধিকাংশ হুঁশ থাকে গায়।
এধারা প্রভুর বরাবর দেখা যায়॥
দিনেরেতে মহাভাব অঙ্গে যাঁর ডাকে।
সন্ধ্যায় নিশ্চয় অঙ্গে কেন নাহি থাকে॥
কারণ বুঝিতে যদি পারে ঠিক ঠিক।
তখনি নাস্তিক হয় প্রকৃত আস্তিক॥
যেবা নিরাকারবাদী নাচে কুতূহলে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে ক্ষুদ্রতনু শিলে॥
সাকার যাহার প্রাণ হাতে চাঁদ পায়।
শ্রীপ্রভুর পদতলে অবনী লুটায়॥
আজ সন্ধ্যাকালে যবে অবস্থা এমন।
ধীরে ধীরে বলিলেন প্রভুনারায়ণ॥
"দিনমান এবে কিবা হইয়াছে রাতি"।
ঠিক নাই সম্মুখেতে জ্বলিতেছে বাতি॥
বসিয়া শুনিল কথা প্রভু-বিদ্যমান।
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ তার্কিক প্রধান॥
মনে মনে আপনার বুঝিলেন সার।
এ এক বুজরুকি বটে নূতন প্রকার॥
হৃদ্দ মন্দ সাধু এই ঘোর কলিকালে।
ঠিক নাই সন্ধ্যাকাল, কাছে বাতি জ্বলে॥
পূর্ণ অবহেলা-ভাব প্রভুর উপরে।
পয়ান করিলা ত্বরা আপনার ঘরে॥
যত যিনি সন্নিধান, বলিষ্ঠ যে যত।
তাঁর সঙ্গে শ্রীপ্রভুর খেলা সেইমত॥
খাইলে বৃহৎ মাছ শীঘ্র কেবা তুলে।
গায় আছে বহু বল দিন ভোর খেলে॥
বীরভক্ত শ্রীগিরিশ চুনাপুঁঠি নয়।
প্রথম দর্শনে এইতক পরিচয়॥

এখানে বেদজ্ঞ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে আসে যায়॥
শ্রীপ্রভুর মোহন মূরতি দরশনে।
জ্ঞানগর্ভ সুধাভরা বচন-শ্রবণে॥
কতক ভুলেছে মন অধিকাংশ বাকি।
আজিতক প্রভু-পদে নহে মাখামাখি॥
কেমন খেলিয়ে তাঁর সঙ্গে নারায়ণ।
করিলেন অধিকাংশ আকর্ষণ মন॥
ঘুচে শমনের ভয় শুনিলে ভারতী।
ভব-ব্যাধি মহৌষধি লীলাগুণ-গীতি॥
কাঠের আড়তে কাল উপাধ্যায় কাটে।
মাসবৃত্তি খাইতে মাখিতে নাই আঁটে॥
বিষম বিপদে তেঁহ পড়ে একবার।
কি কারণ কি বিপদ শুন সমাচার॥
ব্যবসায় যত কাঠ রহে গঙ্গাকূলে।
ভারি ভারি দামী সব ভেসে যায় জলে॥
একবার দুইবার নহে বারে বারে।
ব্যবসার লোকসান বহু টাকা পড়ে॥
পূরাতে শকতি নাই সামান্য বেতন।
ডরে না পাঠায় বার্ত্তা নৃপতি-সদন॥
সশঙ্কিত চিতে চুপে চুপে কাটে কাল।
হেনকালে গোয়েন্দায় তুলিল জঞ্জাল॥
গোপনে খবর দিল নৃপতির কাছে।
লুকাইয়া বিশ্বনাথ বহু কাঠ বেচে॥
তত্ত্ব পেয়ে গরজিয়া উঠে মহারাজে।
হুজুরে হাজির জন্য পত্র দিল ভেজে॥
পেশ করিবার তরে হিসাব-নিকাশ।
পত্র পেয়ে বিশ্বনাথ পায় বড় ত্রাস॥
বহু টাকা লোকসান জানে উপাধ্যায়।
কি করিবে কি হইবে ভাবিছে উপায়॥

নানা রূপে সর্ব্বঘটে করেন বিরাজ।
শুন বিশ্বনাথে কি করিল মহারাজ॥
সত্য এআহারে তুষ্ট হইয়া নৃপতি।
সদয় হইল বড় বিশ্বনাথ প্রতি॥
চৌগুণ বেতনবৃদ্ধি করিয়া তাঁহায়।
রাজপ্রতিনিধি-পদে বাঙ্গালা পাঠায়॥
কাপ্তেন উপাধি দিল উচ্চমান সনে।
প্রভুভক্তে সকলে কাপ্তেন নামে জানে॥
খালাসে উল্লাস বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
উদ্দেশিয়া প্রভুপদ ধরণী লুটায়॥
এমন সঙ্কটে মুক্ত তাহার উপরে।
অর্থোন্নতি রাজপ্রীতি পদসহকারে॥
আশাতীত মঙ্গলের কারণ কেবল।
প্রভুর করুণা আর আশীষের ফল॥
কাপ্তেনের এই জ্ঞান ধরিয়া মুরতি।
মনে মনে নাচিতে লাগিল দিবারাতি॥
বিপদভঞ্জন প্রভু অনাথের ত্রাতা।
বিশ্বনাথ বিলক্ষণ বুঝিল বারতা॥
কলিকাতা আসা মাত্র সবার প্রথম।
অগ্র কর্ম্ম শ্রীপ্রভুর চরণ-বন্দন॥
অন্তরে আনন্দ কত ফুটে না কথায়।
কণ্ঠরোধ শ্রীপ্রভুর চরণে লুটায়॥
ধারা বেয়ে দুই চোখে আনন্দের জল।
ভিজাইল শ্রীপ্রভুর চরণকমল॥
আঁখিবারি এক ফোঁটা শ্রীপ্রভুর পায়।
ফেলিলে কি ধন মিলে বলা নাহি যায়॥
জানিবার ইচ্ছা যদি থাকে তোর মন।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি করহ শ্রবণ॥
বেদপাঠী বিশ্বনাথ্ সাধারণ নয়।
বিদ্যাগুণ-গরিমার বহু পরিচয়॥
বেদমধ্যে বর্ণে বর্ণে পাতায় পাতায়।
সাধু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী আছে যে যথায়॥
জ্ঞানার্জ্জন-উপায়-বিধান জানা যেটা।
সাধ্যমধ্যে কোনমতে নাহি ছিল ত্রুটি॥
সকল বিফল, গেল দীর্ঘকাল কেটে।
এখন বাসনা পূর্ণ প্রভুর নিকটে॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে দেখে দিনে দিনে।
জগতে না মিলে যাহা মিলে শ্রীচরণে॥
পরমসম্পদাস্পদ চরণ দুখানি।
ছড়াছড়ি আছে কাছে নানা রত্নমণি॥
রামের সহিত একদিন আলাপন।
দক্ষিণসহরে নানা কথোপকথন॥
ভক্তবর ধীরবর বুঝিয়া বারতা।
ভক্ত রাম জিজ্ঞাসিল শ্রীপ্রভুর কথা॥
আপনি বুঝেন কিবা প্রভুর সম্বন্ধে।
শুনি ভক্ত উপাধ্যায় ফুলিল আনন্দে॥
প্রসারিয়া দুই হাত করেন উত্তর।
যদ্যপিহ থাকে কেহ দুনিয়া ভিতর॥
তবে দেখি এই একা শ্রীপ্রভু কেবল।
অপর যেখানে যত সকলে পাগল॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু সদয় হইলে।
বেদে যা না মিলে তাহা এঁর কাছে মিলে।
এখন কাপ্তেন গেছে অতিশয় মজে।
মধুভরা শ্রীপ্রভুর চরণ-পঙ্কজে॥
অবসর পাইলেই আসে দরশনে।
কখন লইয়া যায় আপন ভবনে॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে করায় ভোজন।
গৃহিণী আপুনি করে স্বহস্তে রন্ধন॥
ঘৃতপক্ক ভোজ্যসহ নানা তরকারি।
প্রসিদ্ধ তাঁহার হাতে পাঁঠার চচ্চড়ি॥
ভক্তির ফোড়ন তাই শ্রীপ্রভুর মিষ্ট।
প্রভুদেব কাপ্তেনের সেবায় সন্তুষ্ট॥
যাহাতে না হয় কষ্ট লক্ষ্য সেইখানে॥
আঁচানর আয়োজন ভোজন যেখানে॥
দুইজনে স্ত্রী-পুরুষে ভোজনের পর।
শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করে আনন্দ অন্তর॥
একদিন মলত্যাগে গিয়া পাইখানা।
ভাবস্থ ঠাকুর নাই বাহির ঠিকানা॥

গোধূলি ধূসর-বাসে ঢাকে দিবাকর।
কে লয় এখন আর কালের খবর ॥
ভেবে বুঝে দেখ মন কি ছিল কথায়।
শ্রবণবিমুগ্ধ বাণী শুনিলে ভুলায় ॥
এল রাতি ঊর্দ্ধগতি হইল প্রহর।
তখন ভাঙ্গিলা প্রভু আপনি আসর ॥
মেঘাচ্ছন্নহেতু অন্ধকারময় নিশি।
অদৃশ্য অগণ্য তারা নিশামণি শশী ॥
ক্রমে ক্রমে লোকজন লইয়া বিদায়।
যে দিকে যাহার ঘর সে দিকে সে যায় ॥
মন্দির জনতাশূন্য সব অন্তর্দ্ধান।
দুই এক ভক্ত সঙ্গে কাছে আছে রাম ॥
তিনিও অভয়পদে লইয়া বিদায়।
আইলা বাহিরে, মন্দিরের বারাণ্ডায় ॥
প্রেমের যেমন রীতি পাছু চায় যেতে।
রাম দেখিলেন প্রভু আসেন পশ্চাতে ॥
পরম পুলকচিতে ফিরে আসি রাম।
যুগলচরণে পুনঃ করিল প্রণাম।
ধরি কল্পতরুরূপ প্রভু ভগবান।
বলিলেন ভক্ত রামে, কিবা চাও রাম ॥
রূপেতে কি ফুটে রূপ কিরূপ কথায়।
কিছুই আভাস তার কহা নাহি যায় ॥
মন-বিমোহন ইষ্টরূপ তায় খেলে।
মোহিত ইন্দ্রিয় যত লুটে পদতলে ॥
সুন্দর সুঠামে নাই রূপের ঠিকানা।
সতত বিভোরে হেরে আঁখির কামনা ॥
সঙ্গে ল'য়ে ষোলআনা মনখানি তায়।
যেন আঁখি-আবরণে আঁখি না ঢাকায় ॥
(কিবা চাও) বাক্যমধ্যে কি রূপ বাহির।
নাশিল পশিয়া হৃদে আঁধার-তিমির ॥
নূতন নয়ন দিয়া দেখাইলা রামে।
বাক্যে ধরে তত তেজ যত রূপ ঠামে ॥
শ্রুতিপ্রীতিরুচিকর এতই অধিক।
বীণা বেণু তুলনায় যেন ধিক্ ধিক্ ॥

শুনে শ্রুতি মুগ্ধ অতি মিনতি প্রচুর।
সদা যেন বাজে তাহে শ্রীবাণী প্রভুর ॥
বিহ্বলে দেখেন রাম সৌভাগ্যে সুদিন।
নাম-কাঁটা ভক্তি-টোপে ধরা দিলা মীন ॥
আগে যেই আজ সেই প্রভুর মূরতি।
তবু তাহে কিবা এক অভিনব ভাতি ॥
যাহার প্রভাবে দেখি, মনে বলে রাম।
তুমি সেই বিশ্বগুরু হরি ভগবান ॥
তোমার কারণে ফিরি তোমার নিকটে।
কাঁধেতে কুড়ালি বন বেড়াই হাঁকুটে ॥
কি আর চাহিব প্রভু কহে ভক্ত রাম।
আপুনি বলিয়া দেন করুণানিধান ॥
বলিলেন প্রভুদেব মৃদুমন্দ স্বরে।
আমার প্রদত্ত মন্ত্র মোরে দেহ ফিরে ॥
সাধন-ভজন-জপে নাহি প্রয়োজন।
সকল হইল আজ ক্রিয়া-সমাপন ॥
শুনি ভক্তচূড়ামণি ধরণী লুটায়।
প্রত্যর্পণ কৈল মন্ত্র শ্রীপ্রভুর পায় ॥
পদতলে বিলুণ্ঠিত ভকতের মাথা।
দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেবে পরম দেবতা ॥
মহাভাবাবেশ গায় নাহিক চেতন।
থুইলেন তালুদেশে দক্ষিণ চরণ ॥
হেনভাবে কতক্ষণ গত হ'লে পর।
আইল বাহিক জ্ঞান শ্রীঅঙ্গ-উপর ॥
সরাইয়া শ্রীচরণ কহেন ভক্তবরে।
মিটাও দর্শন-সাধ দেখিয়া আমারে ॥
আর এক কথা, যবে আসিবে এখানে।
এক পয়সার কিছু দ্রব্য এন কিনে ॥
দুর্ব্বোধ্য সাধনাতীত ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান।
বিশ্বাধার বিশ্বাধেয় সর্ব্বশক্তিমান ॥
সৃষ্টি স্থিতি-লয়-শক্তি ইসারায় যাঁর।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড নিত্য মাঠ খেলিবার ॥
হাজার হাজার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
ভৃত্যবেশে যুক্তকর থাকে নিরন্তর ॥

ভক্তিবলে জনম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের।
চুপে চুপে জাগে অন্যে নাহি পায় টের॥
কেমনে পাইবে টের আতুর নিদ্রায়।
বিশ্বজনবিমোহিনী মায়ার মায়ায়॥
জেগে আছে দারিদ্বয়ে তাহার কারণ।
করিবারে আঁখিভরে কৃষ্ণে দরশন॥
বিলক্ষণ জানে বসুদেব পিতা তাঁর।
যাবে চলে কৃষ্ণ কোলে যমুনার পার॥
সেইমত লোক যত দক্ষিণসহরে।
দেখিবে কেমনে আছে মায়াতম-ঘোরে॥
জাগন্ত দু-এক জন দেখিবারে পায়।
পুরীতে বিরাজে নিজে রামকৃষ্ণরায়॥
কেবা এ যোগীন্দ্র পরে পাইবে বারতা।
প্রথম দর্শনে আজি এইতক কথা॥

সন্দহীন প্রভুলীলা সন্দে-গড়া মন।
বিশ্বাসনাশক সন্দ তিমির-বরণ॥
এখানের লোক কেন না পায় সন্ধান।
প্রভুর শ্রীবাক্যে শুন তাহার প্রমাণ॥
এক দিন বহু ভক্ত শ্রীপ্রভু যেথায়।
উঠিল এ কথা সেথা কথায় কথায়।
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে কোন ভক্তোত্তম।
দক্ষিণসহরে লোক কেন এ রকম॥
দূর-দূরান্তর হতে হাজার হাজার।
আসিয়া পুরায় আশা সাধ যেন যার॥
মৃদু হাসি প্রভুদেব উত্তরিলা তাঁরে।
দেখ না গাভীর দশা গঙ্গার গহ্বরে॥
দড়িতে রয়েছে বাঁধা খোঁটায় নিকটে।
পিপাসায় প্রাণ যায় ছাতি যায় ফেটে॥
অতি সন্নিকটে জল স্রোত বয়ে যায়।
যেতে নারে ছোট দড়ি আবদ্ধ গলায়॥
দূরে যারা আছে ছাড়া আসে পালে পালে।
পিপাসা মিটায় মুখ ডুবাইয়া জলে॥
এখানে আটক লোক যদিও নিকটে।
মোহিনী মায়ায় বদ্ধ বলে নাহি আঁটে॥

রামকৃষ্ণলীলাগীতি বড়ই মধুর।
যতই শুনিবে তত তাপ হবে দূর॥
ভক্তবর রাম আর শ্রীমনোমোহনে।
মত্তবৎ ধরা পেয়ে প্রভু-নারায়ণে॥
কলিতে অবাক্ কথা দীন-বেশ গায়।
নর-সাজে বিরাজেন প্রভুদেবরায়॥
সাজের বাঁধনি কিবা বিহীন লক্ষণ।
পাঁশেতে পাবক ঢাকা নরে নারায়ণ॥
আত্মহর রঙ্গ দেখি কহে দুই ভাই।
আমাদের প্রভুদেব জগৎগোঁসাই॥
কে শুনে কাহার কথা বড়ই জঞ্জাল।
বিশ্বাসবিহীন ধরা ঘোর কলিকাল॥
এতই কূপেতে মগ্ন মানুষের মন।
কৃষ্ণ মিলে লক্ষে কথা কহে এক জন॥
কাজেই রামের কথা কানে নাহি ঢুকে।
বরঞ্চ পাগল বলি গালি দেয় লোকে॥
নর-বেশ নারায়ণে চেনা অতি ভার।
প্রভুর বচনে শুন প্রমাণ তাহার।
রাম-অবতারে রাম যবে যান বনে।
চিনিতে পারিল মাত্র মুনি সাত জনে॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষপ্রধান।
অবতীর্ণ ধরাতলে সীতাপতি রাম॥
অপরে যতেক যত বুঝে বিলক্ষণ।
দশরথ-সুত রাম নৃপতি-নন্দন॥
চির-চেনা না হইলে চেনা মহাদায়।
নরদেহে সর্ব্বেশ্বর বিহরে ধরায়॥
ক্ষুদ্রতম আকারেতে বালির মতন।
উপমায় ঠিক যেন বীজের গড়ন॥
গোপনে নিহিত থাকে নাহি যায় দেখা।
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড অগণন শাখা॥
কত শত পত্র ফুল সৌরভ অতুল।
নানারস-সমবেত সুন্দর মুকুল॥
নানাবিধ গুণ নানা বর্ণের চেহারা।
কত কোটি কোটি ফল মিষ্ট রসে ভরা॥

এইমত গুণ শক্তি ক্ষুদ্র তনু ধরে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন বীজের ভিতরে॥
সত্যকথা অনায়াসে নহে দরশন।
জীবে না বুঝিতে পারে শ্রীপ্রভু কেমন॥
তথাপিহ ভক্ত রাম কন বারে বারে।
জানা পরিচিত কিবা চোখে দেখে যারে॥
অগণ্য লোকের মধ্যে অতি অল্প প্রায়।
শুনে আসে প্রভুপাশে রামের কথায়॥
আসে যাঁরা তার মধ্যে দ্বিবিধ প্রকার।
প্রথম প্রভুর যাঁরা ভক্ত আপনার॥
লীলার প্রথমকালে তফাতে তফাতে।
প্রভুর নামের বীজ পোঁতা হৃদি-ক্ষেতে॥
দ্বিতীয় মুমুক্ষু যার মুক্তি আকিঞ্চন।
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছে সাধন-ভজন॥
সমাপন এইবারে দড়ি যাবে কেটে।
শুনিয়া প্রভুর নাম কাছে আসে ছুটে॥
কেবা কিবা নিজ মনে বুঝে লহ মন।
আমার উদ্দেশ্য ইহা ভক্ত-সংযোটন॥
আইলা রামের মামা-শ্বশুর সম্পর্কে।
উপেন্দ্র মজুমদার দণ্ডবৎ তাঁকে॥
ধীর নম্র বিনয়ী বদনে মাখা রস।
শ্রবণে করেন কাজ, রসনা অবশ॥
দায়ে যদি কন কথা ফাঁকে না বেরায়।
অধরে ফুটিয়া ভাষা অধরে মিশায়॥
কাছে কোন্নগরে মনোমোহনের ঘর।
সেখানেও এ সময় লাগিল রগড়॥
বহু দিন আগে হতে এই গণ্ডগ্রামে।
যাতায়াত শ্রীপ্রভুর অনেকেই জানে॥
প্রকট সময় শুনে যুটে ভক্তগণ।
নবাইচৈতন্য এক আইল এখন॥
বয়স অধিক ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে আঠা।
সজ্জন সংসারী মনোমোহনের জ্যেঠা॥
যুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥

নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবাসী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥
দক্ষিণসহর সম সন্নিকট গ্রামে।
সকলেই প্রায় প্রভুদেবে নাহি চিনে॥
শুনিয়াছে নাম যারা বুঝে অবিকল।
প্রভুদেব এক জনা উন্মাদ পাগল॥
বিফল হইল জন্ম কপালের ফেরে।
বহুভাগ্যে জন্ম যদি প্রভু-অবতারে॥
কর্ম্মফলে বিড়ম্বনা এ কি পরমাদ।
সাধ নাই দেখিবারে অকলঙ্ক চাঁদ॥
চির-হৃদিতম যাঁর দরশনে হরে।
ভবের বন্ধন গোটা কাটে একেবারে॥
জন্ম-জন্মার্জ্জিত বিষময় কর্ম্ম-ফল।
এক নমস্কারে তারে দেয় রসাতল॥
অগতির মিলে গতি মুক্তি এক পলে।
অমৃত লহর রঙ্গ উজায় গরলে॥
দরশনে নমস্কারে যাঁরে এতদূর।
বুঝ মন কিবা প্রভু দয়াল ঠাকুর॥
অনায়াসে হেসে হেসে ভবসিন্ধু পার।
মানুষ-বুদ্ধিতে বড় লাগিল বেজার॥
সাবাস মানুষ-বুদ্ধি কি কহিব তারে।
বলিহারি দাঁড়ি দেহ-তরীর উপরে॥
স্বভাব পাথার-পথে দিবারাতি গতি।
উড়ায়ে প্রলোভী পাল অবিদ্যার স্মৃতি॥
স্মৃতি অতি বেগবতী শূন্যপথে উড়ে।
কামিনী-কাঞ্চন-আশা-পবনের জোরে॥
যতক্ষণ অকূলে নাহিক ডুবে তরী।
তাহার কি ক্ষতি মন ধোপাঘরে চুরি॥
অন্যে পরে ডুবাইতে জনম তাহার।
সতত নীরবে করে কার্য্য আপনার॥
যত দিন অবিদিত থাকে তার বল।
জীবের আদতে নাই তিলেক মঙ্গল॥

সভাস্থ সকলে বলিলেন প্রভুবরে।
ঈশ্বরীয় কথা কিছু কহিবার তরে॥
স্থান পাত্র বিশেষ বুঝিয়া পরমেশ।
বলিলেন বিবেক-বৈরাগ্য-উপদেশ॥
ধন মান বিদ্যা আদি বিষতুল্য যাতে।
বিষম অনর্থকরী ঈশ্বরের পথে॥
তীব্র বিরাগের কথা সৃষ্টি উড়ে শেষে।
ধূলা বালি কুটি যেন কুলার বাতাসে॥
একা ভগবান বিনা সকলি অসার।
বিষয়বুদ্ধিতে কথা নহে পশিবার॥
পঙ্কিল বিষয়বুদ্ধি বড়ই সমল।
কাদার গাদায় ঘোলা স্বল্প মাত্র জল॥
প্রখর যদিও বিবেকের কর ধরে।
ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব কখন না পড়ে॥
লইয়া এমন বুদ্ধি গর্ব্ব করে নর।
ধিক্ ধিক্ জীববুদ্ধি পায়ে তার গড়॥
এই বুদ্ধিযুক্ত পাল এত গরীয়ান।
সভায় করিতে রক্ষা নিজের সম্মান॥
আগুয়ান হইলেন সাধ্য যতদূর।
প্রতিবাদে বৈরাগ্যের কথা শ্রীপ্রভুর॥
সভায় পালের পোর গরম আসন।
মনে জানে আপনারে অতি বিচক্ষণ॥
দম্ভসহ প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
পাতিয়া কথার জাল সভার ভিতরে॥
বৈরাগ্য ভীষণ বড় উন্নতির পথে।
পথের ভিখারী করে নাহি দেয় খেতে॥
বৈরাগ্য বৈরাগ্য করি ভারতের জাতি।
ধনরাজ্যচ্যুত, খায় ইংরাজের লাথি॥
স্বাধীনতা-সংরক্ষণে বিহীনবিক্রম।
এ দেশের দুর্দ্দশার ইহাই কারণ॥
জন্মভূমি-রক্ষা আর পর-উপকার।
নরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই ধর্ম্ম সার॥
বৈরাগ্যের যত বল সে সকল জানি।
নামান্তরে কহে এরে দুঃখের জননী॥

অতি হীন পরাধীন যে বিরাগে আনে।
যতনে অর্জ্জনে তার উপদেশ কেনে॥
শুনিয়া পালের কথা প্রভু গুণধর।
অমৃত-বরষী বাণী তবু শক্তিধর॥
তুলনায় কিবা তেজ ইন্দ্র-অস্ত্র ধরে।
দুর্ভেদ্য জীবের বুদ্ধি পলে ভেদ করে॥
হেন বাক্যসহকারে কৃষ্ণদাসে কন।
হীনবুদ্ধি তাই কহ বৈরাগ্যে এমন॥
বেদান্ত পুরাণ গীতা উচ্চে গায় যারে।
দেবতাদুর্ল্লভ তুচ্ছ তোমার গোচরে॥
যার বলে হরি মিলে, তাহে নাহি সার।
তোমার গিয়ান এই কি বুদ্ধি তোমার॥
পুনরায় বলিলেন প্রভু নারায়ণ।
পর-উপকার কিবা কর আস্ফালন॥
কহ যারে উপকার বিধিমতে জানি।
কিঞ্চিৎ একত্র অর্থ দুর্ভিক্ষনাশিনী॥
অথবা করিলে যাহে মন্দ গন্ধ হরে।
এই পর-উপকার তোমার বিচারে॥
মানি কিছু পরিমাণে কিঞ্চিৎ মঙ্গল।
মিছা ছেঁচা না ঝরিলে আকাশের জল॥
সৃষ্টিনাশা অনাবৃষ্টি হরির ইচ্ছায়।
দেশ জুড়ে লোক মরে পেটের জ্বালায়॥
ল'য়ে বস্তা দশ চাল দিবে কার মুখে।
সিন্ধুমুখী স্রোত কি বালির বাঁধে টেকে॥
কতই ঔষধালয় রহে বিদ্যমান।
তথাপিহ জ্বরে কেন শূন্য করে গ্রাম॥
টাকায় ঔষধে কাজ কতটুকু করে।
বাঁচায় কাহার সাধ্য হরি যদি মারে॥
গর্ব্ব করে অহঙ্কারে জীব ক্ষুদ্রপ্রাণ।
তিন কাজে মানুষের হাসে ভগবান॥
প্রথম সোদরগণে হাতে মাপদড়ি।
বিভাগে মাপিয়া নিতে ভিটামাটী বাড়ী॥
এ বলে এধার লব ও বলে এধার।
ভগবান তখন হাসেন একবার॥

জিজ্ঞাসিল প্রাণে মনে উঠিল যেমন।
ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মে ভেদ কি রকম॥
উত্তর করিলা তাঁয় উপমা-সংহতি।
দেখেছ সানাই বাঁশী বাজাবার রীতি॥
দু'জন সানাইদার বসে এক ঠাঁই।
দুয়ের হাতেতে ধরা দুখানি সানাই॥
একজনে পোঁ ধরিয়া সুর দিতে হয়।
অপরে বাজায় রাগরাগিণীনিচয়॥
পোঁ ধরা এ ব্রাহ্মধর্ম্ম, এক সুর তায়।
হিন্দুয়ানি নানা রাগ-রাগিণী বাজায়॥
বেদবাক্যাধিক উচ্চ প্রভুর বচন।
সর্ব্বশেষ কি কহিলা শুন শুন মন॥
ঠিক এই শ্রীবচন প্রভুর আমার।
"যতবিধ আছে ধর্ম্ম সবে নমস্কার॥
ইদানীং ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা ছড়াছড়ি।
ইহাকেও বার বার নমস্কার করি॥"
বিশ্বগুরু প্রভু যারে দিলেন সম্মান।
পামরের নম্য করি সহস্র প্রণাম॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে আর যত ব্রহ্মজ্ঞানিগণে।
অসংখ্য প্রার্থনা মোর কৃপার কারণে॥
গললগ্ন-কৃতবাসে এ অধম যাচে।
দেহ রামকৃষ্ণ-ভক্তি যাহা কিছু আছে॥
ফুলের অকালে যেন মধুপের কুল।
দিবানিশি উপবাসী ক্ষুধায় আকুল॥
গুণ্ গুণ্ রবে কাঁদি স্বভাব যেমন।
মোদক-আলয়ে করে মধু অন্বেষণ॥
সেই মত শ্রীপ্রভুর বহু আত্মগণে।
মধুর আস্বাদ সাধ সংগোপন প্রাণে॥
অদ্যাবধি ফাঁকে ফাঁকে নহে দরশন।
মধুভরা পদ্মদ্বয় প্রভুর চরণ॥
মধুর আশায় মিশেছেন ব্রাহ্মদলে।
শ্রীপ্রভুর উক্তি যথা শ্রীকেশব বলে॥
ব্রাহ্মদলে পথহারা প্রভুর ভকত।
কেমনে পাইলা তাঁরা গন্তব্য সুপথ॥
যত্নসহকারে মন শুনহ বারতা।
সুধার ভাণ্ডার এই রামকৃষ্ণ-কথা॥
কেশবের বক্তৃতা অপর কিছু নয়॥
ব্রাহ্ম-পরিচ্ছদে তাঁর উক্তি কতিপয়॥
অন্য সাজে যদি উক্তি কার্য্য করে ভাল।
নিবিড় আঁধারে যথা চিকুরের আলো॥
দেখা যায় সুপথ কুপথ ডাঙ্গা জল।
পথহারা পথিকের পরমমঙ্গল॥
প্রভুর শক্তিতে শ্রীকেশব শক্তিধর।
উপমায় ঠিক যেন অতসীপাথর॥
পাবক-উদ্ভব-গুণ যাহা লক্ষ্য হয়।
ভাস্করের শক্তি তাহা পাথরের নয়॥
প্রভুর অতসী তিনি ধরিয়া তাঁহারে।
প্রেমিক ভকত এক আইলা আসরে॥
অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্মে ছিল তাঁর টান।
পণ্ডিত বয়স বেশী ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
রসাল বয়ানখানি পরাণ উদাস।
হুগলির কাছে হালিসহরেতে বাস॥
কোম্পানির ঘরে কাজ বালক অবধি।
নাম শ্রীকেদারচন্দ্র, চাটুয্যে উপাধি॥
শতদরে মাহিয়ানা শ্যামল বরণ।
রক্ত-পদ্ম সম দুটি রক্তিম নয়ন॥
হেলে দুলে করে খেলা প্রভুদেবে হেরে!
ভাসমান অশ্রুনীরে আঁখির আধারে॥
উড়ে গেল ব্রাহ্মভাব ভাব নিরাকার।
প্রভুপাশে মাগে ভিক্ষা পদ সেবিবার॥
প্রভু প্রভু বলে ধরে চরণ ছাঁদিয়া।
দর দর আঁখিজল গণ্ড বিগলিয়া॥
বেদনা বলিতে ইচ্ছা শ্রীপ্রভুর পায়।
ভাব-বেগে কণ্ঠরোধ কথা না বেরায়॥
জন্ম জন্ম প্রভুভক্ত বহু দিন ছাড়া।
হৃদিখানি প্রস্রবণ ভক্তিপ্রেমে ভরা॥
না ছিল আবদ্ধ গতি লীলার প্রথমে।
মুক্তমুখ এবে বেগে ঝরে দুনয়নে॥

একবার দরশনে এইতক কথা।
পশ্চাৎ কহিব ক্রমে পরের বারতা॥
অন্তরঙ্গ আত্মগণ যুটিবার কালে।
বহিরঙ্গ কত শত আসে দলে দলে॥
নানাবিধ ধর্ম্মপন্থী কাছে দূরে ঘর।
নাম ধাম তাঁহাদের বিশেষ খবর॥
কি খেলা খেলিলা প্রভু তাঁহাদের সাথে।
অবিদিত তেকারণ নারিনু কহিতে॥
প্রধান প্রধান যাঁরা বিশেষতঃ জানা।
কতই প্রভুর কাছে কৈল আনাগোনা॥
তথাপি না দিলা ধরা প্রভু নারায়ণ।
সাধ্যমত কহি কথা শুন বিবরণ॥
ব্রাহ্মণ জনৈক যুবা বিদ্যাবল ধরে।
ভাগ্যবন্ত ধনবান ঘর কাশীপুরে॥
বরানগরের কাছে সন্নিকটবর্ত্তী।
নাম তাঁর শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী॥
গণ্যমান্য লোকে করে অতুল সম্মান।
বড়ই বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে টান॥
সাকারে বিকার ধাত নাড়ি নাহি চলে।
আগোটা ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি মায়া-ছায়া বলে॥
মায়া যেবা ছায়া কিবা মিথ্যা ইহা নয়।
প্রতিবাদ কৈলে যদি শুন পরিচয়॥
অব্যক্তরূপিণী মায়া কহা নাহি যায়।
ঈশ্বরের শক্তি থাকে ঈশ্বরের গায়॥
কাজে দুই বস্তুগত দুয়ে এক কায়া।
কে পারে বাছিতে পরমেশ কেবা মায়া॥
সৃজন-পালন-কালে লীলার ভিতর।
কার্য্যগত দেখা যায় যেন স্বতন্তর॥
শববৎ পরমেশ নিশ্চল আড়ালে।
শক্তি তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লয়ে খেলে॥
যে শক্তিতে তুমি আমি শিব বিষ্ণু ধাতা।
তাহারে অলীক কহা পাগলের কথা॥
নামে দুটি বস্তুগত সেই কলেবর।
তরঙ্গ সলিল দুই একই সাগর॥

তুমিত তোমার পুঁজি অগ্রে দেখ চেয়ে।
তুমি হইয়াছ তুমি কি শকতি লয়ে॥
মন-মূল-পঞ্চেন্দ্রিয় জ্ঞানের কারণ।
বিবেক বৈরাগ্য গড়ে বুদ্ধিবৃত্তিগণ॥
এই সব সমবেতে যুক্তি কৈলে ঠিক।
ইন্দ্রিয়গোচর সৃষ্টি যাবৎ অলীক॥
মিথ্যা যদি তুমি আমি যাবৎ সংসার।
মিথ্যা যে তোমার সত্য কি প্রমাণ তার॥
তুমি যদি ভ্রান্তিমূল মায়ায় জনম।
ভুলগাছে সত্যফল কথা কি রকম॥
দ্বিতীয় বক্তব্য, অতি সত্য মানি মন।
বস্তুর সত্তাতে হয় ছায়ায় জনম॥
বস্তু যদি হয় সত্য তোমার বিচারে।
ছায়া তবে মিথ্যা বস্তু কহ কি প্রকারে॥
নয়নেতে দেখি ছায়া ছুঁই অবিকল।
বসিলে শীতলতলে অঙ্গ সুশীতল॥
সেইত ইন্দ্রিয় পুঁজি দেখি শুনি তায়।
বস্তুরে বুঝিলে সত্য অলীক ছায়ায়॥
বস্তু যদি হয় বস্তু তোমার বিচারে।
অলীক ছায়ার সত্তা হইতে না পারে॥
আকারমাত্রেই যাঁর অলীক গিয়ান।
উপহাস তথায় সাকার ভগবান॥
এ নহে মোদের কার্য্য ঘরে চল মন।
শুন রামকৃষ্ণকথা অমৃতকথন॥
রাষ্ট্র রামকৃষ্ণনাম প্রায় প্রতি স্থানে।
সাধু-ভক্ত-সমাগম বিশেষ যেখানে॥
দেবভাষা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর।
মহিম পাইয়া এবে প্রভুর খবর॥
সযতনে জুটিলেন শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
দক্ষিণসহরে যথা বিরাজে গোঁসাই॥
কল্পতরুরূপ প্রভু শ্রীমন্দিরে বসে।
তথায় তাহাই পায় যে আশে যে আসে॥
জ্ঞান-মার্গী শ্রীমহিম বীরের মতন।
চান কর্ম্ম জপ-তপ-সাধন-ভজন॥

বঙ্গদেশে দেওভোগ গ্রামে জন্মস্থান।
নারায়ণগঞ্জ তার অতি সন্নিধান॥
অর্জ্জন-আশায় এই সহরেতে আসা।
চিকিৎসক তিনি নিজে ঔষধ-ব্যবসা॥
মাসে মাসে অল্প আয় অতি কষ্টে চলে।
জমাজমি বড় কম স্বদেশ-অঞ্চলে॥
কোনমতে মন্দ পথে নহে রোজগার।
যদি নাশে উপবাসে তথাপি স্বীকার॥
স্বভাবতঃ মনোন্নত টলাতে না পারে।
অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্ব দিবারাতি করে॥
নাম দুর্গাচরণ উপাধি নাগ তাঁর।
কায়স্থ-কুলের আলো গোটা বাঙ্গলার॥
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর অতি আত্মজন।
বারে বারে বন্দি তাঁর দুখানি চরণ॥
কেমনে মিলন হয় শ্রীপ্রভুর সনে।
প্রভুপদে মজে মন ভারতী-শ্রবণে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধু এক সহরে বসতি।
ধীমান সদ্‌গুণবান ধর্ম্মে বড় মতি॥
সাকারের প্রতিবাদী সাকার না মানে।
ব্রাহ্মদলভুক্ত তেঁহ কেশবের সনে॥
তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানে ভরা হৃদয়-নিলয়।
নর-গুরু কোনমতে করে না প্রত্যয়॥
এক ব্রহ্ম বিশ্ব-গুরু তাঁহার গিয়ান।
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাত্মার নাম॥
আজিতক সুরেশের নহে দরশন।
মধুর মূরতি মোর প্রভুর কেমন॥
নাম লীলাস্থান মাত্র কানে আছে শুনা।
এইবারে দেখিবারে হইল বাসনা॥
এখন ধর্ম্মের ঢাকে ধর্ম্মের বাজারে।
বেজেছে প্রভুর নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
পরস্পরে পরামর্শ করি দুই জনে।
দক্ষিণসহরে চলে প্রভু-দরশনে॥
হেথা শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রভু নারায়ণ।
হাজরার সঙ্গে হয় কথোপকথন॥
এমন সময় ভক্তদ্বয় উপনীত।
দেখিয়া অন্তরে প্রভু অতি আনন্দিত॥
সমাদরে বসাইয়া নীচের আসনে।
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন দুই জনে॥
প্রথম দর্শনে মন এইতক কথা।
পশ্চাৎ পাইবে যত অপর বারতা॥
হৃদয়ের সম ভাগ্যধর আছে কেবা।
অদ্যাপিহ করিছেন শ্রীপ্রভুর সেবা॥
অনুরাগ তত নাই পূর্ব্বের মতন।
তুলনায় অধিকাংশ ঔদাস্য এখন॥
কাঞ্চনে প্রয়াস বড হইল তাঁহার।
লোভেতে করিল নষ্ট যত সদাচার॥
কবে কিবা করিলেন তাহাব ভারতী।
বলিবারে গেলে পরে বেড়ে যায় পুঁথি॥
সঙ্কেতেতে এই মাত্র বুঝে লও মন।
হৃদুরে কবিল কাবু কামিনী-কাঞ্চন॥
নিবারণে প্রভুদেব কহিলে তাঁহারে।
কটূক্তি করিত কত তখনি প্রভুরে॥
কটূক্তি হৃদুর মুখে এত বাডাবাড়ি।
শুনিয়া ঝরিত তাঁর শ্রীনয়নে বারি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হয় ভাবাবেশ গায়।
সেই ভাবে বলিতেন সম্বোধিয়া মায়॥
"ক্ষমা কর ওমা কালি বালকহৃদয়।
মোরে বড ভালবাসে তাই হেন কয়"॥
যতই করেন ক্ষমা ক্ষমার সাগর।
হৃদয় ততই রুষে প্রভুর উপর॥
একদিন এত গালি হৃদয়ের মুখে।
শুনিলে হউক শত্রু কানে নাহি ঢুকে॥
কাঁদিতে লাগিলা প্রভু স্ত্রীলোকের প্রায়।
সকরুণে এইমত সম্ভাষিয়া মায়॥
"পিতা গেল মাতা গেল গেল সহোদর।
সহিনু পাইনু কষ্ট দুস্তর দুস্তর॥
তরিলাম সকলেতে তোমার ইচ্ছায়।
এইবার হৃদয়ের হাতে প্রাণ যায়॥"

এক দিন প্রভুদেব তাঁরে উল্লেখিয়া।
বলিলেন অন্যে যত ভক্তে সম্বোধিয়া॥
"অতিশয় ভক্তিমতী সুন্দর আধার।
ফুটিবে কতই ফুল হৃদয়ে তাঁহার"॥
অদ্ভুত ধিয়ান তাঁর সমাধির মত।
একেবারে বাহিক গিয়ান বিরহিত॥
লীলা বুঝা শক্তি ঘটে ফুটে বিলক্ষণ।
অন্তর্দ্দৃষ্টিসহ সদা উচ্চে থাকে মন॥
এত ভক্তি ঠিক যেন গড়া ভক্তি-ছাঁচে।
মাইর চরণোদক অভাগিয়া যাচে॥
একেবারে গেল উড়ে আগেকার ধারা।
দেখে শুনে বলরাম হয় বুদ্ধিহারা॥
মনে ভাবে সৃষ্টিছাড়া প্রভু-নারায়ণ।
আশ্চর্য্য যা শুনি তাহা করি দরশন॥
একবার দরশনে পরশনে যাঁর।
বিশুদ্ধ ভকতি হয় হৃদয়ে সঞ্চার॥
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা বাস বৃন্দাবনে।
চলিলেন বলরাম আনিতে এখানে॥
মনে মনে বড় সাধ দেখাবেন তাঁয়।
মনোহর কল্পতরু প্রভুদেবরায়॥
বৃন্দাবনে হাজির হইয়া গিয়া কয়।
আদ্যোপান্ত শ্রীপ্রভুর যত পরিচয়॥
দৈবের ঘটনা কার সাধ্য বলে উঠে।
ভক্তিমতী নারী এক এই কুঞ্জে যুটে॥
কৃষ্ণভক্তি অনুরাগ এত ঘটে তাঁর।
কলিতে না শুনি কথা এ হেন প্রকার॥
বয়সে নবীনা তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।
সন্ন্যাসিনীসম বেশ কৃষ্ণের লাগিয়ে॥
বস্তুর নিকটে শুনি প্রভুর কাহিনী।
তাঁহারে দেখিতে নেচে উঠে সন্ন্যাসিনী।
শ্রীপ্রভুর নামে কি মোহন শক্তি আছে।
নহে যেবা পরিচিত সেও শুনে নাচে॥
অতি দুরদৃষ্ট যেবা আবদ্ধ অশুচি।
তাহার কেবল নামে নাহি হয় রুচি॥
বদ্ধজীব তারে বলে মুক্তি নাহি চায়।
সতত প্রমত্তচিত অবিদ্যা-সেবায়॥
নয়নাবরণ চোখে বাঁধা আছে ঠুলি।
সময়ে দিবেন প্রভু অবশ্যই খুলি॥
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু দয়াধাম।
জীবদুঃখে দুঃখী, তাঁর নাহিক আরাম॥
নানামতে কৃপা দিতে করেন উপায়।
নিজ করমের ফলে জীবে নাহি চায়॥
অবিদ্যার বনে খেলে আনন্দ অন্তর॥
হায় জীববুদ্ধি, তার পায়ে করি গড়॥
আবার এমন দেখি মনুষ্য-আকারে।
শুনিয়া প্রভুর নাম মুগ্ধ হয়ে পড়ে॥
ভূলোকের এঁরা নন, গোলোকের জাতি।
রামকৃষ্ণ-অবতারে শ্রীপ্রভুর সাথী॥
সন্ন্যাসিনী অনুরাগে খেপার সমান।
সন্ন্যাস-আশ্রমে তাঁর গৌরদাসী নাম॥
প্রভু-অবতারে পরে ভক্তেরা সকলে।
সম্বোধনে ডাকে তাঁয় গৌর-মাতা বোলে॥
সঙ্গে পিতা গৌরমাতা ভক্ত বলরাম।
উতরিলা ত্বরা করি কলিকাতা ধাম।
বস্তুর আছিল এই রীতি বরাবর।
যেই দিনে যাইতেন দক্ষিণসহর॥
মেয়ে-ছেলে গোষ্ঠীবর্গ প্রতিবাসী যত।
বিচারবিহীনে সঙ্গে অনেকে থাকিত॥
আজি তরীযোগে হয় তাঁহার গমন।
বিরাজেন যেথা প্রভু ভক্তের জীবন॥
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা যতেক রমণী।
প্রভুদেবে বন্দে সবে লুটায়ে অবনী॥
প্রভুর নিকটে নাই কিছু অবিদিত।
হাজার না থাক কেহ যত আবরিত॥
কার শক্তি তাঁর কাছে রাখে কিছু ঢাকি।
ঘটে ঘটে স্থিত যাঁর সৃষ্টিময় আঁখি॥
অসীম গভীর জলে সাগর-ভিতরে।
সুনীল গগনভেদী শৃঙ্গী গিরিবরে॥

প্রভুর সহিত রাখালের মিলন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

অখিলের অধিপতি পরম ঈশ্বর।
লীলাহেতু ধরায় ধরিয়া কলেবর॥
দীন-দুঃখী দ্বিজবেশ গুপ্ত সাজ গায়।
কৈবর্তের পুরীমধ্যে প্রভুদেবরায়॥
সুন্দর সাকার লীলা অমৃত কথন।
ষোল আনা মন দিয়া শুন শুন মন॥
সংসারের দুঃখে শোকে পেতে দিয়া ছাতি।
ত্রিতাপ-সন্তাপহর মধুর ভারতী॥
লীলা মানে খেলা তাঁর, একাকী না হয়।
সঙ্গে থাকে সাঙ্গোপাঙ্গ স্বগণনিচয়॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত পরিষদগণ।
ঈশ্বরকোটির তাঁরা প্রভুর বচন॥
তাঁহাদের মধ্যে দেখি দুই শ্রেণীভুক্ত।
তিয়াগী সন্ন্যাসী কেহ, কেহ বা গৃহস্থ॥
হইলে সংসারী তবু গুণ নাহি ছুটে।
গোলাপ গোলাপ যদি কাঁটাবনে ফুটে॥
অন্যবিধ জীবকোটি ভক্তগণ তাঁর।
কেহ বা তিয়াগী কেহ করেন সংসার॥
সামান্য জীবের মত নহে গণনায়।
দেবদেবী সশরীরে আগত লীলায়॥
তাঁদিকে লইয়া যাহা খেলিলা গোঁসাই।
সেই ভাগবত খেলা লীলা নামে গাই॥
ভক্তসঙ্গে খেলিতে বড়ই প্রীতি মনে।
অবতারে শুধু খেলা ভকতের সনে॥
লীলাস্বাদে মত্ত যেবা ভ্রমে লীলাস্থলী।
তিনি তাঁর আপ্ত জন ভক্ত তাঁরে বলি॥
স্বভাবতঃ মুক্ত আঁখি লীলা দেখিবারে।
লীলাময় শ্রীপ্রভুর লীলার আসরে॥
আপ্তজন ভক্তগণ, শুন পরিচয়।
যাঁরা আছে তাঁরা আছে নূতন না হয়॥
ভিতরেতে সেই বস্তু একই প্রকৃতি।
অবতারভেদে মাত্র বিভিন্ন মূরতি॥
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
ভাবাবেশে এক দিন কন ভগবান॥
আমড়া নিকৃষ্ট জাতি ফলের ভিতরে।
সুমিষ্ট ফোজিলি তারে পারি করিবারে॥
কি হেতু করিব তাহা কিবা প্রয়োজন।
ফোজিলি আমের মোর রয়েছে কানন॥
অবতারে শুদ্ধ তাঁর ভক্তসনে খেলা।
সিন্ধুর যেমন রঙ্গ লয়ে ঊর্মিমালা॥
বদ্ধজীবসঙ্গে রঙ্গে নহে কোন কালে।
যে না জানে খেলা তার সঙ্গে কেবা খেলে॥
চিরকাল বিদিত ভক্তের ভগবান।
ভক্তিগ্রন্থে তাই থাকে ভক্তের আখ্যান॥
লোকে প্রায় লীলাদৃষ্টি-শক্তিবিরহিত।
তাই কহে গ্রন্থে কেন ভক্তের চরিত॥
ভক্তের কথায় তাঁর মহিমা অপার।
না বুঝিয়া লোকে তাই কহে অন্য আর॥
দেখিতে শকতি নাই দৃষ্টি নাহি চলে।
ফল ফুল গুঁড়ি ছাড়া গাছ কোন্ কালে?
ভক্তগণ-মধ্যে তাঁর সতত বিহার।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি শ্রীঅঙ্গের আপনার॥

শ্রীপ্রভুর যত রঙ্গ তাঁহাদের সনে।
ভক্তে দিলে বাদ লীলা হইবে কেমনে ॥
কেবল সুতায় ফুল করি পরিহার।
কখন কে গাঁথে কিসে কুসুমের হার ॥
এ লীলায় গুপ্ত ভক্ত প্রথম আসরে।
শশি-কলাসম বৃদ্ধি সঙ্গ পেয়ে পরে ॥
কেমনে গোপন পরে কেমনে প্রকাশ।
দৃষ্টিহীনে কখনই না মিলে আভাস ॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে লীলা যত মাখামাখি।
পূতচিত সুনিশ্চিত তবে খুলে আঁখি ॥
ক্রমে পরে দরশন মিলয়ে লীলার।
প্রাণসম ভক্তসনে সম্বন্ধ কি তার।
বড় দুঃখ ভোগে ভক্ত কথা সত্য অতি।
সন্দ যদি হয় তবে শুনহ ভারতী ॥
স্বতন্ত্র প্রকৃতি, তাঁর ভক্তে যাহা পায়।
প্রভু সনে রঙ্গভূমে আসিয়া ধরায় ॥
জীবশিক্ষা একমাত্র তাহার কারণ।
নাহি হরি যথা আছে কামিনী-কাঞ্চন ॥
নাহি হরি তথা সুখ-সম্পদ যেখানে।
নাম কি আভাস গন্ধ তিল পরিমাণে ॥
এ ঘরের উল্টা রীতি নীতি প্রতিকূল।
অগ্রভাগ সর্ব্ব নীচে ঊর্দ্ধদেশে মূল ॥
যতই উত্তর মুখে করিবে পয়ান।
ততই দক্ষিণ দূর বিধির বিধান ॥
ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর সুখ যারে জানি।
কোথা তায় সুখ সে ত গরলের খনি ॥
জিনিষ কি চিনি চিনি রসনার আশ।
উদরে কৃমির হেতু তিক্তে হয় নাশ ?
সম্পদে বিপদ বড় বিপদেতে হিত।
ভকতে রাখেন প্রভু বিপদে বেষ্টিত ॥
বিপদের হেতু কোথা বিপদে কি আনে
হইয়া প্রভুর দাস এ বিপদ কেনে ॥
মনে প্রাণে বুঝে যেয়া মহাভাগ্যবান।
বিপদ সম্পদ তাঁর প্রাণের আরাম ॥

বিবেক-বিরাগ-মূল জ্ঞানের আকর।
প্রেমভক্তি পায় স্ফূর্ত্তি পরম সুন্দর ॥
দুঃখ সুখে দুঃখ সুখ স্বভাবের ধারা।
ভক্তের দুঃখেতে ধরে স্বতন্ত্র চেহারা ॥
শরতে জলদজালে ভীষণ গর্জ্জন।
পরিণামে পুষ্টিকর বারি-বরিষণ ॥
অনুপম পরিমল বিপদের সাথী।
অনুরাগে চারিদিকে ছুটে দ্রুতগতি ॥
চন্দনের সৌরভ যেমন বৃদ্ধি পায়।
সবলে পিষিলে তারে কঠোর শিলায় ॥
কলঙ্ক-কালিমা-চিহ্ন ভকতের গায়।
সত্যই কতই স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥
তাহার কারণ আছে শুন খুলে বলি।
তাতে বাতে ফুটে ভক্ত-কুসুমের কলি ॥
অভক্তে কুকর্ম্ম করে নরকে পয়ান।
ভকতে তাহাতে পড়ে বেদান্ত পুরাণ ॥
ফুটে আঁখি নিরমল শতগুণবলে।
বিবেক-বিরাগ-বৃদ্ধি প্রতি পলে পলে ॥
কর্ম্মস্মৃতি দ্রুতগতি বিরাগের বাটে।
তুরঙ্গম যেইরূপ কষাঘাতে ছুটে ॥
মনোরথে প্রভুদেব যাঁহার সারথি।
শত জনমের পথে এক পলে গতি ॥
এইরূপ খেলা তাঁর ভকতের সনে।
একই উদ্দেশ্য জীব-শিক্ষার কারণে ॥
ভক্তসনে খেলা দেখা অতি প্রয়োজন।
করিবারে শ্রীপ্রভুর লীলা-আস্বাদন ॥
লবে ভক্তপদধূলি শিরে আপনার।
কার্য্যাকার্য্য কিছু তাঁর না করি বিচার ॥
প্রভুর পাইয়া তত্ত্ব শ্রীমনোমোহন।
প্রভু-দরশনে করে সর্ব্বদা গমন ॥
সঙ্গে লয়ে পরিবার নন্দন নন্দিনী।
যতগুলি ভক্তিমতী তাঁহার ভগিনী ॥
রত্নগর্ভা জননী ভগিনীপতিগণ।
অন্য কত প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন ॥

বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে।
অন্ন-ভিক্ষা শ্রীপ্রভুর তাই তাঁর ঘরে॥
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাঁধে ভামিনীর মাতা॥
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড খুসী প্রভুদেব তাঁর রান্না খেয়ে॥
বহু তুষ্ট প্রভুদেব ভক্ত বলরামে।
ভোজনে নানান রঙ্গ হয় তাঁর সনে॥
একদিন সংগোপনে বলরামে কন।
অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন॥
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে।
কখন না পারি তাহা স্পর্শ করিবারে॥
আমার কারণ যাহা আমাকেই দিবে।
ঠাকুরের ভোজ্যদ্রব্য স্বতন্ত্র রাখিবে॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচন সত্য কত দূর।
দেখিবারে কুতূহল হইল বসুর॥
পরদিনে শ্রীপ্রভুর মিষ্টান্নের থালে।
ঠাকুরের ভোজ্য যত নিজে হাতে তুলে॥
মিশাইয়া দিল লক্ষ্য রাখি বিলক্ষণ।
বাসনা দেখিতে প্রভু খাছেন কেমন॥
অন্তঃপুরে শ্রীপ্রভুর ভোজনের স্থান।
সদর মহলে হেথা প্রভু ভগবান॥
সেবাহেতু শ্রীপ্রভুরে ডাকে যথাকালে।
জানা নাই কিবা রঙ্গ মিষ্টান্নের থালে॥
ঠাকুরের ভোজ্যে লক্ষ্য বিশেষ করিয়া।
সম্মুখেতে বলরাম আছে দাঁড়াইয়া॥
অবাক্ কাহিনী তেঁহ দেখিল সাক্ষাৎ।
ঠাকুরের ভোজ্যে তাঁর না পড়িল হাত॥
যদিও প্রভুর ভোজ্য সঙ্গে মিশামিশি।
সামান্য মিষ্টান্ন তাঁর নয় খুব বেশী॥
বড়ই আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতে শুনিতে।
ভোজন দূরের কথা না ঠেকিল হাতে॥
যে ভোজ্য নিজের তাঁর, তাঁর নামে আনা।
প্রত্যেকের লয়ে প্রায় দুই-এক দানা॥
খাইলেন প্রভুদেব ভরিল উদর।
বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড়॥
শুন মন খুলে বলি লীলার বারতা।
সুমিষ্ট হইতে মিষ্ট রামকৃষ্ণ-কথা॥
চিত্ত তাঁর বিশ্বব্যাপী দর্পণের প্রায়।
প্রতিবিম্বে তাহে সব যা হয় তথায়॥
শ্রবণবিবর ব্যাপ্ত সকল ভুবন।
কার্য্যে বাঁধা একসঙ্গে কায় বাক্য মন॥
বিরাজিত সৎবুদ্ধি মূর্ত্তিমান জ্ঞান।
কায়া করে তাই যাহা মনের বিধান॥
আর এক শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ধারা।
দেখিতে প্রাকৃত বাহে পঞ্চভূতে গড়া॥
তা নয় চিন্ময় মোর শ্রীপ্রভুর তনু।
অনুক্ষণ সচেতন প্রতি পরমাণু॥
বার বার দেখিয়াছি প্রভুদেবরায়।
গাঢতর নিদ্রাগত আছেন শয্যায়॥
এমন সময় যদি অস্পর্শীয় জন।
গমন করিত কাছে ছুঁইতে চরণ॥
প্রসারিত মাত্র হাত, পরশের আগে।
শশব্যস্ত প্রভুদেব উঠিতেন জেগে॥
চাক্ষুষ দর্শকে এই হয় অনুমান।
প্রতি লোমকূপ তাঁর যেন চক্ষুষ্মান॥
বলরামে একদিন কন ভগবান।
দেখ গো রাখাল নামে অতি ভক্তিমান॥
পেয়েছি বালক এক সুন্দরপ্রকৃতি।
শ্রীমনোমোহন মিত্র তার ভগ্নীপতি॥
যাও যদি একবার দেখে এস তাঁয়।
কাসারিপাড়ার কাছে থাকে সিমলায়।
মহাভক্ত বলরাম স্থির-বুদ্ধি তাঁর।
প্রতি বর্ণে শ্রীপ্রভুর বুঝে আছে সার॥
যতনে পালন শ্রীবচন যথাকালে।
যথা আজ্ঞা চলিলেন দেখিতে রাখালে॥
পরস্পর দেখাশুনা মন-আকর্ষণ।
শুভক্ষণে দুঁহু জনে হইল মিলন॥

কঠোর সাধনে মত্ত, মন প্রাণ দেহ চিত্ত ;
যোল আনা গত একবারে।
পরমাত্মে নিত্য স্থিতি, বাহ্যহারা দিবারাতি,
পুত্তলির সমান আকারে ॥
কভু ভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, যেন প্রভু গোরারায়,
আবেশে অবশ কলেবর।
মধুর কান্তির রাশি, জিনিয়া গগন-শশী,
আস্যে হাসি এতই সুন্দর ॥
কভু ভক্তি উদ্দীপনি, মিষ্ট কণ্ঠে বীণা জিনি,
কৃষ্ণকালীলীলাগীত গান।
কি আনন্দ হৃদে খেলে, গীতে নৃত্য তালে তালে,
তার সম কি তার সমান ॥
কভু সহজের ন্যায়, বালক-স্বভাব গায়,
পরিধেয় অঙ্গের বসন।
বগলে শ্রীঅঙ্গে নাই, দিগম্বর শ্রীগোঁসাই,
এখানে সেখানে বিচরণ ॥
সারথি-শ্রীকৃষ্ণবেশে, হিত-উক্তি উপদেশে,
যেন পাত্র সেইমত কন।
বেদ বেদান্ত পুরাণ, গীতাগাথা তত্ত্ব-জ্ঞান,
সকলের সার বিবরণ ॥
সামান্য সরল বাক্যে, সুবোধ্য মূর্খের পক্ষে,
ভগবৎশক্তি সহকরে।
হোক্ না অধমাধার, শুনে ছুটে অন্ধকার,
সদ্য সদ্য আলো খেলে ঘরে ॥
দেখাইলা নিজ তেজে, সামান্য ভাণ্ডের মাঝে,
ব্রহ্মাণ্ডের যতেক ব্যাপার।
গুহ্যতত্ত্ব সমবেত, যা আছে শাস্ত্রে নিহিত,
একাধারে যত অবতার ॥
ক্রিয়া-করমের ফল, সব গেল রসাতল,
প্রবল এতই কৃপাকণা।
ক্রিয়াকর্ম্মাতীত তিনি, প্রভু অখিলের স্বামী,
বুঝে ভাল প্রভুভক্ত জনা ॥
বেদ-বিধানেতে রটে, সুকাজে কুকাজ কাটে,
কাজ না করিলে পরে নয়।

মেঘে যেন মেঘ-ঠেলা, তবে কিরণের মেলা,
তমোনাশী শশীর উদয় ॥
কিন্তু এ কালের গতি, সুকাজে কাহার মতি,
জীবের দুর্গতি দুর্নিবার।
কঠোর সাধন করে, ফল দিলা জীবোদ্ধারে,
কৃপাময় শ্রীপ্রভু আমার ॥
সম্বলবিহীন জনে, দয়াময় ধরাধামে,
দয়া লয়ে পড়িলেন দায়।
দীন-সাজ অঙ্গে পরা, দুয়ারে দুয়ারে ঘোরা,
তবু কেহ নাহি চায় তাঁয় ॥
অবিদ্যায় মত্ত হৃদি, জীবকুল নিরবধি,
কৃপা কিবা চিনিতে না পারে।
এঁঠেলি ফণীর গায়, যদ্যপি অমৃত পায়,
তবু নাহি ত্যজে বিষধরে ॥
হাস্যরস-পরিহাসে, প্রভু নন ন্যূন কিসে
রসময় রসিকপ্রবর।
তার সঙ্গে সকৌতুকে, আসক্তি-প্রবল লোকে,
দেন জ্ঞান ভক্তির খবর ॥
ভিষক্ প্রবীণ জ্ঞানে, শর্করার আবরণে,
শিশুর বদনে করে দান।
প্রাণ-বিনাশক ব্যাধি, তার মত মহৌষধি,
তিক্ত কালকূটের সমান ॥
কামিনী-কুহক-বলে, যতেক যুবকদলে,
মোহজালে করে বিজড়িত।
মোহিনী ছাঁদনি বাণী, অঙ্গ-ভঙ্গিমা-কাহিনী,
প্রভুদেব সব সুবিদিত ॥
নকল করিয়া তার, হাবভাব সহকার,
দেখিলে কখন নহে ভুলা।
বুঝাতেন জীবগণে, অবিদ্যা-শক্তি কেমনে,
জীবসনে রঙ্গে করে খেলা ॥
আভাস প্রকাশে যার, এক বেদ হৈল চার,
দর্শন হইল গোটা ছয়।
কান্ত তন্ত্র হারি মানি, শববৎ শূলপাণি,
মহেশ্বর যিনি মৃত্যুঞ্জয় ॥

যাহে নাহি তত্ত্বগাথা, না হইত হেন কথা,
বিগলিত বদনে প্রভুর।
যে ভাবে না হোক্ উক্ত, তত্ত্বসার তাহে গুপ্ত,
মূর্ত্তিমান জ্ঞানের আঁকুর॥
শ্রবণ-বিবর দিয়া, হৃদয়ে পড়িল গিয়া,
বাক্য-বীজ কভু নষ্ট নয়।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি, শ্রবণ-মধুর অতি,
শুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তির আলয়॥
একাধারে নানা লোকে, জাগাইতে জ্ঞানালোকে,
প্রভুসম কে কোথা প্রবল।
অপার মহিমা-কথা, সাদৃশ্য অপরে কোথা,
একা প্রভু দৃষ্টান্তের স্থল॥
বেদাপেক্ষা গুরুতর, প্রতি বর্ণ প্রত্যক্ষর,
যাহা ফুটে প্রভুর বদনে।
শুনে কীট অতি তুচ্ছ, সুমেরু সমান উচ্চ,
গিরিবর লঙ্ঘে লম্ফদানে॥
জীবের পরম আয়ু, এক জল এক বায়ু,
এক তবু অনন্ত প্রকার।
স্থান কাল অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধরে,
পুষ্টি যাহে জগৎ-সংসার॥
যাহার যেমন ধাত, তার তেন তাত বাত,
সকলেতে খাটে না সকল।
কোনটি কাহার পক্ষে, কাল থেকে করে রক্ষে,
কার পক্ষে তাহাই গরল॥
বিশ্বগুরু প্রভুদেবে, লবে লোক তিন ভাবে,
এক উপগুরুর সমান।
পাল তুলে করুণার, ভব-জলধি অপার,
পারাপারে করিবে প্রয়াণ॥
অপর শ্রেণীর যাঁরা, শ্রেষ্ঠতর তেজে তাঁরা,
দিক্‌হারা নাহি হবে আর।
পথে যাবে মহা-তুষ্ট, নিজ দেহ করি পুষ্ট,
ভাব ল'য়ে প্রভুর আমার॥
শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যবান, হৃদে যার পায় স্থান,
ভগবান প্রভুরূপে হরি।
ইষ্টজ্ঞানে ভজে পূজে, অখিলের মহারাজে,
সহ মাতা জগৎ-ঈশ্বরী॥
আদি অন্ত লীলাপাঠে, অবশ্য বসিবে ঘটে,
শ্রীপ্রভুর স্বরূপ-বারতা।
এক মনে শুন মন,
মহাতম-বিনাশন কথা॥

দর্শনে কি পায় কিবা কব সমাচার।
পূর্ণব্রহ্ম খোদ নিজে শ্রীপ্রভু আমার॥
মন আমি অতি মূর্খ সুমূর্খ সমান।
অধ্যয়ন কভু নাই ভারত পুরাণ॥
রামায়ণ ভক্তিগ্রন্থ চৈতন্য-চরিত।
তন্ত্র গীতা ভক্তি-সূত্র ভকত-সঙ্গীত॥
ভাষায় দখল নাই ব্যাকরণে জ্ঞান।
শ্রবণ ভাগবত লীলা ভক্তি-আখ্যান॥
সাধন-ভজন কিবা পথের সম্বল।
জানি মাত্র শ্রীপ্রভুর চরণ-যুগল॥
মথিয়া শাস্ত্রের সার নহি ক্ষমবান।
সমর্থিতে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রমাণ॥
লীলার প্রমাণে করি লীলা সমর্থন।
সম্বল কেবল মোর প্রভুর বচন॥
শ্রীবচনে আছে হেন আমার বিশ্বাস।
নিহিত তাহাতে যত শাস্ত্রের আভাস॥
কতই কহিলা প্রভু জগৎ-গোঁসাই।
কিবা শাস্ত্র কিবা তত্ত্ব বাদ কিছু নাই॥
অতীব সরল বাক্যে সামান্য কথায়।
বোধগম্য সহজে সরল উপমায়॥
বেদান্ত বেদাঙ্গ তন্ত্র দরশন ছয়।
ন্যায় স্মৃতি গীতাগাথা শুনে লাগে ভয়॥
প্রবেশ-দুয়ার যার প্রকাণ্ড পাণিনি।
লক্ষ্যভেদ-পণে যেন পাঞ্চাল-নন্দিনী॥
তাহার ওপারে শাস্ত্র ভীমবেশে থাকে।
বাজ-বাক্য-আড়ম্বরে গরজিয়া ডাকে॥
শাস্ত্র-মর্ম্ম বোধগম্য আরও গুরুতর।
তার পরে যোগ-কর্ম্ম বিস্তর বিস্তর॥
এড়াইলে এই পথ তবে যায় দেখা।
জ্যোতির্ময় হরি হর্ম্ম্য-আলোকের রেখা।
ক্ষীণ-বল অল্প-আয়ুঃ জীবের এখন।
কেমনে কিরূপে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
সাধন-ভজন কিবা জপ-তপাচার।
আয়ত্তে না আসে কর্ম্ম অকূল পাথার॥

বিধির বিধানে এই বিধি প্রচলিত।
ফল-আশে কর্ম্ম-পথে গমন বিহিত।
প্রভুর কৃপায় এই দুরগম্য পথ।
ত্বরিতে গমন, নাহি লাগে মিহানত॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচনে তাহার প্রমাণ।
দুর্ব্বলের বল আশা প্রভু ভগবান॥
একদিন দয়ানিধি ভাবাবেশে কন।
এইখানে আসিয়া যদ্যপি কোন জন॥
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা করে নমস্কার।
ভব-সিন্ধু-পারাপারে কি ভাবনা তার।
দ্বিতীয় সকালে থাকে বিশ্বব্যাপী মন।
সে সময়ে করে যদি আমারে স্মরণ॥
নিশ্চয় তাহার ত্রাণ হয় যথাকালে।
এই ভব-জলধির অকূল সলিলে॥
তৃতীয় সাধনা কর্ম্মে প্রয়োজন নাই।
পূর্ণ-কাম হবে এলে গেলে মম ঠাঁই॥
চতুর্থ অবশ্য হবে ফলবতী আশ।
সরলে করিলে পরে আমায় বিশ্বাস॥
পঞ্চম অক্ষম যদি কিছু করিবারে।
আমায় বকল্মা দিয়া স্থির থাকে ঘরে॥
ষষ্ঠ অতি কষ্টে ছাঁচ রেখেছি করিয়া।
গড়ন গড়িয়া দিব তাহায় ফেলিয়া॥
সপ্তম আমার কাছে আসিবে যে জন।
হরি-পদ-লাভ-আশা মনে আকিঞ্চন॥
অবশ্য পূরণ হবে তাহার বাসনা।
অনায়াসে সাধন ভজন কর্ম্ম বিনা॥
অনাথ আশ্রয়হীন নিঃসম্বল জনে।
তারিবারে হেন ভব-সিন্ধুর তুফানে॥
সতত ব্যাকুল প্রভু অধীর-পরাণ।
নিরন্তর চিন্তা কিসে জীবের কল্যাণ॥
দুর্লভ জগতে কিছু নাহি যাঁর চেয়ে।
দীন-দুঃখি-বেশে তিনি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
কোমলাঙ্গে সহ্য করি যাতনা অপার।
দ্বারে দ্বারে করিবারে জীবের নিস্তার॥

নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান।
দ্বারে দ্বারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ ॥
ব্যয়কুণ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে।
কড়া ব্যয়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে ॥"
জীবের কল্যাণে যাঁর শোক এতদূর।
বুঝ মন কি দয়ার দয়াল ঠাকুর ॥
মহোৎসব যোত্রাপন্ন ভক্তের ভবনে।
উপায়স্বরূপ কৈলা উদ্দেশ্য-সাধনে ॥
এইবারে উৎসবের করে আয়োজন।
অভিমানী ভক্তবর শ্রীমনোমোহন ॥
নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল যথাকালে।
যে যথায় ভক্ত তাঁর সহর-অঞ্চলে ॥
যথাদিনে সন্ধ্যাকাল হইলে আগত।
একে একে ক্রমান্বয়ে হয় উপনীত ॥
মহা-আনন্দের দিন প্রভুর উৎসব।
দলে বলে জুটিলেন প্রেমিক কেশব ॥
ভক্তসমাগমসুখে ফেটে যায় বাড়ী।
হেনকালে উতরিল শ্রীপ্রভুর গাড়ী ॥
উঠিল আনন্দরোল বাহিরে ভিতরে।
জনে জনে বন্দনা করিল প্রভুবরে ॥
পূর্ণানন্দময় প্রভু অখিলের স্বামী।
যেন সুখ দরশনে তেন শুনে বাণী ॥
প্রত্যেক কথার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে।
সুধাধারাসম বয় শ্রবণ-বিবরে ॥
জীবন্মুক্ত যতলোক কাছে যতক্ষণ।
সঙ্কল্পবিকল্পভাব-বিবর্জ্জিত মন ॥
শ্রীপ্রভুর আগমন মিত্রের ভবনে।
পবনের বেগে বার্ত্তা ধায় কানে কানে ॥
দলে দলে আসে লোক ধরে না আবাসে।
দীনবন্ধু দীনত্রাতা দরশনে-আশে ॥
ভরিল ভবন আর নাহি ধরে তথা।
পাশেতে প্রশস্ত পথে অত্যন্ত জনতা ॥
মহোৎসবে রীতি যথা হরি-সংকীর্ত্তন।
আরম্ভ করিল তবে যত ভক্তগণ ॥
মাতিলেন প্রভুদেব আর কেবা রাখে।
নাচিতে গাইতে বাহ্য যায় থেকে থেকে ॥
কোথা তিনি কোথা বাস সরম ভরম।
ঠিক নাই, ভক্তে করে শ্রীঅঙ্গ রক্ষণ ॥
সংকীর্ত্তনে শ্রীপ্রভুর সংযোগ তেমতি।
কমলের বনে যেন মদমত্ত হাতী ॥
সুকোমল অঙ্গে বহে উচ্চতম বল।
শ্রীচরণ-চাপে ধরা করে টলমল ॥
যেন কত মহোল্লাসে সঙ্গে নৃত্য করে।
কমলা-সেবিত পদ পেয়ে বক্ষোপরে ॥
যদি বল জড় ধরা নাচিল কেমনে।
সকল সম্ভব এই রামকৃষ্ণায়নে ॥
অবিশ্বাসী কাল যেন ঘোর অন্ধকার।
তেন সর্ব্বশক্তিমান শ্রীপ্রভু আমার ॥
আংশিক নহেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
দীন সাজে ভরা মহারাজের লক্ষণ ॥
সংকীর্ত্তনে হাসেন কাঁদেন ভাবাবেশে।
কখন বলেন বাস আছেন কটিদেশে ॥
বদনে বুলান হাত কভু গুণমণি।
বলেন রয়েছি এই আমি, আছি আমি ॥
কখন বলেন হুঁশ আছয়ে আমার।
কখন কহেন এটা ঘরের দুয়ার ॥
এইমত বলিতে বলিতে কতক্ষণ।
তবে না আইল তাঁর বাহ্যিক চেতন ॥
অপূর্ব্ব প্রভুর রঙ্গ জীব-বোধ্য নয়।
চারিধারে দেখে লোক হইয়া বিস্ময় ॥
দেবতুল্য গরীয়ান মনুষ্য-ভিতরে।
মর্ম্মগ্রাহী কেশব নীরব একধারে ॥
ভোজন প্রস্তুত করি শ্রীমনোমোহন।
করযোড়ে করিল প্রভুকে আবাহন ॥
দ্বিতল উপরে তাঁর ভোজনের ঠাঁই।
সোপানে সোপানে ধীরে চলিলা গোসাই ॥
পাছু পাছু ভক্তিমতী মিত্রের জননী।
এক হাতে পাত্রে জল অন্যে আছে কানি ॥

প্রভুর চরণ-রজঃ যেইখানে পড়ে।
আর্দ্র বস্ত্রে হয় তোলা ভক্তিসহকারে ॥
হেন ভক্তিমতী ভক্ত অতুল ভুবনে।
পদরজঃ করে আশ দীন আকিঞ্চনে ॥
পরে নিমন্ত্রিত ভক্তে করান ভোজন।
কমি নাই কিছুই, প্রচুর আয়োজন ॥
মহোৎসবে ভোজনের অতি পরিপাটী।
প্রভুর ইচ্ছায় নাহি হয় কোন ত্রুটি।
উদর পূরিয়া খায় যত লোক আসে।
নানা আস্বাদের দ্রব্য পরম হরিষে ॥
শ্রীপ্রভুর ভিক্ষা-লীলা মঙ্গল-আলয়।
স-মনে শুনিলে ঘুচে অন্ন-দুঃখ-ভয় ॥
ভোজনান্তে প্রভুদেব আইলে সদরে।
পুনরায় ভক্তবর্গ বসিলেন ঘেরে ॥
জন-মন-মুগ্ধকর প্রভু গুণধর।
কাহারো না হয় ইচ্ছা ছেড়ে যায় ঘর ॥
ভোজনের হয় কথা রঙ্গ-সহকারে।
কেহ কহে এবার উৎসব কার ঘরে ॥
রামের ইঙ্গিতে কথা কহেন কেশব।
রাজেন্দ্র বাবুর ঘরে এবারে উৎসব ॥
সম্পর্কেতে রাজেন্দ্র রামের মাসী-পতি।
বাঙ্গলা দপ্তরে কর্ম্ম লোকমাঝে খ্যাতি ॥
পদস্থ লোকের মধ্যে তিনি এক জনা।
সাত আট শত টাকা মাসে মাহিয়ানা ॥
সৌভাগ্য গণিয়া তেঁহ করিল স্বীকার।
রামের উপরে হয় সম্পাদন-ভার ॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তমধ্যে রামদত্ত চাঁই।
বড়ই দয়াল তাঁরে জগৎ-গোঁসাই ॥
দিন স্থির করি রাম প্রফুল্ল অন্তরে।
উৎসবের আয়োজন বিধিমতে করে ॥
অর্থে নাই অনাটন মনে যেন সাধ।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ আস্বাদ ॥
যথা দিনে শ্রীকেশব দিনের বেলায়।
রাজেন্দ্র বাবুর কাছে বলিয়া পাঠায় ॥

মহোৎসবে যোগদান নাহি হবে আজি।
নিরানন্দ ব্রাহ্মদল কেহ নহে রাজি ॥
শুনিয়াছি এই নিরানন্দের কারণ।
ব্রাহ্ম-সাধু অঘোরের লীলা-সংবরণ ॥
সমাচার শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবু ভাবে।
না আসিলে কেশব উৎসবে কিবা হবে ॥
ত্বরা করি ডাকি রামে কহেন রাজেন্দ্র।
আজি উৎসবের দিন করিবারে বন্ধ ॥
কথা শুনি রামচন্দ্র উঠিল রুষিয়া।
প্রভুর উৎসব বন্ধ কিসের লাগিয়া ॥
প্রভুর উৎসব ইহা, কেশবের নয়।
সহস্র কেশব বিনা কিবা ক্ষতি হয় ॥
এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
অগণ্য তারকামালা কি করিতে পারে ॥
প্রভুদেবে রাজেন্দ্রের ইহাই ধারণা।
শ্রদ্ধেয় প্রণম্য মাত্র সাধু একজনা ॥
এই সাধারণ মত একা তাঁর নয়।
এত দূর কূপে ডুবা মনুষ্যনিচয় ॥
এক তিল প্রভুদেবে বুঝিতে যে পারে।
নিশ্চয় তাঁহার ঠাঁই দেবতা উপরে ॥
এবে বঙ্গে কেশবের বড়ই খেয়াতি।
না আসিলে উৎসবে কেমনে হবে প্রীতি ॥
তেকারণে যুক্তি করি রামের সহিতে।
কেশবের ঘরে গেল কেশবে আনিতে ॥
সঙ্গে চলে রাম আর শ্রীমনোমোহন।
কেশব-আবাসে গিয়া দিলা দরশন ॥
আপ্যায়িত কেশব দেখিয়া সবাকারে।
বসাইলা সমাদরে সমাজ-মন্দিরে ॥
প্রভুর সম্বন্ধে কথা হৈল উত্থাপন।
রাজেন্দ্র কেশবে কন প্রভু কি রকম।
প্রশ্ন শুনি কতক্ষণ থাকিয়া নীরব।
উত্তর করিল পরে প্রেমিক কেশব ॥
উচ্চ বস্তু মহাভাব নামে যাহা জানি।
চৈতন্যচরিতে আছে তাঁহার কাহিনী ॥

ব্রাহ্মদের মধ্যে যিনি বিশারদ গীতে।
রাগ-রাগিণীতে গান লাগিল গাইতে ॥
কোনমতে শ্রুতি-প্রীতি নহিল কাহার।
শুনেছে যেই প্রভুর আমার ॥
প্রভুর মধুর কণ্ঠ শুনিয়া প্রথমে।
পরে যদি বীণা বাজে, বাজ লাগে কানে ॥
এমন সময় হয় সবে আবাহন।
প্রস্তুত প্রভুর ঠাঁই ভোজন-কারণ ॥

ভক্তগণ পশ্চাতে, সর্ব্বাগ্রে প্রভুরায়।
আজিকার ভিক্ষা-লীলা এই তক সায় ॥

নরেন্দ্রের মিলন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

এবে বড় মত্ততর ভক্তবর রাম।
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর পাইয়া সন্ধান ॥
নানা স্থানে করিছেন মহিমা-প্রচার।
ভবনে বসান আছে ভক্তের বাজার ॥
মুক্তহস্তে ব্যয় ভক্তসেবার কারণ।
আপনি যেমতি তাঁর গৃহিণী তেমন ॥
আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু যে রহে যেখানে।
সকলে লইয়া যান প্রভু-দরশনে ॥
এ সময়ে নিকট আত্মীয় এক জন।
বয়স বিংশতি বর্ষ কিংবা কিছু কম ॥
সুন্দর বালক যেন সুন্দর আকৃতি।
বিশাল নয়নদ্বয় রাজর্ষি-মূরতি ॥
নয়ন-পিরীতি অতি, অতি বুদ্ধিমান।
রতি-মতি ভগবানে ধর্ম্মপথে টান ॥
নরেন্দ্র তাঁহার নাম নরেন্দ্র-বিশেষ।
আধারে অনেক গুণ, গণে নহে শেষ ॥
উজ্জ্বল জাতির কুল তাঁহার জনমে।
কোর্টের উকিল পিতা বিশ্বেশ্বর নামে ॥
সহরেতে শিমলায় করেন বসতি।
সমাজে লোকের মাঝে দোষে গুণে খ্যাতি।
যুটিলেন এইবার প্রভুর সদনে।
শুনিয়া মোহন নাম রামের বদনে ॥
ভাবী মহাতরুবর ফল-ফুলে ভরা।
সুশীতল ছায়াশালী বিস্তৃত চেহারা ॥
কত পত্র-শাখা-প্রশাখাদি অগণন।
গোড়ায় চারায় ভাসে লক্ষণ যেমন ॥
সেইমত নরবর নরেন্দ্রের গায়।
বাল্যাবধি লক্ষণাদি স্পষ্ট দেখা যায় ॥
মন দিয়া শুন কই তাঁহার ভায়তী।
জন্মাবধি দেখি তাঁর স্বতন্ত্র প্রকৃতি ॥
অতিথি সন্ন্যাসী ত্যাগী আসিলে দুয়ারে।
গোপনে দিতেন তিনি যা পেতেন ঘরে ॥

সুযোগ বুঝিয়া কাকা এক দিন যায়।
দক্ষিণসহরে প্রভু বিরাজে যথায়॥
কেমনে বুঝিবে তাঁরে পায়ে কিবা বল।
মানুষে যেমন বুঝে বুঝিল পাগল॥
কলুষ-কালিমা-মাখা নর-বুদ্ধি জীবে।
মায়াধীশ ভগবানে কেমনে বুঝিবে॥
বুদ্ধি যেন আপনার দেখিয়া তাঁহারে।
মন্তব্য নরেন্দ্রে কয় পালটিয়া ঘরে॥
ভাল সাধু দেখিবারে মোরে পাঠাইলে।
কাকার সহিত ব্যঙ্গ অন্যে না পাইলে॥
পাগল আচার তাঁর এইক্ষণে খাটে।
পরক্ষণে অকারণ চলিলেন ছুটে॥
দেখিয়া আইনু যাহা আপন নয়নে।
তাহাতে সাধুত্ব-ভাব নাহি লাগে মনে॥
কাকার কথায় কিবা বুঝিলেন তিনি।
কহিতে নারিনু তত্ত্ব নাহি জানি আমি॥
লীলা-দরশনে এই হয় অনুমান।
সময়ে হইল এবে শ্রীপ্রভুর টান॥
ভক্ত-ভগবানে খেলা নহে বলিবার।
গোপনে গোপনে বাঁধা সম্বন্ধের তার॥
মজার ঝঙ্কার তার বাজে প্রাণে প্রাণে।
হইলে নামের শক্তি সঞ্চালিত কানে॥
মধুর প্রভুর নাম-প্রভাবের তেজে।
হৃদি-তন্ত্রী ভকতের মনোহর বাজে॥
ধরিয়া মোহন নাম ভক্ত মাতোয়ারা।
দিগাদিগজ্ঞানহত পাগলের পারা॥
কার নাম কোথা তিনি দেখিবারে তাঁয়।
সতত উদ্বিগ্ন-চিত্ত স্বভাবেতে ধায়॥
ভক্তেন্দ্র ভকত-শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র উত্তম।
রামকৃষ্ণ-পদ্মিমধ্যে আরাধ্য-চরণ॥
বিবেক বিরাগ ত্যাগে ভরা হৃদিপুর।
অতি উগ্র অনুরাগী সন্ন্যাসী ঠাকুর॥
কণ্ঠে ভারি মিঠা স্বর বর্ষে সুধা-ধারা।
অঙ্গে আছে নাদ রাগ-রাগিণীর গোড়া॥

আধারে অপার গুণ চিত্ত মনোহর।
পুণ্য-দরশন মূর্ত্তি পরম সুন্দর॥
নরবর নরেন্দ্র জনৈক বন্ধু সনে।
মহানন্দে চলিলেন প্রভু-দরশনে॥
এই বন্ধু সুরেন্দ্র অপর কেহ নয়।
মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর গুণের আলয়॥
পরিচয় নরেন্দ্রের প্রভুর নিকটে।
সুরেন্দ্র বাখানি কন হৃদি অকপটে॥
অতি মিঠে কণ্ঠে স্বর আছয়ে ইঁহার।
গাইতে পারেন গীত অতি চমৎকার॥
রতি-মতি ধর্ম্মপথে তাও বিলক্ষণ।
সরল হৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব-অন্বেষণ॥
এইমত গুণ-গাথা বিশেষ করিয়া।
সুরেন্দ্র কহেন প্রভুদেবে সম্বোধিয়া॥
প্রভু যেন অবিদিত কোনই বারতা।
অবতারে লীলা-খেলা অপরূপ কথা॥
নরদেহে নিজে ঢাকা মায়ার সংহতি।
রোগ শোক হাসা-কাঁদা আপনা বিস্মৃতি॥
ছদ্মবেশে সঙ্গী সনে রঙ্গ-রসাস্বাদ।
কখন আনন্দ ভোগ কখন প্রমাদ॥
বিদেশীর বেশে ভক্ত চিনিতে না পারে।
চির চেনা আপনার পরম ঈশ্বরে॥
সেই প্রভু সেই ভক্ত নহে স্বতন্তর।
নিত্যাপেক্ষা লীলা তাঁর বড়ই সুন্দর॥
মনোহর চিত্রপট বিচিত্র ধরায়।
প্রভুর সৃজিত মায়া প্রভুরে ভুলায়॥
পরমা বিভূতি শক্তিমায়া যাঁরে জানি।
ব্রহ্মময়ী জড়ময়ী জগৎ-জননী॥
শক্তি বিনা নাই লীলা, লীলাময়ী নিজে।
মাতৃরূপে ধরে গর্ভে নারীরূপে ভজে॥
পঞ্চভূতে গড়া দেহে যেবা বর্ত্তমান।
এক মায়া সকলের উদ্ভবের স্থান॥
বিভুরও এড়ান নাই, হোক মায়া তাঁর।
ধরাধামে আসিবার একই দুয়ার॥

নাই যাঁর আদি মধ্য অন্ত নিরাকার।
সেই মাত্র একা সত্য জ্ঞাতব্য সবার॥
মিথ্যা বিশ্ব-চরাচর যাহা দৃষ্ট হয়।
মনের কল্পনা মাত্র সত্য মোটে নয়॥
বেদান্ত এখন তাঁর নাহি পড়া-শুনা।
কিন্তু তার সারমর্ম্ম স্বভাবতঃ জানা॥
অনধীতে শাস্ত্র-তত্ত্ব বিদিত কেমন।
কলিকায় কুসুমের সৌরভ যেমন॥
মহাবলী প্রভু-ভক্ত গুণের আধার।
অন্তরে বাহিরে বহে শ্রীপ্রভুর ধার।
বিচারবিহীনে বস্তু গ্রাহ্য মোটে নয়।
বিচারে সাব্যস্ত যাহা তাহাই প্রত্যয়॥
প্রবীণের জ্ঞান ঘটে নবীন বয়সে।
সমুজ্জ্বল ছটা তার বদনে বিকাশে॥
সর্ব্বদাই সৎ শুদ্ধ বুদ্ধি বিরাজিত।
দয়া-ভক্তি-প্রেম-ত্যাগ-জ্ঞান-সমন্বিত॥
বিকাশে যাইত জানা বিচারের কালে।
বিভুর বিভূতি যত বুদ্ধি ঘটে খেলে॥
সুন্দর বিচার-তর্ক মধুমাখা ভাষ॥
শ্রবণে জনমে হৃদে অপার উল্লাস॥
বড় বড় শাস্ত্রবিৎ বুঝিতে না পারে।
সুনিশ্চিত পরাভূত সম্মুখ সমরে॥
স্বভাবে উন্নত মন সুকৌশলবান।
বীরশ্রেষ্ঠ হাতে ধনু তূণ-পূর্ণ বাণ॥
বিচার-সমরক্ষেত্রে যারে আক্রমণ।
ত্বরায় বিলম্বে কিবা তাহার পতন॥
প্রবল যতই যুদ্ধ উচ্চ যত দূর।
কভু নহে ক্লান্ত কভু না হয় আতুর॥
মধুরত্ব তত বাড়ে যত উর্দ্ধে গতি।
সুধামাখা মিষ্ট ভাষা শ্রবণ-পিরীতি॥
বিপরীত গুণ কিবা একাধারে খেলে।
সময়ে মধুর রস নাহি কোন কালে॥
পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বী তিল নহে রোষ।
হারিয়া আশীষ করে হইয়া সন্তোষ॥

প্রভুভক্তে শ্রীপ্রভুর এতই বৈভব।
সহজে সম্পন্ন করে যাহা অসম্ভব॥
সারথি শ্রীপ্রভুদেব ভক্ত তাঁর যত।
এক এক মহারথী পাণ্ডবের মত॥
নরেন্দ্র অর্জ্জুনতুল্য সবার প্রধান।
নিরন্তর রথে যাঁর প্রভু মূর্ত্তিমান॥
যেমন নরেন্দ্র তেন শ্রীপ্রভু আমার।
দেখ ভক্ত-ভগবানের রঙ্গ খেলিবার॥
এখন প্রকাশ নহে গোপন গোপন।
আরম্ভ কেবল এই ভক্তসংযোটন॥
অমাবস্যা-নিশি অতি ঘোর অন্ধকার।
পবন-নিঃস্বন বৃষ্টি প্রান্তর মাঝার॥
বিপন্ন পথিক পথহীন দিশাহারা।
তার সঙ্গে যেইরূপ চিকুরের ক্রীড়া॥
প্রথমে তেমতি খেলা হয় ভক্তসনে।
অকূল অপার ভবসিন্ধুর তুফানে॥
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত আলোক আঁধারে।
নিত্যধাম পরিহরি ধরার আসরে॥
যে রূপে করিলা লীলা লয়ে ভক্তগণ।
জীবের উদ্ধারে আর শিক্ষার কারণ॥
সেই লীলা-আন্দোলন শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
যে যা চায় তাই পায় যার যেন মনে॥
প্রেমাভক্তি পায় স্ফূর্ত্তি দেবেশ-বাঞ্ছিত।
হেন রত্নাকর রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত॥
ভগবান বহু বল অঙ্গে দেন যাঁর।
তাঁহার উপরে পড়ে সেই মত ভার॥
আলোর আকর সূর্য্য দীপ্তিমান অতি।
ধরার চৌদিকে ঘুরে অবিরামগতি॥
নাহি ক্ষুধা তৃষা, নাই শয্যায় আরাম।
কর্ম্মমাত্র নানা লোকে আলোক-প্রদান।
বালক বালার্ক এবে নরেন্দ্র এখানে।
পাইয়া পরম বল প্রভু-সন্নিধানে॥
প্রভু-ভক্তমধ্যে লয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন।
ধরণীর চারিদিক করিয়া ভ্রমণ॥

স্থূল বিনা সূক্ষ্মে দৃষ্টি না হয় কখন।
বদন দর্শনোপায় যেমন দর্পণ॥
মায়া লয়ে লীলাখেলা ভক্ত ভগবানে।
উপলব্ধি হয় লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনে॥
নিত্য যেন তেন লীলা না হয় প্রকাশ।
কলমে কালিতে খুলে কেবল আবাস॥
গ্রন্থের মধ্যেতে লীলা ফুটে কি রকম।
মেঘ-অন্তরালে যেন রবির কিরণ॥
দ্বিতীয় যদিও মায়া ভক্তের ভিতরে।
অনিষ্ট না হয়, মায়া রক্ষা করে তাঁরে॥
বদ্ধজীবে করে নষ্ট হানে তার প্রাণ।
প্রভুর দৃষ্টান্তে শুন তাহার প্রমাণ॥
মায়া বিড়ালীর জাতি একই দশন।
মূষিকে ধরিলে পরে বিনাশে জীবন॥
সেই দন্তে পুনশ্চ হইলে আবশ্যক।
ধরিয়া লইয়া যায় আপন শাবক॥
অতি নিরাপদ স্থানে মমতানুরাগে।
গলায় দাঁতের দাগ আদতে না লাগে॥
ভক্তদের মাতা মায়া সম্পর্ক এমন।
যাঁরা আছে, তাঁরা আছে, না হয় নূতন॥
জীবের উদ্ধারে জীবশিক্ষার কারণে।
রাখেন বিবিধ বেশে নানাবিধ স্থানে॥
মায়ার বাৎসল্য বড় ভক্তের উপর।
ক্রমশঃ লইয়া যায় আপনার ঘর॥
জীবের গন্তব্য ভক্ত যান যেই দিগে।
উতরিতে হরিপুর কষ্ট নাহি লাগে॥
দেখাইয়া পথ জীবে করিতে উদ্ধার।
ভক্ত লয়ে ভগবান হন অবতার॥
হরিপুরে যাইবার যার হবে মন।
পন্থাহেতু করিবেন লীলা অন্বেষণ॥
নানা পথ দেখাইলা প্রভু অবতারে।
নানান ভাবের ভক্ত আনিয়া আসরে।
এক এক প্রভু-ভক্ত প্রকটিত রবি।
প্রত্যেক ভাবের প্রতিমূর্ত্তিমান ছবি॥
অনন্ত ভাবের ভাবী প্রভু ভাবাকর।
খেলেছেন কাল মত সাজায়ে আসর॥
নানা সেতু কৈলা ভব-নদীর উপরে।
বিবিধ জীবের জন্য পারে যাইবারে॥
নৈয়ায়িক হয় যদি টোলের পণ্ডিত।
যত ছাত্র সকলেই ন্যায়-শাস্ত্রবিৎ॥
অপর শাস্ত্রের শিক্ষা সেখানে না মিলে।
সেরূপ ধরন নহে শ্রীপ্রভুর টোলে॥
এক এক মত পথ যত আছে জানা।
এক এক ছাঁচে গড়া প্রতিভক্ত জনা॥
বিশেষতঃ বলীয়ান দীপ্তিমান বেশী।
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগে যাঁহারা সন্ন্যাসী॥
তাঁদের গন্তব্যপথে গন্তব্য সবার।
শুন লীলা-গীতি ভক্তি-জ্ঞানের ভাণ্ডার॥
প্রভুভক্ত যে সকল সংসারীর বেশে।
প্রভুর প্রসাদে তাঁরা ন্যূন নন কিসে॥
তবে কি না সংসারেতে আছে কাদা ঘাঁটা
কামিনী ও কাঞ্চনের আসক্তি লেঠা॥
ঘাঁটিয়া কর্দ্দম পরে ধৌত করা বিধি।
মঙ্গল, কর্দ্দম গায়ে নাহি লাগে যদি॥
ত্যাগ বিনা জ্ঞান ভক্তি হইবার নয়।
তাই তিয়াগীর পথে প্রাধান্য নিশ্চয়॥
প্রভু-অবতারে তাঁর উদ্দেশ্য কেবল।
যাহাতে জগতে হয় সবার মঙ্গল॥
শ্রীকর-কমলে গড়া যত ভক্ত তাঁর।
তাঁদের দৃষ্টান্তে হবে জীবের উদ্ধার॥
পরে পরে পরিচয় পাবে তুমি মন।
আরম্ভ কেবল এই ভক্ত-সংযোটন॥
কোন্ ভক্ত ছিল কোথা কিবা অবস্থায়।
গৃহী কি সন্ন্যাসী ত্যাগী প্রভুর ইচ্ছায়॥
প্রভুদেব কোন্ পথে লয়ে যান কারে।
অবধান কর মন ভক্তিসহকারে॥
নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্র নিজের প্রভুর।
বিবেকী বিরাগী ত্যাগী সন্ন্যাসী ঠাকুর॥

ভেদাভেদ জাতি-ধর্ম্মে উত্তম-অধমে।
পুরুষে স্ত্রীলোকে কিবা চণ্ডালে ব্রাহ্মণে॥
ধনাঢ্যে নির্ধনে কিবা ধীরে নিরক্ষরে।
ধার্ম্মিকাধার্ম্মিকে কিবা ব্যাধে তপাচারে॥
দূরীভূত এইবারে প্রেমে শ্রীপ্রভুর।
একা কারও নন তিনি সবার ঠাকুর॥
গগনের চাঁদা মামা সবে পায় আলো।
কাহারও নহেন মন্দ সকলের ভাল॥
সব ধর্ম্মে সব মতে সাধনা করিয়া।
ধর্ম্মমাত্রে সত্য প্রভু দিলা দেখাইয়া॥
প্রভুর নিকটে ধর্ম্ম সকল সমান।
সকল ধর্ম্মের মতে তাঁর অধিষ্ঠান॥
যত ধর্ম্ম দেহ তাঁর ভাব যত রূপ।
সকলের মধ্যে তিনি প্রাণের স্বরূপ॥
রামকৃষ্ণ-পন্থা যাহা সমষ্টি সবার।
সকল জাতির তাহে সম অধিকার॥
এক ঠাঁই সকলের করি সংমিলন।
হইল প্রভুর নাম বিবাদ-ভঞ্জন॥
রামকৃষ্ণ-পূজায় সেবায় আরাধনে।
অধিকারী আপামর চণ্ডাল ব্রাহ্মণে॥
ঘটে কিবা পটে করি প্রভুর স্থাপনা।
ভক্তি-সহকারে যে করিবে আরাধনা॥
যথাসাধ্য ভোজ্য যদি ভাল নাহি জুটে।
ধরিলে সম্মুখে খুদ তাও তাঁর মিঠে॥
চন্দনে মাখিয়া ফুল হোক যে রকম।
যে দিবে অঞ্জলি পায় করিয়া যতন॥
যদি নাহি রহে মন্ত্র ছন্দে বাঁধা স্তুতি।
নাহি হয় অঙ্গহীন নাহি কোন ক্ষতি॥
স্ত্রীলোক পুরুষ হোক্ যেন অবস্থার।
যবন ম্লেচ্ছ কি হিন্দু নাহিক বিচার॥
শুচি কি অশুচি হোক্ অবস্থা-বিশেষে।
পূজায় সেবায় দোষ নাহি হয় কিসে॥
সমভাবে অধিকারী হয় সর্ব্বজনা।
রজস্বলা স্ত্রীলোকের তিন দিন মানা॥

দীনের ঠাকুর প্রভু পতিত-পাবন।
ত্রুটি-দোষ নাহি সাধ্য যাহার যেমন॥
এ সবে অক্ষম যেবা শরীরে দুর্ব্বল।
নাম লয়ে ফেলে যদি দুনয়নে জল॥
তখনি হইবে ধন্য তিল নহে দেরি।
দীনবন্ধু প্রভুদেব দীনের কাণ্ডারী॥
অধিকারী পূজায় সেবায় করিবারে।
অগণ্য উপায় দিলা জীবের উদ্ধারে॥
ভক্তিসহকারে লয়ে নামের শরণ।
যে পথে যে কাজে যেবা করিবে গমন॥
সেই পথ সেই কাজ পন্থা সেবা তাঁর।
সহজ এতই পথ প্রভু ভজিবার॥
দয়াময় রামকৃষ্ণ-নামের প্রতাপে।
পাপপুরে বাস তবু না ছুঁইবে পাপে॥
লইলে শরণ পদে শ্রীপ্রভুর রীতি।
শরণাপন্নের হন তখনি সারথি॥
ইন্দ্রিয়াদিমত্ত অশ্ব মুখের লাগাম।
শ্রীকরে ধরিয়া রথ শরীর চালান॥
জীবে না জানিতে পারে কোথা যায় রথ।
কিন্তু যেই পথে যায় সেই তার পথ॥
অবিদ্যা-প্রবল কাল জীব পাপমতি।
সরলে লইলে নাম অবহেলে গতি॥
জগৎ ভাসান প্রেমে প্রভু অবতার।
সকলে পাইবে প্রেম কৃপায় তাঁহার॥
আজ নহে কাল, নয় দুই দিন পরে।
লইবে সকলে নাম শ্রীনামের জোরে॥
ভক্তিভাবে আরাধিবে প্রভুরে আমার।
রামকৃষ্ণ-অবতারে সব একাকার॥
একাকার ভক্তিগত জাতিগত নয়।
ধর্ম্ম-পন্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমন্বয়॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
কোন্ পূজা শ্রীপ্রভুর মনের মতন॥
কেমন ধরন কিবা প্রয়োজন তায়।
সন্তুষ্ট যাহাতে প্রভু রামকৃষ্ণ রায়॥

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁরে হৃদয়ের মাঝে।
বিবেক বিরাগ হয় ঝাঁজ-ঘণ্টা বাজে॥
বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাতি মনের ভিতর।
ধূপ-ধূনা আত্মসুখ জলে নিরন্তর॥
সৌরভ সুগন্ধ যদি মন্দিরে ছুটায়।
অনুকূল অনুরাগ ব্যজনের বায়॥
দয়া ধর্ম্ম দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ অতুল।
চরণযুগলে হয় অঞ্জলির ফুল॥
মাখামাখি ভক্তিরসে চন্দনের প্রায়।
ঘন ক্ষীর প্রেম যদি নৈবেদ্য থালায়॥
স্তুতি মন্ত্র চারিবর্ণ রামকৃষ্ণ নাম।
কায়মনোবাক্যে যদি রটে অবিরাম॥
দীন দুঃখী সুবিনীত ধরিয়া প্রকৃতি।
যেই পথে প্রভুদেব অখিলের পতি॥
জীবের শিক্ষার হেতু হৈলা আগুসার।
সে পথে গমন হয় উচ্চ পূজা তাঁর॥
গুরুহারা কাল এবে ঘোর অন্ধকার।
সকলে কাঙ্গালী ধন-জন-প্রতিষ্ঠার॥
বলিতেন দয়ানিধি, মানুষনিকর।
ঘোর তমাচ্ছন্ন কূপে ডুবে নিরন্তর॥
কামিনী-কাঞ্চনে মন মুগ্ধ একেবারে।
কি গুরু কি হেতু গুরু বোধ নাহি শিরে॥
হইল না ধন পুত্র বিষাদে ইহার।
ঘটী ঘটী আঁখি-বারি ফেলে বার বার॥
কিন্তু পরা-সখা গুরু বিপদের বন্ধু।
তাঁহার অভাবে নাহি ঝরে এক বিন্দু॥
সখের সাজান ধরা মনোহর স্থান।
গুরুভক্তিহীনে যেন শ্মশান সমান।
লীলা-প্রিয় ভগবান পতিত-ভরসা।
একশেষ ধরণীর দেখিয়া দুর্দ্দশা॥
নর-দেহ ধরি আসা দ্রবিয়া দয়ায়।
জীবে দিতে গুরু-তত্ত্ব ত্রাণের উপায়॥
লীলা-নিধি মথিয়া করহ প্রণিধান।
বিশ্ব-গুরু-বেশে এবে প্রভু ভগবান॥
সার্ব্বভৌম ভাব-কান্তি অঙ্গে করে খেলা।
নিবারিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদের জ্বালা॥
সার্ব্বভৌম ভাবে হয় সব একাকার।
ভবের হাটেতে খুলে প্রেমের বাজার॥
জগৎ ডুবান এই ভাব সুবিশাল।
বিধি বিষ্ণু মহেশ যা না পায় নাগাল॥
রামে কি রমেশে কিবা দয়াল গোরায়।
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঈশা কি মূশায়॥
কভু না ফুটিল যাহা অবতারকালে।
এবে প্রভু রামকৃষ্ণে পূর্ণভাবে খেলে॥
কোন্ অবতারে ভাব এমন সুন্দর।
সব ধর্ম্মে সব মতে সমান আদর॥
রামে শ্যামে জ্যাকে জনে রহিমে খলিলে।
সমান যতনে সমভাবে এক কোলে॥
এই সার্ব্বভৌম ভাব ভাবের বারতা।
নানা ফুলে ফুল-হার এক সূত্রে গাঁথা॥
দ্বেষ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-হীন প্রাণের আরাম।
এই বিশ্বজনীন ধরম যার নাম।
এই বিশ্বব্যাপী ভাব শিক্ষা দিতে জীবে॥
বিশ্বগুরু বিনা অন্যে কভু না সম্ভবে॥
কার সাধ্য দেখাইতে পারে এই পট।
সুশীতল বটচ্ছায়া দেয় একা বট॥
সুবিশাল সার্ব্বভৌম শ্রীপ্রভুর মত।
নিশ্চয় অবশ্য কালে হবে বলবৎ॥
কলির কলুষ-তম ধ্রুব হবে দূর।
জীবে পাবে গুরু-তত্ত্ব কৃপায় প্রভুর॥
তাহার অমর বীজ করিতে রোপণ।
রামকৃষ্ণ-অবতার বিবাদ-ভঞ্জন॥
আস্বাদ পাইয়া পরে সে তত্ত্বের তার।
গুরুত্বে বরিবে সবে প্রভুরে আমার॥
জীবের ভরসা আশা প্রভু ভগবান।
শ্রীবচনে শুন মন তাহার প্রমাণ॥
ভাবাবেশে বলিতেন অখিলের রাজা।
ক্রমে পরে ঘরে ঘরে হবে মোর পূজা॥

গঙ্গাতটে হেন পুরী নাহি কোন স্থানে।
শুনিলে নিশ্চয় সাধ হয় দরশনে॥
রবিবারে বিশেষতঃ ভ্রমণকারণ।
নবীন যুবক কত করে আগমন॥
তার মধ্যে বিশেষ যুবক কোন-জনে।
শ্রীপ্রভু ডাকিয়া তারে যান সংগোপনে॥
শ্যামা যথা শ্রীমন্দিরে করেন বিহার।
অবহেলে দেন খুলে ভক্তির ভাণ্ডার॥
কি ভাবে কাহারে কৃপা করেন কখন।
কি আছে শকতি করি নির্দ্দেশ কারণ॥
বালক-স্বভাব বটে শিশুবদাচার।
কিন্তু মনে বহে পূরা জ্ঞানের জোয়ার॥
ভোগা দিয়া লয় বস্তু কার সাধ্য নাই।
শঠের উপরে শঠ শ্রীপ্রভু গোঁসাই॥
যেখানে সেখানে নহে কৃপা-বিতরণ।
কাল পাত্র বুঝিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
বলিতেন প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
শেষ জন্ম যার সে আসিবে মম পাশে॥
তবে যারে তারে কৃপা তাও আছে তাঁর।
কখন কি ধাতে প্রভু বুঝা অতি ভার॥
কখন দয়ার বেগে এত মত্ততর।
দুনয়নে বারি-ধারা ঝরে নিরন্তর॥
অশান্তির একমাত্র কারণ কেবল।
কেমনে হইবে কিসে জীবের মঙ্গল॥
কখন বেষ্টিত প্রভু ভকতের দলে।
ভ্রাম্যমাণ গুণধাম জাহ্নবীর কূলে॥
পান্‌সী-জাহাজ তরী যত জল-যান।
কলনাদী তটিনীর লহরী উজান॥
বিভিন্ন অবস্থাগত তরঙ্গের মালা।
অনুকূল প্রতিকূল বায়ুসনে খেলা॥
অগাধ সলিলে মাছ শুশুকনিচয়।
উঠে ডুবে করে রঙ্গ সময় সময়॥
সুনীল গগন-বক্ষে জলদ-সঞ্চার।
কেহ গিরি-রূপ কেহ শিখর-আকার॥
অপরূপ নানা রূপ করিয়া ধারণ।
নিরাশ্রয়ে খ-এ করে রঙ্গে বিচরণ॥
প্রসবি বিবিধ বর্ণ রবি অস্তপ্রায়।
প্রতিভাতে মেঘ-জালে সুবর্ণ ফলায়॥
ছটায় হারায় কান্তিযুক্ত রত্ন মণি।
বর্ণহীন শূন্যাকাশ সুবর্ণের খনি॥
প্রতিবিম্ব তে সবার জাহ্নবীর জলে।
সোনার তরঙ্গমালা খেলায় সলিলে॥
তটস্থিত হর্ম্ম্যরাজি অস্তপ্রায় রবি।
যতনে সাদরে গঙ্গা হৃদে ধরে ছবি॥
যথা প্রভু তিন ধারে কুসুমের বন।
পত্রে ফুলে কলিকায় অতি সুশোভন॥
আঁধার-বসনা নিশি আগত দেখিয়া।
অতুল কুসুমকুল উঠিল ফুটিয়া॥
সৌরভ সুগন্ধ যত গন্ধবহ বয়।
জুটে মত্তে যূথে যূথে মধুপনিচয়॥
মধুপানে অলিগণে উন্মত্তের প্রায়।
অবশে ঢলিয়া পড়ে কলিকার গায়॥
পবন-চালনে পত্র দুলে নিরন্তর।
অলিদল যথা ফুল্ল ফুলের উপর॥
হিংসা-দ্বেষ-পরবশ হইয়া যেমন।
খেদাইতে অলিযূথে করে আক্রমণ॥
দিনমানে করি রাজ্য প্রচণ্ড প্রভায়।
ক্লান্তকায় দিনমণি চলিল শয্যায়॥
দেখিয়া সুধাংশু মুখ উঁকি দিয়া তুলে।
ভয়ে যেন ছিল ঢাকা মেঘের আড়ালে॥
সঙ্গে লয়ে আপনার ক্ষীণতর বল।
মন্দভাতি হীন-জ্যোতিঃ তারকার দল।
পাখী সব কলরব চারি দিকে করে।
কেহ শূন্যে কেহ শাখায় কেহ বা নীড়ে।
এই সব স্বভাবের পট দেখাইয়া।
শ্রীপ্রভু দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব দেন বুঝাইয়া॥
সরল মধুরবাক্যে প্রত্যক্ষ উপমা।
শুনিয়া দেখিয়া যেবা অতি মূর্খ কানা॥

প্রভুর কারণে ভোজ্য বাঁধিয়া পুঁটুলি।
প্রভু যথা উতরিল পায়ে ভরা ধূলি॥
দেখামাত্র প্রভুদেব কহিলেন তায়।
কিবা আনিয়াছ দেহ আতুর ক্ষুধায়॥
উথলিল ব্রাহ্মণীর বাৎসল্যের রস।
পুঁটুলি খুলিতে নারে অঙ্গুলি অবশ॥
ব্রাহ্মণীর মত ভাগ্য কোথা আছে কার।
মিষ্টান্ন লইয়া প্রভু করেন আহার॥
সেই দিন হইতে শ্রীপ্রভু ভগবান।
গোপালের মা বলিয়া থুইলেন নাম॥
ভক্তমুখে শুনা, বৃদ্ধা কৃষ্ণ-অবতারে।
ফল বিক্রী করিতেন গোকুলনগরে॥
এক দিন নন্দালয়ে যশোমতী রাণী।
প্রাঙ্গণে বেড়ান লয়ে কাঁখে নীলমণি॥
উপনীত বৃদ্ধা তথা হয় হেন কালে।
বজরায় ভরা ফল বহিয়া কাঁকালে॥
ফল-লুব্ধ গোপাল কহেন যশোদারে।
ফল খাব ফল খাব কিনে দেহ মোরে॥
এত শুনি নন্দরাণী কিনিবারে যায়।
কড়ি-বিনিময়ে বুড়ী দিতে নাহি চায়॥
হাত বাড়াইয়া বুড়ী কহিল গোপালে।
ফল দিব মা বলিয়া এস যদি কোলে॥
তখনি বুড়ীর কোলে উঠিল গোপাল।
ভক্তপ্রিয় শিশুরূপ নন্দের দুলাল॥
মহাভাগ্য-পুণ্যবতী মহানন্দ মনে।
পাকা পাকা দেয় ফল কৃষ্ণের বদনে॥
ফলবেচা বুড়ী যেই গোকুলনগরে।
সেই এই ব্রাহ্মণী শ্রীপ্রভু-অবতারে॥
নানা খেলা করেন শ্রীপ্রভু তাঁর সনে।
একদিন ব্রাহ্মণীর বসতি যেখানে॥
রন্ধনের কাজে বৃদ্ধা বিব্রত যখন।
হেনকলে প্রত্যক্ষ করেন নিরীক্ষণ॥
শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র-শাখা দেন কুড়াইয়া।
প্রভুদেব [illegible] বালক হইয়া॥

কভু খেলা শিশুসম স্বভাব চঞ্চল।
ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীর ধরিয়া আঁচল॥
প্রভুর এতেক খেলা বুঝিয়া অন্তরে।
ব্রাহ্মণী প্রভুর কাছে আসে বারে বারে॥
দেখিলেই ব্রাহ্মনীরে প্রভু নারায়ণ।
বলিতেন কি এনেছ করিব ভোজন॥
ব্রাহ্মণী মিষ্টান্ন দেন পরম সাদরে।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীপ্রভুর করে॥
শ্রীপ্রভু বলেন পুনঃ আসিবে যখন।
মিষ্টির বদলে এন রাঁধিয়া ব্যঞ্জন॥
শুনিয়া প্রভুর কথা মহাভাগ্য মানি।
আহ্লাদে গলিয়া বাসে ফিরিল ব্রাহ্মণী॥
দুঃখিনী ব্রাহ্মণী নাই সন্তান-সন্ততি।
নিকট আত্মীয় বন্ধু দেয় কড়িপাতি॥
পরগৃহে স্থিতি বাস জাহ্নবীর তটে।
যথাসাধ্য শাক-পাতি আনিল আকুটে॥
আপনে আপন ভাবে হইয়া মগন।
আঁখি-জলে পাকশালে ভাসে দুনয়ন॥
শ্রীবয়ান সতত স্মরণ বারে বারে।
রাঁধিল ব্যঞ্জন অতি সোহাগের ভরে॥
যথারীতি পুঁটুলিতে করিয়া বন্ধন।
উতরিল যথা প্রভু ভক্ত-বিনোদন॥
ব্যঞ্জন খাইতে শ্রীপ্রভুর মন ভারি।
পুঁটুলি খুলিতে আর নাহি সয় দেরি॥
শ্রীবদনে ব্যঞ্জন লাগিল যেন সুধা।
শুদ্ধমাত্র শাকে উচ্ছে আলু দিয়া রাঁধা॥
হেন ভক্তিমতী বিশ্বে কোথা বিদ্যমান।
ভক্তিতে করিল তিক্তে সুধার সমান॥
কার দ্রব্যে তুষ্ট রামকৃষ্ণদেব রায়।
বিচিত্র শ্রীলীলা তাঁর কহা নাহি যায়॥
খোট্টা মাড়োয়ারি জেতে মস্ত মহাজন।
বড়বাজারেতে গদি ত্রিতল ভবন॥
সাধু ভক্ত সন্ন্যাসীর সেবায় পিরীতি।
বংশপরম্পরা এই তাহাদের রীতি॥

কোন কথা নাই আর প্রভুর বদনে।
স্বধামে আইলা রাম ফিরিয়া সে দিনে॥
দহিছে হৃদয় খেদে নিরানন্দ অতি।
প্রবল আহুতি স্মৃতি দেয় দিবা রাতি॥
পর দরশনে যবে দক্ষিণসহরে।
অধিক না হয় দেরি চারি দিন পরে॥
নিজ মনে প্রভুদেব লাগিলা কহিতে।
অগ্রভাগ দিলে অন্যে না পারি খাইতে॥
আর দিন শুন কথা বিস্ময় ব্যাপার।
কৃষ্ণানুরাগিণী গৌরমাতা নাম যাঁর॥
বলরাম বসুর আবাসে এবে বাস।
শ্রীপ্রভুর দরশনে অপার উল্লাস॥
মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে হয় গতি।
ভোজ্যদ্রব্য নানাবিধ লইয়া সংহতি॥
দারুময় জগন্নাথ বসুর ভবনে।
ভোগরাগ নিতি নিতি করয়ে ব্রাহ্মণে॥
এক দিন গৌরমাতা ভোগের কারণ।
করিলেন নানান দ্রব্যের আয়োজন॥
অপর উদ্দেশ্য নয় মনে মনে সাধ।
প্রভু-দরশনে যাবে লইয়া প্রসাদ॥
প্রসাদে বড়ই তুষ্ট প্রভু নারায়ণ।
স্নানান্তে প্রসাদ অগ্রে পশ্চাৎ ভোজন॥
আজিকার প্রসাদে ঘটিল বৈলক্ষণ।
কিবা বুঝি গৌর মার কি হইল মন॥
প্রসাদের অগ্রভাগ অন্যে খাওয়াইয়া।
বাদ বাকি বাঁধিলেন প্রভুর লাগিয়া॥
উতরিয়া যথাকালে দক্ষিণসহরে।
ভোজ্যসহ যখন প্রবেশে শ্রীমন্দিরে॥
লাগিল এমতি প্রভুদেবের নাসায়।
অতি কটু দুর্গন্ধ মন্দিরে থাকা দায়॥
কি ভাবে কখন প্রভু কে বুঝিতে পারে।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভক্তি সহকারে॥
আগে কহিয়াছি ভক্ত যোগীন্দ্রের নাম।
দক্ষিণসহরে বাস পিতা ধনবান॥
নিত্যমুক্ত প্রখর বিরাগ ভরা মনে।
হলাহলসম বোধ কামিনী-কাঞ্চনে॥
শ্রীপদপঙ্কজে এবে মজিয়াছে মন।
বড় খুসি প্রভুর নিকটে যতক্ষণ॥
পুরীতে চাকরি কর্ম্মে দাসী এক জনা।
শ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দির করিত মার্জ্জনা॥
বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্রমতি কর্ম্মফলগুণে।
দিন দিন যোগীন্দ্রে কহয়ে সংগোপনে॥
ভিতরে প্রভুর ভাব সংসারীর ধারা।
পুরীতে করেন বাস সঙ্গে আছে দারা॥
এ সময় গুরুমাতা দক্ষিণসহরে।
বাস করিছেন হেথা পুরীর ভিতরে॥
যেমন তাঁহার রীতি অতি সংগোপনে।
নহবৎখানায় স্বতন্ত্র নিকেতনে॥
প্রভুর মন্দির হতে অনতিঅন্তর।
কত লোক আসে কেহ জানে না খবর॥
সন্দেহ উদয় বড় যোগীন্দ্রের মনে।
রতি-মতি-ভক্তিহীনা দাসীর বচনে॥
এক দিন নিশামণি বিস্তারি কিরণ।
করিয়াছে ত্রিযামারে দিনের মতন॥
তৃণ কুটি যথা যেটি কিছু নাহি ঢাকা।
চারিদিকে আলোময় সব যায় দেখা॥
উর্দ্ধগতি রাতি প্রায় অর্দ্ধেকের পার।
শয্যায় প্রকৃতিদেবী সুষুপ্তি-সঞ্চার॥
শব্দ নাই ঝিম্ ঝিম্ চলিছে যামিনী।
হেনকালে মলভূমে যান গুণমণি॥
মায়ের আশ্রম যেই দিকে পথ তাঁর।
যোগীন্দ্রের মনে মনে সন্দেহ অপার॥
অলক্ষ্যে পশ্চাৎ ভাগে ধীরে ধীরে যায়।
জানিতে প্রভুর এবে গমন কোথায়॥
দেখিলেন শ্রীযোগীন্দ্র প্রভু নারায়ণ।
এড়াইয়া চলিলেন মায়ের আশ্রম॥
বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী॥

প্রকাশ্য বদন, আবরণ নাহি তায়।
চন্দ্র সূর্য্য পবনে যা দেখিতে না পায়॥
যে ভাবে আছেন মাতা প্রত্যাকৃতি তাঁর।
জানি না আঁকিতে শক্তি জগতে কাহার॥
লজ্জা-পরিপূর্ণ দেহে মোটে নাহি মন।
বিশ্বহিত-ধিয়ানে যেমন নিমগন॥
ফিরিলেন অবিলম্বে প্রভুদেবরায়।
পায়ে চটি জুতা ফুটু ফুটু শব্দ তায়॥
কোন দিকে কোন লক্ষ্য নাহি একবারে।
উপনীত বরাবর নিজের মন্দিরে॥
ক্ষণেকের ব্যাপার করিয়া নিরীক্ষণ।
যোগীন্দ্রের যাবতীয় সন্দেহ-মোচন॥
নিত্যমুক্ত ভক্তবর সন্দেহের স্থলে।
পাইলা অচলা ভক্তি দু'হু পদতলে॥
অগণ্য প্রভুর ভক্ত রহে নানা ঠাঁই।
কার সঙ্গে কিবা রঙ্গ করেন গোঁসাই॥
সাধ্য নাই বলিবার তিল আধখানি।
সাগর-সমান লীলা আমি ক্ষুদ্র প্রাণী॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তমুখে শুনা যতদূর।
কহি শুন লীলা-কথা শ্রবণ-মধুর॥
প্রভুর শরণাপন্ন ভক্ত একজন।
গুণবান পণ্ডিত সহরে নিকেতন॥
সুবর্ণবণিক জেতে মহাভাগ্যধর।
উপাধি তাঁহার সেন, নাম শ্রীঅধর॥
হাকিমী চাকরি করে কোম্পানীর ঘরে।
সরলস্বভাব সবে সমাদর করে॥
দেবভাষা সংস্কৃত বিশেষিয়া জানা।
বিদ্যার স্বভাব যেন অন্তরে গরিমা॥
নিরক্ষর প্রভুদেব গিয়ান তাহার।
অবিদিত দেবভাষা বিদ্যার ভাণ্ডার॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব অখিলের রাজ।
সর্ব্বভূতে বিধিমতে করেন বিরাজ॥
পশু-পাখী ক্ষুদ্র কীট ভূচর-খেচর।
দেব কি দানব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥

সৃষ্টির মধ্যেতে করে বাস যে যথায়।
অতি উর্দ্ধলোকে কিবা পাতাল-তলায়॥
কি ভাষায় কয় কথা কিবা কার সনে॥
স্পষ্ট কি অপরিস্ফুট ইঙ্গিত-বচনে॥
সকল বুঝেন প্রভু মঙ্গলনিধান।
কল্পতরু বিশ্বগুরু বিভু ভগবান॥
অদ্যাপি বিশ্বাস হেন অধরের নাই।
শুন কি করিলা রঙ্গ জগৎ-গোঁসাই।
শ্রীমহিম চক্রবর্ত্তী কাশীপুরে ঘর।
জমিদার তদুপরি পণ্ডিতপ্রবর॥
শাস্ত্রালাপে অনুরাগ নানা শাস্ত্র পড়ে॥
রাখিয়া পণ্ডিত এক আপনার ঘরে॥
এক দিন অধর তথায় উপনীত।
যে সময়ে তন্ত্রপাঠ করেন পণ্ডিত॥
যেন তাঁহাদের ধারা ব্যাখ্যা সহকারে।
ব্যাখ্যায় অধরচন্দ্র প্রতিবাদ করে॥
মহিম তাহাতে কৈল অন্যবিধ মানে।
এইরূপে বিবাদে পড়িল তিন জনে॥
কেহ নহে ন্যূন বলে সমান সোসর।
নিজ পক্ষসমর্থনে বাক্যের সমর॥
মীমাংসার হেতু সবে সেইক্ষণে ছুটে।
দক্ষিণসহরে শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে॥
আপনা অন্তরে হেথা প্রভু গুণমণি।
সুবিদিত আদ্যোপান্ত যাবৎ কাহিনী॥
প্রভুরে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করিবার পূবে।
আপনি করেন ব্যাখ্যা আপনার ভাবে॥
অবাক হইয়া শুনে দ্বন্দ্বী তিন জন।
সে অংশে প্রভুর ব্যাখ্যা চতুর্থ রকম॥
প্রাণে প্রাণে সেই অর্থ পশিল সবার।
ফুটিল আলোক গেল গরিমা বিদ্যার॥
অধরের মহা ভ্রান্তি একেবারে দূর।
চৌগুণ বিশ্বাস বাড়ে চরণে প্রভুর॥
অধর প্রভুর এক অন্তরঙ্গ জন।
সঙ্গে আনা আপ্তজনা লীলার কারণ॥

মহেন্দ্র মাষ্টারের আগমন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

রঙ্গ-দরশন-প্রিয় বালক যেমন।
স্থানান্তরে নৃত্য গীত করয়ে শ্রবণ॥
অথবা খেলায় মত্ত অন্য শিশুসনে।
তাত বাত বৃষ্টিপাত কিছুই না মানে॥
নাহি মনে কোথা মাতা কোথা রহে ঘর।
যতক্ষণ নাহি জ্বলে ক্ষুধায় উদর॥
শ্রীপ্রভুর তেমতি সংসারী ভক্তগণে।
সংসারেতে ভ্রমণ করেন স্থানে স্থানে॥
বিমোহিত হইয়া মায়ায় অনুক্ষণ।
বিস্মরিয়া প্রভুদেবে সর্ব্বস্ব রতন॥
সাধারণ জন সম নাহিক চেতনা।
যদবধি ত্রিতাপের না হয় তাড়না॥
প্রবল ত্রিতাপানল মহাকর্ষ করে।
দিশাহারা ভক্তগণে ফিরাইয়া ঘরে॥
শুনিবে যদ্যপি তবে কর অবধান।
মনোহর লীলা-তত্ত্ব মধুর আখ্যান॥
সুন্দর সংসারী ভক্ত গুণের আধার।
এইবারে উপনীত মহেন্দ্র মাষ্টার॥
বৈদ্য-কুলোদ্ভব, গুপ্ত উপাধি তাঁহার।
বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার॥
কান্তিমাখা মুখখানি গঠন অতুল।
যেন সরবেতে ফোটা গোলাপের ফুল॥
পরিপাটী আঁখি দুটি ভাতি খেলে তায়।
দীপ্তিমান বয়ানে পরম শোভা পায়॥
মিষ্টিমাখা কোমলতা সর্ব্বাঙ্গে বিরাজে।
প্রকৃতি প্রকৃত যেন পুরুষের সাজে॥
গোউর বরণে দেহখানি শোভমান।
মিষ্টকণ্ঠ, বীণায় যেমন বাজে গান॥
রূপে কিংবা গুণে তাঁর নাহিক তুলনা।
ইংরাজরাজের ভাষা বিশেষিয়া জানা॥
প্রখর গম্ভীর বুদ্ধি ঘটেতে বিরাজ।
উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ॥
শ'দরে আদরে মাসে মাসে মাহিয়ানা।
শিক্ষক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এক জনা॥
পরিচিত অনেকের আবাস সহরে।
সংসারে অনেকগুলি বাস একত্তরে॥
সংসারের যেন রীতি সদা পরমাদ।
পরস্পর অমিলন কলহ বিবাদ॥
এমন বিবাদ হয় একবার ঘরে।
সাধ্য নহে এক তিল বাস তথা করে॥
বড়ই অশান্তি মনে মাষ্টার আপনি।
রাত্রিকালে লয়ে সঙ্গে নন্দন-নন্দিনী॥
পরিহরি আপনার ভিটামাটী ঘর।
চলিলা ভগিনী-বাড়ী বরাহনগর॥
পরের আবাসে কার সুখ কোথা থাকে।
তবে যে রহিলা খালি পড়িয়া বিপাকে॥
দিবারাতি দহে হৃদি শান্তির কারণ।
বিকালে গঙ্গার কূলে করে বিচরণ॥
পরম আত্মীয় এক রহে সাথে সাথে।
পরস্পরে কথাবার্ত্তা কতই দোঁহাতে॥
এক দিন বন্ধুবর কহিল তাঁহারে।
দক্ষিণসহর গ্রাম অনতি অন্তরে॥

জাহ্নবীর তীরস্থিত মনোহর স্থান।
সেইখানে আছে এক সুন্দর বাগান॥
পরিপাটী কালীবাটী তাহার ভিতরে।
দরশনে প্রাণ-মন মোহে একেবারে॥
জনৈক মহাত্মা তথা করিছেন বাস।
সেইহেতু সেখানের গরিমা-প্রকাশ॥
সৎতত্ত্বালাপে তেঁহ মত্ত অনুক্ষণ।
শুনিবারে কতই লোকের সমাগম॥
মন-বিমোহন মূর্ত্তি আনন্দ-আধার।
এক মুখে মহিমা-কাহিনী কহা ভার॥
লোকেতে পরমহংস নামে তাঁরে কয়।
শ্রীপ্রভুর এই মাত্র দিল পরিচয়॥
কানেতে পশিল যেন শ্রীপ্রভুর নাম।
দেখিবারে অমনি অধীর হৈল প্রাণ॥
বন্ধুবরে বলিলেন মাষ্টার অধীর।
এইক্ষণে যাইবার দিন কর স্থির॥
বিগত হইলে রাতি বন্ধুবর বলে।
স্থিরতর যাইব যামিনী পোহাইলে॥
বহুকষ্টে গেল রাতি অতি দীর্ঘতর।
দিনমানে চলিলেন মহেন্দ্র মাষ্টার॥
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া প্রভুর।
মনের অশান্তি যত সব গেল দূর॥
নেহারিয়া ভক্তবরে প্রভুর আমার।
অন্তরে বহিল জোরে সুখের জোয়ার॥
লীলা-কাজে সাজা সাজ বাহ্যিক লক্ষণে।
লুকায়ে রেখেছে তাঁয় সাধ্য কার চিনে॥
অপরিচিতের মত প্রভুর জিজ্ঞাসা।
নাম ধাম মাষ্টারের কিবা কাজে আসা॥
সরল বিনীত নম্র সদ্‌গুণাশ্রয়।
ধীরে ধীরে মাষ্টার দিলেন পরিচয়॥
মাষ্টার নিজের তাঁয় বড় ভালবাসা।
বিবাহ হয়েছে কি না দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা॥
মৃদুস্বরে উত্তরে মাষ্টার তাঁরে কয়।
বহু দিন হইল হয়েছে পরিণয়॥
তৃতীয় জিজ্ঞাসা প্রভু করিলেন পরে।
বিদ্যা কি অবিদ্যা শক্তি বিয়া কৈলা যারে॥
তাহার উত্তরে কন মাষ্টার ধীমান।
আমার বিদিত তেঁহ বড়ই অজ্ঞান॥
প্রভুদেব মাষ্টারের এই কথা শুনি।
"তুমি বড় জ্ঞানবান" বলিলা অমনি॥
শেষ বাক্য শ্রীপ্রভুর করিয়া শ্রবণ।
পুনঃ আর মাষ্টারের না সরে বচন॥
কি জানি কি ভাবে মন ডুবিল তাঁহার।
যাহাতে হইল বন্ধ বাক্যের দুয়ার॥
তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাষ্টারের হেন তেজ ধরে।
অনায়াসে পশে গূঢ় তত্ত্বের ভিতরে॥
প্রখর অন্তর-দৃষ্টি সহকারে চলা।
সাত চাল ভেবে তবে এক চাল চালা॥
মাষ্টারের কথা মোরে যদি কেহ পুছে।
উত্তর কেবল, আমি পশু তাঁর কাছে॥
পাইয়া স্বাতির বারি ঝিনুক যেমন।
গভীর অগাধ জলে হয় নিমগন॥
সেইমত ডুবিলেন মাষ্টার এখানে।
সহজে না ফুটে আর বচন বদনে॥
অন্তরঙ্গ শ্রীপ্রভুর তাহার লক্ষণ।
একবার দরশনে মুগ্ধ প্রাণ-মন॥
বিশ্বাসের একটানা মহাবেগে ধায়।
সেতু সন্দেহের গন্ধ না উঠিল তায়॥
যেমন মাষ্টার তার তেমতি ঘরণী।
পাইলে চরণ-রজঃ মহাভাগ্য মানি॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী অতুল ভুবনে।
মহাশক্তি সানুকূল যাঁহার স্মরণে॥
আছে বহু ভক্তিমতী হেন কেহ নয়।
জগৎ-জননী মাতা এতই সদয়॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর মাষ্টার কেমন।
ক্রমে ক্রমে পুঁথিতে পাইবে বিবরণ॥
বিকাইয়া প্রাণ-মন প্রভুর চরণে।
ফিরিলেন মাষ্টার নিজের বাসস্থানে॥

দূরে থাক পরিধান-বাসের খবর।
নাহি গ্রাহ্য আপনার অঙ্গ-কলেবর॥
সংকীর্ত্তনে শ্রীপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যন।
ঘন ঘন সমাধিস্থ দেহ-ছাড়া মন॥
লোকাতীত মহাভাব শাস্ত্রে যাহা শুনা।
প্রত্যক্ষ দেখিতে করে সকলে বাসনা॥
অনিমিখে যত লোকে করে নিরীক্ষণ।
অপূর্ব্ব প্রেমের ছবি মন-বিমোহন॥
কেশবের তাহে মন নাহি রহে মোটে।
শ্রীঅঙ্গ-রক্ষার হেতু সদা সন্নিকটে॥
বাহ্য নাই পড়িলে শ্রীঅঙ্গে হবে ব্যথা।
সশঙ্কিত শ্রীকেশব শুধু সতর্কতা॥
মহাশ্রমে শ্রীঅঙ্গেতে যদি ঝরে ঘাম।
প্রাণে লাগে কেশবের বাজের সমান॥
বসনে মুছান অঙ্গ পরাণ বিকল।
পাখার বাতাসে করে শ্রীঅঙ্গ শীতল॥
শ্রীপ্রভুর কষ্ট তাঁর সহিত না প্রাণে।
সংকীর্ত্তনে নিবারণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে॥
প্রাণপণে শ্রম দূর চেষ্টা বারে বারে।
বিজনে আনিয়া নিজে অঙ্গসেবা করে॥
ভক্তিমতী রত্নগর্ভা জননী তাঁহার।
ভবনে যতনে করে সেবার যোগাড়॥
থালে ভরা বেদানা আঙ্গুর মিঠা ফল।
শিলেটের লেবু মিষ্টি সুশীতল জল॥
স্বহস্তে কেশব নিজে বাছিয়া বাছিয়া।
সাদরে শ্রীকরে দেন তুলিয়া তুলিয়া॥
জলপানে অধরে যগুপি লাগে জল।
বসনে মুছায়ে দেন বদনমণ্ডল॥
বিদায়ের কালে প্রভু হৈলে আগুসার।
কেশবের কষ্টের নাহিক পারাপার॥
সদর দুয়ার যেথা ফটকের কাছে।
বিষণ্ণ মলিন-মুখ ধায় পাছে পাছে॥
লইয়া শ্রীপদরজঃ ভকতির ভরে।
প্রভুরে উঠায়ে দেন গাড়ীর ভিতরে॥
প্রভুর পরম ভক্ত ব্রাহ্মশিরোমণি।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি॥
ধার্ম্মিক সাহেব যাঁরা রহে দূর দেশে।
কেশবের সঙ্গে দেখা করিবারে আসে॥
প্রভুর মহিমা-কথা বিশেষিয়া গায়।
কাহারে লইয়া সঙ্গে দরশনে যায়॥
কখন কাহার সঙ্গে কিবা খেলা হয়।
পরে পরে বিবরিয়া বলিবার নয়॥
শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতেক দূর জানা।
শুন মন একমনে করিব বর্ণনা॥
এক দিন ভক্তবর শ্রীমনোমোহন।
গৃহী ভক্তদের মধ্যে গণ্য এক জন॥
সঙ্গেতে গিরীন্দ্র মিত্র সুরেন্দ্রের ভাই।
তরীযোগে চলিছেন দেখিতে গোঁসাই॥
ব্রাহ্মভাব বলবৎ গিরীন্দ্রের মনে।
সাকার ঈশ্বর কথা আদতে না মানে॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে মতি তাঁর কেশবের দলে।
বদন বিকৃত হয় সাকার শুনিলে॥
তবে কেন প্রভুদেবে এতেক পিরীতি।
সন্দেহ-ভঞ্জনে কই শুনহ ভারতী॥
রূপে গুণে প্রভুদেব ভুবন-মোহন।
বারেক দেখিলে কভু নহে বিস্মরণ॥
আপনার ঘরে মনে নাহি যায় রাখা।
সৌন্দর্য্য শ্রীঅঙ্গময় এত ছিল মাখা॥
ভগবান-গিয়ানে কেহ না যায় কাছে।
না দেখিলে মরে যেন, দেখে তবে বাঁচে॥
প্রভুর এতেক স্নেহ ছিল সকলেরে।
দিনেকে আপন যেবা ছিল বহু দূরে॥
প্রেমময় দেহ তাঁর শুদ্ধ প্রেমে ভরা।
প্রেমে মজে মত্ত লোক হয়ে আত্মহারা॥
ভক্তদ্বয় অতিশয় পুলকিত মন।
শ্রীমন্দিরে করিবারে প্রভু-দরশন॥
প্রহরেক বেলা প্রায় আর নহে বেশী।
যেথায় শ্রীপ্রভুদেব উতরিল আসি॥

জনৈকা স্ত্রীলোকের বাঞ্ছা-পূরণ

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ভীম-দরশন ভব অকূল পাথার।
ত্রিতাপ-বাড়বানল জ্বলে অনিবার॥
নিবিড় আঁধারময় দৃষ্টি নাহি চলে।
আতঙ্ক তরঙ্গাকুল অকূল সলিলে॥
পারাপারে যাইবারে অনন্যসম্বল।
একমাত্র শ্রীপ্রভুর চরণ কেবল॥
আর পন্থা দেখাইলা প্রভু গুণমণি।
যদ্যপি করেন কৃপা জগৎ-জননী॥
অবতারে মাতৃরূপে ভকত-বৎসলা।
শ্যামাসুতা গুরুমাতা ব্রাহ্মণের বালা॥
ভবব্যাধি-মহৌষধি করুণা তাঁহার।
কৃপাদৃষ্টে ইষ্টসিদ্ধি নষ্ট ভব-ভার॥
কহি শুন সমাচার সাধ্য যতদূর।
মহতী মহিমা মার লীলা সুমধুর॥
যেই বস্তু প্রভুদেব সেই বস্তু মাতা।
বিশ্বাসে রাখিও হৃদে অতি গুহ্য কথা॥
একমাত্র কেবল প্রভেদ দৃষ্ট হয়।
শ্রীপ্রভু সহজ যত মাতা তত নয়॥
অপার করুণা বিনা কার সাধ্য ধরে।
সেই আদ্যা মহাশক্তি মানবী-আকারে॥
অদ্যাপিহ প্রভুভক্ত অনেকের ভ্রম।
যেমন শ্রীপ্রভুদেব মাতা তেন নন॥
বলিলে না চলে কথা বলা মহাদায়।
হৃদয়ে সন্দেহ মাত্র মায়ের মায়ায়॥
রবির কিরণ কোথা মেঘজালে ঢাকে।
কোথা বা উজ্জ্বলতম প্রবল আলোকে॥

অপার মহিমা-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ যে সব।
অন্তরে বাহিরে সদা হয় অনুভব॥
যুক্তি-তর্ক-কূটবুদ্ধি-বিচারের পার।
রসনায় নাহি পায় বাক্য বলিবার॥
গুরুমাতা বলিলে কি বুঝ তুমি মন।
শুন শ্রীপ্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ কেমন॥
এক বস্তু দুইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহ।
একাত্মা অভেদ নিত্য নাহিক সন্দেহ॥
প্রভু পিতা একরূপে মাতা অনুরূপ।
স্বতন্ত্র আকার দুয়ে একের স্বরূপ॥
ভিতরেতে মিশামিশি যেন দুধে দুধে।
ভেদ-বুদ্ধি ঘটে যার সেই পড়ে ফাঁদে॥
লীলায় অধিক বাদে নাহি যায় চেনা।
আবরণ তুলে দেখ বুটের দুদানা॥
একে হয়ে দুই ঠাঁই বিন্দু নহে দূর।
সৃজিয়াছে মায়াশক্তি সৃষ্টির অঙ্কুর॥
মায়াপারে একবস্তু দুটি দুটি নাই।
গুরুমাতা সেই যিনি জগৎ-গোঁসাই॥
প্রত্যক্ষ ঘটনা কথা শুন অতঃপর।
আদ্যাশক্তি গুরুমাতা তাহার খবর॥
পুরীতে পূজারীবেশে কালীর সেবায়।
নিয়োজিত যে সময় প্রভুদেবরায়॥
ভক্তিভরা আরাধনে তেমন পাষাণ।
হইত চৈতন্যময়ী মায়ের সমান॥
প্রমাণে দেখিতে তুলা লইয়া নাসায়।
ধরিতে দুলিত মন্দ নিঃশ্বাসের বায়॥

সেই প্রভু সেই ভাবে ভক্তিসহকারে।
অঙ্গহীন কিছু নাই ষোড়শোপচারে॥
সাধনার নানাবিধ দ্রব্য যতগুলা।
বেশ-ভূষা গোমুখাদি রুদ্রাক্ষের মালা॥
রজতকাঞ্চনময় অলঙ্কারদাম।
শেষে লিখে বিল্বপত্রে রামকৃষ্ণনাম॥
এই সব দ্রব্যচয় করি এক ঠাঁই।
মায়ের চরণে দিলা অঞ্জলি গোঁসাই॥
হেন পূজা শ্রীপ্রভুর নীরবে লইলা।
শ্যামাসুতা গুরুমাতা ব্রাহ্মণের বালা॥
কি বুঝ কি বুঝ মন শ্যামাসুতা মাকে।
বিল্বপত্রে প্রভুদেব নিজ নাম লিখে॥
সমর্পণ করিয়া পূজিলা যাঁর পায়।
কি গিয়ান কর মন হেন গুরুমায়॥
লইতে প্রভুর পূজা সাধ্য হেন কার।
বিনা সেই আদ্যাশক্তি সৃষ্টির আধার॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
এইবারে অবতারে ব্রাহ্মণনন্দিনী॥
নিস্তারিণী বিপদবারিণী দুঃখহরা।
হৃদয়বাসিনী হৃদি করুণায় ভরা॥
চৈতন্যরূপিণী শিব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী।
কালাকাল-শূন্যা পূর্ণা জগৎ-ব্যাপিনী॥
চৈতন্যদায়িনী তন্ত্রমন্ত্রদেবাতীতা।
মায়াস্বরূপিণী মহামায়ী মায়াবৃতা॥
অনন্তরূপিণী তারা মহাশক্তিমতী।
পিতামাতা দুই মাতা পুরুষ-প্রকৃতি॥
মহালীলাবতী সতী সৃষ্টি-প্রসবিনী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
সন্তানে করহ কৃপা করি শক্তিদান।
মনেরে শুনাব রামকৃষ্ণ-লীলাগান॥
শুন শুন মন আজিকার ঘটনায়।
আসিল রমণী এক শ্রীপ্রভু যেথায়॥
বিষণ্ণবদনা শোকে আকুল-পরাণ।
প্রভুদেবে সাধুভক্ত সন্ন্যাসী গিয়ান॥
জনৈক আত্মীয় তার ভাবভ্রষ্ট হয়ে।
সততই ভ্রাম্যমাণ কুকাজে মাতিয়ে॥
সুভাবে আনিতে সেই কদাচারী জনে।
কিঞ্চিৎ ঔষধ মাগে শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
সাধু কি সন্ন্যাসী ভক্ত ব্রহ্মচারী জনা।
সকলের মন্ত্রৌষধি আছে কত জানা॥
দৈবশক্তিযুক্ত এই সাধারণী মত।
ভ্রষ্ট-নষ্ট-ব্যাধিগ্রস্ত-আরোগ্যের পথ॥
প্রভুর নিকটে করি ঔষধের আশ।
মনের বাসনা নারী করিল প্রকাশ॥
শোকসন্তাপিত তেঁহ সরল-হৃদয়া।
কৃপাময় শ্রীপ্রভুর উপজিল দয়া॥
রঙ্গ করিবার তরে দেখাইলা তায়।
নিকটে মন্দির মার বসতি যেথায়॥
দেখিতে পাইবে তথা নারী এক জনা।
মনোমত মন্ত্রৌষধি আছে তাঁর জানা॥
পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে।
আমি কিবা জানি তিনি আমার উপরে।
শশব্যস্ত শোকগ্রস্ত চলিল রমণী।
বিরাজেন যেইখানে জগৎ-জননী॥
জীবে কি বুঝিবে লীলা অতি দুরগম।
দিনমানে দরশনে দেবগণে ভ্রম॥
লীলায় আঁধার বড় চেনা নাহি যায়।
জীবেরে প্রচ্ছন্ন রাখে মোহিয়া মায়ায়॥
শ্রীমন্দিরে উতরিয়া দেখিবারে পায়।
জগৎ-জননী মাতা বসিয়া পূজায়॥
প্রণমিয়া কহে তাঁয় যতেক খবর।
প্রভুদেব পাঠাইলা তাঁহার গোচর॥
রঙ্গ বুঝি শ্রীপ্রভুর বলিলা জননী।
তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি॥
ত্বরা করি যাও ফিরি সান্নিধ্যে তাঁহার।
পাইবে ঔষধ হবে কৃপার সঞ্চার॥
আজ্ঞামাত্র যায় নারী প্রভুর গোচরে।
জননী কহিলা যাহা জানাইল তাঁরে॥

ভাঙ্গিলে ভাবের নেশা বাহ্য এলে পর।
সমাসীন প্রভু দত্তাসনের উপর ॥
পণ্ডিতে অপার কৃপা না যায় বর্ণনে।
বুঝ লক্ষ কোটি গুণ এক বর্ণ শুনে ॥
ভাবভঙ্গে শ্রীপ্রভুর রীতি আগাগোড়া।
সামান্য শীতল জল কিছু পান করা ॥
শিশুর সমান ভাব লজ্জা নাহি মোটে।
তখনি বলেন তাই যাহা মনে উঠে ॥
অকপটে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
পাইয়াছে পিপাসা পানীয় খাব আমি ॥
পণ্ডিত শুনিয়া চলে বাড়ীর ভিতর।
ত্বরা করি পাত্রে ভরি বিস্তর বিস্তর ॥
বর্দ্ধমান থেকে আনা, ঘরে ছিল তাঁর।
প্রসিদ্ধ মিঠাই মিষ্টি বড়ই সুতার ॥
শ্রদ্ধাসহ আনিলেন পণ্ডিতপ্রবর।
তুষিবারে প্রভুবরে পরম ঈশ্বর ॥
গ্রহণ করিয়া ভোজ্য কৃপার লক্ষণ।
পণ্ডিতের সঙ্গে হয় কথোপকথন ॥
প্রসাদ-বণ্টনকালে মাষ্টারের হাতে।
গুণব্যাখ্যা প্রভু তাঁর কৈলা বিধিমতে ॥
সুন্দর স্বভাবযুক্ত যুবক সজ্জন।
দেখিতে প্রকৃত ফল্গুনদীর মতন ॥
বাহিকে বালুকাবন বিশুষ্ক আকার।
অদৃশ্য রসের স্রোত অন্তে অনিবার ॥
আরে মন কোটি কোটি দণ্ডবৎ তাঁয়।
রতি মতি ভক্তি যাঁর শ্রীপ্রভুর পায় ॥
পণ্ডিতে সম্ভাষে প্রভু রসের সাগর।
এড়াইয়া খাল খানা বিস্তর বিস্তর ॥
নদ নদী বিল জলা ডোবা অগণন।
ভাগ্যবলে হৈল আজি সাগরে মিলন ॥
পণ্ডিত উত্তরে কন প্রভুগুণধরে।
সাগরের লোণা জল লয়ে যান ঘরে ॥
পণ্ডিতে পুনশ্চ শ্রীপ্রভুর প্রত্যুত্তর।
লোণা কিসে, নহে ইহা লবণসাগর ॥
অবিদ্যাসাগরে ধরে লবণের তার।
ক্ষীরোদসাগর ইহা সাগর বিদ্যার ॥
কোমল-হৃদয় তুমি সত্ত্বগুণী জন।
পরদুঃখনাশহেতু অর্থ-উপার্জ্জন।
সত্ত্বগুণে যদ্যপিহ রাজসের খেলা।
স্বার্থশূন্য কর্ম্মে নাই কর্ম্মফলজ্বালা ॥
পালিলে দয়ার ধর্ম্ম ভক্তিসহকারে।
ক্রমশঃ লইয়া যায় ঈশ্বরের ঘরে ॥
দয়াতে হয়েছ তুমি কোমল নরম।
অত্যুক্তি এ নহে, তুমি সিদ্ধ এক জন ॥
যেমন আগুণে সিদ্ধ করিলে পটল।
আলু কি আনাজপাতি অন্য কোন ফল
কোমল নরম হয় তাপ পেয়ে গায়।
তোমায় করেছে তেন কোমল দয়ায় ॥
শ্রীমুখে শুনিয়া এত প্রশংসা-কাহিনী।
সবিনয়ে কহিল পণ্ডিতশিরোমণি ॥
সত্য মানি সিদ্ধ আলু আনাজ পটল।
স্বভাব ছাড়িয়া হয় অত্যন্ত কোমল ॥
কিন্তু কলায়ের বাটা সিদ্ধ হলে পরে।
নরম কোথায়, অতি শক্ত গুণ ধরে ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব অখিলের পতি।
সুবিদিত যার যেন স্বভাব প্রকৃতি ॥
তুমি নহ তার জাতি স্বভাব সুন্দর।
এই বলি দিলা তাঁর কথার উত্তর ॥
বিশদে ভাঙ্গিয়া পরে কহেন গোঁসাই।
তুমি নহ সে পণ্ডিত শাস্ত্রব্যবসাই ॥
উপমায় পঞ্জিকায় প্রকাশ সকল।
অমুক সময়ে হবে এত আড়া জল ॥
কতই জলের কথা পঞ্জিকায় লেখা।
নিঙ্গুড়িলে পাঁজি নাহি বিন্দু যায় দেখা ॥
সেই মত শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতের দল।
বিজ্ঞান বেদান্ত ব্রহ্ম মুখেতে কেবল ॥
বাখানিছে যাঁর কথা, সে বস্তু কেমন।
আভাস না জানে, বিনা দুই এক জন ॥

সেই বিদ্যা পরা বিদ্যা পরম সুন্দর।
জানাইয়া দেয় যাঁয় পরম ঈশ্বর ॥
অন্যবিধ বিদ্যা যত স্মৃতি ব্যাকরণ।
বিজ্ঞান পুরাণ ন্যায়শাস্ত্র অগণন ॥
কোনই কাজের নয় নাহি তায় সার।
কেবল মনের মধ্যে জঞ্জালের ভার ॥
আগোটা গীতার পাঠে কিবা দরকার।
বল দেখি মুখে গীতা মাত্র দশবার ॥
'গীতা' 'গীতা' উচ্চারণে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়।
গীতাপঠনের ফল তিয়াগ নিশ্চয় ॥
ধন-মান-যশ-আশা ইন্দ্রিয়ের সুখ।
হইবে তিয়াগী জনে এ সবে বিমুখ ॥
সর্ব্বসুখ পরিহার হরির কারণে।
গীতার কেবল ইহা একমাত্র মানে ॥
হরিপদলাভে একা তিয়াগ সম্বল।
গীতা অর্থে এক অর্থ তিয়াগ কেবল ॥
কায়মনে সকল করিবে পরিহার।
প্রকৃত সন্ন্যাসী স্থানে ইচ্ছা হয় যার ॥
করিবে প্রত্যঙ্গে অঙ্গে কাজ সমুদায়।
সমর্পিয়া কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণের পায় ॥
প্রকৃত গৃহস্থ ত্যাগ রাখিবেন মনে।
কর্ম্মফল সমর্পিয়া ভক্তির কারণে ॥
জীবগণে কহে গীতা সারার্থ ইহার।
সর্ব্ব-নাশী হরিপদ এক কর সার ॥
যতনে হৃদয়ে ধরি বিবেক বিরাগ।
কৃষ্ণের কারণে কর সকল তিয়াগ ॥
বুঝাইতে বিধিমতে তত্ত্ব উপমায়।
দুজন সাধুর কথা কন প্রভুরায় ॥
শুন শুন ভক্তিতত্ত্ব কেমন প্রভুর।
একখানি পুঁথি ছিল জনৈক সাধুর ॥
কোন জন এক দিন জিজ্ঞাসিল তারে।
কি পুঁথি, কি আছে লেখা ইহার ভিতরে।
খুলিয়া সে পুঁথিখানি দেখাইল তায়।
শুদ্ধ লেখা রামনাম প্রত্যেক পাতায় ॥

দ্বিতীয় সাধুর কথা আশ্চর্য্য কাহিনী।
দাক্ষিণাত্যে যেই কালে গোরা গুণমণি।
দেখিলেন জনৈক পণ্ডিত কোনখানে।
করিছেন গীতাপাঠ আপনার মনে ॥
সমাসীন পাশে তাঁর সাধু এক জন।
অবিরত করিতেছে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
নাহি জানে লেখাপড়া নিরক্ষর বটে।
বুঝিতে গীতার ভাষা শক্তি নাহি ঘটে ॥
জিজ্ঞাসিল পরে তাঁরে কোন এক জন।
কহ তত্ত্ব কি বুঝিয়া করিছ ক্রন্দন ॥
সবিনয়ে কহে সাধু হইয়া কাতর।
সত্যই সত্যই আমি মূর্খ নিরক্ষর ॥
এক শব্দ বুঝিবারে শক্তি মোর নাই।
কিন্তু গীতাপাঠকালে দেখিবারে পাই ॥
যেমন সুন্দর কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
পূততীর্থে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যদরশন ॥
বলিছেন এই গীতা মধুর বচনে।
তৃতীয় পাণ্ডব ভক্ত বান্ধব অর্জ্জুনে ॥
যতক্ষণ শুনি আমি এই গীতাগীতি।
আগাগোড়া দেখি কৃষ্ণে মোহনমূরতি ॥
আখ্যান কহিয়া বলিলেন প্রভুবর।
পরাবিদ্যাপ্রাপ্ত এই সাধু নিরক্ষর ॥
সেই বিদ্যা যার বলে হয় দরশন।
সকলের সার কৃষ্ণ তাঁহার চরণ ॥
সাকার-প্রসঙ্গে এই ভক্তির আখ্যান।
ঈশ্বর পণ্ডিতে কন প্রভু ভগবান ॥
প্রথমে সাকার কথা উত্থাপন কেনে।
অর্থ তার পণ্ডিত সাকার নাহি মানে ॥
পণ্ডিতের ভাব অগ্রে হয়েছে প্রকাশ।
নিরাকারবাদী নাহি সাকারে বিশ্বাস ॥
তবে যেন দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহার যেমন ভাব তাই রক্ষা করা ॥
পরে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভু লাগিলা কহিতে।
ভাগ্যবান পুণ্যবান ঈশ্বর পণ্ডিতে ॥

বেদান্তে ব্রহ্মের কথা কহে যে রকম।
বলিলেন বিশেষিয়া করিতে কীর্ত্তন॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব করহ বর্ণনা।
শুনিতে তোমার মুখে বড়ই বাসনা॥
মিষ্টভাষে কহে জ্যেষ্ঠ বেদান্তের ভাষ।
পুঁথিতে যেমন ভাবে আছয়ে প্রকাশ॥
অব্যক্ত অচিন্ত্যনীয় মনাদির পার।
ইত্যাদি ইত্যাদি তাহে আছে যে প্রকার॥
শুনিয়াছি হও ক্ষান্ত কহিয়া তাহারে।
জিজ্ঞাসিল সেই প্রশ্ন কনিষ্ঠ কুমারে॥
শুনিয়া পিতার প্রশ্ন কনিষ্ঠ নন্দন।
অধোমুখে রহে, নহে বর্ণ-উচ্চারণ॥
কিছু পরে কন তারে জনক তাহার।
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি হয়েছে তোমার॥
অপার অনন্ত ব্রহ্ম সীমাহীন পারা।
গুণাতীত জ্ঞানাতীত অব্যক্ত চেহারা॥
স্বরূপ বলিতে তাঁর সাধ্য কার পারে।
মৌনী জনে কহে তত্ত্ব-বাক্যবাণে নারে॥
যেথা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বাক্য তথা নাই।
উপমা সহিত ব্যাখ্যা করেন গোঁসাই॥
উনানে বসান ঘৃত কড়ার ভিতর।
ক্রমাগত দিলে তাহে জ্বাল নিরন্তর॥
যতক্ষণ থাকে কাঁচা চড়্ চড়্ করে।
পাকিলে নীরব ঘৃত শব্দ যায় মরে॥
বিচারবাক্যের দ্বন্দ্ব কাঁচা জ্ঞান যার।
পূর্ণ জ্ঞানে বাক্যহারা কে করে বিচার॥
পাকা ঘিয়ে পুনরায় শব্দ সমুত্থিত।
রসে ভরা কাঁচা লুচি হইলে নিহিত।
পাকা ঘৃত কাঁচা লুচি কথা উপমার।
গুরু শিষ্যে দুয়ে যবে তত্ত্বের বিচার॥
শূন্য গাড়ু জলমধ্যে যেন অবিকল।
করে ভুক্ ভুক্ শব্দ যত ঢুকে জল॥
পরিপূর্ণ গাড়ু যবে শব্দ কোথা আর।
বাক্য ছাড়ে সেইমত পূর্ণ জ্ঞান যাঁর॥
কামিনীকাঞ্চন মনে যতক্ষণ রয়।
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি হইবার নয়॥
শুদ্ধাত্মা হইলে পরে সাধ হয় পূর্ণ।
চৈতন্য কেবল, জানে কেমন চৈতন্য॥
এই ঠাঁই শ্রীগোঁসাই নিজের আভাস।
পণ্ডিতের সন্নিকটে করিলা প্রকাশ॥
বিশেষিয়া বলিবারে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মনে তুমি বুঝে লও মন॥
পুনরায় কহিতে লাগিলা ভগবান।
শঙ্করাচার্য্যের মতে অদ্বৈতগিয়ান॥
অদ্বৈতগিয়ান সত্য, দ্বৈতজ্ঞান ভুল।
জীবের যে দ্বৈতজ্ঞান মায়া তার মূল॥
মায়ারাজ্যে যতকাল হয় বিচরণ।
জীবের অদ্বৈতজ্ঞান ফুটে না কখন॥
জগতে যাবৎ বস্তু ঘটনানিচয়।
মায়ায় দেখায় মাত্র, সত্য কিন্তু নয়॥
শঙ্করের মতে যাঁরা এই করে ব্যাখ্যা।
দ্বৈতপ্রতিবাদী তাঁরা জ্ঞানিনামে আখ্যা।
ব্রহ্ম সত্য মায়া মিথ্যা এই বোধ ঘটে।
মিথ্যা মানে এইখানে সত্তা নাই মোটে॥
মায়া মিথ্যা অবিকল জ্ঞিয়ান হইলে।
অহঙ্কার অহংজ্ঞান নাশ পায় মূলে॥
অহংএর চিহ্ন দেহে নাহি রহে আর।
প্রকৃত সমাধিপদে তবে অধিকার॥
নামিলে সমাধি থেকে নীচেকার ঘরে।
মায়া করে নিজ কাজ অহংকার ধরে॥
তবে ইহা শুদ্ধ অহং, হানি নয় কাজে।
দেখায় অবিদ্যা বিদ্যা দুই মায়া নিজে॥
সমাধিতে বুঝিবারে বিজ্ঞানী নিপুণ।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপে সগুণ নির্গুণ॥
সগুণে ঈশ্বর নাম সৃষ্টির কারণ।
ব্রহ্মনামধারী তিনি নির্গুণ যখন॥
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব তিনি জীব ও জগৎ।
শক্তি মায়া নানা নাম গুণে বলবৎ॥

স্থূলবুদ্ধে সহজে বুঝে নাহি লাগে গোল।
সরল উপমা দুধ নবনীত ঘোল॥
নিরাকার ব্রহ্ম ঠিক দুধের মতন।
সগুণে নবনীরূপ আকার ধারণ॥
মন্থনাবশিষ্ট ঘোল সৃষ্টিরূপে তায়।
ইহার মধ্যেতে মিথ্যা বলিবে কাহায়॥
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী কালী জননী আমার।
জীবের আমিত্ব যায় কৃপায় তাঁহার॥
আমিত্ব থাকিতে কভু সমাধি না হয়।
সমাধি ব্যতীত ব্রহ্ম-উপলব্ধি নয়॥
জ্ঞানমার্গে অহংনাশে উপায় সম্বল।
বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান বিচার কেবল॥
বিজ্ঞানী জনেরা যারে জ্ঞানযোগ বলে।
বড়ই কঠিন পথ এই কলিকালে॥
ব্রহ্মজ্ঞান-আশে হইবারে সমাধিস্থ।
নারদীয় ভক্তিভাব এ যুগে প্রশস্ত॥
সেবাভক্তি আরাধনা গুণানুকীর্তন।
এই হয় নারদীয় ভক্তির লক্ষণ॥
শুদ্ধান্তরে নিরন্তর প্রার্থনা তাঁহায়।
করিলে বাসনা পূরে মায়ের কৃপায়॥
জ্ঞানপন্থিগণ ঘুরে যাহার আশায়।
মিটে না বাসনা গোটা আয়ু কেটে যায়॥
ভকত-বৎসলা মাতা ভক্তি ভালবাসে।
সন্তানস্বরূপ ভক্ত মায়ের সকাশে॥
ব্রহ্মজ্ঞান কখন না চায় ভক্তজনা।
মায়েরে দেখিতে করে মায়েরে প্রার্থনা॥
যদি কেহ সমাধির উচ্চ স্থানে যায়।
নামিয়া আনেন তাঁরে মাতা পুনরায়॥
রাখিয়া আমির রেখা ঈষৎ অন্তরে।
সে নহে এ কাঁচা আমি পাকা বলি তারে॥
কাঁচা আমি ঠিক যেন দড়ির মতন।
যাহাতে জীবের হয় বিষম বন্ধন॥
পাকা আমি দগ্ধ দড়ি পুড়ে হয় ছাই।
আকারে কেবল, বাঁধে হেন শক্তি নাই॥

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বর।
নি অতি অত্যুচ্চ চড়া সবার উপর॥
গায়ক সতত নাহি পারে থাকিবারে।
যে নি অতি উচ্চ স্বর তাহার ভিতরে॥
তেমনি সমাধি স্থানে অবিরত যোগ।
একুশ দিনের বেশী নাহি হয় ভোগ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সব নষ্ট সত্তালোপ পায়।
মহাজলে জলবিম্ব যেমন মিশায়॥
তিক্ত লাগে ভক্তজনে রসনা বিস্বাদ।
হইতে না চায় চিনি, খাইবার সাধ॥
ভক্তিপ্রেম অন্তরেতে রাখি সঙ্গোপনে।
মার সঙ্গে কবে কথা চায় ভক্তগণে॥
বিবিধ আকার মার ভুবনমোহন।
রামরূপে অযোধ্যায় নৃপতিনন্দন॥
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে নয়নের ফাঁদ।
গোরারূপে মহাপ্রভু নদীয়ার চাঁদ॥
যে যেমন চায় মায়, যেরূপে যে যাচে।
ভকত-বৎসলা কালী তেন তার কাছে॥
যদি কোন ভক্তজনে চায় ব্রহ্মজ্ঞান।
তখনি জননী করে তাঁহারে প্রদান॥
ভক্তি ভক্ত বড় ভালবাসেন জননী।
এত বলি ভক্তি-তত্ত্ব কন গুণমণি॥
ক্ষীণবল জ্ঞানযুক্তি, কত শক্তি ধরে।
একটানা বরাবর যাইতে না পারে॥
গতিরোধ হয় পথে না চলে চরণ।
বিশ্বাস ভক্তির শক্তি অকথ্য কথন॥
পারাবার সীমাহীন অকূল জলধি।
লাফ দিয়া হয় পার ভক্তি রহে যদি॥
সিন্ধুপারে যাইবারে রাবণ-নিধনে।
বাঁধিতে হইল সেতু ধনুর্দ্ধারী রামে॥
কিন্তু রামদাস হনূ পবনকুমার।
জয় রাম-বলি লম্ফে যায় সিন্ধুপার॥
শিক্ষা দিতে জীবগণে রাম-অবতারে।
যুক্তির অপেক্ষা ভক্তি কত বল ধরে॥

সাগর হইয়া পার আর এক জনে।
যাইতে উপায় পুছে মিত্র বিভীষণে ॥
কহে মিত্র রামভক্ত কি ভাবনা তায়।
অবশ্য করিয়া দিব তাহার উপায় ॥
এত বলি গোপনে তাহার অবিদিতে।
লিখিল রামের নাম একখানি পাতে ॥
সেই পত্র বিভীষণ সমর্পিয়া তায় ॥
বলিলেন এই লহ পারের উপায় ॥
বাঁধিয়া রাখহ বস্ত্রে অতি সাবধানে।
দেখিও না খুলে, হলে কুতূহল মনে ॥
যদি জলে পথিমধ্যে দেখ একবার।
তখনি ডুবিবে জলে রক্ষা নাহি আর ॥
ভক্তিসহ ধরি শিরে মিত্রের সে বাণী।
বসনে বাঁধিল এঁটে যা দিলেন তিনি ॥
হৃদয়ে বিশ্বাস ভরা মহাবল গায়।
নামিয়া সিন্ধুর জলে অবহেলে যায় ॥
ঈশ্বরের বিড়ম্বনা কুতূহল প্রাণে।
দেখিতে হইল সাধ কি বাঁধা বসনে ॥
টলিল বিশ্বাস, শক্তি হইল হরণ।
তখনি ডুবিল জলে খুলিল যেমন ॥
সমাপন করি কথা কহিলা গোঁসাই।
বিশ্বাসের সম শক্তি হেন আর নাই ॥
প্রভুর মধুর কণ্ঠ বিশ্ববিমোহিত।
এত বলি গান ভক্তি বিশ্বাসের গীত ॥

"(আমি) দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
(যদি) নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,—
(আমি) এ সব পাতক না ভাবি তিলেক,
ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

একমাত্র বস্তু ভক্তি বিশ্বাস উপায়।
কিংবা আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের পায় ॥

পুনরায় বলিলেন প্রভু ভক্তাধীন।
কলিকালে জ্ঞানযোগ বড়ই কঠিন ॥
মৌন রহি কিছুকাল আপনার মনে।
ধরিলেন অন্য গীত ভাব-সমর্থনে ॥

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
(মন) অগ্রে শশী বশীভূত,
কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠরী
ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাবলোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি,
বুঝ না রে মন ঠারেঠোরে ॥"

স্থিরমনে প্রভুদেব থাকি কতক্ষণ।
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা কৈলা সমাপন ॥
অবশেষে বহু রসভাষের রগড়।
যেমন প্রভুর ধারা দেখি পূর্ব্বাপর ॥
কারণ দিতেন তার প্রভু নারায়ণ।
মন প্রাণ যাহাদের কামিনীকাঞ্চন ॥
ক্রমাগত শুনে তত্ত্ব নাহি হেন বল।
তাই মাঝে মাঝে দিতে হল আঁটে জল ॥
তম-পরিধেয় সাজে আগত যামিনী।
দেখিয়া বিদায় লন প্রভু গুণমণি ॥

যতবিধ আছে ধর্ম্ম কালে বলবৎ ।
প্রত্যেকেই এক এক সুপ্রশস্ত পথ ॥
স্বধর্ম্মে সরলভাবে করিলে গমন ।
অবশ্য সময়ে হয় মানসপূরণ ॥
নানা দেশে ইক্ষুগাছ নানা রূপে হয় ।
সকলের মিষ্ট রস তিক্ত কার নয় ॥
তেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ।
বরণে বিভিন্ন কিন্তু এক তার রসে ॥
ধর্ম্মসামঞ্জস্য-ভাব এ হেন রকম ।
প্রভু-অবতারে এবে কেবল নূতন ॥
এই ভাব কি প্রকারে দেশ জুড়ে রটে ।
বলিতে শকতি মোর বুদ্ধি নাহি ঘটে ॥
বুঝি না কেমনে প্রভু কি করিলা কল ।
যাহাতে ভুবনে ভাব হয় সুপ্রবল ॥
আপন আপন ধর্ম্ম সবে এঁটে ধরে ।
প্রাণান্তেও পরধর্ম্ম গ্রহণ না করে ॥
হিন্দুধর্ম্ম বঙ্গে এবে উঠে কি প্রকার ।
পুঁথিতে বলিতে উগ্র বাসনা আমার ॥
জীর্ণ শীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম ছিল এত কাল ।
প্রভুর প্রভাবে এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥
ধীরে ধীরে বহে অগ্রে ধীর সমীরণ ।
ক্রমশঃ তুমুল ঝঞ্ঝা বহিয়া পবন ॥
সেইমত আর্য্যধর্ম্ম ছিল হীনবল ।
প্রভুর ইচ্ছায় হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥
ইংরাজ-রাজের রাজ্যে ইংরেজি ধরণে ।
ধর্ম্ম-আচরণে কিবা অশনে বসনে ॥
বাঙ্গালী নকল কর্ম্মে পটু বিলক্ষণ ।
অবিকল তাই করে ইংরাজ যেমন ॥
গীর্জ্জার সাদৃশ্য রাখি ব্রাহ্মেরা বসান ।
সমাজমন্দির নামে প্রার্থনার স্থান ॥
কেশবের আধিপত্য ভারতে এখন ।
নানান প্রদেশে ব্রাহ্মমন্দির-স্থাপন ॥
বক্তৃতায় বাখানিয়া উচ্চকণ্ঠে গায় ।
শান্তিনিকেতন ধর্ম্ম কেবা নিবি আয় ॥
ইংরাজরাজের সভা করিয়া নকল ।
স্থানে স্থানে হরিসভা বাঙ্গালীসকল ॥
বসাইতে লাগিল পরম অনুরাগে ।
যোগাইয়া ব্যয় তার যাহা কিছু লাগে ॥
স্থানে স্থানে শ্রীপ্রভুর নিমন্ত্রণ তায় ।
যোগদানে দেন কৃপা প্রভুদেবরায় ॥
রাধাকৃষ্ণনামে বসে চব্বিশ প্রহর ।
হেথা সেথা কাছে দূরে হয় নিরন্তর ॥
বাউলের দল হয় পাড়ায় পাড়ায় ।
সখে হয়ে মত্ত লোকে তত্ত্বগীত গায় ॥
ভারি মজা কর্ত্তাভজা বাড়ে তেজে তেজে
প্রলোভনে অগণনে নানা জেতে মজে ॥
সতীমার দল পুষ্ট দিনে দিনে হয় ।
কৌল শাক্ত এত ভক্ত কোন কালে নয় ॥
তীর্থ যত জাগরিত অবতারকালে ।
অবিরাম চারিধাম যাত্রিগণ চলে ॥
বৈষ্ণব মহান্ত ভক্ত উন্নত সাধনে ।
কতই পরমহংস দণ্ডী স্থানে স্থানে ॥
যাত্রারূপে রামশক কালিয়দমন ।
কতই কতই স্থানে নাই নিরূপণ ॥
তা সবার মধ্যে দুই অতি শ্রেষ্ঠতর ।
সাধক ভক্তির রসে মত্ত নিরন্তর ॥
প্রথমে গোবিন্দ উপাধিতে অধিকারী ।
বৈষ্ণব বংশেতে জন্ম ভক্তি তার ভারী ॥
দ্বিতীয় তাঁহার ছাত্র নীলকণ্ঠ নাম ।
বীরভূম বিভাগেতে জনমের স্থান ॥
ব্রাহ্মণসন্তান ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ ।
বড়ই সদয় তাঁরে প্রভু নারায়ণ ॥
তোলপাড় করে বঙ্গ কৃষ্ণলীলাগানে ।
আগোটা বঙ্গেতে নাম সকলেই জানে ॥
ইংরাজের থিয়েটার করিয়া নকল ।
বিনির্ম্মিয়া রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালীসকল ॥
আরম্ভিল অভিনয় ইংরেজি ঢঙেতে ।
পুরুষ রমণীগণ একত্তরে মিলে ॥

তাই যদি হই আমি কেন না হেথায়।
সমাগমে তত লোক যেন নদীয়ায়॥
কোথা থাকে রহে কোথা অশন শয়ন।
গৌরচন্দ্র-অবতারে হইল যেমন॥
যেন কথা নহে দেরী তারপর দিনে।
জলে স্থলে নানাদিকে যান-আরোহণে॥
সঙ্গতিবিহীন দুঃখী কড়ি নাই গেঁটে।
পায়েতে হাঁটিয়া পথ আসে ছুটে ছুটে॥
লোকে হয় লোকারণ্য পুরীর মাঝারে।
এমন বৃহৎ পুরী তাহে নাহি ধরে॥
ক্রমান্বয়ে দিনত্রয় এইরূপে যায়।
তখন হইয়া ত্রস্ত প্রভুদেব রায়॥
সম্বোধিয়া শ্যামামায় বলিলেন কথা।
মা তুমি এখন দাও কমায়ে জনতা॥
ক্রমশঃ কমিল লোক নাহি রহে আর।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ভক্তির ভাণ্ডার॥
ইংরেজী-শিক্ষার গুণে হিন্দুর যুবক।
কিমত অবস্থাগত বলা আবশ্যক॥
আর্য্য-ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রায় কেহ নাহি মানে।
দিবস-রজনী মত্ত ইন্দ্রিয়-সেবনে॥
মা-বাপে না পায় ভাত গায় উড়ে খড়ি।
পরায় বামার অঙ্গে বারাণসী শাড়ী॥
জাতিগত আচার-ব্যভার-বিসর্জ্জন।
পাকশালে কাজ করে অস্পৃশ্য যবন॥
ইংরাজের খায় খানা ইংরেজী হোটেলে।
দেবদেবী গয়া গঙ্গা বিসর্জ্জন জলে॥
দোল-দুর্গোৎসবে নাই ব্রাহ্মণ-ভোজন।
শ্বেতকায় সাহেবেরে করে নিমন্ত্রণ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ কোথা কথা গেছে ভুলে।
সায়েন্স-লজিকে মন নাটক-নভেলে॥
ইংরেজী বহিতে যাহা লিখে শ্বেতকায়।
তাহাই শ্রোতব্য পাঠ্য পুরাণের প্রায়॥
প্রভুর মহিমা কিবা কেমন কৌশল।
কালের রুচিতে সভ্য সাহেবের দল।
বুদ্ধিমান বিদ্যাবান উচ্চমন যত।
দেবভাষা-আলাপনে দিবারাতি রত॥
পুরাণে গীতায় বেদে পাইয়া আস্বাদ।
ইংরেজি ভাষায় শাস্ত্র করে অনুবাদ॥
শাস্ত্রার্থে সুপথ পেয়ে সাধন-ভজন।
ধ্যান-যোগ-মূল থিয়োসফির চলন॥
আর্য্যশাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা করে বক্তৃতায়।
আসিয়া সাগরপারে এই বাঙ্গলায়॥
নাহি অঙ্গে হাট কোট দেশের ধবন।
নিরামিষ ভোজ্য পরে গেরুয়া বসন॥
মস্তক-মুণ্ডন পুনঃ টিকি দুলে তায়।
পাদুকাবিহীন পায়ে পথে হেঁটে যায়॥
গায় যিশু-গুণগীত অতিভক্তিভরে।
গৈরিক-বসনা মেম পাছু পাঁছু ফিরে॥
নকলে নিপুণ বড় বাঙ্গালীর দল।
যা করে ইংরাজ, করে তাহাই নকল॥
যা কহে সাহেব, বুঝে বেদবাক্য প্রায়।
তাই পড়ে অনুবাদ ইংরেজি ভাষায়॥
ভাবার্থে পাইয়া স্বাদ চেষ্টা করে পরে।
অনুবাদ যার মূল গ্রন্থ পড়িবারে॥
নিরস বিশুষ্ক মাটি পাষাণের প্রায়।
বাহিকে উপরে, চক্ষে কে দেখিতে পায়?
এই ধরা রসে ভরা ডগ মগ রসে।
কাণ্ড-শাখা-পত্র সহ তরুবরে পোষে॥
দিন-রাত্রি চলে রস বিশ্রাম কোথায়।
গগনের সঙ্গে মিশা পাতায় পাতায়॥
তেমতি বিভুর সৃষ্টি এই চরাচর।
বাহিক দর্শনে কিছু না মিলে খবর॥
ঘটনা যখন ধ্রুব হেতু আছে তার।
বিমানে চলিছে কল নহে দেখিবার॥
অদৃশ্য বিমানপথে কার্য্য কিসে হয়।
বুঝ মনে সাধ্য নাই দিতে পরিচয়॥
বাঙ্গালী ফিরিছে ঘরে স্বধর্ম্মেতে মতি।
শুন রামকৃষ্ণ-লীলা মধুর ভারতী॥

আঁখি খোলে লীলা শুনে প্রভুর আমার।
সাহেবের দলে নাম ক্রমশঃ প্রচার॥
ইহার কিঞ্চিৎ আগে কেশবের সাথে।
পাদরী সাহেব আসে প্রভুরে দেখিতে॥
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী তিনি পণ্ডিতপ্রবর।
প্রশান্তসাগর-পারে মারকিনে ঘর॥
এখানে পাদরী কত সহরের মাঝে।
মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে॥
বিদিত প্রভুর নাম হেন সম্প্রদায়।
সমাধিতে যার নাহি বাহ্য রহে গায়॥
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নামে ভক্ত একজন।
প্রাচীন কালের কবি বিলাতে জনম॥
ঋষিসমতুল্য লোক্ উন্নত অবস্থা।
তাঁহার কাব্যেতে আছে সমাধির কথা॥
সমাধি কাহারে কয় কি তার লক্ষণ।
কিমত অবস্থাপন্ন সমাধি যখন॥
দুর্ব্বোধ্য চেহারা শিরে নাহি পায় স্থান।
কে দেখেছে আকাশ-কুসুম সম নাম॥
উদয় হইত দশা শ্রীঅঙ্গে যিশুর।
আর অবতার-কালে গৌরাঙ্গ প্রভুর॥
সঞ্জীবিত সেকালের কে আছে এখন।
ভক্তের কর্ত্তৃক বস্তু গ্রন্থেতে লিখন॥
ধন্য কাল ধন্য জীব প্রভু-অবতারে।
ভাগ্যের ইয়ত্তা সীমা কে করিতে পারে॥
দেবেশ-লালসাবস্তু দেখিবারে পায়।
অবহেলে সমুদিত শ্রীপ্রভুর গায়॥
কেবল সমাধি নয় আরও দশা নানা।
পূর্ব্বকৃত শাস্ত্র-গ্রন্থে নাই যাহা জানা॥
অনাদি পুরুষ প্রভু প্রসূতি সবার।
কলা-অংশ মাত্র তাঁর যত অবতার॥
ছাত্রগণে বুঝাইতে সমাধির ধারা।
উপায়-স্বরূপ বলিতেন শিক্ষকেরা॥
জনৈক পরমহংস দক্ষিণসহরে।
সতত সমাধি হয় দেখ গিয়া তাঁরে॥
সুসংবাদে নব্যবয়ঃ বিস্তর বিস্তর।
প্রভু-দরশনে আসে দক্ষিণসহর॥
পরম সুন্দর ভক্তবর একজন।
নব্যবয়দের সঙ্গে করে অধ্যয়ন।
যুটিলেন এ সময় কায়স্থ-কুমার।
নাম হরমোহন, উপাধি মিত্র তাঁর॥
ছুটিতে লাগিল দেশে শ্রীপ্রভুর নাম।
দরশনে দক্ষিণসহরে অবিরাম॥
ভাগ্যবান পুণ্যবান করয়ে মেলানি।
বিচারবিহীনে কিবা দিবস যামিনী॥
শ্রীমন্দিরে অবিরত প্রভু ভগবান।
সচকিত যাহে হয় জীবের কল্যাণ॥
সকলে সমান জাতি প্রভুর নিকটে।
খুঁজে যারা হরি-তত্ত্ব হৃদি অকপটে॥
জাতি-ধর্ম্ম-অবস্থার না করি বিচার।
শ্রীপ্রভু দেখান তাঁরে তিনি যেন তাঁর॥
ধার্ম্মিক সাহেব এক আসে এ সময়।
ভকতির কথা তাঁর কহিবার নয়॥
শ্রীপ্রভুর পরিচয় করিয়া শ্রবণ।
একান্ত বাসনা চিত্তে করে দরশন॥
নাম উইলিয়াম, পণ্ডিত বাইবেলে।
ধীর নম্র বিনয়ী জনম উচ্চ কুলে॥
পুরীতে প্রবেশ করি পাদুকা খুলিয়া।
মন্দিরের বহির্ভাগে রহে দাঁড়াইয়া॥
অতি দীনতম ভাবে অন্তরেতে ভয়।
শ্রীপ্রভুর দরশন যদি নাহি হয়॥
হেথা শ্রীমন্দিরে প্রভু সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
চারিধারে ভকতনিকরে সুবেষ্টিত।
কহিতেছিলেন তত্ত্ব স্বভাব যেমন।
হঠাৎ হইল তাঁর সচঞ্চল মন॥
ঝটিতি বহিরভাগে বিদ্যুতের প্রায়।
উপনীত দাঁড়াইয়া সাহেব যেথায়॥
পরশ করিয়া তায় পরম সাদরে।
বসাইলা লয়ে গিয়া আপন মন্দিরে॥

কখন আদেশ উপস্থিত ভক্তদলে।
'হরি হরি হরি বোল হরি হরি বোলে' ॥
সবে মিলে একত্তরে করিতে নর্ত্তন।
মাঝারে রাখিয়া তাঁরে করিয়া বেষ্টন ॥
সংসারী গৃহস্থ ভক্তে আদেশ কখন।
চৈতন্যচরিতামৃত করিতে পঠন ॥
নিত্য নিত্য সংকীর্ত্তন যেন হয় ঘরে।
ভক্তের ভোজনকর্ম্ম ভক্তিসহকারে ॥
নাম-মাহাত্ম্যের পক্ষে প্রভু ভগবান।
গাইতেন এই সব নীচে লেখা গান ॥

"নামের ভরসা কালী করি গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি
দেঁতর হাসি লোকাচার।
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা
দিয়াছে রোটে, আমরা ত সেই জটের মুটে
হ'য়েছি, আর হব কার ॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছা কেন মরি ভেবে,
একান্ত ক'রেছি শিরে শিবের বচন সার ॥"

"হরি নাম লইতে অলস কোর না,
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ না আর পাবে।
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলে কি
ঢেউ দেখে না ডুবাবে ॥"

নাম বীজ নাম হেতু নাম আদি গোড়া।
কলিতে কিছুই নাই এই নাম ছাড়া ॥
ভজ নাম পূজ নাম নাম কর সার।
মধুর প্রভুর নামে মহিমা অপার ॥
নাম-রূপ মহাডিম্ব আদরে যে জন।
ভক্তির উত্তাপ দিয়া রাখে অনুক্ষণ
সময়ে ফুটিয়া ডিম্ব দেখিবারে পায়।
শাবক-স্বরূপ ইষ্ট তাহে বাহিরায় ॥
হৃদয়ে ভরিয়া নাম রাখ সযতনে।
কিবা কাজ নেতি-ধৌতি সাধন-ভজনে ॥
নামেতে মগন রহ দিবা-বিভাবরী।
পতিত-তারণ নাম পারের কাণ্ডারী ॥
গাও গাও গাও নাম কেন কালনাশ।
দেবদেবী যত কেহ স্বর্গপুরে বাস ॥
ত্যজিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের কাম।
চারিবর্ণে মূর্ত্তিমান রামকৃষ্ণনাম ॥
গাও গাও গাও মেতে মিটুক জঞ্জাল।
গায়রে অনন্তফণা মাতায়ে পাতাল ॥
কুতূহলে প্রেমানন্দে গাও অবিরাম।
সুধামাখা সুমধুর রামকৃষ্ণ-নাম ॥
গাও মণিমুক্তাভরা নিধি-অধীশ্বর।
সঙ্গে ল'য়ে রাজ্যগত যত জলচর ॥
ত্রিতাপ-সন্তাপ-হর প্রেমাভক্তি-ধাম।
চারি বর্ণ চারি বেদ রামকৃষ্ণনাম ॥
দীর্ঘকায় সমুদায় ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
তুমি অতি দ্রুতগতি প্রকাণ্ড পবন ॥
গভীর নিঃস্বনে গেয়ে পুর মনস্কাম।
মাতোয়ারা রসে-ভরা রামকৃষ্ণ-নাম ॥
সুনীল-বসনা শূন্য সুবর্ণের খনি।
জগৎ-লোচন তমোহর দিনমণি ॥
প্রফুল্ল তারকারাজি শূন্যমাঝে ধাম।
বিভেদি গগন গাও রামকৃষ্ণ-নাম ॥
বসুমতী নিবসতি জড় কি চেতন।
নর নারী আদি করি পশু পাখিগণ ॥
গুল্ম-লতা-তরুরাজি যতেক ভূধর।
গহন বিপিন নদী প্রান্তর কন্দর ॥
সকলে অত্যুচ্চ স্বরে তুলে সপ্তগ্রাম
নাচিয়া নাচিয়া গাও রামকৃষ্ণনাম ॥

যতক্ষণ কর্ম্মী নাহি সমাধিস্থ হয়।
ততক্ষণ কর্ম্ম কিন্তু সমাপন নয়॥
সমাধির কথা মুখে যেন উচ্চারণ।
স্মরণ হইল সেই শান্তির আশ্রম॥
স্মরণে প্রত্যক্ষ ছবি সম্মুখে তখনি।
সম্ভোগেতে সমাধিস্থ হইলা আপনি॥
পশ্চাতে রাখিয়া জল পানের বাসনা।
যা ধরিয়া পুনঃ পরে নিম্নভূমে নামা॥
বাহ্যিক গিয়ান গেল একেবারে চলে।
ফুটিল অতুল ভাতি বদনমণ্ডলে॥
শ্রীপ্রভুর সমাধিস্থ মোহন মূরতি।
দরশনে জীবগণে পায় পরাগতি॥
পরশনে মিলে মুক্তি প্রেমাভক্তি আর।
মনস্কাম সব পূর্ণ মনে যা যাহার॥
কিছু পরে দেহপুরে ফিরিলা যখন।
কহিলেন শশধরে করি সম্ভাষণ॥
প্রয়োজন গায়ে বল, তাহার কারণে।
আরও হও অগ্রসর সাধন-ভজনে॥
না উঠিয়া গাছে আগে করিয়াছ আশ।
উচ্চ ডালে বড় ফল ধরিতে প্রয়াস॥
ব্যবহারে বুঝিয়াছি বিশেষ তোমার।
উদ্দেশ্য কেবল মাত্র পর-উপকার॥
এতেক বলিয়া নমস্কারসহকারে।
প্রশংসিলা পণ্ডিতপ্রবর শশধরে॥
হেনকালে ধর্ম্মলিঙ্গধারী একজন।
গেলাসে পানীয় জল কৈল আনয়ন॥
আধার আধেয় দুই অতি পরিষ্কার।
সে জল শ্রীপ্রভু কিন্তু কৈলা অস্বীকার॥
নিকটে নরেন্দ্রনাথ ভক্তের ঠাকুর।
কি হেতু অগ্রাহ্য জল হইল প্রভুর॥
মনে মনে নানা চিন্তা উদয় তাঁহার।
কারণান্বেষণে পরে বুঝিল ব্যাপার॥
প্রথমে যে আনে জল ধর্ম্মলিঙ্গধারী।
অপকর্ম্মে দোষদুষ্ট আবিল আচারী॥

কেমনে জানিলা প্রভু মাত্রেক দর্শনে।
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী বুঝিলেন মনে॥
জ্ঞানমার্গী শ্রীনরেন্দ্র অত্যুচ্চ আধার।
প্রমাণবিহীনে কিছু করে না স্বীকার॥
বিচার তাঁহার পথ বিচারেতে যায়।
অবতার উপকথা হাসিয়া উড়ায়॥
তাই তাঁরে মধ্যে মধ্যে শ্রীপ্রভু দেখান।
নব-দেহে পরমেশ বিশ্বাসে প্রমাণ॥
জলপানে আজি যাহা হৈল সংঘটন।
বেদ মাত্র নরেন্দ্রের শিক্ষার কারণ॥
নরেন্দ্র নরেন্দ্র যদি, প্রপূজ্য আমার।
এখানে শ্রীপ্রভু প্রভু সৃষ্টির আধার॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিশ্বের গোঁসাঞি।
কতই নরেন্দ্র তাঁর আছে ঠাঁই ঠাঁই॥
পণ্ডিতে কহেন যদি পাণ্ডিত্যের সাথে।
না থাকে বৈরাগ্য তবে কি ফল তাহাতে॥
শাস্ত্রমর্ম্ম বক্তৃতায় নহে কোন হানি।
আদেশ করেন যদি জগৎ-জননী॥
মায়ের আজ্ঞায় কর্ম্মে ব্রতী যেই জন।
কে তাহারে পারে, জয়ী হয় ত্রিভুবন॥
বাক্‌বাদিনীর কাছে তাঁহার কৃপায়।
যদি কেহ অণুকণা কৃপাবল পায়॥
অগাধ ভাণ্ডার তার বলে ভরা হিয়া।
হারায় ধীরেন্দ্রবৃন্দে কীটাণু গণিয়া॥
মেঘাচ্ছন্নময়ী রেতে দীপ যেইখানে।
কোটি কোটি কীট তথা বিনা আবাহনে॥
আদেশানুসারে কর্ম্ম করে যেই জন।
শ্রোতার অভাব তাঁর না হয় কখন॥
অগণ্য অগণ্য লোক আপনারা আসে।
মহাত্মার আকর্ষণী শক্তির বিকাশে॥
ছুটে যথা লৌহচূর্ণ নহে গণনায়।
অটল অচল ভাবে চুম্বক যেথায়॥
তাই কহি চাপরাস আছে কি তোমার।
মায়ের আদেশ-শক্তি কর্ম্মে অধিকার॥

ত্রস্তচিত শশধর শুনিয়া শ্রীবাণী।
আদেশ কিছুই নাই কহিলেন তিনি॥
প্রভু বলিলেন তবে কর্ম্মে কিবা ফল।
যদি না মায়ের কাছে পাইয়াছ বল॥
দেখহ গৌরাঙ্গদেব নিজে অবতার।
জীবে শিক্ষা দিতে শক্তি কতই তাঁহার॥
যে কর্ম্ম করিলা জন্ম লয়ে নদীয়ায়।
এখন কি আছে তার সব লোপ প্রায়॥
আদেশ অপ্রাপ্ত যিনি অন্তরে দুর্ব্বল।
তাঁহার কর্ম্মের বল কি হইবে ফল?
কর্ত্তব্য কহিতে তবে প্রভু ভগবান।
আবেশে বিভোর হয়ে ধরিলেন গান॥

"ডুব্‌, ডুব্‌, ডুব্‌, রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পারি রে
প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ্‌, খুঁজ্‌, খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌, দীপ্‌, দীপ্‌, জ্ঞানের
বাতি হৃদে জ্বলবে সর্ব্বক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গা চালায়
বল সে কোন্‌ জন,
কবীর বলে শুন্‌ শুন্‌ শুন্‌
ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥"

ডুবিতে না কর ভয় কহি বারে বারে।
সচ্চিৎ-আনন্দরূপ অমৃতসাগরে॥
ডুবিলে যেমন জলে মরণ নিশ্চয়।
এখানে সেরূপ নাই প্রাণনাশ-ভয়॥
যত পার তত ডুব দেখ তলাতল।
পাইবে রতন ধন পরম সম্বল॥
অতুল আনন্দে পরে দেখা তাঁর সনে।
হইবে বাসনা পূর্ণ কথোপকথনে॥
আজ্ঞাদেশ হয় যদি ইচ্ছায় তাঁহার।
তখন বলিতে তত্ত্ব পাবে অধিকার॥
এত বলি কহিলেন প্রভুদেবরায়।
চিদানন্দে যাইবার ত্রিবিধ উপায়॥

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ আর।
এ যুগে প্রথমোদয় কঠিন ব্যাপার॥
সাধিতে দুর্ব্বল জীবে না হয় ক্ষমতা।
নারদীয় ভক্তিযোগ কলিকালে প্রথা॥
যুড়ি কর শশধর করে নিবেদন।
কতদূর শ্রীপ্রভুর তীর্থপর্য্যটন॥
প্রবেশিয়া পণ্ডিতের হৃদয়মাঝারে।
প্রভু বলিলেন গিয়াছিনু কিছু দূরে॥
কিন্তু হৃদে ভক্তি বিনা তীর্থপর্য্যটন।
সকল বিফল হয় বৃথা পণ্ডশ্রম॥
দেখ যেমি চিল শকুনি অতি উচ্চে উড়ে।
পাতিয়া নয়নদ্বয় সতত ভাগাড়ে॥
তেমতি আসক্ত-চিত কামিনী-কাঞ্চনে।
কি করিবে চারিধাম-তীর্থপর্য্যটনে॥
যবে আমি কাশীধামে আশ্চর্য্য ব্যাপার।
দেখিলাম গাছ ঘাস যত তথাকার॥
আকারে বরণে গুণে সেই এক জাতি।
এখানেতে যেই মত সেখানে তেমতি॥
মন যেথা তথা তুমি বুঝহ বারতা॥
এখানে যাহার আছে তার আছে সেথা॥
যখন তখন তত্ত্ব বুঝিবার নয়।
উপলব্ধি হয় যবে সাপেক্ষ সময়॥
হৃদয়ে ধৈরয ধরি হইবে থাকিতে।
উতলা উচিত নয় উন্নতির পথে॥
ত্রিবিধ ডাক্তার আছে শুন বিবরণ।
অধম মধ্যম আর কেহ বা উত্তম॥
অধম শ্রেণীর যিনি নাড়ি পরীক্ষিয়ে।
ঔষধ লিখিয়া দেন রোগীর লাগিয়ে॥
ঔষধে অরুচি রোগী খাইতে না চায়।
নাহি চেষ্টা ডাক্তারের রোগী যাতে খায়॥
সেইমত শিক্ষাদাতা ধর্ম্মের বাজারে।
কাজে কি হইল লক্ষ্য অধমে না করে॥
রোগীকে মধ্যম করে বহু অনুনয়।
যাহাতে ঔষধ তার উদরস্থ হয়॥

বরাবর আমাদের গুরুমাতা কাছে।
ভরণপোষণে তাঁর সুবন্দেজ আছে॥
এত দিন ছেলেপুলে নাহি ছিল তাঁর।
এখন ক্রমশঃ উঠে বাড়িয়া সংসার॥
ভক্ত-সংঘোটন কাণ্ড সেই বিবরণ।
বহু পরিবারী প্রভু ভক্তের জীবন॥
নন্দন-নন্দিনী ভক্ত চিরকাল সাথে।
বারে বারে লীলায় প্রমাণ বিধিমতে॥
তাঁহাদের জন্য কষ্ট কতই প্রভুর।
মথিয়া দেখহ লীলা সন্দ হবে দূর॥
ভক্তের কারণে চিন্তা কতই যাতনা।
কল্যাণ মানসে হয় কালীরে প্রার্থনা॥
জগতের স্বামী যিনি বিভু ভগবান।
সৃষ্টিতে যতেক জীব সকলে সমান॥
তথাপি আপন পর স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।
ভকতে যেমন প্রিয়, অন্যে তেন নয়॥
বিশেষিয়া বলিবার নাহিক শকতি।
বুঝিবে সহজে তত্ত্ব শুন লীলা-গীতি॥
ভক্তমধ্যে নরেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ আসন।
বলিয়াছি কিছু কিছু পূর্ব্বে বিবরণ॥
বাল্যাবধি নরেন্দ্রের বিপদ বিস্তর।
স্বতঃই প্রমাণ কথা বড় গাছে ঝড়॥
মা-বাপের বড় ছেলে বড়ই স্নেহের।
বয়স দেখিয়া চেষ্টা হয় বিবাহের॥
শুনা মাত্র প্রভুদেব সমাচার কানে।
শ্যামায় প্রার্থনা হয় আকুল পরাণে॥
ওমা কালি! একি শুনি নরেন্দ্রের বিয়ে।
বিপদে কর মা রক্ষা করুণা করিয়ে॥
জীবন-সমান প্রিয় নরেন্দ্রে তাঁহার।
সতত রাখিতে চক্ষে চেষ্টা অনিবার॥
সুপক্ব সুমিষ্ট ফল সুতার সন্দেশ।
নিজে না খাইয়া প্রভুদেব পরমেশ॥
পুঁটুলি বাঁধিয়া দেন পাঠাইয়া তাঁয়।
আপনার ঘরে যেথা নরেন্দ্র যেথায়॥

কাকুতি সহিত বার্ত্তা প্রেরণ তাঁহারে।
আসিতে দিনেক জন্য দক্ষিণসহরে॥
আনন্দে নরেন্দ্র হেথা নিজ নিকেতনে।
আপন স্বভাবে কথা নাহি দেন কানে॥
বিরহ অসহ্যতর প্রভুর যখন।
বিপন্নের মত হয় সহরে গমন॥
অন্বেষণ স্থানে স্থানে উন্মত্তের প্রায়।
ঘরে পরে ব্রাহ্মদের সমাজ যেথায়॥
সাক্ষাৎ হইলে পরে পুলকিতকায়।
সঙ্গে লয়ে মন্দিরে ফিরেন প্রভুরায়॥
পরম আনন্দে বাস নরেন্দ্রের সাথে।
ছাড়িয়া না দিয়া তাঁয় রাখিতেন রেতে॥
পুলকে আকুল চক্ষে নিদ্রা নাহি পায়।
কথোপকথনে গোটা রাত্রি কেটে যায়॥
নরেন্দ্রের মিষ্ট কণ্ঠে সুমধুর গীত।
শুনিবারে শ্রীপ্রভুর বড়ই পিরীত।
প্রত্যূষের পূর্ব্বে গীত শ্রুতি-বিনোদন।
শুনিয়া সমাধি-সুখে শ্রীপ্রভু মগন॥
কালে হয় কালে লয় প্রকৃতির ধারা।
কিছু পরে নরেন্দ্রের পিতা গেল মারা॥
ফেলিয়া অকূল জলে নন্দিনী-নন্দন।
বহু ব্যয়ে সব নষ্ট উপার্জ্জিত ধন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রের যৌবনসঞ্চার।
পড়িল মাথায় যত সংসারের ভার॥
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়ন এবে।
তাহাও হইল বন্ধ অর্থের অভাবে॥
দিনে দিনে দরিদ্রতা হইল প্রবল।
অতি কষ্টে কাটে দিন সংসার অচল॥
দাস্যবৃত্তি ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি না হয়।
দশায় যদিও দুরবস্থা অতিশয়॥
অল্পবয়ঃ সোদর-সোদরাগুলি ঘরে।
দেখিয়া তাঁদের কষ্ট থাকিতে না পারে॥
কাজেই চাকরি বিনা অনন্য-উপায়।
স্বভাব-প্রভাবে কিন্তু কার্য্য রাখা দায়॥

কিছু দূরে ফিরিয়া যখন আগুয়ান।
মোড় ফিরে নিজ পথে করেন পয়ান॥
গোস্বামী দেখিল এক আশ্চর্য্য ভারতী।
শিকারী সেখানে নাই প্রভুর মূরতি॥
দ্রুতগতি গোস্বামী হইল ধাবমান।
অদৃশ্য মূরতি কারে দেখিতে না পান॥
পরাণ আকুল অতি উচ্ছ্বাসে অস্থির।
বাক্যহীন রসনা নয়নে বহে নীর॥
প্রভুর বিচিত্র খেলা লয়ে ভক্তগণ।
বড়ই মধুর কাণ্ড ভক্তসংঘোটন॥
প্রেমিক ভকত এক যুটে হেন কালে।
দেবেন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মণের ছেলে॥
মাঝারি বয়স খর্ব্ব বরণ সুন্দর।
সহরে চাকরি মাত্র যশোহরে ঘর॥
প্রভুর সংসারী ভক্ত রহে যত জনা।
দেবেন্দ্র তাঁহার মধ্যে সকলের চেনা॥
বাল্যাবধি দেবেন্দ্রের ধর্ম্মেতে পিপাসা।
শুনিয়া প্রভুর নাম সেই হেতু আসা॥
শুন মন এইখানে এক কথা বলি।
ভক্ত যদি সংসারে থাকিলে লাগে কালি।
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
হোক্‌না মানুষ তেঁহ যতই শিয়ান॥
যদ্যপি করেন বাস কাজলের ঘরে।
নিশ্চয় লাগয়ে দাগ আজি নয় পরে॥
যতই শিয়ান হোক্ সংশুদ্ধমতি।
টলে মন ধ্রুব সঙ্গে থাকিলে যুবতী॥
কলঙ্কবিহীন গায়ে রহে কোন্ জন।
প্রভুর উপমা সহ শুন বিবরণ॥
খই ভাজিবার কালে দেখহ প্রমাণ।
সকলেই খই হয় যতগুলি ধান॥
তবে যেটি ফুটিয়া তখনি ছুটে যায়।
রহে না বহ্নির মত উত্তপ্ত খোলায়॥
কলঙ্ক তাহাতে আর পরশিতে নারে।
দাগ তথা রহে যারা খোলার ভিতরে॥
সংসার খোলার মত ত্রিতাপ-আগুনে।
আগুনের মত তপ্ত করে রেতে দিনে॥
ইহার মধ্যেতে বাস তবু যেই জন।
অন্তরের সহ করে গুরু-অন্বেষণ॥
তিনি ভক্ত শ্রীপ্রভুর চেনা মহাদায়।
অধমের কোটি কোটি দণ্ডবৎ তাঁয়॥
প্রভুভক্ত আর এক ধারা স্বতন্তর।
উপমায় ঠিক চকমকির পাথর॥
হাজার বৎসর বাস জলের মাঝারে।
তুলিয়া আনিয়া সদ্য যদি ঠুক তারে॥
তখনি আগুন-কণা ফিন্‌কির প্রায়।
নাহি দেরি সারি সারি কত বাহিরায়॥
তেমতি প্রভুর ভক্ত সংসারেতে যেবা।
কামিনী-কাঞ্চনাসক্তি-সাগরেতে ডুবা॥
শীতল শরীর গোটা বিহীন বরণ।
কিন্তু যদি হরিকথা করেন শ্রবণ॥
প্রেম অশ্রু ভাব ভক্তি রাগের উচ্ছ্বাস।
বদনমণ্ডলে পায় তখনি বিকাশ॥
পুরীমধ্যে প্রবেশিয়া ব্রাহ্মণ-নন্দন।
অলৌকিক দিব্যভাবে হইল মগন॥
বাহুল্য-বর্ণন স্থান-মাহাত্ম্যের কথা।
বিরাজিত সশরীরে প্রভুদেব যেথা॥
দরশিয়া প্রভুদেবে করে প্রণিপাত।
এখন ভাঙ্গিয়াছিল শ্রীপ্রভুর হাত॥
নাম ধাম জিজ্ঞাসিয়া প্রভু-ভগবান।
হাতের ঔষধ কিবা দেবেন্দ্রে সুধান॥
কৃপা করিবার ছলে কহেন তাঁহায়।
পরশিয়া দেখ অগ্রে বেদনা যেথায়॥
ভাগ্যবান দ্বিজপুত্র অঙ্গ পরশিয়া।
দেখেন বেদনা স্থান হাত বুলাইয়া॥
মহাবৈদ্য প্রভু ভবব্যাধি-বিনাশনে।
দেবেন্দ্র ঔষধ কন ব্যথা-নিবারণে॥
ব্যথার ঔষধ হেন নাই আর কোথা।
ব্যবহারে অচিরে আরাম হবে ব্যথা॥

আরোগ্যের কথা শুনি প্রভুদেবরায়।
আনন্দে করেন নৃত্য বালকের প্রায়॥
প্রভুর প্রকৃতি দেখি ভক্তবর ভাবে।
সরলস্বভাব হেন নরে না সম্ভবে॥
অন্তরে আনন্দস্রোত অবিরত বয়।
এমন আনন্দ কভু জনমেও নয়॥
সমাদরে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
মধ্যাহ্নে একত্রে দোঁহে কথোপকথন॥
ভাবেতে বিহ্বল হয়ে কথার ভিতর।
ধরিলেন কৃষ্ণ-লীলাগীত মনোহর॥
মধুর সংগীতখানি কীর্ত্তনের স্বরে।
শুনিলে পাষাণ-হিয়া দ্রবীভূত করে॥
শ্রবণ-মধুর গীত মনোমুগ্ধকারী।
শুনিয়া শ্রীদেবেন্দ্রের মন গেল চুরি॥
গীত-সমাপনে প্রভু কহিলেন তাঁরে।
দেবালয়ে দেব-দেবী দরশন তরে॥
যেমন সুরম্য পুরী মন্দির তেমতি।
সজ্জীভূত তেন দেব-দেবীর মূরতি॥
নিরানন্দ শ্রীদেবেন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়।
ছাড়িয়া তাঁহারে আর যাইতে না চায়॥
কি করেন মহা-আজ্ঞা করিয়া পালন।
দ্রুতগতি ফিরিলেন প্রভুর সদন॥
উপবিষ্ট প্রভুদেব খাটের উপর।
হঠাৎ ভক্তের গায়ে সমুদিত জ্বর॥
থর থর অঙ্গ মুখে বাক্য নাহি সরে।
শশব্যস্ত প্রভুদেব দেখিয়া তাহারে॥
বাবুরামে বলিলেন বিষণ্ণ অন্তর।
সত্বর পানসী আন ঘাটের উপর॥
জুটিল পানসী এক কিন্তু তার মাঝি।
সওয়া তঙ্কা ভাড়া বিনা নাহি হয় রাজি॥
প্রভু বলিলেন সওয়া আনা যেইখানে।
সওয়া তঙ্কা এত বেশী ভাড়া দিবে কেনে॥
এতেক বলিয়া উঠিলেন ভগবান।
পানসীর অন্বেষণে গঙ্গাপানে চান॥
দেখিলা পানসী এক আছে অন্য কূলে।
বহুদূর ব্যবধান দৃষ্টি নাহি চলে॥
মাঝারে তরঙ্গরাজি করি ভীম রোল।
করিছে গঙ্গার বক্ষে মহাগণ্ডগোল॥
প্রবল পবন বয় সন্ সন্ ডাকে।
শ্রবণবধির শব্দ বজ্রনাদ ঢাকে॥
মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করি।
মাঝিরে ডাকেন ভবনিধির কাণ্ডারী॥
সুকৌশল ধানুষ্ক যেমন যুড়ি শর।
মন্ত্রপূত করি ছাড়ে লক্ষ্যের উপর॥
বিভেদিয়া সপ্ততাল বাধা লাগে কিসে।
কাটিয়া পাড়য়ে লক্ষ্য চক্ষুর নিমিষে॥
সেইমত শক্তিময় শ্রীপ্রভুর বাণী।
যেমন নির্গত মাঝি শুনিল অমনি॥
পানসী ছাড়িয়া দিল দেরি নহে আর।
দ্রুতগতি উতরিল গঙ্গার এ-পার॥
মাঝিটি মানুষ ভাল সরল চেহারা।
চুকিল তাহার সঙ্গে সওয়া-আনা ভাড়া॥
বাবুরামে কহিলেন প্রভু গুণমণি।
সহরেতে দেবেন্দ্রের সঙ্গে যাও তুমি॥
মহাভক্ত বাবুরাম শ্রীআজ্ঞাপালনে।
পানসীতে উঠিলেন দেবেন্দ্রের সনে॥
প্রথম দর্শনদিনে এই তক কথা।
পশ্চাৎ পাইবে মন পরের বারতা॥
জুটিল ভূপতি ভাই ব্রাহ্মণ-কুমার।
ভাষায় ভাণ্ডার নাই গুণ গাইবার॥
বয়স বিশের মধ্যে সুন্দর বরণ।
নহে লম্বা নহে বেঁটে দোহারা গড়ন॥
অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময়।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কথা কহিবার নয়॥
ধীর শান্ত বিনয়ী মধুর মিষ্টভাষী।
চারুশীল চিন্তাশীল বিজন-প্রয়াসী॥
গুণাদির মধ্যে এক অত্যন্ত প্রবল।
দুনিয়ায় নাহি কেহ এমন সরল॥

: মাত্রে আছে সরলতামাখা।
তুলনায় এ সরলে সে সরল বাঁকা ॥
আঁকিতে নারিনু ছবি মনে রহে খেদ।
পেটে মুখে ভূপতির নাহি কোন ভেদ ॥
সত্যপরায়ণ তাহে এত পরিমাণে।
বিনা সত্য মিথ্যা কিবা আদতে না জানে ॥
কৃতদার এইখানে বসতি সহরে।
ধর্ম্মচর্চ্চা হয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ॥
বিবেক-প্রাপ্তির হেতু ধর্ম্ম-আলোচনা।
বিবেক অত্যুচ্চ বস্তু হৃদয়ে ধারণা ॥
শুনিয়া প্রভুর নাম-মাহাত্ম্য-ভারতী।
দরশনে উপনীত হইল ভূপতি ॥
আশ্বাসিয়া আশ্বাস-বাক্যেতে ভগবান।
চরণে শরণাপন্ন জনে দিয়া স্থান ॥
পাইয়া পরমাস্পদ শ্রীশ্রীপদে ঠাঁই।
আসে যায় বারে বারে শ্রীভূপতি ভাই ॥
স্বভাবতঃ দ্রবীভূত কাঞ্চনের প্রায়।
প্রভুর পরশে ক্রমে কান্তি বেড়ে যায় ॥
প্রকৃতিতে ভূপতি অতীব মনোহর।
সুন্দর অপেক্ষা তেঁহ পরমসুন্দর ॥
ভক্তিরস হয় যদি চিত্রের বরণ।
বিবেক-বিরাগদ্বয় যুগল কলম ॥
নয়নের ভাতি যদি জ্ঞান-সমুজ্জ্বল।
হৃদয়েতে বহে যদি শান্তি নিরমল ॥
কুমার-সন্ন্যাসী ভক্ত যদি চিত্রকর।
তবে আঁকে কি সৌন্দর্য্যে ভূপতি সুন্দর ॥
একদিন মন্দিরের দুয়ারের ধারে।
বিহ্বল হইয়া গায় অনুরাগভরে ॥
হৃদয়-বিভেদী ভাবে মরমের গান।
গণ্ড বেয়ে ঝরে অশ্রু ধারার সমান ॥
গীতের ভাবার্থ এই শুন শুন মন।
ভবসিন্ধুপাথারেতে শ্রীহরি যেমন ॥
দয়াল কাণ্ডারী হেন কেবা কোথা আর।
চরণ-তরণী দিয়া করে পারাপার ॥

"হরি কাণ্ডারী যেমন
এমন কি আর আছে নেয়ে।
পার করে দীনজনে
অভয় চরণ-তরী দিয়ে ॥"

হৃদয়-বিহারী প্রভু ভক্ত-হৃদে বাস।
দেখিয়া ভক্তের ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস ॥
দ্রুতগতি প্রকৃতি বিজলী যেন ছুটে।
উপনীত ভাবাবেশে ভক্তের নিকটে ॥
এই লহ বলিয়া দক্ষিণ শ্রীচরণ।
ভক্তের কোমল বক্ষে: করিলা অর্পণ ॥
পরম সম্পদাস্পদ প্রভুর আমার।
যোগিজন-পূজ্য-পদ সেব্য কমলার ॥
বক্ষের উপরে যাঁর স্থাপন এখন।
চরণের রেণু তাঁর মাগে এ অধম ॥
সরসে বর্ষায় বিকশিত শতদলে।
পাইয়া মধুর কোষ মুক্ত কুতূহলে ॥
অলি যেন মধুপানে মহামত্তে মজে।
তেমতি ভূপতি শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে ॥
ক্রমশঃ উদাস মন হয় অধ্যয়নে।
সতত মানস রহে প্রভু-সন্নিধানে ॥
প্রভুও তেমনি তাঁহে হইয়া সদয়।
পরিপূর্ণ দেবগণে শ্রীঅঙ্গ-আলয় ॥
দেখাইলা আর বার শুন বিবরণ।
ভক্তি-প্রদায়িনী কথা ভক্ত-সংঘোটন ॥
একদিন প্রভুর সম্মুখে ভক্তবর।
পাতিয়া নয়ন দুটি প্রভুর উপর ॥
উপবিষ্ট যুক্তকরে স্বভাবে মগন।
হেন কালে বলিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে ভাবের বিহ্বলে ॥
দেখিতে এতই সাধ দেখ আঁখি মেলে।
দেবেশ-বাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে ভক্তবর।
বিরাজিত দেবত্রয় অঙ্গের ভিতর ॥
সকৌতুক চারিমুখ হংসের আসনে।
সুদীর্ঘ ধবল বক্র গ্রীবা আন্দোলনে ॥

প্রকৃতি সুন্দর, যদি জাতিতে কামিনী।
শিরে ধরে পরাভক্তি সমুজ্জ্বল মণি॥
বারে বারে করি তাঁর চরণে প্রণতি।
ভক্তির প্রভাবে যাঁর স্বামীর উন্নতি॥
পর-উপকারে স্বামী বড়ই সন্তোষ।
নাম নবগোপাল উপাধি তাঁর ঘোষ॥
কুলীন কায়স্থ এবে আইল আসরে।
অভয়-চরণ প্রভু-বিভু দেখিবারে॥
প্রথম দর্শন-দিনে বেশি রঙ্গ নয়।
নাম ধাম এটা সেটা বাহ্য পরিচয়॥
এক আজ্ঞা করিলেন প্রভু নারায়ণ।
করিবারে নিত্য নিত্য ঘরে সংকীর্তন॥
বসিল প্রভুর বাক্য অন্তরে অটল।
যতনে পালন করে আজ্ঞা অবিকল॥
খোল-করতাল-সহ হল সংকীর্তন।
সঙ্গে লয়ে অল্পবয়ঃ নন্দিনী-নন্দন॥
হরিশ মুস্তফী নামে ভক্ত একজন।
যুটিলেন এ সময়ে প্রভুর সদন॥
গৌউর বরণ বয়ঃ চল্লিশের পার।
লাটের আফিসে উচ্চপদে কাজ তাঁর।
জাতিতে ব্রাহ্মণ তেঁহ দেবেন্দ্রের মামা।
ধীর শান্ত নাহি হৃদে তিলার্দ্ধ গরিমা॥
পাছু যুটে পুত্র তাঁর দণ্ডবৎ তাঁকে।
মূল নাম হরিপদ, পতু নামে ডাকে॥
দশ বরষের বয়ঃ ভক্তি বিলক্ষণ।
প্রভুরে দেখিলে ক্ষরে অশ্রুবিসর্জ্জন॥
বসাইয়া বিছানায় প্রভু গুণমণি।
বদনে মিষ্টান্ন তুলে দিতেন আপনি॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব ভকত তেমতি।
ধীরে ধীরে শুন রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি॥
যুটিল যুবক এক সাণ্ডেল বামুন।
ভিতরেতে ভরা অনুরাগের আগুন॥
ক্ষিপ্তপ্রায় ক্রস্ত যেন বারুদের বাজি।
প্রভুরে করুণা মাগে প্রভু নন রাজি॥
অন্তরে অকুতোভয় দস্যুর আচার।
মানস ভাণ্ডার লুটে ভাঙিয়া দুয়ার॥
প্রকৃতি দেখিয়া বড় আনন্দ প্রভুর।
অচিরে করিলা কৃপা দয়াল ঠাকুর॥
বিটল বামুন আর পাছু দিল দেখা।
কিশোরী তাঁহার নাম সাণ্ডেলের সখা॥
মাখান উপরে গায়ে ভিতরের ভাব।
সরল এতই যেন তরলের পাব॥
যুবা-বয়ঃ লম্বা-দেহ শ্যামল-বরণ।
পাইল প্রভুর কৃপা আইল যেমন॥
ইহার অনেক আগে যুটে একজন।
বাগবাজারেতে ঘর মুখুয্যে ব্রাহ্মণ॥
মহেন্দ্র তাঁহার নাম পরম উদার।
বয়স অধিক প্রায় গণ্ডা বার পার॥
সুবলন ঠাম অঙ্গ চারু-দরশন।
প্রভুর চরণে রতি মতি বিলক্ষণ॥
এক দিন প্রভুদেব কহিলেন তাঁরে।
সহরের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে॥
যাইয়া দেখিতে মোর সাধ অতিশয়।
কেমন চৈতন্য-লীলা অভিনয় হয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ঘরে ফিরিল ব্রাহ্মণ।
নির্দ্ধারিত দিনে করি যথা আয়োজন॥
আনিলেন প্রভুদেবে পরম আদরে।
সঙ্গে কুতূহলাক্রান্ত ভকতনিকরে॥
আধিপত্য গিরিশের মঞ্চে ষোলআনা।
প্রতিবাসী মহেন্দ্রের সঙ্গে জানা-শুনা॥
সমাচার পাঠাইল তাঁহার সদন।
মঞ্চমধ্যে শ্রীপ্রভুর শুভ আগমন॥
এখন শ্রীগিরিশের সাধু ভক্ত জনে।
বিধি-প্রতিকূল-ভাব উঠিয়াছে মনে॥
ভিতরে কারণ তার আছে বিলক্ষণ।
পুঁথিতে বর্ণন করা নাহি প্রয়োজন॥
অতিথি সন্ন্যাসী জটাধারী ভস্মমাখা।
পাড়ায় কাহার সঙ্গে যদি হয় দেখা॥

অবশেষে টানাটানি হয় দুই জনে।
কখন ধরিয়া অঙ্গ কভু প্রাণে প্রাণে ॥
তবু যদি না মানিয়া ভক্ত করে ঘুম।
খেলাশাল দিলে ভেঙ্গে তবে ভাঙ্গে ঘুম ॥
শয্যাগত হয় নারী অর্থ যায় উড়ে।
মায়ার পুতুল-পুত্র-শোকে নাড়ী ছিঁড়ে ॥
দুরবস্থা-সহ পড়ে বিপদের ভার।
দিনের বেলায় দেখে দুনিয়া আঁধার ॥
শোকে তাপে জরা কায়া প্রাণ লয়ে টানে।
তখন শান্তির চিন্তা অভিলাষ মনে ॥
শান্তিদাতা প্রভুদেব দিয়া শান্তি-নীর।
আয়ত্তে আনিয়া ভক্তে করেন সুস্থির ॥
সেই হেতু ভক্তদের বিপদ বিস্তর।
শুন ভাগবত লীলা-মঞ্চের রগড় ॥
এখন গিরিশচন্দ্রে পূর্ণ আকর্ষণ।
কেমনে আনেন ঘরে শুন শুন মন ॥
ভক্ত-সংঘোটন কাণ্ড অতি সুমধুর।
গাইলে শুনিলে হয় মায়া-তম দূর ॥
বাগবাজারেতে এক অতি ধনবান।
ধার্ম্মিক সুশীল শান্ত নন্দ বসু নাম ॥
প্রাসাদ-সদৃশ বাড়ী দশবিঘা ঘেরে।
দশমহাবিদ্যার মূরতি ছবি ঘরে ॥
ভক্তের মুখেতে কথা করিয়া শ্রবণ।
প্রভুর হইল বড় দেখিবারে মন ॥
কতিপয় ভক্ত-সঙ্গে প্রভুদেবরায়।
উপনীত একবারে হইলা তথায় ॥
যখন যেখানে হয় শ্রীপ্রভুর পাট।
তখন সেখানে বসে মানুষের হাট ॥
কানে কানে শুনিয়া কতই লোক আসে।
পতিত-পাবন প্রভু দরশন-আশে ॥
মনোবাঞ্ছা যাঁর যেন করিয়া পূরণ।
উঠিলেন প্রভুদেব ভক্ত-বিনোদন ॥
মহাভক্ত বলরাম বসু জমিদার।
আসিবেন তাঁর ঘরে বাসনা তাঁহার ॥

মহাপুণ্যময় বাটী নহে অতি দূর।
সঙ্গেতে নারাণচন্দ্র ভকত প্রভুর ॥
ধরিয়া শ্রীহস্ত ধীরে চলে সাবধানে।
যেন নাহি লাগে ব্যথা প্রভুর চরণে ॥
কোমল প্রভুর তনু কোমল চরণ।
কিঞ্চিৎ হাঁটিলে কষ্ট হয় বিলক্ষণ ॥
কোমলত্ব শ্রীঅঙ্গের নহে কহিবার।
কমলের কোমলত্ব মিছার কি ছার ॥
কোমল শ্রীপদ দেখি জলজ কমলে।
কণ্টকিত কায়ে ভাসে দরিয়ার জলে ॥
বলা কিছু বেশী নয় সত্য কথা মন।
কোমল পদ্মের চেয়ে প্রভুর চরণ ॥
চরণের কোমলত্ব দিনু পরিচয়।
হৃদয় কোমল কত কহিবার নয় ॥
তুলনাই নাই তার না দেখি না শুনি।
আভাস কিঞ্চিৎ দেয় সদ্যজাত ননী ॥
অল্পতাপে জলবৎ হয় যে প্রকার।
তেমতি শ্রীপ্রভুদেব করুণাবতার ॥
কাঙ্গালের কষ্টতাপ ঈষৎ দেখিলে।
কোমল হৃদয়খানি একেবারে গলে ॥
উথলিয়া জলরাশি চক্ষুর দুয়ারে।
গণ্ডবুক বেয়ে ধারা ধরার উপরে ॥
অবতারে শ্রীপ্রভুর এতই রোদন।
কাঁদিবার তরে যেন ধরায় গমন।
কেন তাঁর এত কষ্ট এতেক যাতনা।
কামিনী-কাঞ্চনে যাঁর বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা ॥
ছার যাঁর ধন-মান যশের পুঁটুলি।
মানামান আত্মসুখ বাসনার থলি ॥
নাহি যাঁর তিলাদপি ভবের বন্ধন।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু নন্দিনী নন্দন ॥
নাহি যাঁর আদতেই রিপুর তাড়না।
সুবিমল মনখানি মুক্ত ষোল আনা ॥
নাহি যাঁর শরীরেতে তিলার্দ্ধ আদর।
দেহে মনে রেতে দিনে রহে স্বতন্তর ॥

ক্রতপদসঞ্চালনে পরম হরিষে।
যেথা প্রভু গুণমণি বসুর আবাসে॥
সম্মুখেতে শ্রীপ্রভুর বসিলেন গিয়া।
প্রভুর পরমানন্দ গিরিশে দেখিয়া॥
জিজ্ঞাসে গিরিশচন্দ্র প্রভুগুণধরে।
গুরু কি প্রকার বস্তু গুরু বলে কারে॥
উত্তর হইল ভক্তে চিরকেলে চেনা।
গুরু কি কেমন জান যেমন কোট্‌না॥
মিলাইয়া ইষ্ট গুরু নাহি রহে আর।
তোমার হয়েছে গুরু কি চিন্তা তোমার॥
শ্রীবাক্যে বিশ্বাস ভরা কহিলেন পিছে।
তোমার মনেতে মাত্র এক বাঁক আছে॥
গিরিশ বিস্মিত শুনি শ্রীবাক্য প্রভুর।
সভয়ে জিজ্ঞাসে কিসে বাঁক হবে দূর॥
করুণ-ভাষায় তাঁরে কহিলা গোঁসাই।
অচিরে হইবে দূর চিন্তা কিছু নাই॥
এতেক অবধি কথা শেষ অতঃপর।
ভক্তিভরে প্রভুদেবে করি নমস্কার॥
ঘরে ফিরে আপনার চলেন গিরিশ।
অন্তরে আনন্দ ভরা পরম হরিষ
কভু নহে অনুভব এমন উল্লাস।
শ্রীবাক্য হইল এত অন্তরে বিশ্বাস॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব ভক্তের আগারে।
চলিতেছে ক্রমান্বয়ে প্রতি শনিবারে॥
এই বারে আয়োজন করিলেন রাম।
চাঁই-ভক্ত শ্রীপ্রভুর মহাভাগ্যবান॥
ছুটিল চৌদিকে বার্ত্তা তড়িতের ন্যায়।
প্রভুভক্ত দূরে কাছে যে রহে যেথায়॥
বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর গিরিশ নূতন।
পত্রের দ্বারায় তাঁরে ভক্ত কোন জন॥
সংবাদ পাঠায় কোন ভক্তের আদেশে।
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব রামের আবাসে।
যথাদিনে গিরিশের সচঞ্চল মন।
যাই কি না যাই মনে করে আন্দোলন॥
শ্রীপ্রভুর আকর্ষণ বড়ই প্রবল।
ঠিক যেন এক টানা প্রলয়ের জল॥
কার সাধ্য করে রোধ এ টানের চোটে।
গেল দিন বসিলেন সূর্য্যদেব পাটে॥
সন্ধ্যার পরেই যবে কিছু হয় রাতি।
সে সময়ে শ্রীপ্রভুর উৎসবের রীতি॥
গিরিশ চঞ্চল বড় মঞ্চের ভিতর।
বাহিরে আসিয়া পথে ক্রমে অগ্রসর॥
ক্ষণে ক্ষণে যায় পুনঃ থামে ক্ষণে ক্ষণে।
পূর্ণিত হৃদয়খানি মহা অভিমানে॥
নিজে গণ্য-মান্য লোক সহর ভিতর।
স্বভাবে না জানে যেতে অপরের ঘর॥
প্রাণান্তেও নতশির কারো কাছে নয়।
সমাজ-সম্পর্কে যদি গুরুজন হয়॥
তাহে মহোৎসবে যাঁর ভবনে গোঁসাই।
কখন তাঁহার সঙ্গে আলাপন নাই॥
ইতি উতি ভাবিতে ভাবিতে উপনীত।
রামের আবাস যেথা তার সন্নিহিত॥
সুরেন্দ্রের সঙ্গে রাম বাহির-দুয়ারে।
আসিছে গিরিশ ঘোষ পায় দেখিবারে॥
উভয়েই সকৌতুক দেখিয়া ঘটনা।
নাট্যকার শ্রীগিরিশ সকলের চেনা॥
বেশ্যা লয়ে ব্যবসায় সুরা করে পান।
ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্যক্তি সাধারণে জ্ঞান॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে আসিছে সে জন॥
উভয় সুরেন্দ্র রামে সবিস্ময় মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণে গিরিশে লইয়া।
বসাইয়া দিল রাম ভিতরেতে গিয়া॥
অতি অল্প পরিসর রামের প্রাঙ্গণ।
যেইখানে প্রভুদেব ভক্ত-বিনোদন॥
করিছেন সংকীর্ত্তন উন্মত্তের পারা।
সেইমত মত্ত ভক্ত সঙ্গে আছে যারা॥
পূর্ণানন্দময়ে ঝরে আনন্দ কেবল।
প্রতিভাতে যায় ভক্তে আনন্দে বিহ্বল॥

হীরকের খণ্ড যথা ঝল মল করে।
পাইয়া আলোর রেখা দেহের উপরে ॥
ভবনে প্রবেশমাত্র গিরিশ মোহিত।
দিব্য ভাবানন্দে হয় অন্তর পূরিত ॥
অপূর্ব্ব প্রভুর নৃত্য হয় সে সময়।
নৃত্যের মাধুরী কথা কহিবার নয় ॥
হুঙ্কারিয়া কভু নৃত্য সিংহের প্রতাপে।
ধরা করে টল টল শ্রীচরণচাপে ॥
ভাবে ভরা মাতোয়ারা অতুল বিক্রম।
মহাশ্রম তবু নহে অনুভব শ্রম ॥
যষ্টির মতন কভু শ্রীঅঙ্গ নিশ্চল।
কভু কাঁপে পাণিদ্বয়, কভু চক্ষে জল ॥
সুমন্দ মধুর হাসি কভু কভু খেলে।
অপূর্ব্ব লাবণ্যসহ শ্রীমুখমণ্ডলে।
কভু খুলে পড়ে বাস সংজ্ঞা নাহি গায়।
নিকটে সতর্ক ভক্ত কটিতে জড়ায় ॥
কভু কাঁচা-ঘুমে-উঠা বালকের মত।
বার আনা ঘোরে ঘোরে সিকি জাগরিত ॥
বলেন সুদীর্ঘ ভাবে বাক্য জড় জড়।
হুঁশ আছে এই বটে রয়েছে কাপড় ॥
পুনরায় প্রভুরায় এই বাহ্যহারা।
পরক্ষণে কখন বা উন্মত্তের পারা ॥
মাতোয়ারা ভাবে নৃত্য লাফে কাঁপে মাটি।
খোল করতাল বাজে তালে খুব খাঁটী ॥
কভু অঙ্গ ঢলে এত ভাবের বিভোরে।
পড়ি পড়ি ভাব কিন্তু ভূমে নাহি পড়ে ॥
কখন মধুর কণ্ঠে করেন কীর্ত্তন।
আঁকর রচিয়া তায় নূতন নূতন ॥
কভু কোন মত্ত ভক্ত ভূমিতে পড়িয়া।
জাগায়ে উঠান তার বুকে হাত দিয়া ॥
পরক্ষণে নৃত্যগীত পূর্ব্বের মতন।
দেখিলে শুনিলে ধ্রুব মুগ্ধ প্রাণ মন ॥
হইলেও সুকঠিন কুলিশের প্রায়।
দ্রবিয়া গলিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর পায় ॥

নৃত্যগীতে জন্ম দেন নিজে নাট্যকার।
বীণাকণ্ঠী অভিনেত্রী লয়ে থিয়েটার ॥
প্রিয়তম বরপুত্র কল্পনাদেবীর।
চিত্তখানি আঁকাপট স্বভাব ছবির ॥
সামাজিক রীতিনীতি পাতি পাতি পড়া।
সমুজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ-ছাড়া ॥
অভিমানি-চূড়ামণি-নির্ভয়-আচার।
ধরা-বেড়া ছাতি হৃদে ভরা অহঙ্কার ॥
তীরের স্বভাব নহে ধনুকের মত।
মদ দেখি মূর্ত্তিমান মদ পরাভূত ॥
এহেন গিরিশ ঘোষ বিনা নিমন্ত্রণে।
ত্রস্তচিত উপনীত রামের ভবনে ॥
বুদ্ধিহত একবারে বিমোহিত মন।
সংকীর্ত্তন শ্রীপ্রভুর করি নিরীক্ষণ ॥
মনে মনে করে আশ পরশন করি।
অভয় চরণ-রজঃ মস্তকেতে ধরি ॥
অচল অপেক্ষা গুরু তনু অহংকারে।
লোক-লজ্জা-ভয়ে কাছে যাইতে না পারে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভকত-বৎসল।
মোহিলা সকলে পাতি মোহনিয়া বল ॥
বিহ্বল সকলে যেন নেশায় আতুর।
গিরিশ যেথায় নেচে আইলা ঠাকুর ॥
আবেশে বিভোর অঙ্গ পড়ে যেন ঢলে।
খেলে অপরূপ কান্তি বদনমণ্ডলে ॥
গিরিশের সাধ পূর্ণ সময় পাইয়া।
মাথায় ধরিল রজঃ পদ পরশিয়া ॥
চকিতের মধ্যে কার্য্য করি সমাধান।
প্রাঙ্গণের মাঝে প্রভু করিলা পয়ান ॥
যেইখানে ভক্তগণ ভাবে মাতোয়ারা।
করিতেছে নৃত্য-গীত প্রায় বাহ্যহারা ॥
বুঝিতে নারিনু কিছু শ্রীপ্রভুর কল।
যে কলে ধরেন মাছ না ছুঁইয়া জল ॥
যার যেন সাধ পূর্ণ হয় সেইমত।
হাটের মাঝেতে কর্ম্ম লোকে অবিদিত ॥

নিষ্ঠা-ভক্তি-যুক্ত গৃহী ভক্তবর রাম।
বিশ্বাস-শক্তির বলে মহা বলবান॥
এক লক্ষ্যে প্রভু-পদে সদা তাঁর মন।
মূল জ্ঞান একা প্রভু আরাধ্যের ধন॥
প্রভু ভিন্ন অন্য কিছু না জানেন আর।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ চরণে তাঁহার॥
ভোজনান্তে বৈঠকখানায় পুনঃ মেলা।
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর হয় রঙ্গ-লীলা॥
পরস্পর নানা কথা হয় নানা ভাবে।
জিজ্ঞাসে গিরিশ এক কথা প্রভুদেবে॥
আমার যে আছে বাঁক যাবে কি নিশ্চয়?
অবশ্য যাইবে বলিলেন দয়াময়॥
বিশেষ প্রত্যয়হেতু পুছে পুনরায়।
অবশ্য যাইবে পুনঃ কন প্রভুরায়॥
আবার তৃতীয়বার কহিবার পরে।
কোন ভক্ত রুষ্ট হয়ে ঘোষের উপরে॥
কর্কশ ভাষায় তাঁর উত্তরেতে কয়।
বারেক বলিলে যাঁর প্রত্যয় না হয়॥
শতবার বলিলেও এক ফল তার।
বলিলেন যাবে বাঁক কেন কথা আর॥
ধমকে চমক খেয়ে বুঝিল তখন।
বুদ্ধিমান শ্রীগিরিশ আপনার ভ্রম॥
পুলকিতকলেবর ফিরিলেন ঘরে।
প্রভুদেবে তোলাপাড়া মনে মনে করে॥
এখানে উৎসব সাঙ্গ করি গুণমণি।
দক্ষিণসহর মুখে চলিলা তখনি॥
প্রভুদেব ভক্তগণে কহেন প্রত্যূষে।
গিরিশের ভক্তিগাথা পরম উল্লাসে॥
গিরিশ বিশ্বাসী বড় ভক্তিমান জনা।
বুদ্ধিবল পাঁচসিকা আর এক আনা॥
বলিতেন প্রভুদেব সবার নিকটে।
গিরিশের পাঁচসিকা বুদ্ধিবল ঘটে॥
মথুরের ছিল বুদ্ধি মাত্র বার আনা।
বাদ-বাকি সাধারণে পাই অণু-কণা॥
ভক্তগণে জানে কিন্তু বিপরীত তাঁয়।
নেশা-সুরা-প্রিয় বেশ্যালয়ে ব্যবসায়॥
এখানেতে গিরিশের নিদ্রা নাই মোটে।
এপাশ ওপাশ শুধু শয়নের খাটে॥
আছে এবে কিছু বুদ্ধি সবিস্ময় মন।
অপরূপ শ্রীপ্রভুর দেখি সংকীর্ত্তন॥
নয়ন-বিনোদ ঠাম প্রেমে মাতোয়ারা।
দুর্দ্দান্ত-পাষণ্ড-হৃদি বিমোহিত করা॥
বীণা-জিনি বাণী-কণ্ঠে সুমধুর স্বর।
দিব্য ভাবে পরিপূর্ণ দিব্য কলেবর॥
মন-আকর্ষণ-শক্তি বহে মূর্ত্তিমান॥
মানুষে সম্ভব নয় বিনা ভগবান॥
আমি এ গিরিশ ঘোষ বিমোহিলা মোরে।
শ্রীগুরু ব্যতীত শক্তি সাধ্য কার করে॥
এত ভাবি শয্যা থেকে উঠিয়া সকালে।
দক্ষিণসহর মুখে দ্রুতগতি চলে॥
বিস্ময় কৌতুকানন্দে হৃদয় পূরিত।
শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর হয় উপনীত॥
গিরিশে দেখিয়া প্রভু সহরষে কন।
সকালে তোমার কথা হয় উত্থাপন॥
মাইরি হইতেছিল এইমাত্র সায়।
তুমিও হাজির হেথা কালীর ইচ্ছায়॥
আজিকার ঘটনায় প্রভুর মন্দিরে।
বুদ্ধিমান শ্রীগিরিশ পারে বুঝিবারে॥
অন্য কেহ নন প্রভু পরম-ঈশ্বর।
লীলা-হেতু ধরাধামে নর-কলেবর॥

বন্দ ভগবান ইষ্টে, বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণে,
ভক্তিভরে বন্দ গুরুমায়।
বন্দ পারিষদগণে, আগত প্রভুর সনে,
লীলাহেতু এখানে ধরায়॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আদি করি, কি সন্ন্যাসী কি সংসারী,
যেরূপে যে তারে যে যেথায়।

প্রভুর মধুর কণ্ঠে ভক্তিমাখা গীত।
তালে তালে নৃত্য সহ ভক্তের সহিত॥
অতি অপরূপ দৃশ্য অতুল ভুবনে।
দেখিলে এ দেহ গেল তবু থাকে মনে॥
শুন কই যথাসাধ্য থাকিতে না পারি।
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তন-মাধুরী॥
মরি কি সুন্দর দৃশ্য মন-ধরা ফাঁদ।
ভক্তবর্গে ঘেরা প্রভু অকলঙ্ক চাঁদ॥
মাতোয়ারা মহাশক্তি শ্রীঅঙ্গেতে খেলে।
নয়ন-বিনোদ ভাতি শ্রীমুখমণ্ডলে॥
আজানুলম্বিত ভুজ তেন প্রসারণ।
ধনুকেতে ছাড়ে বাণ ধানুকী যেমন॥
মনে গীতে দেহে বহে তেজ এক ধারা।
নৃত্যে চরণের চাপে কাঁপে বসুন্ধরা॥
বারে বারে খুলে পড়ে কটির বসন।
বাহ্যিক গিয়ান-হারা কখন কখন॥
কখন অচল-সম শ্রীঅঙ্গ সুস্থির।
কভু কাঁপে পাণিদ্বয় কভু চক্ষে নীর॥
তার সনে ক্ষরে হাসি মৃদু-মন্দ বেগে।
বৃষ্টির সময় যেন সৌদামিনী মেঘে॥
চলে কভু তনু যেন ননীর গড়ন।
শ্রীপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত যেই জন॥
পরম যতন ভরে ধরে তুলে তুলে।
এ সময় যার তার স্পর্শ নাহি চলে॥
পরশ করিলে কেহ অনাচারী জন।
প্রভুদেব করিতেন চীৎকার বিষম॥
সেই হেতু শুদ্ধ-আত্মা আপনার জন।
নিকটে থাকিত অঙ্গরক্ষার কারণ॥
ভাবে মত্ত বহু ভক্ত কীর্ত্তনে হেথায়।
কেহ হাঁসে কাঁদে কেহ ভূমিতে লুটায়॥
বিজয় গোস্বামী ব্রাহ্ম শ্রীপ্রভুর কাছে।
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বাহু তুলে নাচে॥
কখন প্রভুর মত্ত ভাবেতে বিহ্বল।
টলে পড়ে শুষ্ক তনু চক্ষে ঝরে জল॥
লম্ফদানে বাদ্যকর মৃদঙ্গ বাজায়।
হাত ফেটে পড়ে রক্ত গ্রাহ্য নাহি তায়॥
যাদু-মুগ্ধ সম ধারা দর্শকের মালা।
নীরব হইয়া সব দেখে রঙ্গ-লীলা॥
এইরূপে সংকীর্ত্তন তিন দণ্ড প্রায়।
ক্রমে সম্বরেন শক্তি প্রভুদেবরায়॥
বিভোর শ্রীঅঙ্গ ধরি ভক্তগণ লয়ে।
স্থানান্তরে প্রভুবরে বসাইল গিয়ে॥
কেহ বা করেন সেবা ব্যজনের বায়।
কেহ বা শীতল জল আনিয়া যোগায়॥
প্রকৃতিস্থ কিছু পরে শ্রীপ্রভু যখন।
মহিম প্রস্তুত কৈল ভোজন-আসন॥
ভক্তগণ কাছে পাশে বসিলা গোঁসাই।
আয়োজন বলিবার কোন শক্তি নাই॥
ফল মূল আদি করি লুচি তরকারি।
অগণন ব্যঞ্জন সুতার রকমারি॥
তাজা তাজা ভাজি কত নাহি ধরে পাতে
দেড় গণ্ডা রকমের অম্বল পশ্চাতে॥
নানা জাতি মিষ্ট দধি ক্ষীর কটরায়।
যাঁর যাহা রুচি-প্রিয় তাই দেন তাঁয়॥
সৌরভ শীতল জল অতি তৃপ্তিকর।
কতই মসলা ছাঁচি পানের ভিতর॥
ভাগ্যবান মহিম প্রচুর আয়োজনে।
ভগবানে ভিক্ষা দিল ভক্তগণ সনে॥
ভোজনান্তে প্রভুদেব স্বতন্তর ঘরে।
উপবিষ্ট পাথরের আসন-উপরে॥
একে একে দর্শকেরা চলিল সবাই।
না কুলায় সকলের বসিবার ঠাঁই॥
অনেকে দণ্ডায়মান আছেন দুয়ারে।
যতনে পাতিয়া আঁখি প্রভুর উপরে॥
মোহনত্ব শ্রীপ্রভুর খেলে গোটা গায়।
ছাড়িয়া তাঁহারে কেহ যাইতে না চায়॥
সুন্দর প্রভুর ঠাম মনোবিমোহন।
রঙ্গ-রস-ভাবে হয় কথোপকথন॥

গৃহী ও সন্ন্যাসী বিবিধ ভক্তের মিলন

[কালী মুখুয্যে, বিহারী, হরিপদ, হুটুকো-গোপাল, তেজচন্দ্র, প্রমথ, পল্টু, বিনোদ সোম, যজ্ঞেশ্বর, ক্ষীরোদ, সুবোধ, চুনিলাল, নবগোপাল কবিরাজ, তারক ঘোষাল, ছোট নরেন্দ্র, উপেন্দ্র, কিশোরী গুপ্ত, হারাণ, গোলাপ সিং]

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

শ্রীপ্রভুর অবতারে মহিমা অপার।
সুমূর্খ পামরে শক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
সার্ব্বভৌম ভাব তাঁর বিশ্বগুরুবেশ।
সর্ব্বত্রে সমানভাবে করুণা অশেষ ॥
এবারে তারক ব্রহ্ম রামকৃষ্ণনাম।
পশ্চাতে লীলায় পাবে ইহার প্রমাণ ॥
মূর্ত্তিমান রামকৃষ্ণ নামের কৃপায়।
গুরুরূপে এই নাম ব্যাপিবে ধরায় ॥
প্রভুর পূজায় মত্ত হবে ঘরে ঘরে।
ত্রাণের কারণ ভবজলধির নীরে ॥
বিনা রামকৃষ্ণনাম অনন্য-উপায়।
প্রত্যক্ষ বুঝিবে তত্ত্ব পশ্চাৎ লীলায় ॥
বেগবতী যবে নদী বরিষার কালে।
কত শত তৃণ কুটি ভেসে যায় জলে ॥
ভাসিয়া যাইতে নিজে তৃণ ভাল পারে
কিন্তু যদি ক্ষুদ্র পাখী তাহার উপরে ॥
আসিয়া আশ্রয় লয় বসিয়া তাহায়।
অক্ষম ধরিতে ভার দুয়ে ডুবে যায় ॥
সেই মত সাধু ভক্ত সিদ্ধ যেই জন।
আপনি ভাসিয়া চলে তৃণের মতন ॥
অপরে লইয়া পৃষ্ঠে যাইতে না পারে।
সিন্ধুমুখে বেগবতী তটিনীর নীরে ॥
কিন্তু বাহাদুরে মাজ দীর্ঘে প্রস্থে বড়।
প্রতি পরিমাণু গায়ে সবল সুদৃঢ় ॥
নদীর স্রোতেতে যায় ভাসিয়া যখন।
তাহাতে আশ্রয় যদি লহে লোক-জন ॥
অনায়াসে বহে ভার যায় অবহেলে।
দ্রুতগতি তটিনীর বেগবতী জলে ॥
সেইরূপ ভগবান যবে অবতারে।
পদতরী দিয়া ভবসিন্ধু-পারাপারে ॥
কতই লইয়া যান সংখ্যা নাহি তার।
লাঘব করিয়া গুরু ধরণীর ভার ॥
এবে অবতার প্রভু বিশ্বগুরু নিজে।
সর্ব্বশক্তিমান বিভু দীনতার সাজে ॥
অপার করুণারাজি শ্রীঅঙ্গেতে ভরা।
নিঃশব্দে লইয়া যান সসাগরা ধরা ॥
এখন প্রত্যক্ষ চক্ষে নাহি যায় দেখা।
লীলার ভিতরে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে লেখা ॥
বিধিমতে সময়ে পাইবে সমাচার।
রামকৃষ্ণ-লীলা ইহা লীলার ভাণ্ডার ॥
রাম কৃষ্ণ কিংবা অন্য অন্য অবতারে
হাঁক ডাক বাজে ঢাক বিষম সমরে ॥
এবে তবে শব্দহীনে প্রভুর গমন।
কি কারণ জিজ্ঞাসিতে পার তুমি মন ॥

শ্রীপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গগণাদিনিকর।
ভক্ত-আখ্যা যাঁহাদের পুঁথির ভিতর॥
দুই চারি উচ্চবয়ঃ প্রবীণ আকার।
অবশিষ্ট অল্পবয়ঃ বালক কুমার॥
কি হেতু এমন যদি জিজ্ঞাসিলে মন।
ভিতরে সুন্দর তত্ত্ব শুন বিবরণ॥
ভয়ানক কাল যবে প্রভু অবতার।
ধরাধামে অবিদ্যার পূর্ণ অধিকার॥
তমাচ্ছন্ন দিশি পথ নাহি যায় দেখা।
ধর্ম্মের আলোক যেন বিজলীর রেখা॥
বিভীষিকাময়ী ধরা ঘেরা অবিদ্যায়।
সভয়-অন্তর ভক্ত আসিতে না চায়॥
তাই প্রভু সর্ব্ব অগ্রে আপনি আসরে।
প্রভু-প্রিয়ভক্তগণ ক্রমে পরে পরে॥
যদি প্রভু বিশ্বপতি সৃষ্টির কারণ।
যদি এই ভক্তবর্গ অন্তরঙ্গগণ॥
তবে আসিবারে কেন সভয় অন্তর।
জিজ্ঞাসিলে যদি তবে শুনহ উত্তর॥
ধরায় সংসারাশ্রম সুবিষম ঠাঁই।
ত্রিতাপ-অনলে তপ্ত লোহার কড়াই॥
ভীষণ প্রবেশদ্বার কেবল যাতনা
তদুপরি শারীরিক রোগের তাড়না॥
বিমল ভক্তের দেহ পবিত্র আধার।
কি কারণে রোগ শোক তাপের সঞ্চার
উত্তর—বহ্নির কাছে যেবা আগুয়ান।
কোথায় কে পায় বল তাপের এড়ান॥
বলিতেন প্রভুদেব বিধির বিধাতা।
পাঁচভূতে এই দেহ রহে জোড়া গাঁথা॥
পঞ্চভূতময় দেহ ফাঁদ সুবিষম।
দেহ ধরি নিজে ব্রহ্মা করেন রোদন॥
হেন ধর্ম্মযুক্ত দেহ করিলে আশ্রয়।
অনিবার্য্য রোগ-শোক কর দিতে হয়॥
দেহের যে ধর্ম্ম তাহা সর্ব্বত্রে সমান।
দেহধারী যদি বিভু না যান এড়ান॥

পাপময় ধরাপুরীমধ্যে ভক্তগণ।
পাপমতি জীব সঙ্গে সদা বিচরণ॥
সংসারীর পাপ-অন্ন করিয়া আহার।
ভক্তের দেহেতে তাই তাপের সঞ্চার॥
পারার স্বভাব পাপে যদি পড়ে পেটে।
ছাপা নাহি রহে দেহে রোগরূপে ফুটে॥
ভক্তগণ সঙ্গে বিভু কেন আগুসার।
উদ্দেশ্য করিতে লঘু ধরণীর ভার॥
পাপ লয়ে অন্তরঙ্গগণ পারিষদ্।
পদে পদে প্রত্যেকের বিবিধ বিপদ॥
লীলার ভিতরে আর দ্বিতীয় কারণ।
অল্পবয়ঃ বালক কি হেতু ভক্তগণ॥
শুন কই খুলে বলি লীলাতত্ত্ব সার।
ভক্ত-সংঘোটন-কাণ্ড অমৃত-ভাণ্ডার॥
এখন কলির লোক করে মনে মনে।
কামিনী-কাঞ্চনভোগ করিয়া যৌবনে॥
উপযুক্ত যবে পুত্র বার্দ্ধক্যদশায়।
বিষয়-সম্পত্তি আদি ভার দিয়া তায়॥
বন্দোবস্ত পোষ্যদের করি বিলক্ষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শেষে সাধন-ভজন॥
সংসারীর আন্ বুদ্ধি বিধি-বিড়ম্বনা।
যা হবার নহে করে তাহার বাসনা॥
সবার প্রত্যক্ষ দেখা আছে চিরকাল।
হাতে না মাখিয়া তেল ভাঙ্গিলে কাঁঠাল॥
ফলেতে বিস্তর আঠা লাগে গোটা হাতে।
অজ্ঞানে করিয়া কর্ম্ম জঞ্জাল পশ্চাতে॥
সেইমত জ্ঞান ভক্তি না করি অর্জ্জন।
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যেই জন॥
সংসারে প্রবেশ করে মায়ার আঠায়।
সুনিশ্চিত জড়ীভূত আপনা মজায়॥
সংসার-সমরক্ষেত্রে ঢুকে যেই জনা।
আগম নিগম তার দুই চাই জানা॥
নিগমে অবিজ্ঞ জনে সংসারেতে আসা।
ধ্রুব অভিমন্যুর মত হয় তার দশা॥

যোগীনমাতার যেইখানে পিত্রালয়।
পরস্পর প্রতিবাসী আছে পরিচয়॥
ব্রাহ্মণীর শোকাতুরা দেখিয়া অবস্থা।
সান্ত্বনার হেতু কয় ধরমের কথা॥
এখানে ধর্ম্মের কথা নাহি অন্য আর।
একমাত্র শ্রীপ্রভুর মহামহিমার॥
পূর্ব্বাবধি মহন্নাম ছিল সংগোপনে।
ব্রাহ্মণীর হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে॥
ঢাকা ছিল মাত্র মহামোহে দুহিতার।
মেঘের আড়ালে যেন অঙ্গ চন্দ্রিমার॥
উড়িল সে ঘন মেঘ দুহিতার কায়া।
এখন কিঞ্চিৎ আছে একটুকু ছায়া॥
বসিল সতেজে নাম প্রাণের ভিতর।
দরশনে চলিলেন দক্ষিণসহর॥

মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর ব্রাহ্মণের মেয়ে।
সময় আগত যেন পথ-পানে চেয়ে॥
আছেন শ্রীপ্রভুদেব তাঁহার কারণ।
সুমধুর কথা অতি ভক্ত-সংযোটন॥
গুণমণি মন্দিরের বাহিরে বেড়ান।
যে পথে ব্রাহ্মণী আসে আকুল পরাণ॥
ক্রমাগত বিলাপ করিয়া দুহিতার।
মরিয়া গিয়াছে চণ্ডী কে আছে আমার॥
শুনিয়া বিলাপবাক্য প্রভু গুণধর।
হাসিয়া নাচিয়া কৈলা তাঁহারে উত্তর॥
আপনার বলিতে জগতে নাহি যার।
তাহার আছেন হরি পারের কাণ্ডার॥
সর্পবিষে যেন রোগী গেছে ঢলে পড়ে।
হঠাৎ জাগিয়া উঠে মন্তরের জোরে॥
সেই মত শোক-বিষে জারা তনুখানি।
ব্রাহ্মণী চমক্ অঙ্গ শুনিয়া শ্রীবাণী॥
ছুটিল শোকের জ্বালা শীতল অন্তরে।
পাছু পাছু প্রবেশিল প্রভুর মন্দিরে॥
বুঝিয়া ভক্তের দশা প্রভু ভগবান।
ভাবেতে বিভোর অঙ্গ ধরিলেন গান॥

"আপনাতে আপনি থেক মন
যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম-ধন ঐ পরশমণি,
যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে,
চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥"

গীতের মাধুরী আর মর্ম্মার্থ ইহার।
শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর হৃদয়মাঝার॥
তখনি বসিল এঁটে খুলে সাত তালা।
তাড়াইয়া দুহিতার বিরহের জ্বালা॥
পাতালে মাটির নীচে লৌহময় ঘর।
স্বপনেও যেথা নাই আলোর খবর॥
যেখানে কখন নাই পবন-সঞ্চার।
আঁধার আঁধার মাত্র নিবিড় আঁধার॥
দৈব ঘটনায় যদি সেই খানে হয়।
জগৎ-লোচন সূর্য্যদেবের উদয়॥
তখনি পালায় তমঃ নাহি রহে আর।
আলোকিত দশভিত যা ছিল আঁধার॥
তেমতি করিল হেথা গীতে শ্রীপ্রভুর।
মায়াঢাকা ব্রাহ্মণীর অন্তরের পুর॥
ব্রাহ্মণী প্রার্থনা করে শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
যেমন মায়ার বাড়ি আর নাহি খাই॥
ভক্তি দিয়া কর রক্ষা আকুলা অধমে।
হইনু শরণাপন্ন অভয়-চরণে॥
ভক্তির প্রার্থনা শুনি প্রভু ভগবান।
গাইতে লাগিলা গীত ভক্তির আখ্যান॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
প্রভুর নিকটে এল গেল অগণন॥
কিন্তু কেহ করিল না ভক্তির প্রার্থনা।
নিজের কেবল তাঁর আপ্তগণ বিনা॥
প্রভুর গণের মধ্যে ব্রাহ্মণের মেয়ে।
ভক্তির কুঠরি তাঁর দিলেন খুলিয়ে॥

সেইমত প্রতিপণ করিনু হেথায়।
কালীরে কহাব আমি তোমার দ্বারায়॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের নিকটে তাঁর নাহি রহে পণ॥
মৌন রহি কিছুক্ষণ বলিলেন পরে।
ঝটিতি প্রবেশ কর কালীর মন্দিরে॥
মনের বাসনা যাহা জানাও তাঁহায়।
অবশ্য হইবে পূর্ণ কালীর কৃপায়॥
চলিলা নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া শ্রীবাণী।
যে মন্দিরে বিরাজেন জগৎ-জননী॥
নিরখিয়া মায়ে দুঃখ ভুলিয়া সকল।
ঢালিতে লাগিলা খালি দুনয়নে জল॥
পশ্চাতে প্রার্থনা কৈলা অনুরাগভরে।
বিবেক-বৈরাগ্য মাতা ভিক্ষা দেহ মোরে॥
অশ্রুজলে মাখা আঁখি ফিরিলা সত্বর।
তমোহর বিশ্বগুরু প্রভুর গোচর॥
কি মাগিলে প্রভুদেব জিজ্ঞাসিলে পরে।
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ভরা বাক্য নাহি সরে॥
গদগদস্বরে কন প্রেমিক সন্ন্যাসী।
বিবেকবৈরাগ্যদ্বয় যাহা ভালবাসি॥
বড় খুসি প্রভুদেব শুনিয়া উত্তর।
করিতে লাগিলা নৃত্য আনন্দ-অন্তর॥
যেন ভোলা যোগেশ্বর বাঘাম্বরধারী।
ত্যাগ-যোগ-তত্ত্ব-তোষ চিতাস্থলচারী॥
ত্যাগী জনে বড় তুষ্ট প্রভু গুণধর।
প্রাণের অধিক তাঁরে মমতা আদর॥
কহিতে ত্যাগের কথা খুসি প্রভুরায়।
ত্যাগ-উপদেশ উক্তি কথায় কথায়॥
বিশেষে সংসারী যারা সংসার-আশ্রমে।
মহোল্লাসে করে বাস ত্রাস নাহি মনে॥
সঙ্গে লয়ে সর্ব্বদাই দিবা-বিভাবরী।
কামিনী-কাঞ্চনদ্বয় কাল-বিষধরী॥
কামিনী-কাঞ্চনে খালি সংসার-আশ্রম।
তিয়াগিয়া দূরে থাকা সংসারে কেমন॥
জিজ্ঞাসিলে যদি কথা শুন সবিশেষ।
উপায়-বিধান কিবা দিলা পরমেশ॥
অবিদ্যা লইয়া বাস সংসারের মাঝে।
সাবধান যেন তাহে মন নাহি মজে॥
শ্রীগুরু-চরণে মগ্ন রাখি মনখানি।
হাতে-পায়ে কর কর্ম্ম হইবে না হানি॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়-যোগ ইন্দ্রিয়েতে মন।
কর্ম্ম হয় এই তিনে হইলে মিলন॥
বিষয় হইতে মন রাখিয়া পৃথক।
কেমনে হইবে কর্ম্মী কর্ম্মেতে পারক॥
ইহার উত্তরে প্রভু দিলা দেখাইয়ে।
চিড়া কুটে আটপিঠে ছুতরের মেয়ে॥
বাম হাতে ভাজে ধান খোলার উননে।
দক্ষিণে করিছে কাজ ভয়ঙ্কর স্থানে॥
পদে পদে যেইখানে আশঙ্কার লেঠা।
গড়ের ভিতরে যেথা চিড়া যায় কুটা॥
ধান চিড়ে তুলে পাড়ে যথাস্থানে রাখে।
দুগ্ধপোষ্য ছাওয়ালেরে মাই দেয় মুখে॥
বুকের মাঝেতে ছেলে কোলের শয্যায়।
কাঁদিলে করিতে শান্ত কোলেতে নাচায়॥
সম্মুখে দণ্ডায়মান খদ্দেরনিচয়।
চিড়ার হিসাব সব সেই সঙ্গে হয়॥
বলিহারি বাহাদুরি অভ্যাস কেমন।
এক সঙ্গে নানা কর্ম্ম করে এক জন॥
মনখানি কিছু কিছু সকল বিভাগে।
গড়ের ভিতরে কিন্তু অধিকাংশ জাগে॥
পদে পদে যেই স্থলে আশঙ্কার লেঠা।
পড়িলে মুগুলি হাতে হাত যাবে কাটা॥
সেইমত সংসারীর অতি প্রয়োজন।
শ্রীগুরুচরণে রাখি অধিকাংশ মন॥
অতি অল্পমাত্র রবে সংসারের কাজে।
তাও যেন অবিদ্যায় কখন না মজে॥
সংসারী সতর্কভাবে রবে নিরবধি।
মায়া-মোহে মনে রক্ষা শ্রীপ্রভুর বিধি॥

সংসারীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় টাকাকড়ি
বিষয়-সম্পত্তি মান কুমার-কুমারী ॥
দিবারাত্রি থাকি লিপ্ত সংসর্গে সবার।
মায়ামোহ নষ্ট করা কঠিন ব্যাপার ॥
উপায়-বিধানে উক্তি বড়ই সুন্দর।
শুন কই দিলা যাহা শ্রীপ্রভু ঈশ্বর ॥
ধনাঢ্য লোকের ঘরে দাসীর মতন।
যাহাকে অনেক কর্ম্মে ভার সমর্পণ ॥
হাটে বাটে যায় কিনে যাহা দরকার।
লালে পালে মুনিবের কুমারী-কুমার ॥
মায়ের মতন ঠিক যতনের ভরে।
মল-মূত্র পরিষ্কারে ঘৃণা নাহি করে ॥
কিন্তু জানে মনে মনে এই টাকাকড়ি।
প্রাসাদের তুল্যমূল্য বালাখানা বাড়ী ॥
নন্দন-নন্দিনীগুলি দ্রব্য রাশি রাশি।
তার নয় মুনিবের সে কেবল দাসী ॥
তেমতি সংসারী রবে সংসার-আশ্রমে।
ধনীর দাসীর মত নিরাসক্ত-মনে ॥
বিশেষিয়া বিচারিয়া যুক্তি করি সার।
মালিক ঈশ্বর খালি কর্ম্মে তার ভার ॥
ত্যাগাভ্যাস সংসারীর অতি প্রয়োজন
আসক্তির ফাঁদে যেন নাহি পড়ে মন ॥
ত্যাগাভ্যাসে একমাত্র বিচার সহায়।
বিবেক-বিচার-বুদ্ধি অতি স্ফূর্ত্তি পায় ॥
বিবেক প্রশান্তভাবে পাইলে সুপথ।
তখন স্বতন্ত্র দুটি হয় সদসৎ ॥
বিবেক করিলে নিজ কার্য্য-সমাপন।
বৈরাগ্য আসিয়া সঙ্গে হয় সংমিলন ॥
দ্রুতগতি পবন যেমন গিয়া যুটে।
প্রজ্বলিত দীপ্তিমান বহ্নির নিকটে ॥
বিবেক-বৈরাগ্য যবে হৃদে বলবৎ।
তিয়াগ তখন পায় নিজ কর্ম্মে পথ ॥
তস্কর রিপুর গণ চর অবিদ্যার ॥
প্রবেশিতে নাহি পারে হৃদয়ের দ্বার ॥
যায় জ্বালা ত্রিতাপের বাড়বা-অনল।
দ্বেষ-হিংসা-মদাদির ভীষণ গরল ॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ-সেব্য কর্ম্মের প্রয়াস।
কনক-লতার ক্রমে অবিদ্যার ফাঁস ॥
ধীর স্থির চিরশান্তি অবিরত খেলে।
তাপহর তিয়াগের বিশ্বজয়ী বলে ॥
ব্যাপিয়া ভুবন গোটা মন ধরে কায়া।
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সর্ব্বজীবে দয়া ॥
ঐকান্তিক দৃঢ়ভক্তি শ্রীগুরুচরণে।
ইহাই কেবলমাত্র তিয়াগের মানে ॥
শিক্ষা দিতে জীবগণে ত্যাগের মরম।
অবতারে নরেন্দ্রের ধরায় জনম ॥
বিষম তিয়াগ তাঁর ঈশ্বরের তরে।
ক্রমশঃ কহিব কথা পুঁথির ভিতরে ॥
জ্বলন্ত বিশ্বাস ত্যাগে পায় দীপ্তিমান।
আলো করি হৃদয়ের অতি গুপ্তস্থান ॥
বিশ্বাসেতে অন্ধকার-সন্দ-বিমোচন।
বিভুর মোহন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ তখন ॥
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় লয় হয় সেইক্ষণে।
সঙ্গে লয়ে অহঙ্কার অরাতি ভীষণে ॥
একবারে নহে নষ্ট শুন পরিচয়।
কিছু কিছু থাকে দেহ যতক্ষণ রয় ॥
আগুনেতে ভস্মীভূত রজ্জুর মতন।
আকারেতে রহে মাত্র না চলে বন্ধন ॥
অহঙ্কার যতটুকু রহে বর্ত্তমান।
তখন তাহার হয় পাকা আমি নাম ॥
পাকা আমি দাস আমি প্রভুর আমার।
কাঁচা আমি আমি আমি মদ অহঙ্কার ॥
বড়ই সুন্দর দাস আমির চেহারা।
রহে আমি কিন্তু আমি জীবন্তেতে মরা ॥
মরা বটে কিন্তু তার গায়ে এত বল।
লোমে লোমে তুলে বাঁধে অটল অচল ॥
শুষে জল জলধির কেবল গণ্ডূষে।
কিম্বা হয় লম্ফে পার চক্ষুর নিমিষে ॥

উদার সরল-চিত্ত, ব্রহ্মগুণগানে মত্ত
[illegible]

সঙ্গে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ, উৎকণ্ঠিত প্রাণ-মন
উপবিষ্ট আছেন সভায় ॥
ফটিকে পিয়াস রাখি, যেমন চাতক পাখী,
ঘন ঘন ঘন পানে চায়।
তেমতি ভক্তের পাঁতি, নিরখে নয়ন পাতি
যে পথে আসিবে প্রভুরায় ॥
পান করি কথামৃত জুড়াবে তৃষিত চিৎ
এই সাধ বলবৎ মনে।
নিমন্ত্রণ আছে তাঁর, এই শুভ সমাচার
সকলেই শুনিয়াছে কানে ॥
আশা সন্দ হেলে দুলে, সকল অন্তরে খেলে
ক্ষণে ফুল্ল ক্ষণে ক্ষুন্ন ধারা।
এমন সময় তবে, শুনিতে পাইল সবে
ফটকেতে শকটের সাড়া ॥
শকট হইতে নামি, দেখা দিলা গুণমণি
বিশ্বস্বামী প্রভু গুণধাম।
নয়ন-আনন্দকর, কি মূরতি মনোহর
হেরিলে হরয়ে মন-প্রাণ ॥
নয়নের প্রিয় রূপ, রূপহীনে অপরূপ
স্বরূপ তুলনা তিনি নিজে।
নাহি আর উপমায়, চাঁদই চাঁদের প্রা
সরজন্ম কেবল সরজে ॥
আঁখির লালসা ঠাম, নিরখিয়া মূর্তিমা
বিদ্যমান যে ছিল তথায়।
ত্বরান্বিতে চারিধারে, বন্দিয়া বেষ্টন করে
ভক্তিভরে নমিয়া তাঁহায় ॥
প্রতি-অভ্যর্থনাদানে, প্রভুদেব জনে জনে
পরিতোষ করেন সকলে।
ঘর-বার পরিপূর্ণ, চারিদিকে লোকাকী
জনতার কথা কেবা বলে ॥
প্রভুর মহিমাভরে, আনন্দ উথলি পড়ে
[illegible]

মৃদুহাস্য-সহকারে আসন গ্রহণ পরে,
করিলেন অখিলের স্বামী ॥
রূপের ঠাকুরে দেখি, সেখানে যতেক আঁখি,
একবারে হয়ে বিমোহন।
নিরখে শ্রীপ্রভুরায়, বিভোর চকোর-ন্যায়,
নিশিনাথে করি দরশন ॥
রূপের রসের খনি, অতুল শ্রীমুখখানি,
অন্যে কোথা শ্রীবয়ান বই।
দেখিনু যা কব খাঁটি, মটা মেঠো মূর্খ বটি,
বাতিকে বাতুল কিন্তু নই ॥
বহুভক্ত-সমাগমে, একত্রিত এক স্থানে,
নিরীক্ষণে লীলার ঈশ্বর।
আনন্দে উথলা চিতে, সম্বোধিয়া শিবনাথে,
করিলেন পরম আদর ॥
অমৃতবরষী ভাষ, শ্রীমুখে মধুর হাস,
সম্ভাষে রসের ঢলাঢলি।
রঙ্গসহ প্রভু কন, দেখিয়া ভক্তের গণ,
অন্তরে অপার কুতূহলী ॥
গাঁজাখোরে গাঁজাখোরে, জুটে যদি একত্তরে,
পরস্পরে তুষ্ট যে রকম।
তেমতি ভক্তের ধারা, পায় প্রীতি হৃদিভরা
ভক্তসঙ্গে হইল মিলন ॥
সংসারে নিমগ্ন মন, দেখি যদি কোন জন,
পুরীমধ্যে দক্ষিণসহরে।
দেখিতে তাহারে বলি, পুরীর মন্দিরগুলি,
উদ্দীপনা করিবার তরে ॥
বদ্ধ জীব সংসারীরা, কামিনী-কাঞ্চনে যারা,
সারা জারা আসক্তির বিষে।
তাদিকে লইতে নাম, বলিলে না পাতে কান,
কথার মধ্যেতে নাহি পশে ॥
গোউর নিতাই তাই, নদীয়ায় দুই ভাই,
যুকতি করিয়া সংগোপনে।
বিষয়ে প্রমত্ত চিতে, হরিনাম লওয়াইতে,
প্রলোভন দিলা হরিনামে ॥

কি বলিবে কে বলিবে দর্শন চেহারা।
যে বলিবে সেই নাই তিনি আমি-হারা॥
জীবে হয় আমি-হারা তার বিবরণ।
উপমা সহিত প্রভু এইবারে কন॥
অবিরত একমাত্র বিচারের জোরে।
'আমি' টামি নাহি থাকে 'আমি' যায় উড়ে॥
এইখানে প্রভুর উপমা বড় খাসা।
পিঁয়াজে পিঁয়াজ নাই ছাড়াইলে খোসা॥
পঞ্চভূতে গড়া এই শরীরধারণ।
উপরে বিচিত্র চারু চর্ম্ম-আবরণ॥
উন্মোচন কর যদি এই চর্ম্মখানা।
নীচে মাংস শিরা রক্ত দেখে লাগে ঘৃণা॥
মাংস-অংশ দিলে বাদ কিবা রহে আর।
নানাবিধ গঠনের কাঠামের হাড়॥
মাঝে মাঝে তার মধ্যে বিবিধ কুঠরি।
কাহে পিত্ত কাহে মূত্র কাহে নাড়ী-ভুঁড়ি।
একে একে এই সবে করিলে বাহির।
কোথায় বা আমি আর কোথায় শরীব॥
আমাকে খুঁজিতে গেলে শবীরের মাঝে।
দেহ যায় আমি কোথা নাহি পাই খুঁজে॥
অতুল উপমা-কথা 'আমি'-নিরূপণে।
যদি কেহ ভক্তিভরে একমনে শুনে॥
কথার মাহাত্ম্যগুণে হইবে তাহার।
শুদ্ধ চিত্ত পাশমুক্ত মায়ায় নিস্তার।
কথার প্রসঙ্গে প্রভু ক্রমে ক্রমে কন।
আমি-হারা যেই জন তার বিবরণ॥
আমি হারাইয়া কিবা দেখে জ্ঞানী জনা।
কেহ না করিতে পারে তাহার বর্ণনা॥
যে কহিবে সেই নাই গিয়াছেন গলে।
নুনের পুতুল সম সাগরের জলে॥
পরে প্রভু কন পূর্ণ-জ্ঞানের লক্ষণ।
হইলে গিয়ান পূর্ণ রহে না বচন॥
আমি-রূপ নুনের পুতুল পূর্ব্বাকারে।
নামিয়া সচ্চিদানন্দ-সাগরের নীরে॥
দ্রবিয়া হইয়া জল জলে যবে মিশে।
জলে নুনে ভিন্ন ভেদ রহে আর কিসে॥
চাষা যবে ক্ষেতে আনে পুকুরের জল।
নালায় জলের শব্দ করে কল্ কল্॥
ক্ষেত নালা পূর্ণ হলে পুকুরের সনে।
কলরব সব নষ্ট পূর্ণতার গুণে॥
আমির সম্বন্ধে কথা কন প্রভুরায়।
হাজার বিচার কর আমি নাহি যায়॥
তোমাব আমার পক্ষে সেই সে কারণে।
দাস আমি হওয়া শ্রেয়ঃ ভক্ত-অভিমানে॥
ভক্তের সগুণ ব্রহ্ম স্বতন্তর দুয়ে।
ভক্তজনে দেন দেখা আকার ধরিয়ে॥
সগুণে প্রার্থনা চলে তাঁহার গোচরে।
নিরগুণে ব্যক্তি নাই কি কহিবে কারে॥
সমাজ-মন্দিরে কর যাঁহাকে প্রার্থনা।
তিনিই সগুণ ব্রহ্ম এই নামে জানা॥
এত বলি প্রভুদেব ব্রাহ্মদের দলে।
তাঁদের গন্তব্য পথ কন খুলে খুলে॥
জগতের গুরু প্রভু অতি দয়াময়।
যে আসে সকাশে তারে বড়ই সদয়॥
জ্ঞানী কি বেদান্তবাদী যেন প্রকৃতিব।
তোমরা সেরূপ নহ ভকত জাতির॥
নাহি ক্ষতি সাকার না লাগে যদি মনে।
শুন তবে এক কথা কই এইখানে॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী সর্ব্বশক্তিমান।
এমন ঈশ্বর তিনি রহে যদি জ্ঞান॥
প্রার্থনা করিলে তাঁরে করেন শ্রবণ।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত ব্যক্তির মতন॥
উদ্দেশ্যসাধনে ইহা যথেষ্ট প্রচুর।
পরম দয়াল তিনি ভক্তির ঠাকুর॥
যেবা যায় ভক্তি-পথ করিয়া আশ্রয়।
সহজে ঈশ্বরলাভ তাহার নিশ্চয়॥
এক জন ব্রাহ্মভক্ত পুছে হেনকালে।
সত্যই কি ঈশ্বরের দরশন মিলে॥

কাঁচ-ব্যবধানে যেন লণ্ঠনের গায়।
প্রজ্জ্বলিত মধ্যে আলো ছোঁয়া নাহি যায়।
হেন অবস্থায় যারে তুলে ভগবান।
তথাপি তাহার কিছু রহে 'আমি'-জ্ঞান॥
শিরোদেশ শেষ ভূমি সপ্তম আখ্যায়।
এখানে উঠিলে বাহ্য একেবারে যায়॥
আদতে হুঁসের লেশ গন্ধ নাহি থাকে।
গড়িয়া পড়িয়া যায় দুধ দিলে মুখে॥
গভীরসমাধিযুক্ত এই ঠাঁই মন।
প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের রূপ করে দরশন॥
সমাধিস্থ অবস্থাতে অবিরত যোগ।
একুশ দিনের বেশী নাহি হয় ভোগ॥
কহিনু জ্ঞানীর পথ কঠিনাতিশয়।
তোমাদের ভক্তিপথ জ্ঞানমার্গ নয়॥
ভক্তিভরে কর ভক্তিপথে বিচরণ।
এ পথ যেমন ভাল সহজ তেমন॥
পূজা জপ বিষয়াদি কর্ম্মাবলী যত।
সমাধিস্থ হইলে সকল হয় হত॥
করমের আড়ম্বর প্রথমে প্রথমে।
সেদিকে এগুবে যত তত কর্ম্ম কমে॥
অপর কর্ম্মের কথা রাখ বহুদূরে।
লীলা-গুণগান তাঁর তাও বন্ধ করে॥
দ্বিতীয় খণ্ডের কথা স্মর তুমি মন।
আই করিলেন যবে দেহবিসর্জ্জন॥
তর্পণ করিতে প্রভু যান গঙ্গা-জলে।
অঞ্জলি না হয় বদ্ধ জল পড়ে গলে॥
হইলে ঈশ্বর-লাভ কর্ম্মকাণ্ড-নাশ।
উপমা ধরিয়া তত্ত্ব করিতে প্রকাশ॥
তর্পণের কথা তাঁর করিয়া স্মরণ।
ব্রাহ্ম ভক্তগণে আজি করেন বর্ণন॥
ব্যাপার দেখিয়া তবে মহাচিন্তা যুটে।
অঞ্জলিতে জলবিন্দু কেন নাহি উঠে॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেথা দাদা হলধারী।
ভীতচিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা তাঁয় করি॥
শুনিয়া তবে হলধারী কয়।
ইহাই গলিত হস্ত শাস্ত্রের নির্ণয়॥
হইলে ঈশ্বরলাভ দরশনে তাঁর।
তর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ড নাহি রহে আর॥
কর্ম্মনাশ বিধানে কি যুক্তিমত নয়।
স্বভাবতঃ কর্ম্মনাশ আপনিই হয়॥
প্রয়াস করিলে পরে কর্ম্ম করিবারে।
অকর্ম্মণ্য অঙ্গ কর্ম্ম করিতে না পারে॥
ব্যাখানিতে সারতত্ত্ব ধারণা-কারণ।
উপমায় দেন প্রভু ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
হই চই কলরব প্রথমে প্রথমে।
সম্মুখে পড়িলে পাতা বহু গোল কমে॥
লুচি আন লুচি আন শব্দ তুলে খালি।
ভোজন-লালসালুব্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
লুচিগোছা তরকারি পাতায় যখন।
পূর্ব্বেকার কলরব বারো আনা কম॥
গোল কই পেলে দই প্রায় হয় চুপ্।
মুখেতে কেবল শব্দ রহে সুপ্ সুপ্॥
ভোজন হইলে সাঙ্গ গলায় গলায়।
একবার'রবহীন বেহুঁস নিদ্রায়॥
গৃহস্থের বধূ আর দ্বিতীয় উপমা।
গর্ভবতী হইলে যখন যায় জানা॥
শাশুড়ীর মহানন্দ অন্তরের মাঝ।
বধূর কমিয়া দেয় সংসারের কাজ॥
দশ মাস পরিপূর্ণ হইল যখন।
প্রায় নাহি রহে কর্ম্ম যে থাকে সে কম॥
প্রসব হইলে কর্ম্ম বন্ধ একেবারে।
এক কর্ম্ম কোলে ছেলে নাড়াচাড়া করে
দুর্ব্বোধ্য নিগূঢ় তত্ত্বে সরল উপমা।
কোথাও এমন আর নাহি যায় শুনা॥
শ্রীবদনে বিগলিত হইল যেমতি।
চিরঅন্ধ জনে শুনে পায় আঁখিভাতি॥
শুন রামকৃষ্ণ-পুঁথি মহিমা প্রচুর।
নিশ্চয় হইবে তব চিরতমঃ দূর॥

শশী, শরৎ, মহেন্দ্র কবিরাজ ও বুড়া গোপালের সহিত ঠাকুরের মিলন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-কথন।
মহাসুখে এতদিন শুনাইনু মন॥
এবে বল-বুদ্ধিহারা পরাণ আকুল॥
মহতী জলধি-লীলা অপার অকূল॥
কিবা কহি কিবা গাই না পাই উপায়।
ঠিক যেন দিশাহারা পথিকের ন্যায়॥
এস বস কণ্ঠে প্রভু বলাও আমারে।
কি লীলা করিলে তুমি আসিয়া আসরে॥
মহৈশ্বর্য্যেশ্বর প্রভু কেমন আশ্চর্য্য।
এবারে নাহিক অঙ্গে কোনই ঐশ্বর্য্য॥
ধরিতে ছুঁইতে কোন দিকে নাহি তাঁয়।
অথচ অদ্ভুত খেলা কৈলা প্রভুরায়॥
গুপ্ত অবতার প্রভু ব্রহ্মসনাতন।
প্রহরীর ছদ্মবেশে ভূপতি যেমন॥
নগর ভ্রমণ করে দুচারির চেনা।
কাছে দূরে সঙ্গে ফিরে আপনার জনা॥
প্রমাণের হেতু লীলা দেখহ বিশেষ।
ঐশ্বর্য্যবিহীনবেশে প্রভু পরমেশ॥
লোকে জনে অবিদিত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম।
পুণ্যভূমি কামারপুকুরে জন্মস্থান॥
অতি দুঃখী পিতামাতা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
সম্পত্তির মধ্যে মাত্র সাত পোয়া জমি॥
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভিটা মাটী বাড়ী।
প্রতিবাসী জোলাজাতি হীনজাতি হাড়ী॥
মেঠস্থানে মেটে ঘর বাতাসেতে দুলে।
কাঠামরে খালি বাঁশ কাঠের বদলে॥
কাঠে লাগি কড়িপাতি স্বল্প মূল্যে বাঁশ।
তাই কোন্ বেশী ঘর কষ্টে চলে বাস॥
ভিটার মধ্যেতে নাই প্রসূতি-আগার।
ঢেঁকিশালে জন্ম হয় প্রভুর আমার॥
আপনার বলিতে গ্রামেতে আছে কেবা।
একা ধনি কামারিণী বালিকা-বিধবা॥
লালন-পালন কৈল আনন্দে বিহ্বলা।
গ্রাম্য বালকের সঙ্গে গেল বাল্য-বেলা॥
পাঠশালে বিদ্যার্জ্জন বয়স অধিকে।
লেখা-পড়া হৈল সাঙ্গ লিখিয়া কাঠাকে॥
স্পষ্ট বর্ণ-উচ্চারণে জিহ্বার জড়তা।
তোতলা শ্রীপ্রভু মুখে কাটা কাটা কথা॥
শ্রীঅঙ্গেতে নাই রূপ বিশেষ এমন।
অবয়বে অতি অল্প স্বরূপলক্ষণ॥
নয়ন দুখানি টানে ঈষৎ বঙ্কিম।
বাটালিতে কাটা ঠোঁট ঈষৎ রক্তিম॥
বাল্য গেল হৈল যবে আরম্ভ যৌবন।
হীন দাস্যবৃত্তি বেশ পূজারী ব্রাহ্মণ॥
পণ দিয়া হৈল বিয়া আশ্চর্য্য কথন।
তিন শত টাকা নহে কাণাকড়ি কম॥
পশ্চাতে প্রবল অনুরাগের ঝঞ্ঝায়।
উন্মাদ প্রমাদ বাদ যেথায় সেথায়॥

শ্রীপ্রভুর মহিমার না হয় তুলনা।
জীবের উপরে তাঁর অপার করুণা ॥
কোন অবতারে হেন নাহি দেখা যায়।
শ্রীঅঙ্গ-আলয় শুধু পূর্ণ করুণায় ॥
মথুর প্রভুর ভক্ত হইবার আগে।
অতিশয় ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-অনুরাগে ॥
যাইতেন কালীঘাটে এখন তখন।
করিবারে ইষ্টমূর্ত্তি-কালীদরশন ॥
প্রতিবারে পূজারী পুরুত যেই জনা।
পাইত বাসনাতীত পূজার লহনা ॥
টাকাকড়ি সোনা-দানা বিবিধ রকম।
বৎসরে শতেক বার দুর্মূল্য বসন ॥
ভাগ্যবান মথুর পাইয়া প্রভুদেবে।
কালীঘাটে যাওয়া কি মনেও না ভাবে
অতি ক্ষতি পূজারীর কিছুই না পায়।
অর্দ্ধেক কমিয়া গেল বৎসরের আয় ॥
সেই হেতু প্রভুদেবে দ্বেষ-চক্ষে দেখে।
প্রতিশোধ লইবার সুচেষ্টায় থাকে ॥
বিরলে পাইয়া প্রভুদেবে একবার।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে করে নৃশংস আচার ॥
ধিক্ ভক্তি-বিবর্জ্জিত নারকী অধম।
ধিক্ রে চণ্ডালাচার নামের ব্রাহ্মণ ॥
ধিক্ তার জীববুদ্ধি কলুষের বাসা।
শতাধিক ধিক্ তার কাঞ্চনের আশা ॥
গুণের ঠাকুর মোর জীব-হিত-ব্রত।
সুন্দর কোমল তনু ননীতে গঠিত ॥
দীনাচার দীনবেশ কাঙ্গালের বাড়া।
বিনয়াবনত-শির স্বভাবের ধারা ॥
সরল শিশুর সম নয়ন-রঞ্জন।
দেখিলে আপনি যার পায়ে লুটে মন ॥
এমন প্রভুরে মোর ছুঁইল কেমনে।
দ্বেষ-হিংসা-পরবশ চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ॥
মমতা-বিহীন হৃদে তস্কর যেমন।
বিজনে পথিকে করে পাপ-আচরণ ॥

প্রভুর অপার কষ্ট নর-কলেবরে।
অবতরি ধরাধামে জীবের উদ্ধারে ॥
বিশেষতঃ এইবারে বিহীন-ঐশ্বর্য্য।
নিরবধি জন্মাবধি দুরসহ সহ্য ॥
জয় জয় দীননাথ পতিত-উদ্ধার।
জয় জয় নররূপ গুপ্ত অবতার।
মধুরমূরতি জয় নয়ন-রঞ্জন।
কমল জিনিয়া অতি কোমল চরণ ॥
ভকত-ভ্রমর-চিত্ত-বিমোহনকারী।
ভবসিন্ধু-পারাবারে করুণ কাণ্ডারী ॥
জয় জয় দীর্ঘ বাহু আজানুলম্বিত।
বিশাল বলিষ্ঠ বক্ষস্থল সুবিস্তৃত ॥
জয় জয় বাঁকা আঁখি আঁখির লালসা।
ভক্তমনবিমোহন কটাক্ষের বাসা ॥
রক্তিম অধরদ্বয় পরম শোভার।
জ্ঞানভক্তি-তত্ত্ব-উক্তি-বর্ষণের দ্বার ॥
জয় জয় দীননাথ কাঙ্গালের বাড়া।
দীনতম দীনাচার দীনতায় ভরা ॥
জয় সকরুণ-হৃদি জীব-দুঃখাতুর।
কলুষ-নাশনকর্ম্ম দয়াল ঠাকুর ॥
জয় জয় মহাবীর ধর্ম্ম-সমন্বয়ে।
সাধন-ভজনকর্ম্ম দীনের লাগিয়ে ॥
জয় জয় সত্য-তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শক।
জয় জয় ধর্ম্মদ্বন্দ্ব-প্রতিনিবারক ॥
জয় জয় বিশ্বগুরু সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা।
যে যেমন পথপ্রিয় তার তেন নেতা ॥
জয় শ্রীচৈতন্যদাতা অজ্ঞাননিবারী।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হৃদয়-বিহারী ॥
জয় জয় দয়ানিধি আমি মূঢ়মতি।
প্রায় নিরক্ষর মূর্খ কিবা জানি স্তুতি ॥
মিনতি অভয় পদে একমাত্র করি।
যে যোনিতে দিও জন্ম তাহে নাহি ডরি ॥
না হয় করিও কৃমি ইচ্ছা যদি মনে।
কিন্তু যেন রহে মতি যুগল চরণে ॥

কিবা লজ্জাশীলা বালা কুলের ললনা।
কিবা সমাজের হেয় বেশ্যা বারাঙ্গনা॥
সকলেই সমভাবে জুড়ায় অন্তর।
মাধুর্য্যের রসে ভরা প্রভুর গোচর॥
এ যে কি মাধুর্য্যরস বিশ্ব-মনোহরা।
কহিতে নারিনু মন ইহার চেহারা॥
এই মহামিষ্ট রস কিছু বিতরণে।
প্রভুদেব পুষ্টি কৈলা যত ভক্তগণে॥
বিশেষিয়া দেখিবারে পাবে তুমি মন।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভক্ত-সংঘোটন॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ আরাধ্য সবার।
মানুষের কিবা কথা পূজ্য দেবতার॥
সহজে না যায় বুঝা মাথায় না আসে।
প্রভুভক্ত দেবতার পূজনীয় কিসে॥
আভাসেতে শুন কথা কই পরিচয়।
বিভূষিত শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-আলয়॥
যতবিধ দিব্য গুণ দিব্য ভাব রসে।
দিয়া তার কিছু কিছু প্রতি ভক্তে পোষে॥
প্রমাণে প্রভুর বাক্য কর অবধান।
বলিতেন যখন তখন ভগবান॥
বাহ্যিক-গিয়ান-শূন্য আবেশের ঘোরে।
ধরাই নিজের বর্ণ আমি ধরি যারে॥
কাঁচপোকা আরশোলা ধরিয়া যেমন।
ধরায় তাহার অঙ্গে নিজের বরণ।
কোন্ ভক্ত কিবা ভাবে কি রকমে গড়া।
সে বুঝে স্বেচ্ছায় যাঁরে প্রভু দেন ধরা।
প্রভুর করুণা যদি সাধ হয় মনে।
জীবন সমান তাঁর ভক্তের চরণে॥
সযতনে রাখিয়া ভকতি প্রীতি মতি।
লুটাও অবনী, আশা হবে ফলবতী॥
দ্বিবিধ ভক্ত প্রভুর সংসারী সন্ন্যাসী।
উভয়েই সমস্থানে নাহি কম বেশী॥
উভয়ে ভ্রমরজাতি একই লালসা।
প্রভু-পাদপদ্ম-চক্রে যাহা করে বাসা॥
সংসার-আশ্রমে নাই করে কোন ক্ষতি।
কেন না প্রভুর পদে অচলা ভকতি॥
ঈশ্বরকোটির ভক্ত যে যে ভক্তিমান।
শ্রীঅঙ্গেতে তাহাদের জনমের স্থান॥
বুঝহ কেমন মন কহি উপমায়।
মূল বৃক্ষে যেইরূপ কাণ্ড বাহিরায়॥
অত্যন্ত নিকট তাঁরা নিত্য সহচর।
কোটি মানে এইখানে কাঁকাল কোমর॥
এমন শ্রেণীর ভক্ত প্রভু-অবতারে।
দেখা যায় বিজড়িত আছেন সংসারে।
কৃষ্ণসখা মহাবীর পাণ্ডব অর্জ্জুন।
তিয়াগী তপস্বী চেয়ে কিছু নহে ন্যূন॥
সেই হেতু ভক্তমধ্যে নাহি কম বেশী।
সংসারীও সেই স্থানে যেখানে সন্ন্যাসী॥
ভক্ত-সংঘোটনে পাবে বিশেষ বারতা।
আসিয়া মিলিবে এবে অপরূপ কথা।
নবীন বালক এক সুন্দর গড়ন।
অঙ্গময় কান্তিমাখা চম্পক-বরণ॥
বয়স বিশের মধ্যে আর নয় বেশী।
সেবা-ভক্তি-প্রিয় তেঁহ কুমার সন্ন্যাসী॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম শশী নাম তাঁর।
শুদ্ধ সত্ত্ব দিব্যভাবে পূর্ণিত আধার॥
তেজে পূর্ণ শরীরের প্রতি পরমাণু।
জৈবভাব-বিবর্জ্জিত অকলঙ্ক তনু॥
দেহেতে ইন্দ্রিয়গণ সকলেই মরা।
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী স্বভাবের ধারা॥
উচ্চমতি ধর্ম্মোন্নতি ন্যায়-পরায়ণ।
সরলতাসহকারে তত্ত্ব-অন্বেষণ।
কর্ম্মপ্রিয় কর্ম্মক্ষম কর্ম্মেতে চতুর।
কর্ম্ম আচরিয়া করে কর্ম্মভ্রম দূর॥
বারুদ বহ্নির বলে বন্দুকে যেমন।
সীসার নির্ম্মিত গুলি হয় নির্গমন॥
সেইমত ন্যায়-সত্য-বল-সহকারে।
সতত নির্গত বাক্য বদন-বিবরে॥

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ নয়ন-রঞ্জন ।
উচ্চতত্ত্বোন্মত্ত ভাব নীচে নহে মন ॥
বিচিত্র হৃদয়-ক্ষেত্র বড়ই উর্ব্বরা ।
বিবেক বিরাগ রাগে স্বভাবতঃ পূরা ॥
উপযুক্ত দেখি ক্ষেত্র প্রভু নারায়ণ ।
যতনে যোগের বীজ করিলা রোপণ ॥
ধ্যান-যোগাভ্যাস তাঁর বাড়ে দিনে দিনে ।
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর কৃপা-বারিদানে ॥
এখন প্রভুর কাছে হয় যাওয়া-আসা ।
শ্রীমন্দিরে একবারে নিত্য নয় বাসা ॥
ইহার অনেক পূর্ব্বে জুটে এক জন ।
কবিরাজি চিকিৎসায় বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥
নানাবিধ ঔষধ বিদিত বিধিমতে ॥
মহেন্দ্র তাঁহার নাম পাল উপাধিতে ॥
পুরুষানুক্রমে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি ।
সিঁতিতে বসত-বাটী সদ্গোপের জাতি ॥
শ্রীপ্রভুর কবিরাজ মহাভাগ্যবান ।
যুগল চরণে করি অসংখ্য প্রণাম ॥
ব্যবসা চিকিৎসা কিন্তু সরল হৃদয় ।
তাঁহার ঔষধে বড় প্রভুর প্রত্যয় ।
ঠাকুরের ভারি কৃপা মহেন্দ্রের প্রতি ।
প্রভুতে প্রবলতর অচলা ভকতি ॥
রামকৃষ্ণ বিনা তাঁর নাহি অন্য জ্ঞান ।
এই নাম তপ-জপ এই মূর্ত্তি ধ্যান ॥
ঠাকুরের গুণগাথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ।
মত্ততর কবিরাজ রহে রেতেদিনে ॥
যেখানে যাহারে দেখে আত্ম কিবা পর ।
যত্নে আনে যেথা প্রভু রাজরাজেশ্বর ॥
শ্রীপ্রভুর কাছে তাঁর আখ্যা আধ গণ্ডা ।
প্রথমতঃ কবিরাজ দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডা ॥
রামকৃষ্ণভক্ত এক মহাভাগ্যবানে ।
হাজির করিয়া দিল প্রভু-বিদ্যমানে ॥
গোপাল তাঁহার নাম উপাধিতে সুর ।
বয়সেতে পঞ্চাশৎ নহে বহু দূর ॥
কাগজের বিকিকিনি আয়ে গুজরান ।
চীনিয়াবাজারে এক নিজের দোকান ॥
হালে হইয়াছে হারা পত্নী প্রিয়তমা ।
সংসারীর সার রত্ন পরাণ-প্রতিমা ॥
সর্ব্বদা উদাস-মন রহে দুঃখভরে ।
কবিরাজ এক দিন বলেন তাঁহারে ॥
দক্ষিণসহরে আছে সাধু একজন ।
অবহেলে শান্তি মিলে কৈলে দরশন ॥
গোপাল বিশ্বাস সহ আইলা দেখিতে ।
শান্তিদাতা রামকৃষ্ণ মহেন্দ্রের সাথে ॥
ধরা-ছুঁয়া কিছু নাহি দিলা ভগবান ।
গোপাল সে দিনে কৈল ভবনে পয়ান ॥
পথে কয় কবিরাজে হাস্য-সহকার ।
ভাল সাধু দেখাইলে ভুলিব না আর ॥
তদুত্তরে কবিরাজ কহেন তাহায় ।
এক দিনে মহাজনে বুঝা নাহি যায় ॥
কিছু কাল বার বার কৈলে দরশন ।
অবশ্য পাইবে বার্ত্তা বুঝিবে তখন ॥
পর দরশনে আর আসিতে না চায় ।
বহু জেদে কবিরাজ আনিল তাহায় ॥
সে দিনে দেখিলা কিবা শ্রীপ্রভুর ঠাঁই ।
মুগ্ধ মন যায় আসে বন্ধ আর নাই ॥
পরিশেষে উদাসীন হইয়া সংসারে ।
শ্রীপদ-সেবনে রহে প্রভুর গোচরে ॥
সেবা-ভক্তিপ্রিয় তাঁর চরণে প্রণাম ।
বয়স্ক সে হেতু বুড়ো গোপালের নাম ॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব মহা আড়ম্বরে ।
চলিতেছে ক্রমাগত সহর ভিতরে ॥
অধিকাংশ মহোৎসব ভক্তের ভবনে ।
কখন করেন নিজে কেশব আপনে ॥
মহাপূজ্য আমাদের ব্রাহ্মশিরোমণি ।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি ॥
কখন আদেশে তাঁর হয় অন্য স্থলে ।
শ্রদ্ধাবান যেবা কেহ কেশবের দলে ॥

শ্রীমণি মল্লিক এক মহাভাগ্যবান।
বড়ই সদয় যারে প্রভু ভগবান ॥
নিরাকারবাদী তেঁই ব্রাহ্ম মাত্র নামে।
বড়ই পিরীতি ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
দক্ষিণসহরে যাত্রা অবিরত তার।
একা নন সঙ্গে লয়ে যত পরিবার ॥
নন্দিনী নন্দিনী নামে ঘটে ভক্তিভরা।
প্রভুর কৃপায় হয় ধ্যানে বাহ্যহারা ॥
মল্লিকের ভাগ্যসীমা কে বলিতে পারে।
প্রভুর গমন যাঁর ঘরে বারে বারে ॥
দ্বিতীয় যে জন ব্রাহ্ম বেণী পাল নাম।
সিঁতিতে সহর প্রান্তে বসতির স্থান ॥
তৃতীয়ের নাম জ্ঞান উপাধি চৌধুরী।
উচ্চপদে অভিষিক্ত গণ্যমান্য ভারি ॥
ভিটাবাড়ী সিমুলায় সহর ভিতর।
যেখানে করেন বাস রাম ভক্তবর ॥
ব্রাহ্মেরা যেখানে করে যখন উৎসব।
ভক্তিসহকারে তথা আছেন কেশব ॥
শ্রীপ্রভুর মহিমার অদ্ভুত ঘটনা।
সযতনে শুন মন করিব বর্ণনা ॥
রামকৃষ্ণলীলা-কথা অকূল জলধি।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে মন পাবে নানা নিধি ॥
নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম কেশব প্রথমে।
যখন ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত প্রাণে ॥
ভক্তিবিবর্জ্জিত ভাব বিশুষ্ক অন্তর।
বহিত বদনে খালি বক্তৃতার ঝড় ॥
না মানিয়া শক্তি যবে ব্রহ্মের সাধনা।
সাকার স্বীকারে যবে ষোল আনা ঘৃণা ॥
সোপানের আনুকূল্য করি পরিহার।
ত্রিতলে গমনে যবে প্রয়াস তাঁহার ॥
শূন্যে মারিবারে বাণ প্রয়াস যখন।
যা নাই পাইতে যবে করে পরাক্রম ॥
না লিখিয়া দাগা মক্স না লিখিয়া পাতা।
টানা লিখিবারে যবে উগ্র একাগ্রতা ॥
বিষম ভ্রমের কথা ভ্রম করি দূর।
দেখাইলা সত্য তত্ত্ব দয়াল ঠাকুর ॥
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু গুণধরে।
কতই করিলা কষ্ট কেশবের তরে ॥
স্মরণ করহ মন আগেকার কথা।
অক্ষরে অক্ষরে সব হৃদে আছে গাঁথা ॥
কোথা বেলঘোরে জয় সেনের বাগান।
হৃদয়ে লইয়া সঙ্গে প্রভুদেব যান ॥
জানা-শুনা কিছু নাই কেশবের সনে।
তথাপি চলিলা তথা কৃপা-বিতরণে ॥
নিজে প্রভু বহুকাল নুয়াইয়া মাথা।
শিখাইলা শ্রীকেশবে প্রণতির প্রথা ॥
পীড়িত হইল তেঁহ শ্রীপ্রভু অস্থির।
ছুটাছুটি যাইতেন কমলকুটীর ॥
মা-কালীরে মানসিক হয় ডাব-চিনি।
যদবধি নহে সুস্থ আকুল পরাণী ॥
রাত্রিকালে নিদ্রা নাই কাতরে কাতরে।
শ্যামায় প্রার্থনা কত আরোগ্যের তরে ॥
কেশবের চিত্ত ছিল আগাছার বন।
শ্রীপ্রভুর কৃষাণিতে নন্দন-কানন ॥
ফুটিছে এখন তাহে পারিজাত ফুল।
রূপে গুণে পরিমলে সৌরভ অতুল ॥
সেই বিশ্বগন্ধা ফুল নিজ হাতে তুলি।
কেশব প্রভুর পদে দেন পুষ্পাঞ্জলি ॥
এক দিন যেই জন সাকার-অর্চ্চনা।
পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলি করিতেন ঘৃণা ॥
তিনিই এখন কিবা আশ্চর্য্য ব্যাপার।
বিকি যান পদমূলে প্রভুর আমার ॥
কঠিন তুষারখণ্ড হিমাদ্রির শিরে।
পতিত পাষাণবৎ অবস্থানুসারে ॥
পশ্চাতে হইয়া জল মিশে যেন জলে।
বহু দূর-দূরান্তর সাগরের কোলে ॥
সেইমত শ্রীকেশব হয়ে ভক্তিহীন।
পাষাণের মত শক্ত ছিল এতদিন ॥

কোথায় আছিল পোত এবে কোন্‌খানে।
অনিমিখে একাসনে কেহ নাহি জানে॥
মোহিত দর্শকবৃন্দ দেখে প্রভুবরে।
যাহার যেমন ভাব উদয় অন্তরে॥
কেহ বা দেখিছে তাঁয় মহাত্যাগী যোগী।
কেহ বা প্রেমানুরাগী প্রেমিক বৈরাগী॥
কেহ দেখে মহাভক্ত প্রভু ভগবানে।
কিছু না জানেন এক ভগবান বিনে॥
ধন্য শ্রীকেশব ধন্য শিষ্যগণ তাঁর।
সকলেরে ভক্তিভরে বন্দি বারবার॥
পরে প্রভু গুণমণি প্রেমোন্মত্তে কন।
ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি তত্ত্বের কথন॥
সকল উড়িয়া যায় করিলে বিচার॥
অবস্তু জগৎ জীব ব্রহ্মবস্তু সার॥
কিন্তু এক কথা হেথা শুন বিবরণ।
শক্তির রাজ্যেতে তুমি কর্ম্মী যতক্ষণ॥
ধ্যান চিন্তা কর্ম্ম আদি শক্তির ভিতরে।
শক্তি বিনা কর্ম্ম কেহ করিতে না পারে॥
শক্তির এলাকা পারে তাহার গমন।
মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন॥
শক্তির এলাকা তিন সৃষ্টি স্থিতি লয়ে।
সেহেতু শক্তিতে ব্রহ্মে অভেদ উভয়ে॥
শক্তি ছাড়া ব্রহ্ম ইহা হইতে না পারে।
কিবা কথা দিনকর বাদ দিলে করে॥
ভাবিলেই অগ্নি তার সঙ্গে দাহ গুণ।
ছাড়িলে দাহিকা-শক্তি রহে কি আগুন॥
দোঁহে দোঁহা মিশামিশি একের মতন।
শক্তিহীন ব্রহ্ম নাহি হয় কদাচন॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন কর্ম্ম যাঁর।
লীলাময়ী আদ্যাশক্তি কালী নাম তাঁর॥
শ্রীকেশব এইখানে পুছে প্রভুদেবে।
কালী করিছেন লীলা কত মত ভাবে॥
হাস্যাননে ভগবান করেন বাখান।
মহাকালী নিত্যকালী তন্ত্রে যাঁর নাম॥
যখন ছিল না সৃষ্টি চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তখন আঁধারময়ী তিনি নিরাকারা॥
শ্যামাকালী তিনি যাঁর বরাভয় করে।
ভক্তিভরে পূজে যাঁয় গৃহস্থেরা ঘরে॥
ঘোর মন্বন্তর হয় ধরায় যখন।
অতিবৃষ্টি মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ॥
যে কালী করেন রক্ষা এমন দুস্তরে।
রক্ষাকালী নাম তাঁর বিদিত সংসারে॥
সংহারকারিণী যিনি ভীমা ভয়ঙ্করা।
ডাকিনী-যোগিনী-ভূত-শিবা-সহচরা॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
নরহস্তকটিবন্ধ কটিদেশে ঝুলে।
শবারূঢ়া শব-প্রিয়া শ্মশানবাসিনী।
তিনিই শ্মশানকালী ভীম-নিনাদিনী॥
জান কি মায়ের কর্ম্ম প্রলয়ের পরে।
কুড়ায়ে সৃষ্টির বীজ আপনার করে॥
যত্নসহকারে তিনি রাখেন আপনি।
নানা বস্তু রাখে যেন ঘরের গৃহিণী॥
ঘরে যিনি পাকা গিন্নী দূরদর্শী ভারি।
তাঁর অধিকারে থাকে ন্যাতাক্যাতা হাঁড়ি॥
সহস্র পুঁটুলি তায় রহে দ্রব্য নানা।
কোনটিতে বাঁধা আছে সমুদ্রের ফেণা॥
কোনটিতে নীলবড়ী মৃত্তিকার কুচি।
কোনটিতে লাউ শশা কুমড়ার বিচি॥
সেইমত এইখানে মায়ের ধরন।
সকল সঞ্চয় পুনঃ সৃষ্টির কারণ॥
প্রসবিয়া জগৎ মা কালী পুনরায়।
সদা বিরাজিত রহে জগতে হেথায়॥
উর্ণনাভি বিস্তারিয়া জাল যেইমত।
সেই সে জালের মধ্যে বসতি সতত॥
সৃষ্টির ঈশ্বর যিনি সৃষ্টিখানি যাঁর।
তিনিই সৃষ্টিতে দুই আধেয় আধার॥
কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কালী সেই এক জন।
ব্রহ্মোপাধি তাঁর তিনি নিষ্ক্রিয় যখন॥

মন্ত্ররূপে মন্ত্রমধ্যে নিবাস যাঁহায় ॥
তিনি ইষ্ট পরাবস্ত সকলের সার ॥
কিন্তু এবে ভক্তবরে কহিলা গোঁসাই।
যেই গুরু সেই ইষ্ট ভিন্ন ভেদ নাই।
ইহার কারণ কথা শুন কই মন।
রামকৃষ্ণলীলাগাথা অমেয় কথন ॥
ভক্তগণ ঈশ্বরের জীবনজীবন।
ভক্তের নিকটে তাঁর রহে না গোপন ॥
লীলায় করিয়া রঙ্গ ভক্তদের সনে।
নিজের স্বরূপতত্ত্ব দেন সাধারণে ॥
গিরিশের সঙ্গে প্রভু কহি এই কথা।
জগতে দিলেন আজি স্বরূপ-বারতা ॥
সঙ্কেতে ইঙ্গিতে নয় প্রত্যক্ষ চাক্ষুষে।
নিজে প্রভু সেই ইষ্ট শ্রীগুরুর বেশে ॥
গিরিশে দেখায়ে দিলা নিজের চেহারা।
সঙ্গে আনা আত্মজনা ভক্তে দিলা ধরা।
একে ত গিরিশ ঘোষ কারে নাহি ডর।
ধরাবেড়া ছাতিখানি নির্ভীক অন্তর ॥
হইলেও অপকর্ম্ম স্বেচ্ছামত করে।
জনগণ সাধারণ সবার গোচরে ॥
তদুপরি পাইয়া প্রভুর পরিচয়।
ফিরিলা অপারানন্দে আপন আলয় ॥
মদে মত্ত বীরভক্ত ঢালে অনর্গল।
পরম পিয়ারা সুরা বোতল বোতল ॥
এবে অতি শোচনীয় সময়ের ধারা।
সাধারণ জনগণ ভক্তিহীন যাঁরা ॥
অনেকে প্রভুর নামে করে উপহাস।
রঙ্গসহ শ্রুতিকটু ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষ ॥
ভাবী ভক্ত শ্রীপ্রভুর বহু মতিমান।
লীলাধামে শ্রীপ্রভুর সঙ্গে আগুয়ান ॥
চিনিতে অক্ষম অদ্যাপিহ গুণধামে।
তাঁহারাও নানা কথা কন নানা স্থানে ॥
গিরিশের ঘরে তার কনিষ্ঠ সোদর।
অতুল তাহার নাম সরল-অন্তর ॥
কোর্টের উকীল তিনি পরম পণ্ডিত।
এখন প্রভুতে তাঁর ভাব বিপরীত ॥
গিরিশের মুখে শুনি প্রভুর বারতা।
উপহাস-সহ তেঁহ কহে কত কথা ॥
ব্যঙ্গ করি প্রভুদেবে রাজহংস কয়।
গিরিশের প্রাণে তাহা সহ্য নাহি হয় ॥
অতুল প্রভুর ভক্ত এবে এই রীতি।
পরে কি হইল পাবে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
আমি অতিশয় মূর্খ জান তুমি মন।
শাস্ত্র কিংবা গ্রন্থপাঠ নাহিক কখন ॥
ভক্তমুখে একমাত্র আছে মোর শুনা।
ভক্তে করে ঈশ্বরের সাধন-ভজনা ॥
কিন্তু প্রভু-অবতারে দেখিবারে পাই।
ভক্তের ভজনা কৈলা আপনি গোঁসাই ॥
ভক্ত বিনা যেন তাঁর কেহ নাহি আর।
তিল অদর্শনে বোধ ত্রিলোক আঁধার ॥
অনিবার আঁখিবারি হয় বরিষণ।
আঁখি দুটি বরিষার জলদ যেমন ॥
এক দিন প্রভুদেব নিজের মন্দিরে।
ঝরে অশ্রু গণ্ড বেয়ে নরেন্দ্রের তরে ॥
প্রভুর অবশ বড় নরেন্দ্র এখন।
নিকটে আসেন তাঁর যবে হয় মন ॥
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা রহে কাছে নিরন্তর।
নরেন্দ্রের সঙ্গসুখ অতি সুখকর ॥
প্রাণাধিক ভালবাসা তাঁহার উপরে।
বিচ্ছেদ বেদনা তাই আঁখি দুটি ঝরে ॥
বিষাদিত প্রভুদেবে বিশেষ দেখিয়া।
হাজরা প্রতাপচন্দ্র সন্নিকটে গিয়া ॥
জিজ্ঞাসা করিল তাঁয় সমাশ্চর্য্য মন।
কি হেতু নয়নে হয় বারি-বরিষণ ॥
শ্রীমুখে শুনিয়া সবিশেষ সমাচার।
সান্ত্বনাস্বরূপে কহে প্রভুরে আমার ॥
আপনি পুরুষ মুক্ত বিহীন-বন্ধন।
এর জন্য তাঁর জন্য কান্না কি কারণ ॥

উন্মীলিত আঁখি যেন দৃষ্টিরোধ করে।
মুদিলে বিশাল বিশ্ব চক্ষের উপরে ॥
কিছু পরে ধীরে ধীরে শ্রীদেহে যখন।
আসিতে লাগিল তাঁর দেহ-ছাড়া মন ॥
শ্রীঅঙ্গে স্পন্দন-চিহ্ন হইল প্রকাশ।
রসনায় বাহিরায় জড় জড় ভাষ ॥
সেই আধজড় স্বরে কন গুণমণি।
ধ্যানে দরশন যাহা তাহার কাহিনী ॥
ক্রমে ক্রমে বহু পরে আইল চেতন।
এমন সময় দেখা দিল নিরঞ্জন ॥
কুতূহলে গোলাপ-মা জিজ্ঞাসিল তাঁয়।
নিরঞ্জন এতক্ষণ আছিলে কোথায় ॥
সতত সহাস্যমুখ কহে ভক্তবর।
খেলিতেছিলেন আমি লয়ে ধনুঃশর ॥
বহুদূর নির্জ্জনে একাকী উপবনে।
অবাক্ গোলাপমাতা তাঁহার বচনে ॥
ঈশ্বর-কোটীর ভক্ত নিত্য-নিরঞ্জন।
রামের অংশেতে জন্ম প্রভুর বচন ॥
লক্ষণ তাহার লেখা তাঁহার স্বভাবে।
বড় প্রিয় অস্ত্র শস্ত্র সশর গাণ্ডীবে ॥
অপর যতেক পবে পাবে সমাচার।
শুন ভক্ত-সংযোটন অমৃতভাণ্ডার ॥
আর দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদেবরায়।
বড়ই চঞ্চল বেলা প্রহরেক প্রায় ॥
ইতি উতি নিরীক্ষণ করেন আপনি।
হেনকালে আইলা গোলাপ-ঠাকুরাণী ॥
শ্রীপ্রভু কহেন তাঁয় সমুৎসুক মনে।
কাছে যদু মল্লিকের উদ্যানভবনে ॥
যাইতে প্রবল ইচ্ছা যাইব এখনি।
একাকী কেমনে যাই সঙ্গে চল তুমি ॥
দ্রুতপদ-সঞ্চালনে প্রভুর গমন।
পাছুতে গোলাপ-মাতা শ্রীআজ্ঞা যেমন ॥
উতরিয়া দেখিলেন প্রভু গুণধর।
নিরঞ্জন কক্ষে এক উদ্যানভিতর ॥

পূজোপকরণ পূর্ণ আধারে আধারে।
মল্লিকের মাসীমাতা শিবপূজা করে ॥
ভক্তিমতী মাসীমাতা ধার্ম্মিক-আচার।
নিত্য কর্ম্ম শিবপূজা সহ-উপচার ॥
আশ্চর্য্য ঘটনা কিবা শুন পরিচয়।
শিবপূজা সেই দিনে আর নাহি হয় ॥
নিবেদিতে নৈবেদ্যাদি শিবের স্মরণে।
কেবল প্রভুর মূর্ত্তি খালি পড়ে মনে ॥
হৃদয়-অন্তরযামী প্রভুদেবরায়।
এমন সময় গিয়া হাজির তথায় ॥
চমকিয়া বৃদ্ধা তাঁয় করি দরশন।
পরিহরি পূজা দিল বসিতে আসন।
আনন্দে মগন মন অতীব কৌতুকে।
ধরিল নৈবেদ্যথাল প্রভুর সম্মুখে ॥
শ্রীঅঙ্গে উঠিল তবে আবেশ-লক্ষণ।
ধীরে ধীরে ক্রমে পরে নৈবেদ্য-ভক্ষণ ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু লীলার দেবতা।
ভক্তসঙ্গে খেলা তাঁর সুমধুর কথা ॥
সাবধানে বারতা শুনহ তুমি মন।
ভক্তির ভাণ্ডার এই ভক্ত-সংযোটন ॥
কামারহাটির সেই বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী।
প্রভুর প্রদত্ত নাম গোপাল-জননী ॥
গোপালের-মা বলিয়া ভক্তগণে বলে।
আজন্ম কাটিল যাঁর সুরধুনীকূলে ॥
স্বভাবেতে তিয়াগিনী ঈশ্বরানুরাগে।
সংসারীর গাত্রগন্ধ নারকীয় লাগে ॥
সংসারীর দত্তদ্রব্য বিষের মতন।
অতি ঘৃণা-সহকারে করে বিসর্জ্জন ॥
মায়ের মন্দিরে হেথা পুরীর ভিতরে।
ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেরা রহে একত্তরে ॥
ভক্তিভক্তভাবে ভক্তি করে পরস্পর।
বারেক গোলাপ-মাতা কিনিয়া কাপড়।
পরম যতনে দিল গোপালের মায়।
ভক্তিভরে পদধূলা লইয়া মাথায় ॥

রত্নগর্ভা জননীর ভক্তি হৃদে ভরা।
সকলেই ভক্তিমতী যতেক কন্যারা॥
নন্দিনীগণের মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ স্থান।
রাখাল-বনিতা যাঁর বিশ্বেশ্বরী নাম॥
অচলা ভকতি তাঁর প্রভুর চরণে।
যখন তখন আসে প্রভু-দরশনে॥
রাখাল বিশাই দুয়ে নিজের প্রভুর।
দিনেকে দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর॥
জিজ্ঞাসা করিলা দোঁহে সহাস্য আননে।
কাহার বাসনা কিবা আছে মনে মনে॥
দীন ক্ষীণ মৃদুভাবে কহিল বিশাই।
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুমাত্র নাই॥
জানিতে বারতা কিবা রাখালের মনে।
প্রভুর কটাক্ষপাত হৈল তাঁর পানে॥
সঙ্কেতে অঙ্গুলি এক তুলিয়া তখন।
প্রার্থনা করিলা এক পুত্রের কারণ॥
সত্বর পাইবে পুত্র পূর্ণ হবে সাধ।
এত বলি ঠাকুর করিলা আশীর্ব্বাদ॥
অবতারে এ লীলায় প্রভু নারায়ণ।
অহেতুক প্রেম যেন কৈলা প্রদর্শন॥
উপমায় তার আর কোথাও না মিলে।
প্রভাবে যাহার লোকে বাপ-মায় ভুলে॥
প্রেমের ঠাকুর প্রভু প্রেম ষোল আনা।
লীলার বাজারে এক প্রেম বেচা-কেনা॥
একেবারে স্বার্থশূন্য শ্রীপ্রভুর প্রেম।
ষোল আনা খাড়া যেন নিকষিত হেম॥
তাহার বেসাতে ঝরে মাধুর্য্যের রস।
যে যুটে এ হাটে হয় শ্রীপ্রভুর বশ॥
গুরুত্বে কি বিশালত্বে রস-পরিমাণে।
তুলনে অপর কিবা বিশ্বে রহে কোণে॥
পশ্চাৎ লীলায় পাবে পরিচয় তার।
বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার॥
বিশ্ব বিমোহিত প্রেমে একেবারে গলা।
সার্ব্বভৌম ভাবকান্তি অঙ্গে করে খেলা॥
রামকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণমধুর।
স-মনে শুনিলে হয় ধর্ম্মদ্বেষ দূর॥
ভক্তাবাসে ভিক্ষালীলা উৎসব সহিত।
চলিতেছে ক্রমাগত না হয় স্থগিত॥
ভক্তবর শ্রীঅধর সেন মাজিষ্টর।
উৎসব তাঁহার ঘরে হয় বার বার॥
উৎসবে জনতা বহু লোকসমাগম।
সামান্যে না হয় তায় ব্যয় বিলক্ষণ॥
ভাগ্যবান যেবা যারে শ্রীপ্রভু সদয়।
তাহার ভবনে প্রভুচন্দ্রের উদয়॥
সঙ্গে যাবতীয় ভক্ত তারকার মালা।
অতীব আনন্দকর মহোৎসব-লীলা॥
ভিক্ষালীলা শ্রীপ্রভুর লয়ে ভক্তগণ।
রঙ্গছলে ভক্তসঙ্গে কথোপকথন॥
ইহার ভিতরে আছে উদ্দেশ্য লীলার।
সযতনে শুন লীলা পাবে সমাচার॥
একবার মহোৎসব অধরের ঘরে।
অনেক সম্ভ্রান্তবর্গে একত্রিত করে॥
ইদানীর নব্য সভ্য সবে পাশ করা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত তাঁরা॥
চাটুয্যে বঙ্কিমচন্দ্র পদে মাজিষ্টর।
নব্য সভ্যদের মধ্যে ভারি নাম তাঁর॥
সবান্ধবে উপনীত আজিকার দিনে।
একদিকে সমাসীন ব্রাহ্মভক্তগণে॥
তাঁহাদের মধ্যে বড় মিষ্ট-কণ্ঠ যিনি।
ত্রৈলোক্য সান্যাল নামে সুবিদিত তিনি॥
দলবল বাদ্যযন্ত্র সঙ্গেতে লইয়া।
শ্রীপ্রভুর প্রতীক্ষায় আছেন বসিয়া॥
এমন সময় প্রভু দিলা দরশন।
সঙ্গে একা শ্রীপ্রভুর নিত্যনিরঞ্জন॥
পূর্ব্বাবধি রাখাল আছেন এইখানে।
রাখালে অধরে ভারি ভাব দুই জনে॥
এবে হইয়াছে প্রায় ছয় দণ্ড রাতি।
তান্ত্রিক কর্ম্মেতে শুভ অমাবস্যা তিথি॥

বিচিত্র ভাবের বর্ণ কে করে নির্ণয়।
শ্রীঅঙ্গ রঙ্গের ভূমে সমুদিত হয়॥
কখন শ্রীঅঙ্গে হেন সমাধি গভীর।
স-মন ইন্দ্রিয়-আদি প্রাণবায়ু স্থির॥
শরীরবিজ্ঞানবিদ্ দেহ-জ্ঞান ভারি।
নানাবিধ পরীক্ষায় নাহি পায় নাড়ী॥
আঁখি তারা অঙ্গুলির দ্বারা পরশন।
তথাপি না হয় তাহে পলক-পতন॥
শারীরিক ক্রিয়াধর্ম্ম লুপ্ত একেবারে।
শরীর ব্যতীত কিছু থাকে না শরীরে॥
সমাধি দ্বিতীয় ধারা বিভিন্ন রকম।
প্রাণের সঞ্চার দেহে রহে অনুক্ষণ॥
বদন প্রসন্নোজ্জ্বল চন্দ্রিমার পারা।
অবিরত বিস্ফরিত আনন্দের ধারা॥
যেন কত প্রেমাস্পদ সঙ্গে আলিঙ্গন।
অন্তরে উঠেছে তাই আনন্দ এমন॥
আনন্দ কেবলানন্দ আধেয় আধার।
আনন্দপ্রতিম হেন নহে বর্ণিবার॥
আনন্দের ঘনমূর্ত্তি করি দরশন।
সান্নিধ্যে দর্শকবৃন্দে আনন্দে মগন॥
কখন বা বাহ্যহীন নিদ্রিতের ন্যায়।
দু-এক অস্ফুট বাণী বদনে বেরয়॥
আদর আব্দার কভু কথোপকথনে।
কোন্দল জগৎমাতা অম্বিকার সনে।
কখন বা অর্দ্ধবাহ্যভূমে গুণমণি।
'হুঁশ আছে হুঁশ আছে' বলেন আপনি॥
টল টল পা দুখানি আবেশ-বিহ্বলে।
কভু গণ্ড বেয়ে ধারা পড়ে বক্ষঃস্থলে॥
কভু সাধারণ ভূমে মানুষের মত।
ঈশ্বরীয় রঙ্গরস তত্ত্ব-উক্তি কত॥
সুবেষ্টিত ভক্তবর্গে নানানপন্থীর।
কখন চঞ্চল ভাব কখন গম্ভীর॥
সহজ সরল নগ্ন বালকের মত।
পত্র-পতনের সর সর শব্দে ভীত॥
কখন কেশরী শুদ্ধ বিক্রম এমন।
গম্ভীর গরজে ত্রস্ত কুলিশ-নিস্বন॥
কভু 'লোক পোক' জ্ঞানে পুরুষ উত্তর।
কে জানে সে দিকপাল কিবা ক্ষিতীশ্বর॥
কখন বা দীনতায় তৃণ পরাজিত।
ছোটবড-নির্ব্বিশেষে সম্মান বিহিত॥
তত্ত্ব-পিপাসুর পক্ষে পরম আত্মীয়।
অন্তর বুঝিয়া তার যাহে হয় শ্রেয়ঃ।
তাহাই প্রদান তায় পরম হরিষে।
জাতি বর্ণ ধর্ম্ম-পন্থা-ভাব-নির্ব্বিশেষে॥
কখন বা উচ্চ-নীচ অভেদ গিয়ান।
যারে তারে সকলের সম্মান সমান॥
সাদরে প্রদত্ত করে কারও গ্রহণ।
কাহার অগ্রাহ্য তেঁহ যদিচ ব্রাহ্মণ॥
কোথা বা গমন নহে সাধ্য সাধনায়।
কেহ বা বসিয়া ঘরে অনায়াসে পায়॥
শত প্রার্থনায় কার কৃপা নাহি হয়।
কোথাও বা অযাচকে পায় অতিশয়॥
অন্তর্য্যামী এক পক্ষে পরম ঈশ্বর।
বিভুরূপে সমভাবে সবার ভিতর॥
অন্যপক্ষে ভেদাভেদ পাই দেখিবারে।
ভাল-মন্দ তর-তম লীলার আসরে॥
ভক্তজনে যত টান অন্যে তত নয়।
বরাবর এই ধারা অবতারে বয়॥
ভক্তগণ যেন তাঁর লীলারসে সাথী॥
তাঁরা যেন রথ তাহে শ্রীপ্রভু সারথি॥
ইঁহাদেরও মধ্যে দেখি দুইশ্রেণীভুক্ত।
কাহারা বা নিকটের কাহারা দূরস্থ॥
কার্য্যেতে যদ্যপি দেখি দু প্রকার থাক্।
তথাপি একত্র যেন কলমির চাক॥
লক্ষ বুড়ি ডগা থাকে চাকের ভিতরে।
একটিতে দিলে টান গোটা চাক নড়ে॥
আর এক শ্রেণী আছে বহির্ম্মুখ জাতি।
পরিচয়ে শুন কহি তাঁদের প্রকৃতি॥

সমুন্নত ফণা আর নাহিক এখন।
খোল-করতাল লয়ে হরি-সংকীর্ত্তন ॥
কেহ মা মা কেহ কেহ কাঁদে হরিবোলে।
সজল নয়নে লুটে প্রভু-পদতলে ॥
ভাবের প্রাবল্যে কারও কণ্ঠ হয় রোধ।
অঙ্গ কারও জড়বৎ নাহি বাহ্যবোধ ॥
কারও বা খসিয়া পড়ে কটির বসন।
কারও উচ্চহাসে হয় ভাব-সম্বরণ ॥
অপরূপ প্রভু যেন অপরূপ খেলা।
তিলেকে তুলিয়ে দেন পাগলের মেলা ॥
প্রভুর আয়ত্তে যত মানুষের মন।
সেইমত খেলে তিনি খেলান যেমন ॥
শক্তি-প্রতিবাদী-মধ্যে প্রধান কেশব।
দুনিয়া জুড়িয়া যাঁর অশেষ গৌরব ॥
এবে তেঁহ দলে-বলে লয়ে মার নাম।
পথে পথে সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান ॥
সত্যতত্ত্ব-অন্বেষক কেশব ধীমান।
তদুপরি সেই হেতু শ্রীপ্রভুর টান ॥
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি দয়া সরলতা।
নিষ্ঠা ত্যাগ অনুরাগ সাধুতা দীনতা ॥
যে আধারে বর্ত্তমান সেই আপনার।
হিন্দু কি যবন ম্লেচ্ছ নাহিক বিচার ॥
কেশবে সগুণ বহু তাহার প্রমাণ।
কি বিষয়ী কিবা সাধু সবে দেয় মান ॥
অপার প্রভুর কৃপা তাঁহার উপর।
কেশবের রোগে শোকে শ্রীপ্রভু কাতর ॥
রোগার্ত্ত কেশব এবে জীবন-সংশয়।
শুনিয়াই ঠাকুরের চিন্তা অতিশয় ॥
দেখিতে গমন কৈলা পরাণ অস্থির।
কেশব-ভবনে নাম কমল-কুটির ॥
অভ্যর্থনা করি তাঁর ব্রাহ্ম-শিষ্যগণ।
সদর মহলে দিল বসিতে আসন ॥
কিসেও নাহিক মন প্রভু একমনা।
শ্রীকেশবে দেখিবারে কেবল বাসনা ॥

হেথা অন্তঃপুরে তেঁহ আছে শয্যাশায়ী।
উঠিতে চলিতে দেহে শক্তি প্রায় নাই ॥
সেবাপর শিষ্যগণে প্রভুদেবে কয়।
উঠিতে চলিতে তাঁর কষ্ট বড় হয় ॥
তদুত্তরে সমুৎসুকে কন প্রভুরায়।
চল আমি নিজে যাই কেশব যেথায় ॥
হেনকালে ধীরে ধীরে কেশব হাজির।
কলেবরে মাংস নাই কঙ্কালশরীর ॥
এখন ভাবস্থ প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
লুটাইয়া পদে করে কেশব প্রণাম ॥
আজি নাহি কেশবের প্রণাম ফুরায়।
যেন কি মিলেছে মিষ্টি শ্রীপ্রভুর পায় ॥
ঠাকুরের সঙ্গে যবে প্রথম মিলন।
জানিত না শ্রীকেশব প্রণাম কেমন ॥
জ্ঞানি-অভিমানে শির উচ্চে নাই আর।
প্রভুর প্রসাদে এবে ভক্তির সঞ্চার ॥
ভাবেতে বিভোরচিত্ত প্রভু গুণমণি।
বলিতে লাগিলা আদ্যাশক্তির কাহিনী ॥
সৃষ্টিরূপে আদ্যাশক্তি জীব ও জগৎ।
চতুরবিংশতি তত্ত্ব নামে বলবৎ ॥
একমাত্র বস্তু ব্রহ্ম দুই ভাবে গতি।
কখন পুরুষভাব কখন প্রকৃতি ॥
বিশেষ ভাঙ্গিয়া তত্ত্ব পুনঃ কন পিছে।
থাকিলে পুরুষজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান আছে ॥
নির্গুণে যেন তাঁর লীলারসে সাধ যিনি।
সগুণে যেন রথ তাহে শ্রীপ্রভু সানী ॥
মায়ের ও মধ্যে দেখি দুইশ্রেণী।
প্রসবাদি বা নিকটের কাহারও ॥
ধর্ম্ম-অর্থ যদ্যপি দেখি যা যাহা চায়।
মুক্তহস্তে কত্র যেন কলর্দ্ধিদায় ॥
জগমা নিগো থাকে চহে অন্যপর।
মায়েতে সংলে টান ছেলের নির্ভর ॥
মাতৃভাবে শ্রেণী আছে পত্নিকার সনে।
শেষ শিক্ষা দেন প্রভু কেশব সজ্জনে ॥

অবিদ্যা-সেবনে মত্ত দেখি জীবগণে।
আগগু তিতিয়ে অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥
নিত্যানন্দ নিরানন্দ পরাণ বিকল।
দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধনার ফল ॥
জীবের কল্যাণে কৈলা সমস্ত প্রদান।
শেষেতে বিগ্রহ বহু তাও বলিদান ॥
মাতৃগতপ্রাণ প্রভু অম্বিকার ছেলে।
আহার বিহার খেলা অম্বিকার কোলে ॥
মায়ে পোয়ে এক হয়ে ভাবেতে বিভোর।
বিকল পরাণ বহে দুনয়নে জোর ॥
কৈলা কিবা অঙ্গীকার-সহ আশাবাণী।
শুন সুধামাখা জগ-কল্যাণ-কাহিনী ॥
"ও মা, যারা যারা সব আসিবে এখানে।
একমাত্র আলম্বন আন্তরিক টানে ॥
সবল অন্তর খোলা হৃদয়-নিলয়।
তাহারা যেন মা সিদ্ধ সকলেই হয়" ॥
ইহাতেও মনোমত তুষ্ট না হইয়ে।
আবার কহেন প্রভু মায়ে সম্বোধিয়ে ॥
"ও মা, যারা যারা সব আসিবে এখানে।
বিশ্বাস প্রত্যয়সহ সু-সরল মনে ॥
অমনি চৈতন্যোদয় হবে সবাকার।
তপ-জপ-সাধনাদি নাহি দরকার" ॥
বিচিত্র ঠাকুর হেন দুর্লভ ভুবনে।
ভবসিন্ধুপার যাঁর মাত্র দরশনে ॥
রতি-মতি শ্রীচরণে রাখি অনুক্ষণ।
লীলা-গীতি সুমধুর কর আকর্ষণ ॥
করুণাপ্রতিম প্রভু বেদবিধি ছাড়া।
করুণার উপাদানে মূর্ত্তিখানি গড়া ॥
সান্ত নর-তনু কিন্তু অনন্ত আধার।
সাগর গোষ্পদবৎ তুলনে তাহার ॥
প্রকাণ্ডতা পক্ষে নাহি আসে কল্পনায়।
ডুবিলেও গোটা বিশ্ব তলাইয়া যায় ॥
এ হেন আধারে মোর প্রভুর আমার।
আধেয় করুণা বই কিছু নাহি আর ॥
উত্তাল তরঙ্গ তাহে সদা উথলিত।
শ্রীমুখ-উৎসার দ্বারে ঝরে অবিরত ॥
আবেগে আবেশভরে কহেন আপনে।
সম্বোধিয়া কৃপাপ্রার্থী ভাগ্যবানগণে ॥
এখানে নির্ভর আর বিশ্বাস করিলে।
মা-কালী সাধিয়া দিবে কার্য্য অবহেলে ॥
আবেশের ভরে আমি কহিলাম হেথা।
মা সব করিয়া দিবে হবে না অন্যথা ॥
করুণা কোমল কিন্তু তাহে এত বল।
পরং ব্রহ্ম সনাতন যাহে টলমল ॥
অটল সচ্চিদানন্দ চঞ্চল অস্থির।
ধরায় আনিয়া তুলে ধরায়ে শরীর ॥
এইখানে মানুষেরা বড় আলথাল।
সকল কুবুদ্ধি ঘটে অতীব জঞ্জাল ॥
কহে যে সান্তের মধ্যে অনন্তের সত্তা।
ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড ইহা প্রলাপীর কথা ॥
আরে মন দেখ দেখ বুদ্ধির বাহার।
বিচারবিতর্কযুক্তি কিবা চমৎকার ॥
মীমাংসা-সিদ্ধান্ত শেষে এই হৈল ইতি।
পুরাণাদি গীতা গাথা প্রলাপীর উক্তি ॥
শুক-ব্যাস-নারদাদি না পাইলা ঠাঁই।
মরি মন লয়ে হেন বুদ্ধির বালাই ॥
এই সৃষ্টি সৃষ্টি যার নির্ম্মাণ-কৌশল।
জীবের বুঝিতে তাঁয় কিবা আছে বল ॥
ইহা না বুঝিয়া যেবা বুদ্ধি করে অন্য।
সে জন মানুষ নয় পশুমধ্যে গণ্য ॥
মায়ার অপার খেলা কে বুঝিতে পারে।
যে চাবিতে খুলে তালা তাহে বন্ধ করে ॥
ভক্তিহীনে ধরাতল রসাতলে গত।
কুলাল-চক্রের ন্যায় মোহে বিঘূর্ণিত ॥
দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুস্থ অতিশয়।
দেখিয়া করুণাকর প্রভু দয়াময় ॥
সত্ত্বের ঐশ্বর্য্যে অবতীর্ণ ধরাদেশে।
দীন-দুঃখী নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে ॥

এবে সত্ত্ব লুপ্তপ্রায় না মিলে আঘ্রাণ।
তমে রজে তুলিয়াছে তুমুল তুফান॥
সত্ত্বের ঐশ্বর্য্য শুদ্ধ আধ্যাত্মিকে খেলা।
জৈব বুদ্ধি কি বুঝিবে অবিদ্যায় ঘোলা॥
তাই প্রভু বলিলেন করি উচ্চরব।
বারেক শ্রীকৃষ্ণ যেবা বারেকে রাঘব॥
সেইজন অবতীর্ণ এবে ধরাধামে।
জীবের উদ্ধার-হেতু রামকৃষ্ণ নামে॥
পূর্ণ আবির্ভাব মোর এই অবতারে।
অদ্বৈত চৈতন্য নিত্যানন্দ একাধারে॥
লক্ষণে বুঝিতে বস্তু কহিলেন রায়।
যে আধার ভাসে ভক্তি প্রেমের বন্যায়॥
কখন পিশাচ কভু পাগলের পারা।
কখন বা জড় কভু বালকের ধারা॥
হাসে নাচে কাঁদে গায় বিহ্বল-পরাণী।
বুঝে নিবে সে আধারে অবতীর্ণ তিনি॥
জন্মাবধি যত কর্ম্ম পরার্থে কেবল।
দেহ-দান যদি তাহে জীবের মঙ্গল॥
এতেক দেখিয়া যেবা পরিহার করে।
সে নহে মানুষ-বাচ্য পশু বলি তারে॥
ভক্তিহীন কুলিশ কর্কশ এই কাল।
ভক্তিরসে তাহে প্রভু কবিলা রসাল॥
ধীরে ধীরে অলক্ষ্যেতে চালাইয়া কল।
বিচিত্র শ্রীঠাকুরের বিচিত্র কৌশল॥
কি মহিমা শ্রীরায়ের অমৃত-কথন।
শ্রীপদে উপজে ভক্তি করিলে শ্রবণ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায়।
তিনেরি জলন্ত মূর্ত্তি ঠাকুর শ্রীরায়॥
কিন্তু ভক্তিপথে কর্ম্ম সাধিবার তরে।
শুন কিবা উপদেশ দিলা বারে বারে॥
অন্তরযামিত্বরূপে প্রভু বিশ্বপতি।
নাম-রূপ-উপাধিতে বিরাট মুরতি॥
অন্তরে বাহিরে তুমে ব্যাপ্ত চরাচর।
আধ্যাত্মিক রাজ্যের একক অধীশ্বর॥
কোথা কিবা আছে আর কোথা কিবা নাই।
পুঙ্খ-অনুপুঙ্খরূপে বিদিত গোঁসাঞি॥
দেশকালপাত্র দেখি এবে ভগবান।
জ্ঞান-কর্ম্ম বাদে দিলা ভক্তির বিধান॥
জ্ঞানপক্ষে কি কহিলা শুন পরিচয়।
কলিকালে জ্ঞানমার্গ কঠিনাতিশয়॥
স্বল্পায়ু মানুষ এবে অন্নগত প্রাণ।
তদুপরি দেহবুদ্ধি ঘটে বলবান॥
দেহধর্ম্মে ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে বিলক্ষণ।
দেহরক্ষা-হেতু তাহা অবশ্য পালন॥
অপালনে একুশ দিনের বেশী নয়।
হইবে দেহের নাশ অতীব নিশ্চয়॥
সে হেতু শরীরে 'নেতি' করিবে কেমনে।
অগ্রাহ্য করিতে গ্রাহ্য নিষেধ গমনে॥
দেহ নামধেয় দেখ এই যে শরীর।
আশ্রয় আবাস নামে রোগের মন্দির॥
যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ব্যাধির জ্বালায়।
কি করিয়া 'নেতি নেতি' কহিবে তাহায়॥
দেহবুদ্ধি অহঙ্কার যাইবার নয়।
তাই জ্ঞানমার্গে গতি কঠিনাতিশয়॥
জ্ঞানাপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ড আরও যে শক্ত।
শুনিলে অসাধ্য বিধি শুষ্ক হয় রক্ত॥
ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্মের নিয়ম।
জীবের অসাধ্য জ্ঞানপথের মতন॥
যতই না কর চেষ্টা নিষ্কামের বাটে।
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কাম স্বতঃ এসে যুটে॥
ক্রমশঃ কর্ম্মের বৃদ্ধি যেখানে কামনা।
চিঁড়ের বাইস ফের না হয় গণনা॥
কর্ম্মতরুবর অতি প্রকাণ্ড বিশাল।
কর্ম্মফল প্রসবয়ে যতকাল কাল॥
কর্ম্মফলে আনাগোনা জনম-মরণ।
আগোটা কালেও নাহি হয় সংকুলন॥
তাই কর্ম্মকাণ্ড-বাটে হওয়া অগ্রসর।
ক্ষীণ মন-প্রাণ জীবে অতীব দুষ্কর॥

এবে ঘোরতর তমে মানুষ-নিকর।
অজ্ঞান অবোধ নিম্নদৃষ্টি নিরন্তর॥
সতত প্রমত্তচিত্ত অবিদ্যা সেবায়।
দ্বেষ হিংসা প্রবঞ্চনা কর্ম্ম ব্যবসায়॥
ধর্ম্ম-পুণ্যশূন্য পরিপূর্ণ হাহারোল।
সুখের মুকুটধারী দুঃখে দেয় কোল॥
হীন হেয় পথে গতি মতি সর্ব্বদায়।
কোটি জনমেও নাহি নিস্তার-উপায়॥
জীবের দুর্গতি দেখি দুর্গতিবারণ।
পাপতাপ কর্ম্মফল কপালমোচন॥
দয়াকর সর্ব্বেশ্বর দয়ায় অস্থির।
অবতীর্ণ ধবাধামে ধরিয়া শরীর॥
দেশকালে বুঝিয়া জীবের দুরবস্থা।
করিলেন নারদীয় ভক্তির ব্যবস্থা॥
রূপাকার রুচি মত যার যেন মন।
স্মরণ মননোপায় নাম-সংকীর্ত্তন॥
ইহাতে জীবের হবে পরম কল্যাণ।
জন্ম জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে পরিত্রাণ॥
অব্যর্থ আশ্বাসবাক্য প্রভুর আমার।
অচল টলিবে বাক্য নহে টলিবার॥
সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য।
ছুটাইতে ধরণীতে ভকতির বন্যা॥
ভক্তিপ্রিয় বলিলেন নিজে বার বার।
ঈশ্বরেতে ভালবাসা ভক্তিমাত্র সার॥
নামাইলা জ্ঞানমার্গী ভকতনিকরে।
নাচিতে গাইতে ভক্তি কীর্ত্তন-আসরে॥
দয়ার্ণব ঠাকুরের বিচিত্র কৌশল।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভুবন-মঙ্গল॥

নীলকণ্ঠের যাত্রাশ্রবণে প্রভুদেবের গমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

পতিত-পাবন-বেশ, পূর্ণ-ব্রহ্ম পরমেশ,
প্রভুদেব অখিলের পতি।
ধরি নর-কলেবর, অবতীর্ণ ধবা'পর,
নিবারিতে জীবের দুর্গতি॥
প্রভুর যতেক কর্ম্ম, সকলেই গূঢ় মর্ম্ম,
লীলাধর্ম্ম তাহার ভিতরে।
সহজে না বুঝা যায়, কি হেতু কি কৈলা রায়,
ভক্তসঙ্গে লীলার আসরে॥
সরল ঘটনা যেন, কহি মন শুন শুন,
রামকৃষ্ণ লীলা সুমধুর।
যেখানে জনতা বেশী, যাইতে সেথায় খুসি,
আজি কালি লীলার ঠাকুর॥
মাহেশ বল্লভপুরে, রথযাত্রা দেখিবারে,
ফি বৎসরে প্রায় আগমন।
ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগে, পেনেটির চিঁড়া-ভোগে
যেইখানে মহা সঙ্কীর্ত্তন॥

একে নাহি মিলে অন্য, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন,
তারে গুণে গঠন বরণে।
অবিনাশী যাবতীয়, বিশ্বে নাই শ্রেয়ঃ হেয়,
রূপান্তর গুণান্তর বিনে॥
চতুর্ম্মুখ হরি হর, যে শক্তির আজ্ঞাপর,
হয় লয় যাহার ভিতরে।
সেই শক্তি দিবানিশি, শ্রীপ্রভুদেবের দাসী,
যুক্তকরে লীলার আসরে॥
হেন প্রভু বিশ্বপতি, তাঁহার লীলার গতি,
সাধ্য কার করে নিরূপণ।
আকাশ মাটির সনে, মিশে গেছে যেইখানে,
সে নয় তাদের আয়তন॥
শ্রীপ্রভুর লীলা-রাজ্য, মহতী অব্যক্তাশ্চর্য্য,
আদি-অন্তবিহীন আভাস।
অবিরত যুক্তকরে, যাবতীয় অবতারে,
নিরাপদে মধ্যে করে বাস॥
রাজ-রাজ রামকৃষ্ণ, সকলে বিচারে তুষ্ট,
বিবাদ-কলহ-বিভঞ্জন।
যার যাহা অধিকার, তিল নষ্ট নহে কার,
সমভাবে সকলে পালন॥
গোকল বেদান্ত আদি, যেখানে যাবৎ বিধি,
যত পথ ব্যক্ত চিরকাল।
সকলে ধরিয়া বক্ষে, সমান যতনে রক্ষে,
করিলেন প্রভু ধর্ম্মপাল॥
সমাধিস্থ অবস্থায়, কত কি বিকাশ পায়,
বিশ্বরূপ শ্রীদেহ-আধারে।
জানি না সে কোন্ জনা বুঝে যার অণুকণা,
কেবা কিবা কিবা বলে কারে॥
বদনে অপূর্ব্ব আভা, জনগণ-মনোলোভা,
শোভা তার না যায় বর্ণন।
বারেক দেখিলে পরে, নয়নে মোহন করে,
মুক্ত আর নহে কদাচন॥

আজি এই যাত্রাশালে, সেই ভাতি মুখে খেলে
দেখিতে লোলুপ লোকজনে।
মুখে মুখে কলরব, করিয়া দাঁড়ায় সব,
পতিতপাবন-দরশনে॥
দেখিবার গোলযোগে, যাত্রা যায় প্রায় ভেঙ্গে,
ভক্তিমান গায়ক প্রধান।
আপনার দলে বলে, সহ খোল করতালে,
গায় যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নাম॥
শুনিয়া যুগল নাম, নিম্নদেশে ভগবান,
নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে।
ভক্তগণে পুনরায়, বসাইয়া দিল তাঁয়,
পূর্ব্ববৎ নিজের আসনে॥
যাত্রারম্ভ হলে পুনঃ, আজিকার লীলা শুন,
দুনো বলে পুনশ্চ আবেশ।
কৃষ্ণপ্রেমে গাঢ়তর, বিকলাঙ্গ গুরুতর,
হইলেন প্রভু পরমেশ॥
আবেশ ইচ্ছার রীতি, ঠিক যেন মাতা হাতী,
দিগাদিগ না রহে গিয়ান।
ইন্ধন বন্ধন খুঁটি, দেহ গেহ পরিপাটী,
নষ্ট করি হয় ধাবমান॥
অতুল মূরতিখানি, ভক্তের জীবন প্রাণী,
পাছে তাহে হানি কিছু হয়।
সেহেতু লইযা তাঁয়, সত্বর বাহিরে যায়,
ভক্তগণে ভীত অতিশয়॥
সেবা শুশ্রূষার পরে, সুস্থ করি প্রভুবরে,
পলাইল শকটারোহণে।
বাগবাজারেতে ধাম, ভক্ত বসু বলরাম,
ভাগ্যবান তাঁহার ভবনে॥
রামকৃষ্ণলীলা-গীত, যাহাতে সুধার রীত,
পূত চিত নিশ্চিত শ্রবণে।
বিকার বাতিক লয়, অক্ষয় অমর হয়,
বিমোচন ভবের বন্ধনে॥

গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর।
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর॥
বলিয়াছি বারে বারে অপূর্ব্ব কথন।
কেহ দেব কেহ দেবী প্রভুভক্তগণ॥
সাধিত লীলার কার্য্য প্রভুভক্ত যত।
নানা বেশে নানা স্থানে প্রয়োজনমত॥
অবস্থিত ধরাধামে নানা অবস্থায়।
লীলার ঈশ্বর প্রভু তাঁহার ইচ্ছায়॥
জীবের প্রকৃতি দিয়া ভক্তের ভিতর।
লীলারসাস্বাদ করে লীলার ঈশ্বর॥
ভক্তি জ্ঞান শক্তি কিন্তু মাখা থাকে গায়।
তিলেকে জাগিয়া উঠে তিলেকে ঘুমায়॥
দারুণ নিদাঘে যেন দিবসের কায়া।
কভু খরতর কর কভু মেঘছায়া॥
শুন কহি বিবরণ অমৃত বিশেষ।
গিরিশ শৈশব যবে দিগম্বর-বেশ॥
তখন উদয় মনে হইত তাঁহার।
জগতের মূল শক্তি সৃষ্টি করা যাঁর॥
শক্তির প্রভাবে যদি সৃষ্টির জনম।
তবে এ শক্তিরে সৃষ্টি কৈল কোন্ জন॥
হেন প্রশ্ন যে শিশুর স্বতঃ উঠে মনে।
মায়ামুগ্ধ জীব তাঁয় কহিব কেমনে॥
অবিশ্বাসী সাধারণ মানুষনিচয়।
ঈশ্বরের লীলাকথা করে না প্রত্যয়॥
বিপরীত কয় কথা মায়ায় মগন।
যাবৎ জগতে দেখে নিজের মতন॥
বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্ম-বারি তাঁয়।
হীন হেয় কত শত স্রোতে ভেসে যায়॥
তাহায় মহিমা তাঁর কিছু নাহি কমে।
জীবের মুকতি একবিন্দু পরশনে॥
সেইমত ভক্তদের জীবনের স্রোতে।
কলঙ্ক-কালিমামালা অগণ্য তাহাতে॥
নাহি হয় তিল হানি মহিমার বল।
পদরজঃ-পরশনে পরম মঙ্গল॥
পবিত্র চরিত চিত নিরমল মন।
পরে ফুটে হৃদে রামকৃষ্ণভক্তিধন॥
প্রভু-ভক্ত-মহিমার অপূর্ব্ব বারতা।
আপনি পাইবে মন শুন লীলাকথা॥
কোন্ দেহে কোন্ দেব-দেবী সমাগত।
সর্ব্ব সমাচার মোর প্রভুর বিদিত॥
এক দিনে শ্রীপ্রভুর দরশন-আশে।
ভক্তিমতী মহিলা কতকগুলি আসে॥
সম্ভ্রান্ত বংশের তাঁরা কুলের কামিনী।
তার মধ্যে একজন দেবীঠাকুরাণী॥
রমণীর বেশে বাস প্রভু-অবতারে।
দেখামাত্র চিনিলেন শ্রীপ্রভু তাঁহারে॥
সংসারেতে চারি-পাঁচ সন্তান-সন্ততি।
তবু অঙ্গে কান্তি যেন নবীনা যুবতী॥
সাধারণে পরিচয় বলিতে বারণ।
সেই হেতু পুঁথিমধ্যে রহিল গোপন॥
সেবাপর আপ্তজনে প্রভু দেবরায়।
বলিলেন সংগোপনে দেখাইয়া তাঁয়॥
বাখানিয়া মৃদুস্বরে যত পরিচয়।
মানুষের বেশে মাত্র মানবিনী নয়॥
প্রত্যক্ষ দেখিতে সাধ যদি হয় মনে।
গন্ধদ্রব্যসহ দাও কুসুম চরণে॥
লীলা-দরশন-প্রিয় ভকতের কুল।
ধূপধুনাসহ তাঁর পায়ে দিল ফুল॥
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা ছিল মুখখানি।
চকিতের মধ্যে কিবা আশ্চর্য্য কাহিনী॥
গভীরসমাধিযুক্ত অঙ্গ সংজ্ঞাহীনা।
জনমেও ধ্যান যাঁর মোটে নাই জানা॥
সঙ্গিনীরা বুদ্ধিহারা দেখিয়া ব্যাপার।
সশঙ্কিত ত্রস্তচিত জড়ের আকার॥
কাহার বদনে আর সরে না বচন।
যাদু-মুগ্ধ যেন সবে যায় বহুক্ষণ॥
নিম্নদেশে মন আর না আসে দেবীর।
ইন্দ্রিয়াদিসহ অঙ্গ একেবারে স্থির॥

গভীর ধিয়ানে বাহ্য নাহি আসে গায়।
তখন শ্রীপ্রভুদেব ডাকেন শ্যামায়॥
ও মা কালী কি হইল রক্ষা কর এবে।
জানিতে পারিলে লোকে মন্দ কটু কবে॥
ভীতভাবে এ মতে ডাকিলে কালীমায়।
তখন চেতন অঙ্গে তাঁহার ইচ্ছায়॥
ধ্যানের বিষম নেশা তাহাতে আকুল।
নয়ন দুখানি রাঙ্গা যেন জবাফুল॥
পদক্ষেপে নাহি শক্তি অঙ্গ থর থর।
সঙ্গিনীরা লয়ে তুলে গাড়ীর ভিতর॥
প্রভু আর প্রভুভক্ত বস্তু কি রকম।
বিন্দুমাত্র জানিতে না হইনু সক্ষম॥
ভক্তিসহ শ্রীপ্রভুর পদে রাখি মতি।
ভক্তির ভাণ্ডার শুন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

প্রভু-ভক্ত সাধারণ নিয়মের পার।
করিলেও পাপকর্ম্ম পাপ নয় তাঁর॥
প্রজার শাসনে যত রাজার আইন।
রাজকুমারেরা নহে তাহার অধীন॥
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
একদিন শ্রীমন্দিরে নিজে ভগবান॥
বিমরষ মন ভক্ত বিষ্ণুর কারণে।
আত্মহত্যা কৈলা যেবা পিতার তাড়নে॥
বহু পূর্ব্বে কহিয়াছি বিশেষ খবর।
বালক-বয়স বিষ্ণু এড়েদহে ঘর॥
সন্নিকটে উপবিষ্ট ভক্তগণে কন।
বিষ্ণুর কারণে আজি মন উচাটন॥
বিদ্যালয়ভুক্ত তেঁহ বালক কেবল।
রতি-মতি ভগবানে বুদ্ধি নিরমল॥
পাঠে অনুরাগ তার নাহি ছিল তত।
এখানে আমার কাছে সর্ব্বদা আসিত॥
একবার ঘর ছাড়ি দূরদেশে যায়।
পশ্চিম অঞ্চলে কোন আত্মীয় যেথায়॥
সুরম্য সে স্থান বড় মনের মতন।
সুন্দর প্রান্তর মাঠ কাছে আছে বন॥
নানাবিধ বৃক্ষরাজিসহ শৈলমালা।
অবিরত বিরাজিত প্রকৃতির খেলা॥
যোগপ্রিয় ধ্যানানন্দ মনোমত স্থানে।
ধ্যানেতে বিভোর-চিত থাকিত সেখানে।
কহিত আমার কাছে আনন্দ-মগন।
কত হয় ঈশ্বরের রূপ-দরশন॥
মৌন রহি কিছুক্ষণ কন পুনর্ব্বার॥
বোধ হয় এই জন্ম শেষ জন্ম তার॥
পূর্ব্বজন্মে বহুবিধ কর্ম্ম ছিল করা।
এইবারে বাকিটুকু হয়ে গেল সারা॥
কথায় কথায় প্রভু বিধির বিধাতা।
কহিতে লাগিলা জীবতত্ত্বের বারতা॥
ভক্তিভরে স-মনে শুনিলে তুমি মন।
জনম-মরণ-ভয়ে হইবে মোচন॥

প্রভুর বচনে শুন সুন্দর কাহিনী।
চারিযুগ অক্ষয় অমর যত প্রাণী॥
পূর্ব্ব জনমের যাবতীয় সংস্কার॥
স্বীকার্য্য উচিত করা সবার স্বীকার॥
প্রকৃত ঘটনাসহ প্রভুদেব কন।
শুনিয়াছি কোনকালে কোন একজন॥
করে শব-সাধনা নির্জ্জন বনে বসে।
কালীর অভয় পদ দরশন-আশে॥
আসন শবের বুকে বনমধ্যে একা।
সাধনায় নানাবিধ দেখে বিভীষিকা॥
শুন কি ঘটনা পরে কালীর ইচ্ছায়।
বাঘেতে ধরিয়া তারে লইয়া পলায়॥
নিকটে অত্যুচ্চ গাছে ছিল আর জনা।
প্রত্যক্ষ দেখিল চক্ষে যাবৎ ঘটনা॥
বিবেচনা মনে মনে করিল তখন।
শব-সাধনার দ্রব্য সব আয়োজন॥
যা আছে কপালে হবে বসিব আসনে।
এত বলি গাছ থেকে ধীরে ধীরে নামে।
বসিয়া শবের বুকে বিশ্বাসের ভরে।
মহামন্ত্র কালীনাম খালি জপ করে॥

তারে কহে মুক্তজীব মহাবল গায়।
মায়ায় হইয়া বদ্ধ থাকিতে না চায়॥
মুমুক্ষুর খালি চেষ্টা জাল কিসে কাটে।
ছিঁড়িতে না পারে জাল বলে নাহি আঁটে
মুমুক্ষু ও মুক্ত এই দু শ্রেণীর জীবে।
থাকিতে না চায় হেন ভব-কূপে ডুবে॥
তেকারণে কেহ বা পাইয়া ভগবান।
স্বেচ্ছায় করেন দেহনষ্টের বিধান॥
মুকতি পাইয়া তনু-ত্যাগের বারতা।
বড়ই কঠিন বহু সুদূরের কথা॥
সাবধানী নারদাদি নিত্যমুক্ত যাঁরা।
সংসারের জালে কভু না পড়েন ধরা॥
বদ্ধজীব সংসারেতে তাদের লক্ষণ।
পড়িয়াছে জালে জানে নিশ্চয় মরণ॥
তবু নাহি হুঁশ জালে বদ্ধ অবস্থায়।
কামিনী-কাঞ্চন-পাঁকে শরীর লুকায়॥
পলাইতে নাহি চেষ্টা করে কোন কালে।
বড় তুষ্ট আসক্তির পঙ্কিল সলিলে॥
কত সহে দাগা-দুঃখ বিপদনিচয়।
তথাপি না হয় কভু চৈতন্য-উদয়॥
যাহাতে এতেক তার শোকের উদ্ভব।
পুনঃ পুনঃ বদ্ধজীব করে সেই সব॥
আপনার হাতে নালা করিয়া খনন।
লোণা সিন্ধুবারি করে ঘরে আনয়ন॥
কাঁটা ঘাসে উট প্রিয় যত তেঁহ খায়।
দর দর রক্ত-ধারা মুখে বাহিরায়॥
তথাপি কেমন নেশা আসক্তি কেমন।
নাহি ছাড়ে কাঁটা ঘাস করিতে ভক্ষণ॥
যদি কোন বদ্ধজীবে বুঝিবারে পারে।
অসার সংসারে সার নাহি একবারে॥
অধম আমড়া উপমায় পরিপাটী।
সারশাঁসহীন খালি খোসা আর আঁটি॥
জানিয়াও ছাড়িতে না পারে কদাচন।
সঁপিবারে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন॥

কেশবের খুড়া বয়ঃ বছর পঞ্চাশ।
দেখিলাম একদিন খেলিছেন তাস॥
নাহি হইয়াছে যেন তখনো তাঁহার।
উচিত সময় হরি-নাম লইবার॥
বদ্ধজীব মাত্রে এক বিশেষ লক্ষণ।
সাধুসঙ্গ বুঝে যেন প্রকৃত মরণ॥
বিষ্ঠার পোকার মত আনন্দ বিষ্ঠায়।
খায় মাখে সেই বিষ্ঠা হৃষ্ট-পুষ্ট তায়॥
এত বলি কথা সায় কৈলা গুণমণি।
ঠাকুরের কথা ঠিক অমৃতের খনি॥
ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ নানারূপ হয়।
বিশেষিয়া বিবরিয়া বলিবারে নয়॥
রঙ্গমঞ্চে বার বার যান প্রভুরায়॥
মহাবলী বীরভক্ত গিরিশ যেথায়॥
অকুতোসাহস তেঁহ আপনার ভাবে।
মনে যেন আসে তেন কন প্রভুদেবে॥
জ্বলন্ত বিশ্বাস হৃদে নিরভয় মন।
তমঃগুণী ভক্ত তিনি প্রভুর বচন॥
ডাকাতের সম ধারা প্রবল আচার।
মার কাট বাঁধ লুট রতন-ভাণ্ডার॥
একদিন মঞ্চমধ্যে প্রভুর গমন।
নিরখিয়া শ্রীগিরিশ পুলকিত মন॥
পতিতপাবন প্রভু পতিত-ভরসা।
পতিত-উদ্ধার-কাজে মঞ্চমাঝে আসা॥
পাকা ষোলআনা জ্ঞান গিরিশের মনে
সেই হেতু রঙ্গালয়ে রহে যে যেখানে॥
কি লম্পট কি কপট হীন হেয় মন।
বেশ্যা-বারাঙ্গনাজাতি অভিনেত্রীগণ॥
আবাহন সকলেই বারে বারে করে।
পদরেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে॥
অভিনেতা পুরুষেরা আসিয়া তথায়।
অভয়-চরণরেণু ধরিল মাথায়॥
গিরিশের আশ্বাস-বচনে পেয়ে বল।
উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনাদল॥

কালকূট একমাত্র ধন কালিয়ার।
সে দিবে ধরিয়া বিষ যাহা আছে তার॥
কি বুঝিয়া প্রভুদেব রামের বচনে।
তখনি আনিতে গাড়ী আজ্ঞা হয় রামে॥
আজ্ঞাপর ভক্তবর আনিল সত্বর।
যাত্রা যাহে করিলেন গিরিশের ঘর॥
কতিপয় ভক্তমাত্র প্রভুর সহিত।
ত্বরান্বিত যথাস্থানে হইলা উপনীত॥
অন্দরে আরামশয্যা গিরিশ যেথায়।
বার্ত্তাবহ শুভ বার্ত্তা তথা লয়ে যায়॥
পুলকে পূর্ণিত কায় প্রফুল্লিত মন।
সদরে আসিয়া বন্দে প্রভুর চরণ॥
তড়িতের মত বার্ত্তা ছুটে চারিধারে।
শ্রীপ্রভুর আগমন গিরিশের ঘরে॥
সন্নিকটে অনেক ভক্তের নিকেতন।
ক্রমে ক্রমে বহু জন দিলা দরশন॥
ভরিল বৈঠকখানা অতি পরিসর।
গালিচায় গদী তার উপরে চাদর॥
সুন্দর বিছানা পাতা তাকিয়ায় ঠেস।
উপবিষ্ট রামকৃষ্ণ বিভু পরমেশ॥
নানা রঙ্গে রসভাষ ভক্ত-ভগবানে।
মঞ্চের ঘটনা মোটে নাহি কারো মনে॥
গিরিশের ঘরে নাই কোন অনাটন।
সেবার কারণে করে নানা আয়োজন॥
পরম বৈষ্ণব ভক্ত বসু বলরাম।
শুভ্র পরিচ্ছদ শিরে পাগ শোভমান॥
মহানন্দে মৃদুমন্দ আস্যে হাসিরেখা।
গিরিশের আবাসে আসিয়া দিল দেখা॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে দূরে প্রণমিয়া।
করযোড়ে এক ধারে রহে দাঁড়াইয়া॥
প্রস্তুত প্রভুর ভোজ্য লুচি তরকারী।
বিবিধ রকম ভাজি কত রকমারি॥
সন্দেশ সহিত মিষ্টি নানান প্রকার।
আনিয়া থুইল যেথা শ্রীপ্রভু আমার॥
উপবিষ্ট বিছানায় তাহার উপরে।
গিরিশের কথামত ব্রাহ্মণ চাকরে॥
ভক্ত বসু বলরাম বৈষ্ণব-আচার।
লাগিল তাঁহার চক্ষে অতি কদাকার॥
সেই হেতু চিন্তে তেঁহ আপনার মনে।
বিছানায় ভোজ্য থাল থুইল কেমনে॥
বসুর অন্তর-কথা বুঝিয়া অন্তরে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলিলেন তাঁরে॥
তোমার ভবনে যবে করিব ভোজন।
এরূপে সে নহে রবে স্বতন্ত্র আসন॥
যার যেন ভাব প্রভু তেন তাঁর কাছে।
বিনা প্রভু সাধ্য কার ভক্তভাব বাছে॥
একরূপে বহুরূপ প্রভু পরমেশে।
তার কাছে তেন রূপ যে যেমন বাসে॥
বিবিধ ভাবের ভক্ত লীলায় এবার।
শুন ভক্তসংযোটন অমৃত-ভাণ্ডার॥
ভকত প্রতাপচন্দ্র হাজরা উপাধি।
প্রভুর নিকটে তেঁহ রহে নিরবধি॥
কর্ম্মেতে পিয়ারা বড় কর্ম্ম তার খেলা।
কঠোর আচারসহ সদা জপে মালা॥
প্রভুদেব তাঁহার স্বভাব সুবিদিত।
শুষ্কজ্ঞান-বিচারেতে পরম পণ্ডিত॥
মনোভাব হাজরার হৃদে বলবৎ।
স্বপনের সম এই অলীক জগৎ॥
পূজা সেবা আরাধনা ভক্তি-প্রকরণ।
সকল কেবলমাত্র মনের ভরম॥
আমি নিজে সেই বস্তু নিজের উপাস্য।
স্বরূপচিন্তাই মাত্র একক উদ্দেশ্য॥
প্রিয়পাত্র শ্রীপ্রভুর মহাভাগ্যধর।
লীলার সহায় তেঁহ নিত্য সহচর॥
কতই হইল খেলা হাজরার সনে।
পূত চিত সুনিশ্চিত ভারতী-শ্রবণে॥
হাজরা প্রতাপচন্দ্র ভক্তির বিরোধী।
সেই সে কারণে তাঁয় প্রভু গুণনিধি॥

রঙ্গপ্রিয় রঙ্গহেতু সবিনয়ে কন।
করিবারে কিছু কাল চরণ-সেবন ॥
এড়াইতে নারে বাক্য অনন্ত উপায়।
রোগীতে ঔষধ যেন অনিচ্ছায় খায় ॥
সেইমত সেবে পদ অন্তরে অরুচি।
ক্ষণে ক্ষণে করে মনে ছেড়ে দিলে বাঁচি ॥
উর্দ্ধগতি রাত্তি ক্রমে হয় অগ্রসর।
হাজরা প্রভুর কাছে মাগে অবসর ॥
প্রভু কন কোথা যাবে কি করিবে গিয়া।
ধীরে ধীরে দেহ পায়ে হাত বুলাইয়া ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ তার তুষ্টির কারণ।
তাহাতে আদতে নাই হাজরার মন ॥
এই মতে রাত্তি যবে অবসান প্রায়।
তখন ছাড়িয়া তাঁরে দিলা প্রভুরায় ॥
পুনরায় পরদিনে মধ্যাহ্নের পর।
ডাকেন সেবিতে পদ লীলার ঈশ্বর ॥
আহারান্তে কিছুকাল আরাম-অভ্যাস।
সম্ভোগে হাজরা নাহি পায় অবকাশ ॥
এইমত দিন দিন কিছু দিন যায়।
বিরক্ত হাজরা বড় হইল তাহায় ॥
একদিন আহার করিয়া সমাপন।
সংগোপন স্থানে গিয়া করিল শয়ন ॥
রঙ্গপ্রিয় প্রভুদেব করিয়া সন্ধান।
ধরিয়া শ্রীহস্তে হুঁকা ধীরে ধীরে যান ॥
ডাকাডাকি কত তায় নাহি দেয় সাড়া।
কপট নিদ্রার বেশ বস্ত্রে মুখ মোড়া ॥
তবে প্রভু সুবাসিত তামাকের ধূম।
নাকের নিকটে দেন ভাঙ্গাইতে ঘুম ॥
সুন্দর রঙ্গের খেলা ভক্ত-ভগবানে।
ভক্তির ভাণ্ডার কথা শুনে ভাগ্যবানে ॥
তখন মুখের বাস করি উন্মোচন।
হাজরা হাসিতে থাকে তুষ্ট রুষ্ট মন ॥
কলিকা শ্রীপ্রভুদেব দিয়া তাঁর করে।
ধরিয়া আনিলা তবে নিজের মন্দিরে ॥

খাটের উপরে পরে বসাইয়া তাঁয়।
পূর্ব্ববৎ নিয়োজিলা চরণ-সেবায় ॥
অতঃপর শ্রীপ্রভুর কি হইল মন।
হাজরায় নহে আজ্ঞা সেবিতে চরণ ॥
সেই মহাকার্য্যে রত রহে রেতেদিনে।
রাখাল হরিশ লাটু ভক্ত তিন জনে ॥
হাজরার নামগন্ধ নাহি তথা আর।
নরলীলা ঈশ্বরের বড়ই মজার ॥
এক পক্ষাধিক প্রায় গত এরকমে।
উপজিল সন্দ এক হাজরার মনে ॥
স্বেচ্ছায় সেবিতে পদ একদিন যায়।
অতীব নারাজ তাহে হৈলা প্রভুরায় ॥
পরশিতে কোনমতে না দেন চরণে।
ক্ষুণ্ণমন হইয়া ফিরিল নিজ স্থানে ॥
পরদিনে মনে মনে যুক্তি কৈল সার।
ছিনিয়া সেবিব ভাগ্যে যা হোক আমার ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে মন্দিরে গমন।
দেখিলা শয্যায় প্রভু আশ্চর্য্য কথন ॥
কেহ নাহি সন্নিকটে শ্রীমন্দিরে একা।
বালাপোশে পা হইতে বুকতক ঢাকা ॥
ভাগ্যবান পুণ্যবান প্রতাপ হাজরা।
ধরি ধরি করে প্রভু নাহি দেন ধরা ॥
পাটোয়ারী বুদ্ধি তাঁর ঘটে বিলক্ষণ।
সেই হেতু নাহি হয় অভীষ্ট-সাধন ॥
কখন সন্দেহ করে কখন বিশ্বাস।
এই দোষে নাহি আর পূরে অভিলাষ ॥
এখন বিশ্বাস হৃদে বহে বলবতী।
চরণ সেবিতে করে কাকুতি-মিনতি ॥
কোনমতে প্রভুদেব না হন স্বীকার।
হাজরা বুঝিল দেহে পাপের সঞ্চার ॥
মহাপুরুষের দেহ পবিত্র পরম।
পাপীর পরশ লাগে বিষের মতন ॥
সেই হেতু নিবারণ শ্রীঅঙ্গ-পরশে।
করিব উপায় আজি পাপের বিনাশে ॥

জড়-স্বরে শিরে হাত বুদ্ধি আলথাল।
হাজরার শিক্ষা ইহা কহেন রাখাল॥
গরজিয়া প্রভুদেব কেশরীর ন্যায়।
দ্রুতপদে ধাইলেন হাজরা যেথায়॥
কর্কশ-ভাষায় কত তিরস্কার তারে।
পশ্চাৎ কহেন তুমি যাও স্থানান্তরে॥
কত কষ্টে লালি-পালি ছাবাল আমার।
বিনষ্ট কারণে দেহ শিক্ষা কদাকার॥
লজ্জা-ভয়ে ত্রস্তচিত হাজরা তখন।
কি দিবে উত্তর মুখে না সরে বচন॥
তপ-জপ ক্রিয়াকাণ্ড সাধন-ভজন।
অবিরত যোগে রত ধ্যানে নিমগন॥
উচ্চতর কিসে কিছু না পাই ভাবিয়ে।
কমলার সেব্য প্রভু সেবনের চেয়ে॥
বসনে নয়নবাঁধা মানুষ যেমন।
সন্নিকটে বস্তু নাহি পায় দরশন॥
তেমনি প্রতাপচন্দ্র মায়ার মায়ায়।
এক ঘরে প্রভুদেব দেখিতে না পায়॥
দেহ আঁখি ভগবান রাখ এ অধীনে।
ভক্তি রহে যেন তব ভক্তের চরণে॥
ভক্ত প্রতি ঠাকুরের অতিশয় টান।
সঙ্গে আনা আপ্তজনা প্রাণের সমান॥
বিপদসঙ্কুল এই ধরায় আনিয়া।
সতত সতর্কভাবে আছেন বসিয়া॥
শুন তবে কই অতি মধুর কথন।
পুরীমধ্যে এসময় আসে এক জন॥
বাউল-সন্ন্যাসী তেঁহ মহাশক্তিধর।
করতালসম চক্ষু ডাগর ডাগর॥
দেখিয়া আকার তার বুঝিলা ঠাকুর।
সিদ্ধায়ের শক্তি ধরে শরীরে প্রচুর॥
সেই বলে নানা মঠে করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাব-সাধুর করে সাধুত্ব হরণ॥
ডাইনের মত কার্য্য কদর্য্য-আচার।
এক চিন্তা অমঙ্গল কিসেতে কাহার॥
কালীর প্রসাদ খায় পুরীমধ্যে থাকে।
কে কোথায় সাধু-ভক্ত সমাচার রাখে॥
অবশেষে দেখিতে পাইল বিচক্ষণ।
সাধুত্বে মণ্ডিত যত প্রভু-ভক্তগণ॥
সুযোগ উপায় চেষ্টা উদ্দেশ্যসাধনে।
সযতনে অন্বেষণ করে রেতেদিনে॥
সাধুর সঙ্গেতে বসি করিলে আহার।
সহজে সম্পূর্ণ হয় উদ্দেশ্য তাহার॥
সেই হেতু শ্রীপ্রভুর ভক্তদের সনে।
কেমনে ভোজন রহে তাহার সন্ধানে॥
সন্ন্যাসী আদতে তত্ত্ব না পায় সন্ধান।
হরিতে যাঁহার শক্তি সদা চেষ্টাবান॥
তাঁরা সবে পোষাপাখী যতনের ভরে।
নিরাপদে শ্রীপ্রভুর স্নেহের পিঞ্জরে॥
স্পর্শ করে প্রভু-ভক্তে সাধ্য কার নাই।
রক্ষাকর্ত্তা নিজে যেথা জগৎ-গোঁসাই॥
যৌবন যখন মুই করিনু প্রবেশ।
প্রভুর সংসারে এবে সাদা দাড়ি-কেশ॥
লেশমাত্র বুঝিতে নারিনু ভক্তগণে।
কিবা বস্তু কোথাকার শ্রীপ্রভুর সনে॥
অপার মহিমারাজি অপরূপ বল।
পদরজ অধমের পথের সম্বল॥
শুন তবে কি হইল কথা অতঃপর।
ভকত-বৎসল প্রভু লীলার ঈশ্বর॥
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কহেন বচন।
কিবা সুমধুর আস্যে হাস্য সুশোভন॥
ভিক্ষায় মাগিয়া দ্রব্য করিয়া যোগাড়।
আপনি রাঁধিয়া দেহ করিব আহার॥
ঠাকুরের প্রেমে মগ্ন ত্যাগী যোগীশ্বর।
শ্রীআজ্ঞা ধরিয়া তবে শিরের উপর॥
অন্তরে আনন্দ কত কহা নাহি যায়।
আয়োজন কৈলা দ্রব্য মাগিয়া ভিক্ষায়॥
পঞ্চবটীতলে হয় রন্ধনের স্থান।
বাউল সন্ন্যাসী সব পাইল সন্ধান॥

কামিনীকাঞ্চনাসক্ত প্রীতি অবিদ্যায়।
দয়াল কাণ্ডারী হেন রামকৃষ্ণরায়॥
কেহ নাহি চায় তাঁয় নাহি চায় পানে।
কিনিবারে একবার স্মরণের পণে॥
কি দিব জীবের দোষ দোষ কিবা তার।
বলিহারি কারিকুরি ভুরি অবিদ্যার॥
বিষম মায়ার মায়া দৃষ্টিচোরা ফাঁদ।
জানিতে না দেয় আছে জগতের চাঁদ॥
প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত দৃষ্টি যে জনার।
সে দেখিতে পায় চক্ষে খেলা অবিদ্যার॥

ভৌতিক বিকারমাত্র কামিনীকাঞ্চন।
যাহাতে বিমুগ্ধ-চিত জগতের জন॥
ঘৃণ্য অস্পর্শীয় অতি কদাকার কায়া।
সমাদর ততক্ষণ যতক্ষণ মায়া॥
বিভেদি মায়ার ঘোর চাঁদ-দরশনে।
যদ্যপি কাহার হয় এই সাধ মনে॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনে লীলা মিলিবে উপায়।
জামিন তাহার জন্য রামকৃষ্ণরায়॥
পূর্ণব্রহ্মসনাতন প্রভু পরমেশ।
জীবে দিতে গুরু-তত্ত্ব বিশ্বগুরুবেশ॥

অতুল, কালীপদ প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মেলন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ভবের ভিতরে এক আছে রম্য স্থান।
বলিহারি কি মাধুরী লীলাপুরী নাম॥
যেখানে শ্রীপ্রভু করি ত্রিভাব ধারণ।
লীলারস সতত করেন আস্বাদন॥
লীলা-আন্দোলন তার দরশনোপায়।
শুন রামকৃষ্ণলীলা মূর্খবর গায়॥
প্রিয়ভক্ত শ্রীপ্রভুর কালীপদ নাম।
কায়স্থ উপাধি ঘোষ মহাভাগ্যবান॥
স্থূলকায় লম্বাচৌড়া প্রমাণ-আকার।
বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার॥
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ বিশাল নয়ন।
স্বভাবতঃ অবিরত প্রফুল্লবদন॥

উপার্জ্জনে টাকা-কড়ি যাহা হয় আয়।
বেশ্যা-সুরাপ্রিয় হেতু সকল খুয়ায়॥
গিরিশের সঙ্গে তাঁর বড়ই পিরীতি।
রঙ্গালয়ে আগমন প্রায় নিতি নিতি॥
প্রভুর মহিমা তথা করিয়া শ্রবণ।
দিনেক দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হন॥
ভক্তিসহ নহে এবে নাহিক বিশ্বাস।
ব্যাপারে রহস্য কিবা দেখিবার আশ॥
বহু পূর্ব্বেকার কথা করহ স্মরণ।
একদিন ভক্তিমতী কুলবতীগণ॥
পরস্পর প্রতিবাসী এক সঙ্গে আসে।
কালীপুরীমধ্যে প্রভুদরশন-আশে॥

মন্ত্রদান শ্রীপ্রভুর কোনকালে নাই।
কৌশলে বাসনাপূর্ণ করিলা গোঁসাই ॥
অতঃপর ভক্তবরে শ্রীআজ্ঞা তখন।
রসনা বাহির কর দেখিব কেমন ॥
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বার উপর।
কিবা লিখিলেন প্রভু তাঁহার গোচর ॥
শ্রীপ্রভুর উচ্চ কৃপা তাহার লক্ষণ।
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বায় লিখন ॥
অথবা কোমল কর কমল জিনিয়া।
কৃপার্থীর বক্ষঃমধ্যে উর্দ্ধদেশ দিয়া ॥
বার বার সঞ্চালন অতি ধীরে ধীরে।
মহামন্ত্র কতিপয় বাক্যসহকারে ॥
অথবা কখন করি অঙ্গ-পরশন।
কভু বা করায়ে কারে সেবা আচরণ ॥
কখন বা আজ্ঞা উপদেশ-সহকারে।
তিন দিন মাত্র জপ কালীর মন্দিরে ॥
কখন কখন আজ্ঞা হয় কার প্রতি।
ধ্যান করিবার তরে ইষ্টের মূরতি ॥
কখন কখন আজ্ঞা কাহারে কাহারে।
ধিয়াইতে তাঁর রূপ ভালবাসে যারে ॥
মণি মল্লিকের এক ভক্তিমতী মেয়ে।
প্রভুতে বিশ্বাস বড় জিজ্ঞাসিল গিয়ে ॥
কিরূপ কাহার রূপ করিব ধিয়ান।
উত্তরে তাহারে কন প্রভু ভগবান ॥
সর্ব্বাগ্রে আমার কাছে কহ ঠিক ঠিক।
কারে তুমি ভালবাস প্রাণের অধিক ॥
প্রভু-প্রতি ভক্তিমতী কহিল তখন।
শৈশব বালকে এক সোদর-নন্দন ॥
ললনায় প্রভুরায় কহিলেন তবে।
শিশুর করিও ধ্যান সাধ পূর্ণ হবে ॥
দেবদেবী-মূর্ত্তিধ্যানে নহে মন যার।
রতিমতি প্রভুপদে পিরীতি অপার ॥
হৃদয়-বিহারী তিনি বুঝিয়া বারতা।
ধিয়াইতে তাঁর রূপ আজ্ঞা হয় তথা ॥
কখন কাহার প্রতি হইত বিধান।
এলে গেলে এইখানে পূর্ণ হবে কাম ॥
শনি কি মঙ্গলবারে প্রভুর নিকটে।
আজ্ঞামত আগমনে সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে।
প্রশস্ত দিবসদ্বয় প্রভু-অবতারে।
বরষিতে কৃপারাশি জীবের উপরে ॥
হেতু নাহি জানি কই দেখিনু যেমন।
এই দুই দিন ভোগে মাছের ব্যঞ্জন ॥
আত্মসুখ দেহসুখ মোটে নাহি মনে।
সুখমাত্র সুখত্যাগ গরল-গিয়ানে ॥
শরীরের সম প্রিয় হেন কিছু নাই।
ত্যাগ-অনুরাগে তাও ত্যজিলা গোঁসাই ॥
হেন তিয়াগীতে কিবা আশ্চর্য্য কথন।
তিয়াগিতে দয়া কভু হইল না মন ॥
দয়া বিনা দেহমধ্যে কিছু নাহি আর।
সতত কেবল চিন্তা জীবে উপকার ॥
দয়ার ঠাকুর যিনি এহেন রকম।
তাঁহার ভোজনে কেন মাছের ব্যঞ্জন ॥
সন্দনাশে শুন মন উত্তর সরল।
বিষ নামে বস্তু নাই অমৃত সকল ॥
ভালমন্দ বিষামৃত খালিমাত্র নামে।
এক বস্তু দুটি কথা লোকে কহে ভ্রমে ॥
সব শুভ সব ভাল মন্দভাব ভুল।
কেন না মঙ্গলময় সকলের মূল ॥
মঙ্গলনিধান যিনি দয়াময় হরি।
তাঁহার কার্য্যেতে মন্দ বুঝিতে না পারি
মন্দ নামে বস্তু-সত্তা হৃদয়েতে রাখা।
ঠিক যেন মরুভূমে মরীচিকা দেখা ॥
পরম দয়াল হরি বিভু ভগবান।
জীবনে-মরণে দুয়ে করেন কল্যাণ ॥
কারণ-বিচার-কার্য্যে অধিকার নাই।
শুন মন রামকৃষ্ণলীলামৃত গাই ॥
জাহ্নবীর বক্ষে তরী ধীরি ধীরি যায়।
ভক্তসনে শ্রীপ্রভুর লীলারঙ্গ তায় ॥

লজ্জা-অবনত মুখ উচ্চ করি তবে।
উকীল অতুলকৃষ্ণ কহে প্রভুদেবে॥
চাইয়া শ্রীমুখপানে হাসিয়া হাসিয়া।
আপনার কিবা নাম ডাকি কি বলিয়া॥
সুন্দর উত্তর প্রভু করিলেন তাঁয়।
যে নামে ডাকিবে তুমি তাহে পাবে সায়॥
সরল সরস ভাষ শ্রীপ্রভুর বাণী।
শক্তিময় শক্তিধর মহামন্ত্র জিনি॥
লক্ষ্য করি যার প্রতি হয় সঞ্চালন।
তখনি অন্তরে তার উদয় চেতন॥
বুদ্ধিমান অতুল পণ্ডিত-চূড়ামণি।
চমকিত-কলেবর শুনিয়া শ্রীবাণী॥
যেন কিবা শক্তি এক অতি শক্তি গায়।
খেলিয়া উঠিল দেহে সকল শিরায়॥
আপনে আপনা-মধ্যে হইয়া মগন।
ক্ষণের ঘটনা মনে করে আন্দোলন॥
অকস্মাৎ বিস্ময়-উদয় হয় ঘটে।
বদনে আদতে আর বাক্য নাহি ফুটে॥
কিবা হেতু বাক্যহারা তাহার কারণ।
শ্রীপ্রভুর উপমায় শুন বিবরণ॥
বিষহীন ঢোঁড়া সাপে যদি ভেক ধরে।
কেঁও কেঁও শব্দ ভেক বহুক্ষণ করে॥
জাতিসাপে ধরিলে অধিক নয় সোর।
এক-দুই বার কিম্বা তিন বার জোর॥
ভক্তিভরে সবিশ্বাসে শুনহ বারতা।
ভক্তির ভাণ্ডার ভক্ত-সংঘোটন-কথা॥
গোলাকার গেঁড়ু লয়ে বালকেরা খেলে।
যে দিকে গড়ায় গেঁড়ু সেই দিকে চলে॥
তেমতি জীবের মন শ্রীগুরুর হাতে।
যে পথে ছুটান তিনি ছুটে সেই পথে॥
অতুল অতুলকৃষ্ণ ছুটিল এখন।
বুঝিবারে নামময় প্রভু কোন জন॥
অতুলের মনে মনে করে তোলাপাড়া।
যে নামে ডাকিলে পরে যিনি দেন সাড়া॥
ভগবান বিনে তিনি কেহ নন আর।
দেখিতে হইবে কিবা ভিতরে ব্যাপার
কতিপয় দিন পরে মন উচাটনে।
দক্ষিণসহরে যান প্রভুদরশনে॥
প্রভুর সুখের আর পরিসীমা নাই।
দেখিয়া অতুলকৃষ্ণে গিরিশের ভাই॥
গিরিশ প্রভুর বড় পিয়ারের জন।
এত কৃপা পাত্রান্তরে নহে বরিষণ॥
সেই হেতু তাঁহার সম্বন্ধে যেবা আছে।
অতি আদরের বস্তু শ্রীপ্রভুর কাছে॥
এইখানে এক কথা শুন বলি খুলে।
গিরিশের কৃপায় প্রভুর কৃপা মিলে॥
তিলমাত্র নাহি সন্দ, সত্য একেবারে।
অতি গোপনের কথা শ্রীপ্রভুর ঘরে॥
প্রভুপদে এক ভিক্ষা মাগ দিবারাতি।
তাঁহার ভক্তের পদে রহে যেন মতি॥
আজিকার ঘটনায় দেখ তুমি মন।
শ্রীপ্রভুর প্রিয় জনা গিরিশ কেমন॥
দেব-দেবী-মূর্তি যত পুরীর ভিতরে।
পূততীর্থ পঞ্চবটী জাহ্নবীর তীরে॥
জাগা-ভূমি বিল্বতল সাধনার স্থান।
অতুল সকলগুলি দেখিয়া বেড়ান॥
স্থানের মাহাত্ম্যগুণে প্রভুর কৃপায়।
অতুল অতুলানন্দে দেখিয়া বেড়ায়॥
অবশেষে অপূর্ব্ব দর্শন তেঁহ করে।
দাঁড়াইয়া যে সময় জাহ্নবীর তীরে॥
গভীর সলিলমধ্যে গঙ্গার মাঝার।
ত্রিতলপ্রমাণ এক বৃহৎ আকার॥
অপরূপ শিবলিঙ্গ তথা মূর্তিমান।
ক্ষণেকের মধ্যে জলে হয় অন্তর্ধান॥
তখন অতুলকৃষ্ণ বুঝিল সহজে।
রামকৃষ্ণনামধারী বিশ্বগুরু নিজে॥
দীন দুঃখী দ্বিজ সাজে নর-কলেবর।
নামময় নামরূপ পরম ঈশ্বর॥

আনন্দে উথলা হৃদি নরেন্দ্রে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
আইস নিকটে মোর দেখি কি রকম।
মাথায় উদয় পীড়া যাতনা বিষম॥
এত বলি শিরোদেশ পরশন করি।
মহৌষধি কৈলা দান ত্রিতাপনিবারী॥
পীড়ায় পাইয়া শান্তি কহেন তখন।
আনাইয়া দাও কিছু করিব ভোজন॥
তখনি প্রেরণ বার্ত্তা হয় অন্তঃপুরে॥
সেবা-আয়োজনে ব্যস্ত রামের গোচরে॥
ভক্তিভরে ভক্ত রাম পাঠান সত্বর।
থালে ভরা নানা দ্রব্য প্রভুর গোচর॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ ল'য়ে।
দিলেন আগোটা থাল নরেন্দ্রে ডাকিয়ে॥
এমন সময় কিবা হইল ঘটনা।
প্রবেশিলা রামাবাসে বেশ্যা একজনা॥
কুরূপদর্শনা তেঁহ কালীর বরণ।
বেশভূষাহীন অঙ্গ সামান্য বসন॥
একমাত্র আভরণ অতি মনোহর।
মিষ্টকণ্ঠা গায় গীত শ্রুতিমুগ্ধকর॥
শুধু মিঠা স্বর নয় গায় অনুরাগে।
সুরেন্দ্র বারতা কয় শ্রীপ্রভুর আগে॥
প্রভুদেব বড় প্রিয় সঙ্গীত-শ্রবণে।
বেশ্যায় বসিতে আজ্ঞা বাহির প্রাঙ্গণে॥
কিছুক্ষণ পরে প্রভু কহিলেন তায়।
ওগো বাছা গাও গীত শুনাতে শ্যামায়॥
জানালার অন্তরালে শুনিয়া শ্রীবাণী।
সুমধুর স্বরে গীত ধরিল অমনি॥
আন্তরিক অনুরাগে গায় বারনারী।
ভক্তির আবেগে বহে দুনয়নে বারি॥
কলমে না যায় আঁকা গায়িকার ধারা।
শ্যামার কারণে যেন পাগলের পারা॥
ভাবে ভরা মাতোয়ারা প্রভু পরমেশ।
বাহ্যিক-গিয়ানশূন্য ভাবের আবেশ॥
পরে যত ধীর ধীরে সমাধি গভীর।
তত বহে গায়িকার দুনয়নে নীর॥
কি জানি রমণী কেবা দেবীর সমান।
মর্ত্ত্যধামে করে বাস বারাঙ্গনা নাম॥
তুষ্ট কৈলা প্রভুদেবে শুনায়ে সঙ্গীত।
গভীর সমাধিপর হইয়া মোহিত॥
হেন জনে বেশ্যা-আখ্যা পুঁথির ভিতরে
হীন মূঢ় এ অধম দিতে প্রাণে ডরে॥
বারে বারে বন্দি তার চরণ দুখানি।
পুঁথিতে থুইনু নাম কালপাগলিনী॥
লীলায় কাহিনী বহু আছে গায়িকার।
সময়ে সময়ে মন পাবে সমাচার॥
সমাধি হইলে ভঙ্গ প্রভু দেবরায়।
কৃপাসহকারে তাঁরে দিলেন বিদায়॥
শুদ্ধ ল'য়ে দেহখাহি পাগলিনী যায়।
সমর্পিয়া প্রাণমন শ্রীপ্রভুর পায়॥
ভক্তি-বিশ্বাসের তত্ত্বে বড় তুষ্ট রায়।
এ দুয়ের উপদেশ কথায় কথায়॥
বিশেষিয়া সবিশেষ শুন তুমি মন।
ভক্তির ভাণ্ডার এই রামকৃষ্ণায়ণ॥
একদিন ভক্তগণে কহেন গোঁসাই।
বিশ্বাস-ভক্তির মত হেন কিছু নাই॥
কাহিনী বাখান করি কন ভগবান।
তিয়াগী সন্ন্যাসী এক সাধুর আখ্যান॥
সাধুবর অবিরত ধামে ধামে ঘুরে।
এইবার উপনীত পুরীর ভিতরে॥
তাহায় দেখিয়া মোর হইল কেমন।
মনে মনে হয় সঙ্গে করি আলাপন॥
বৈঠক করিয়া সাধু বসে বটতলে।
একমাত্র পুঁথি তার সম্পত্তি বগলে॥
কি পুঁথি জিজ্ঞাসা আমি করিনু যখন।
পুলকিতচিতে সাধু কহে রামায়ণ॥
দৈবে এক দিন সাধু স্থানান্তরে যায়।
গোপনে রাখিয়া পুঁথি বৈঠক যেথায়॥

পঞ্চম প্রসঙ্গ শ্রীপ্রভুর বড় খাসা।
পাপী তাপী সন্তাপীর সাহস ভরসা॥
হতাশ প্রাণের আশা দুর্ব্বলের বল।
সাধন ভজনহীন জনের সম্বল॥
আজীবন পাপাচারে করিয়া যাপন।
দেহ-বিসর্জ্জনকালে যদি সেই জন॥
নয়নে ফেলিয়া খালি এক ফোঁটা জল।
ঈশ্বরে প্রার্থনা করে অন্তর সরল॥
তখনি করুণা তাঁয় করেন শ্রীহরি।
ভবসিন্ধুপারাবারে হইয়া কাণ্ডারী॥
শেষোক্ত প্রসঙ্গে প্রভু উপদেশে কন।
বিশ্বাস-ভকতি যার ঘটে বিলক্ষণ॥
অনাচারে কিবা কোন অভক্ষ্য আহারে।
কোন ক্ষতি নহে তার ভবসিন্ধুপারে॥
বিশ্বাসবিহীন চিত্তে যদি কোন জন।
সাচারে হবিষ্য-অন্ন করেন ভোজন॥
সেও নহে শ্রেয়ঃ হেয় ফল কিবা তায়॥
অবশ্য হবিষ্য তার অখাদ্যের প্রায়॥
আচরিলে কর্ম্মকাণ্ড ভক্তিসহকারে।
তাহাতে লইয়া যায় ঈশ্বরের দ্বারে॥
ভক্তিহীনে কর্ম্মকাণ্ড খোঁড়ার মতন।
দাঁড়াইতে হীনশক্তি অচল চরণ॥
কলিকালে জ্ঞানযোগ বহু কষ্টে হয়।
ভক্তিপথ সহজ সরল অতিশয়॥
জীবে দিতে ভক্তি-শিক্ষা প্রভুদেবরায়।
ভক্তির বিধান কার্য্য কথায় কথায়॥
অরুণ-উদয়-পূর্ব্বে করি গাত্রোত্থান।
উন্মত্তে করেন প্রভু ঈশ্বরের নাম॥
শ্যাম-শ্যামাবিষয়ক গীতের আবলি।
তালে তালে নৃত্য কত সহ করতালি॥
দেব-দেবীমূর্ত্তি যত পুরীর ভিতরে।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করেন সবাকারে।
গঙ্গায় শ্রীঅঙ্গ ধৌত স্নানের সময়।
ব্রহ্মবারি জাহ্নবীতে ভক্তি অতিশয়॥
কদাচারে কিংবা কোন কদান্ন ভক্ষণে।
দেখিলে সমল-চিত্ত কোন ভক্তজনে॥
তখনি প্রভুর আজ্ঞা হইত তাহারে।
গঙ্গায় অঞ্জলিত্রয় জল খাইবারে॥
আপনি অখিলস্বামী প্রভুদেবরায়।
তাঁর সৃষ্ট দেব দেবী যে আছে যেথায়॥
তথাপি আপনে করি নিকৃষ্ট গিয়ান।
সমভাবে রক্ষা হয় সকলের মান।
ঘটনা ধরিয়া মন শুন পরিচয়।
এক দিন গঙ্গাস্নানে যোগ অতিশয়॥
অনেক ভক্তের মেলা ছিল সেই দিনে।
কেহ বা প্রভুর কাছে কেহ গঙ্গাস্নানে॥
গিরিশ ভক্তের বীর বিশ্বাসে অটল।
সার যাঁর শ্রীপ্রভুর চরণকমল॥
অন্য যত ভক্ত প্রায় যান গঙ্গাস্নানে।
গিরিশ বসিয়া আছে প্রভুর সদনে॥
হৃদয়ে উদয় ভাব তাঁহার তখন।
অখিল-ঈশ্বর বিভু প্রভু নারায়ণ॥
গুরুবেশে কল্পতরু সম্মুখে বিরাজ।
মহাযোগে গঙ্গাস্নানে কিবা মোর কাজ॥
শ্রীপ্রভু ভক্তের ভাব বুঝিয়া অন্তরে।
গিরিশে করেন আজ্ঞা স্নানে যাইবারে॥
প্রভুদেবে ভক্তবর উত্তর বচনে।
বলিলেন আসিয়াছি গুরু-দরশনে॥
কৃপায় তাঁহার করি তাঁরে দরশন।
কিবা পুনঃ গঙ্গাস্নানে নাহি লয় মন॥
প্রত্যুত্তরে ভক্তবীরে কন ভগবান।
তোমরা না দিলে তীর্থে কেবা দিবে মান॥
এইখানে বুঝ কিবা প্রভু গুণমণি।
কিবা তাঁর ভক্তগণ কোথাকার প্রাণী॥
কোটী কোটী দণ্ডবৎ ভক্তের চরণে।
গাব রামকৃষ্ণলীলা শক্তি দেহ দীনে॥
গঙ্গাজলে অঙ্গধৌত করি প্রভুরায়।
প্রদক্ষিণ দেবতা-মন্দির পুনরায়॥

দেবেন্দ্র আমার গুরু প্রভু-ভক্ত তিনি।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণদুখানি ॥
প্রভু-ভক্তে গুরুরূপে পায় যেই জন।
ইষ্টলাভে দেরি তার না হয় কখন॥
যেই ভক্ত সেই প্রভু সেই তাঁর নাম।
তিনে এক একে তিন প্রভুর বিধান॥
শ্রীপ্রভুর নামের তুলনা ধর যদি।
ঠিক যেন এক টানা বরষার নদী॥
লয়ে যায় জীব-রূপ তৃণেরে সত্বর।
মূর্ত্তিমান প্রভু যেথা দয়ার সাগর॥
নদীতীরে ভক্তবর্গ সদা ভ্রাম্যমাণ।
দুকূলে যা মিলে লয়ে তুফানে ভাসান॥
এই কর্ম্মে ব্রতী হয়ে প্রভুভক্তগণে।
ধরাধামে সমাগত শ্রীপ্রভুর সনে॥
নাম সার নাম সার সারাৎসার নাম।
যাহার শরণে মিলে নবঘনশ্যাম॥
এই ঠাঁই এক কথা কহা প্রয়োজন।
কৃষ্ণমন্ত্রে উপদিষ্ট আমি একজন॥
ইষ্ট মোর কানু এবে সম্বন্ধেতে ভাই।
মিষ্ট বড় তাই রামকৃষ্ণ-লীলা গাই॥
সংক্ষেতে কহিনু মন কর অবধান।
রামকৃষ্ণনামে পূরে সর্ব্ব মনস্কাম॥
এখানে আদত কথা দ্বিজের ভারতী।
শান্তির ভাণ্ডার রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি॥
বহুপূর্ব্বাবধি ছিল দ্বিজের শ্রবণ।
শ্রীপ্রভু পরমহংস সাধু এক জন॥
অনেক মহিমা-খ্যাতি নানা জনে রটে।
বহু লোকসমাগম প্রভুর নিকটে॥
নহে অতি দূর পথ গঙ্গার ওপার।
কি ক্ষতি দেখিতে কিবা ভিতরে ব্যাপার।
এতেক ভাবিয়া দ্বিজবর ত্বরান্বিত।
মন্দিরে মধ্যাহ্ন-গতে হৈল উপনীত॥
তখন প্রভুর কাছে বহু ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে প্রভু দরশন॥
ভক্ত বলিলেই যেন মনে মনে আসে।
ভক্তগণ দীন হীন দরিদ্রের বেশে॥
কটিতে কৌপীন তায় বহির-বসন।
নেড়া মাথা ছেড়া কাঁথা অঙ্গ-আবরণ॥
কাঁধে ঝুলি কণ্ঠে মালা তিলক নাসায়।
গোমুখী দুলায়মান জপমালা তায়॥
রঙ্গে ডঙ্গে রাধাকৃষ্ণ হরি হরি বলে।
ভিক্ষালব্ধ উদরান্ন বাস তরুতলে॥
অথবা কুটিরমধ্যে নিরজন স্থানে।
আখড়ায় রহে কিংবা বুলে ধামে ধামে॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তে নাহি সেরূপ ধরন।
উপরে বাহিকে যেন নৃপতি-নন্দন॥
দ্বিতল ত্রিতলে বাস বহু ধন ঘরে।
দেখিয়া গড়ন কান্তি সুকুমার হারে॥
সর্ব্বদা সুবেশ সজ্জা জামাজোড়া পরা।
অশক্ত চলিতে পথে চড়ে গাড়ি-ঘোড়া॥
সুতীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি বিবেক-বিরাগ।
গাঢ়তর ভক্তি প্রেম ঈশ্বরানুরাগ॥
ত্যাগ রাগ তিতিক্ষাদি ভিতরে সকল।
যেমন ফল্গুর ধারা তলে তলে জল॥
প্রভুও তেমতি মোর রাজরাজেশ্বর।
গদি-আঁটা তক্তাপোশ মন্দির ভিতর॥
আলিস রাখিতে চারি বালিশ তাহায়।
সুন্দর মশারি তার উর্দ্ধে শোভা পায়॥
দুগ্ধফেননিভ শয্যা অতি পরিষ্কার।
পার্শ্বস্থিত ছোট খাট সদা বসিবার॥
দক্ষিণে তাকিয়া পাতা শিয়র যেখানে।
লাগালাগি তক্তাপোশ কিঞ্চিৎ পশ্চিমে॥
তলেতে পাপোশ পাতা পাপোশ আধার।
বিরিঞ্চি বাসনা করে এক রেণু যার॥
পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার দেয়াল চৌধারে।
চূণকামে পরিপাটি ধপ্‌ধপ্‌ করে॥
নানা দেবদেবী-মূর্ত্তি সজ্জীভূত তায়।
দরশনে যার তার প্রাণ গলে যায়॥

কুসুমের গুচ্ছ কিবা কুসুমের হার।
যদি কোন ভক্তজনে দেন উপহার॥
তখনি শ্রীপ্রভুদেব কহেন তাঁহায়।
দেবাদির ভোগ্য ইহা কিহেতু আমায়॥
ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের চিহ্ন কভু অঙ্গে নাই।
সরল সহজ অতি জগৎ-গোঁসাই॥
নামেতে পরমহংস কহে লোকে জনে।
দেখাইয়া নাহি দিলে সাধ্য কার চিনে॥
তুলনাতে নহে প্রভু কাহারও মতন।
তেমন শ্রীপ্রভুদেব শ্রীপ্রভু যেমন॥
শুন এবে মূল কথা হেথা দ্বিজবর।
জুতাসহ প্রবেশিল মন্দির-ভিতর॥
অকুতোসাহস হৃদে বীরের মতন।
জিজ্ঞাসিল ভক্তগণে প্রভু কোন্ জন॥
আগন্তুক দ্বিজের দেখিয়া ধারা-রীতি।
ভক্তগণ জড়বৎ স্তম্ভিত-প্রকৃতি॥
বদনে না সরে ভাষ হতবুদ্ধি-প্রায়।
ঘন ঘন শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায়॥
গরজিয়া দ্বিজ পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা।
কে বটে পরমহংস দেখিবারে আসা॥
শ্রীমুখে সুমন্দ হাসি করি নিরীক্ষণ।
প্রভুদেবে দেখাইয়া দিলা ভক্তগণ॥
সরল সহজ ভাব বালকের প্রায়।
খট্টায় আসীন এবে রামকৃষ্ণরায়॥
শ্রীঅঙ্গে না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ।
জটা-ভস্ম বাঘছাল গৈরিকবসন॥
ব্রাহ্মণ সামান্য জ্ঞান করিয়া তাঁহায়।
একাসনে শ্রীপ্রভুর বসিল খট্টায়॥
বিদ্যামদে দৃষ্টিহীন সকৌতুক মনে।
ইতি উতি মন্দিরের চায় চারিপানে॥
যেখানে যা কিছু সব করি নিরীক্ষণ।
পশ্চাতে শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন॥
চাহিয়া শ্রীমুখপানে রহস্য-ভাষায়।
তুমিই পরমহংস চেনা নাহি যায়॥
বড়ই মজায় ভাই আছ এইখানে।
জমাট আসর হেন করিলে কেমনে॥
আজন্ম ঘাটিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ অগণন।
না পারি করিতে পোড়া উদর-পোষণ॥
লইয়া পরমহংস নাম মাত্র এক।
কেমনে করিলে তুমি পসার এতেক॥
কহিতে কহিতে হেন চারিপানে চায়।
নেহারে যাবৎ দ্রব্য যাহা দেখা যায়॥
দেখিতে না পায় যাহা নিজে দ্বিজবর।
রঙ্গহেতু রঙ্গপ্রিয় লীলার ঈশ্বর॥
অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করি দেন দেখাইয়া।
প্রফুল্ল মুখারবিন্দে হাসিয়া হাসিয়া॥
বসিয়া বসিয়া দেখে যত ভক্তগণ।
প্রভুর দ্বিজের সঙ্গে রঙ্গ-আচরণ॥
পরিশেষে দ্বিজবর দেখি ভক্তগণে।
নিরখিয়া প্রত্যেকের বদনের পানে॥
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে উপহাস-ভাষে।
এতগুলি লোকে তুমি বশ কৈলে কিসে॥
চেহারা সুবেশে বেশ হয় অনুমান।
সম্ভ্রান্ত বংশের সব ভদ্রের সন্তান॥
নিজে হইয়াছ যাহা ক্ষতি নাহি তায়।
পরের ছাওয়ালে নষ্ট শোভা নাহি পায়।
তবে পরে ভক্তবর্গে করি সম্বোধন।
বিদ্যামদে পরিপূর্ণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥
কহিতে লাগিল ভাবি পাণ্ডিত্যাভিমানে
শুনহ পরমহংস কহে কোন্ জনে॥
এত বলি উচ্চারিয়া শাস্ত্রের বচন।
বাখানে পরমহংস কি তার লক্ষণ॥
পণ্ডিতের চূড়ামণি বিদ্যাবল ঘটে।
বিশেষ করিল ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যাহা রটে॥
এইরূপে কিছুকাল রঙ্গ বিলক্ষণ।
দিবা-অবসান দেখি উঠিল ব্রাহ্মণ॥
প্রভুদেব বলিলেন বিনয়-বচনে।
দিবা প্রায় যায় আজ রহ এইখানে॥

জনৈক ব্রাহ্মণকে অভয়দান, গিরিশের বকল্‌মা-গ্রহণ ও বিবিধ উপদেশ-প্রদান

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ভাবের ঘরেতে চুরি না করি যে জন।
হোক হীন হোক দীন হোক অভাজন॥
হোক পাপী হোক তাপী হোক কদাচার।
চরণে শরণ মাগে প্রভুর আমার॥
উদ্ধার তখনি তার তিল নহে দেরি।
দীন-সখা রামকৃষ্ণ করুণ কাণ্ডারী॥
তারিবারে পাপাতুরে হেন আর নাই।
যেন প্রভু রামকৃষ্ণ দয়াল গোঁসাই॥
পরিচয়ে শুন লীলা-ভারতী মধুর।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে ধ্রুব পাপ-তাপ দূর॥
দিনেকে কাঙ্গালনাথ ভকতে বেষ্টিত।
শ্রীমন্দিরে দক্ষিণসহরে বিরাজিত॥
হেনকালে শিশু-সঙ্গে বৃদ্ধ একজন।
উদাসীন প্রাণ মন জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
চলিতে অশক্ত পদগতি ধীরে ধীরে।
আসিয়া দিলেন দেখা মন্দির-দুয়ারে॥
ক্ষীণ মৃদু মন্দ স্বরে কহেন বচন।
বাসনা পরমহংসদেবে দরশন॥
দেখামাত্র দ্বিজোত্তমে হয় অনুমান।
সন্নিধ্যারে শিশু তাঁর ষষ্ঠের সমান॥
বল সত্বে বলহীন দুরবল গায়।
মলিন বদনখানি চিন্তার জ্বালায়॥
ভীষণ তপন-তাপে কথা উপমার।
মূলে নাই বারিবিন্দু রসের সঞ্চার॥
জীবন-শিকড় ধানগাছ যে রকম।
পেটে থোড় প্রসবিতে না হয় সক্ষম॥
সেইমত চিন্তাতাপে ব্রাহ্মণের দশা।
জীবের জীবনীশক্তি সাহস-ভরসা॥
মলিন লাবণ্যহীন প্রায় যায় যায়।
চরণ না চলে কথা মুখে না বেরায়॥
কি হেতু দারুণ চিন্তা ব্রাহ্মণের মনে।
প্রভুর সন্ধান আজি হয় কি কারণে॥
প্রভুর অপার লীলা যাই বলিহারি।
শুনিলে অকূলে মিলে করুণ কাণ্ডারী॥
একদিন দ্বিজোত্তম আপন ভবনে।
বসিয়া আছেন একা নিরজন স্থানে॥
এমন সময় মনে অকস্মাৎ হয়।
জনম যেখানে সেথা মরণ নিশ্চয়॥
শমনের অধিকার মরণের পরে।
ভালমন্দ হয় গতি কর্ম্ম-অনুসারে॥
তবে কিবা করিয়াছি লইয়া জনম।
এত ভাবি দ্বিজবর আগোটা জীবন॥
সঙ্গে লয়ে চিরসখা স্মৃতি আপনার।
যত পড়ে তত হয় শবের আকার॥
সুকৃতির নামগন্ধ লেখা নাহি তায়।
শমন-শাসনে যাহে পরিত্রাণ পায়॥
শিরে হাত ব্রাহ্মণের নিরখিয়া পট।
বিষম করাল কাল শিয়রে নিকট॥

আয়ু প্রায় অবসান চাকি ডুবুডুবু।
সাধনার নাহি কাল কলেবর কাবু॥
করি কি কোথায় যাই কি হবে উপায়।
প্রাণেসারা বুদ্ধিহারা দারুণ চিন্তায়॥
যাহার যেখানে ব্যথা হাত সেথা তার।
দিবারাতি এই চিন্তা মনে অনিবার॥
অকূলে আকুল প্রাণ সকলেরে পুছে।
উপায় বিধান কিবা যাই কার কাছে॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু জীবহিতব্রতী।
নিবারিতে একমাত্র জীবের দুর্গতি॥
নরদেহে মূর্ত্তিমান মঙ্গলসাধনে।
নানাভাবে নানারূপে যেখানে সেখানে॥
প্রভু অবতীর্ণ-কালে ত্রাণের উপায়।
হেথা সেথা হাটেবাটে ছড়াছড়ি যায়॥
ব্রাহ্মণে জনৈক কেহ কহে এক দিনে।
উপায় ইহার আছে প্রভুর সদনে॥
সেই হেতু দ্বিজ আজি প্রভুর গোচরে।
অকূল সংসার-সিন্ধু তরিবার তরে॥
কাতরে মাগিছে ভিক্ষা আকুল জীবন।
কালভয়নিবারী প্রভুর দরশন॥
কোথা তিনি আসিয়াছি তাঁরে দেখিবারে।
বলিতে বলিতে দ্বিজ পশিল দুয়ারে॥
অশক্ত প্রাচীন তাহে বিনীত প্রকৃতি।
দীনতমাধিক স্বর চিত্তাকৃষ্ট অতি॥
দয়ার্দ্র দেখিয়া ভক্তে দিলা দেখাইয়া।
খাটের উপর প্রভু যেখানে বসিয়া॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে করিয়া প্রণাম।
দাঁড়াইলা করজোড়ে মলিন-বয়ান॥
স্বভাব দেখিয়া তার দয়াল ঠাকুর।
ভক্তে আজ্ঞা দিতে তাঁরে বসিতে মাদুর॥
অন্তরনিবাসী প্রভু পরম-ঈশ্বর।
পাতি পাতি করি পাঠ দ্বিজের অন্তর॥
বুঝিলেন ভব-ভয়ে ভয়ার্ত্ত ব্রাহ্মণ।
পরিত্রাণ-হেতু মাগে চরণে শরণ॥
করুণা-সাগর প্রভু জীবহিতব্রত।
তাপীর সন্তাপ-দুঃখে হয়ে দ্রবীভূত॥
আপনে আপনা মগ্ন হইয়া এখন।
কহিতে লাগিলা বহু আশ্বাস-বচন॥
মহামন্ত্রাধিক মোর শ্রীপ্রভুর বাণী।
ঠিক যেন মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারিণী॥
অবসন্ন কলেবর দ্বিজের এখন।
শ্রীবাক্যের বলে উঠে জাগিয়া জীবন॥
পরে সন্দ-বিনাশনে করজোড়ে বলে।
আপনার ইতিহাস কৌশলে কৌশলে॥
কেমন কৌশলে কহে শুন বিবরণ।
অকূলেতে পায় কূল যে করে শ্রবণ॥
ব্রাহ্মণ করিল প্রশ্ন প্রভুর গোচর।
কি আছে প্রভেদ এই দুয়ের ভিতর॥
এক জন পুণ্যবান পুণ্য কর্ম্ম করে।
তপজপপরায়ণ সাত্ত্বিক আচারে॥
কর্ম্মে মাত্র অনুরাগ কর্ম্ম সযতনে।
কিন্তু কোথা ভগবান মোটে নাই মনে॥
হরির অভাবে নাহি অন্তরে ভাবনা।
এক কর্ম্ম সার বস্তু এই তার জানা॥
আর এক জন হেথা বহু পরিবারী।
সংসার নির্ব্বাহ করে ফেরেব্বাজ ভারি॥
যে কোন উপায়ে তেঁহ টাকাকড়ি আনে।
ভাল-মন্দ দিগাদিক্ কিছুই না মানে॥
কিন্তু পুড়ে মনাগুনে দিবাবিভাবরী।
স্মরিয়া শ্রীহরি কোথা ত্রাণের কাণ্ডারী॥
হরির কারণে তার যাতনা বিষম।
সংগোপন স্থানে করে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
এমন সময় কন প্রভু অন্তর্যামী।
যে কাঁদে হরির তরে সেই জন তুমি॥
এত শুনি উচ্চধ্বনি তুলিয়া ব্রাহ্মণ।
করজোড় করি করে বিষম রোদন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কি হবে উপায়।
আশ্বাস-বচনে তারে কন প্রভুরায়॥

বিধির বিধান নাই বিধিছাড়া কথা।
উর্দ্ধেতে ইহার মূল নীচে কাণ্ড পাতা॥
বিধানে দণ্ডক গুরু গ্রাহক শিষ্যেরা।
হেথা ব-কলমে তার বিপরীত ধারা॥
শিষ্যেতে গুরুর কর্ম্ম গুরুতে শিষ্যের।
সরলে সরলে বুঝে অসরলে ফের॥
শ্রীগুরুর চেয়ে হেথা গুরুর কৃপায়।
ধারণ করেন শিষ্য বেশী বল গায়॥
অপার সাগর লম্ফে পার হনুমান।
শ্রীরামের হেতু সেতু হৈল বিনির্ম্মাণ॥
সাধারণ গুরুশিষ্যে এ প্রকার নয়।
লীলায় ইহার মাত্র মিলে পরিচয়॥
ভক্তাধীন ভগবান প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
লীলায় করেন তিনি ভক্তে দিয়া মান॥
নামান্তরে ব-কলম আত্মসমর্পণ।
আমিত্ব-রাহিত্যে হয় বিমুক্ত বন্ধন॥
সুখে দুঃখে অবিচল ঘুচে ভব-রোগ।
শ্রীগুরু-চরণে সদা প্রেমেতে সংযোগ॥
শুভাশুভ ভালমন্দ কর্ম্মফল-ভারে।
মুক্ত হয় প্রভুদেবে নির্ভব যে করে॥
যে পথে গমন করে সেই পথ তাঁর।
মুখের লাগাম ধরা শ্রীকরে যাঁহার॥
সবার আশ্রয়-দাতা প্রভু মহারাজ।
চরণে শরণাপন্নে না হন নারাজ॥
প্রভুর দুয়ার খোলা মানা নাই কারে।
প্রবেশিতে চায় যেবা সরল অন্তরে॥
কপট-অন্তরযুক্ত হয় যেই জন।
প্রভুর কথন নহে তারে আকর্ষণ॥
চুম্বক টানিতে যেন পারে না লোহায়।
থরে থরে কাদামাখা থাকে যদি তায়॥
এই মলিনতা ধৌত করিবার তরে।
জীবের মগন বিধি সাধন-সাগরে॥
দয়াল শ্রীপ্রভু বিধি করিলা সরল।
অনুতাপে এক বিন্দু নয়নের জল॥
তাও দিয়া জীবগণে যাইতে না চায়।
কল্পতরু শ্রীপ্রভুর চরণ-ছায়ায়॥
পরম শীতল যেথা তাপিত জীবন।
সাধনভজনশ্রম নহে প্রয়োজন॥
পাখার ব্যজন যেন নহে দরকার।
স্বভাবতঃ যেইখানে সমীর-সঞ্চার॥
আর এক কথা হেথা বলি শুন মন।
কল্পতরুতলে সত্য গেল বহুজন॥
সেই সে শীতলতম করুণার বায়।
সমভাবে সঞ্চালন সকলের গায়॥
ইচ্ছায় তাঁহার কিন্তু ফলিল দু ফল।
বলিহারি কি চাতুরী পরম কৌশল॥
কেহ বা পাইল মুক্তি দেহান্তে মোচন।
কেহ বা পাইল গোপী-গোপ্য ভক্তিধন॥
মলয় পবন যেন অরণ্য-মাঝারে।
সমভাবে বহে সব বৃক্ষের উপরে॥
কিন্তু সকলেতে নাহি জনমে কখন।
কমলাপতির সেব্য সুরভি চন্দন॥
শরীর থাকিতে মুক্তি জীবে নাহি পায়।
কারণ মোহিত জীব সতত মায়ায়॥
জ্ঞানভক্তিযুক্তে মায়া তফাতে তফাতে।
কাঁঠালের আঠা যেন তেলমাখা হাতে॥
হরিদ্রা-মাখান অঙ্গে যে জনার রয়।
তাহার না রহে যেন কুম্ভীরের ভয়॥
সেইমত জ্ঞান-ভক্তি যেখানে সহায়।
থাকিলেও মায়া আর মোহে না তাহায়॥
মায়া নাহি যায় রহে দেহ যতক্ষণ।
জ্ঞানভক্তিমানে মায়া মায়ের মতন॥
লালন-পালন করে সর্ব্বথা প্রকারে।
জ্ঞানভক্তিহীন জনে প্রাণে কিন্তু মারে॥
প্রভুর বচনে মায়া বিড়ালের জাতি।
বদন বিবরে ধরে দশনের পাতি॥
শাবকে মূষিকে সেই এক দন্তে ধরে।
কোথায় লালন-কর্ম্ম কোথাও সংহারে॥

বড়ই সুন্দর স্থান সংসার-আশ্রম।
কামিনী-কাঞ্চনে যদি নাহি মজে মন॥
সংসার কিল্লার মত নিরাপদ ঠাঁই।
সাধনভজন-কর্ম্মে কোন বিঘ্ন নাই॥
দেহরক্ষা-হেতু ঘরে রহে অন্ন-পানি।
নাহি দোষ ছুঁইবারে নিজের রমণী॥
পোষ্যগণে ধনে সেবা করে বিলক্ষণ।
শরীরে যখন কোন রোগের জনম॥
রমণীর কাছে ঋণ রহে ততকাল।
যত দিন নাহি হয় যুগল ছাওয়াল॥
সাবালক বালক যখন ক্রমে ক্রমে।
পিতা আর নহে ঋণী ভরণপোষণে॥
আদার ধরিতে পাখী হইলে সক্ষম।
ধাড়ি নাহি করে আর লালন-পালন॥
বরঞ্চ তাড়না করে চঞ্চুর দ্বারায়।
শাবক যদ্যপি আসে আদার-আশায়॥
সংসারীতে ঈশ্বরের অপার করুণা।
যত করে অপরাধ ততই মার্জ্জনা॥
এক তিল সংসারীর সাধনভজন।
তালবৎ ফল তাহে দেন নারায়ণ॥
সাধনা-সম্বন্ধে এই প্রভুর বচন॥
কলিতে কেবল এক নামের সাধন॥
স্মরণ-মনন তাঁর লীলা-গুণ-গীতি।
নারদীয়া ভক্তিযোগ কালের পদ্ধতি॥
সাধনাতে সৎগুরু প্রয়োজন ভারি।
যে চায় যুটায়ে তায় নিজে দেন হরি॥
বিনা তর্কে বাক্য-ব্যয়ে গুরু যেন কন।
তেমতি তাঁহার আজ্ঞা করিবে পালন॥
কর্ম্মে চাই অনুরাগ ব্যাকুলিত প্রাণ।
রোদন-সম্বলে মাত্র মিলে ভগবান॥
উপযুক্ত তিন স্থান সাধন ভজনে।
মানুষের অগোচরে কোণে বনে মনে॥
গোপনে সাধন কেন শুন বিবরণ।
চারাগাছ বেড়া বিনা না হয় কখন॥

বেড়াহীন চারাগাছে বিস্তর বিপদ।
মহিষ ছাগল গরু জন্তু চতুষ্পদ॥
স্বভাবতঃ কচি পাতা খাইবার আশ।
চিবিয়া চারায় করে একেবারে নাশ॥
বেড়ার সহায়ে চারা বৃহৎ যখন।
সবল যতেক কাণ্ড শাখা অগণন॥
তরুরূপে পরিণত অতি পরিসর।
ছায়াতলে এক বিঘা জমির উপর॥
তখন তাহার আর থাকে না জঞ্জাল।
পশুগণ নাহি পায় পাতার নাগাল॥
এখানে অভক্ত যত বদ্ধ-জীব যারা।
আকারে কেবলমাত্র মানুষ-চেহারা॥
কিন্তু তাহাদের হেন স্বভাব ধরন।
অতিহীন অতি হেয় পশুর মতন॥
দ্বেষ-হিংসা-পরবশ অতি ভয়ঙ্কর।
বাল্য সাধকের পক্ষে মহাহানিকর॥
সাধক সতেজ-কায় নহে যতক্ষণ।
তদবধি সংগোপনে কর্ম্ম-প্রয়োজন॥
প্রবল বিশ্বাস-ভক্তি হইলে অন্তরে।
পাষণ্ডী পশুতে নষ্ট করিতে না পারে॥
চুম্বকের গুণ নষ্ট যেন নাহি হয়।
জলের ভিতর যদি কাদামাখা রয়॥
কিংবা যেন পরশনে পরশমণির॥
পাইয়া আপনে লৌহ সোনার শরীর॥
জলে কি কাদায় রহে হাজার বচ্ছর।
তথাপি না হয় আর তার গুণান্তর॥
ভক্তিমান লোক যদি সংসারের পাঁকে।
যেই ভক্ত সেই ভক্ত চিরকাল থাকে॥
সাধুসঙ্গ সংসারীর অতি প্রয়োজন।
আসক্তির রস যাহে হয় বিনাশন॥
ভিজাকাষ্ঠ যেইরূপ উনানের গায়।
উত্তাপেতে রস শুষ্ক ক্রমে ক্রমে পায়॥
বিষয়ের রসে আর্দ্র মনে হেন গুণ।
তাহাতে না ধরে অনুরাগের আগুন॥

অনুরাগী ভক্তে বিধি সাধু-সম্মিলন।
রাখিবারে দীপ্তিতর রাগ-হুতাশন॥
ঝিকিনা কাঠিতে যেন ঝাড়িলে উনান।
আগুন উজ্জ্বল ভাবে হয় দীপ্তিমান॥
বিষয়ীর সহবাসে রাগ নাশ পায়।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ বিষয়ীর পায়॥
সত্য কথা সবার ভিতরে ভগবান।
তথাপি মনুষ্য নহে সকলে সমান॥
ভাল মন্দ শ্রেয়ঃ হেয় তারতম্য আছে।
কাহারে আদর কারে দূরে ফেল বেছে॥
যেমন জলের মধ্যে বিবিধ প্রকার।
পাপে মুক্ত বিন্দুমাত্র পরশে কাহার॥
কাহাতে কেবলমাত্র একমাত্র স্নান।
শরীরে উদয় রোগ করে যদি পান॥
কোন জলে স্নান পান দুই কর্ম্ম চলে।
কেহ হেয় স্নান বিধি তাহারে ছুঁইলে॥
সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বে উচিত সবার।
সুবিদিত হইবারে কেমন সংসার॥
না জানিয়া আগম যদ্যপি কোন জন।
সংসারের চাকচিক্য করি দরশন॥
মুগ্ধমনে জ্ঞানহীনে প্রবেশে সংসার।
দুর্গতির পরিসীমা নাহি রহে তার॥
বাহিরে আসিতে আর না হয় সক্ষম।
ঘুনিতে পুঁটির ঠিক দুর্দ্দশা যেমন॥
আসক্তির আধিপত্য প্রবল সংসারে।
জ্ঞানবলযুক্ত জনে পরাজিতে নারে॥
কাঁঠালের আঠা নাহি লাগে কোন মতে
যদি কেহ ভাঙ্গে তায় তেলমাখা হাতে॥
রাজধানী অবিদ্যার সংসার-ভিতর।
কামিনী-কাঞ্চন দুটি কুহকিনী চর॥
বিদেশী পথিকে যদি করে দরশন।
থাকিবার নাহি যার নিজের আশ্রম।
মোহন করিয়া তায় বস্ত্র-ধন তার।
লুটিয়া পশ্চাতে করে প্রাণেতে সংহার॥

আপনার ধন-রত্ন নিরাপদ স্থানে।
নির্ব্বিঘ্নে রক্ষার স্থান করিয়া প্রথমে॥
আশ্রমে করিয়া দূর পথের যাতনা।
দেখিবারে সংসার-সহর যেই জনা॥
সতত সতর্কভাবে বেড়িয়া বেড়ায়।
অধিকারে তারে নাহি পায় অবিদ্যায়॥
লুকাচুরি ছেলেদের খেলা যে রকম।
তাহাদের মধ্যে বুড়ী হয় এক জন॥
বুড়ীকে ছুইয়া যে যে খেলুড়েরা রয়।
তাহারা কখন আর চোর নাহি হয়॥
সেইমত কালী-বুড়ী করি পরশন।
সংসারেতে নিবসতি করে যেই জন।
ক্ষমবান সারবান চতুরাতিশয়।
চোর হইবার তার আশঙ্কা না রয়॥
বিহনে করমকাণ্ড সাধনভজন।
কখনও নাহি মিলে বিভু নারায়ণ॥
যেমন না হয় কার নেশা কোনকালে।
যদ্যপি সে মুখে খালি সিদ্ধি সিদ্ধি বলে
বাটিয়া গুলিয়া সিদ্ধি করিলে ভক্ষণ।
তখন সিদ্ধির নেশা হয় বিলক্ষণ॥
সত্বরে ঈশ্বর-লাভ যদি নাহি হয়।
সন্দেহে সাধন-কর্ম্ম ত্যাগযোগ্য নয়॥
এক ডুবে না মিলিলে মাণিক-রতন।
রত্নাকরে নাই রত্ন শিশুর বচন॥
অনুরাগে কর তুমি কর্ম্ম আপনার।
কৃপায় দিবেন তিনি বলের যোগাড়॥
উপমায় গাভী-বৎস বাছুর যেমন।
প্রসূত হইবামাত্র দাঁড়াতে অক্ষম॥
উঠে পড়ে বার বার চেষ্টা নাহি ছাড়ে।
সেইমত কর জীব সাধনা সংসারে॥
খানদানি চাষা যারা উদ্যম-তৎপর।
উঠাউঠি অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
একমুঠা নাহি ধান পেটে উপবাসী।
তথাপি চালায় চাষ চিরকেলে চাষী॥

চাষক্ষেতে দিতে জল চাষীরা যেমন।
সর্ব্বদা সতর্কে নালা করে নিরীক্ষণ॥
নালায় পড়িলে ঘোগ নষ্ট সব জল।
যতেক উদ্যম শ্রম সকল বিফল॥
নবীন সাধক তেন খুব সাবধান।
আসক্তি অন্তরে যেন নাহি পায় স্থান॥
যদ্যপি মাখান থাকে স্বচ্ছ কাচে পারা।
প্রতিবিম্ব পড়ে তবে বস্তুর চেহারা॥
সেইমত বীর্য্যবান ব্যক্তি যেই জন।
সহিষ্ণুতা-সহ শুক্র করেন ধারণ॥
প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বরের তবে চিত্তে তার।
নচেৎ দর্শন-লাভ নহে হইবার॥
চাষের যেমন রীতি কালে কালে চাষ।
তেমতি রমণী-সঙ্গে নহে বার মাস॥
কাঞ্চনে কাঞ্চন-জ্ঞান জ্ঞান বিষময়।
কাঞ্চন কেবল ভাত-ডালের সঞ্চয়॥
জগতে যাবৎ ধর্ম্ম সকলে সমান।
সকলের মধ্যে সেই এক ভগবান॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাম বিভিন্ন কেবল।
বারি পানি ওয়াটার সেই এক জল॥
যত মত পথমাত্র প্রশস্ত সকলে॥
অনুরাগসহ হৃদি সরলে সরলে॥
রুচিমত পথ নাম করিয়া আশ্রয়।
গমন করিলে তাঁরে মিলিবে নিশ্চয়॥
কল্পনাতে নহে মিলে প্রত্যক্ষ দর্শন।
তোমায় আমায় যেন কথোপকথন॥
যে রূপে যে ভাবে তাঁরে যেই মত চায়।
সেইরূপে সেইভাবে ভগবানে পায়॥
সাধন-ভজনে যেবা নহে ক্ষমবান।
তাঁর পক্ষে বিধি দিলা প্রভু ভগবান॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়ার সাগর।
সবিশ্বাসে করিবারে তাঁহায় নির্ভর।
বিনা চাষে ষোল-আনা মিলিবে ফসল।
প্রভু রামকৃষ্ণে করে যে জন সম্বল॥
ভজ পূজ রামকৃষ্ণ কর তাঁরে সার।
ছুটিবে অজ্ঞানতমঃ লোচন-আঁধার॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি শ্রবণ-মঙ্গল।
সমনে শুনিলে মিলে ভক্তি নিরমল॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি
সযতনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

গ্রাম্য-সুখ পরিহরি, দেখিবারে লীলাপুরী,
জীবে সাধ না হয় কখন।
যেমন ঘায়ের কৃমি, অমৃত-সমান গণি,
রক্ত পূজে করে বিচরণ ॥
জীবের না হয় শুদ্ধি, যদবধি জৈব বুদ্ধি,
একেবারে না হয় বিনাশ।
তদবধি আরে মন, নাহি হয় কদাচন,
তত্ত্বে ভক্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ॥
জৈব বুদ্ধি নষ্ট যায়, তাহে মাত্র একোপায়,
ঈশ্বরের লীলা-আন্দোলন।
কঠিন পাষাণে যদি, জল পড়ে নিরবধি,
কালে ক্ষয় তাহার যেমন ॥
আন-কথা ছাড়ি মন, কর লীলা-আন্দোলন,
কিবা ভক্ত শ্রীপ্রভুর সনে।
বেদ-পাঠী ব্রহ্মচারী, লক্ষ যজ্ঞসূত্রধারী,
বাস করে পূর্ণের বদনে।
নিজের প্রভুর পূর্ণ, সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ,
ভাতিপূর্ণ বিশাল নয়ন ॥
নহে লম্বা নহে বেঁটে, অঙ্গ আয়তনে মিঠে,
সুবলনি দোহারা গড়ন ॥
আপনার শ্রীমন্দিরে, শ্রীপ্রভু পাইলে তাঁরে,
স্নেহভরে করান ভোজন।
পরে দিয়া গাড়ীভাড়া, ফিরাইয়া দেন ত্বরা,
যেইখানে বসতি-ভবন ॥
কর্তৃপক্ষ ঘরে যত, ক্রোধে হয় অন্ধ-মত,
শুনিলে এসব সমাচার।
তাই যাত্রা সংগোপনে, শ্রীপ্রভুর সন্নিধানে,
লীলা শুনে লাগে চমৎকার ॥

কে জানে এ কেবা ছেলে, কিছুদিন না দেখিলে,
বিকল অন্তর গুণমণি।
বগলে পুঁটুলি ধরা, মিষ্টি মিঠা ফলে ভরা,
আসিতেন সহরে আপনি ॥
গোপনে দাঁড়ায়ে পথে, অন্ত কোন ভক্ত-সাথে,
ত্রাস্ত চিতে পূর্ণের কারণ।
তাহার সান্নিধ্য-স্থানে, পূর্ণচন্দ্র যেইখানে,
বিদ্যালয়ে করে অধ্যয়ন ॥
বলিতেন শ্রীগোঁসাই, যখন সহরে যাই,
একা এই শিশু-ভক্ত বিনে।
কারণ নাহিক জানা, আছে এত জানা-শুনা,
কাহারেও নাহি পড়ে মনে ॥
শ্রীপ্রভুর অবতারে, যদ্যপি সন্দেহ ধরে,
দেখ লীলা সন্দ হবে দূর ॥
ভক্তনামে যাঁরে গাই, তাঁর সঙ্গে কিছু নাই,
ঐহিকেতে সম্বন্ধ প্রভুর ॥
অথচ সম্বন্ধ বিনে, ভালবাসা কোন্‌খানে,
কখনই না হয় কাহার।
শুন সবিশেষ তত্ত্ব, স্নেহ যেথা সেথা স্বার্থ,
স্বার্থ ই স্নেহের মূলাধার ॥
এই ধন জন মান, যে প্রভুর বিষজ্ঞান,
যিনি মহাত্যাগী যোগিবর।
সম্বন্ধ কি স্বার্থ স্নেহ, বন্ধন মমতা মোহ,
কেন তাঁর অন্যের উপর ॥
প্রভু প্রভু-ভক্তবৃন্দে, স্মরিয়া পরমানন্দে,
আপনার কর্ম্ম কর মন।
ঘুচিবে সকল জ্বালা, টুটিবে মনের মলা,
সন্দ দ্বন্দ্ব হবে বিমোচন ॥

কথোপকথনে নাই ভাষার চলন।
কেবল কটাক্ষে হাস্যে আশ্চর্য্য রকম।
সঙ্কেতে বুঝহ তত্ত্ব নহে বলিবার।
বুঝে ভক্তে অন্যে লাগে নিবিড় আঁধার॥
জ্ঞান-ভক্তি ঈশতত্ত্ব জীব-শিক্ষা-হেতু।
মত-পথ ভবসিন্ধু-পারাবারে সেতু॥
বাখানিলা দেখাইলা প্রভু যতগুলি।
একমনে শুন মন যা বলান বলি॥
উদ্দেশ্য কেবল এবে প্রভু-অবতারে।
অভিনব যুগধর্ম্ম-প্রচারের তরে॥
জীবের হিতার্থে মাত্র একক কারণ।
আচরিয়া যাবতীয় সাধন-ভজন॥
জাতীয় স্থানীয় নহে প্রকৃতি ধর্ম্মের।
সার্ব্বভৌম অধিকার আছে সকলের॥
যুগধর্ম্ম বিশ্ববপু এক কলেবর।
অলঙ্কৃত নানা বর্ণে পরম সুন্দর॥
নানা বর্ণ ধর্ম্ম খণ্ড রুচির বিশেষে।
সমভাবে সবে পুষ্ট অনুরাগ-রসে॥
দ্বন্দ্ব দ্বেষ বিসংবাদ হিংসা নাই তথা।
বিরাজিত পূর্ণ শান্তি সমতা একতা॥
যাঁহার ঈশ্বরলাভে বাসনা প্রবল।
অনুরাগে আত্মহারা সদা চক্ষে জল॥
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই ক্ষিপ্ত রাত্রিদিন।
শীতাতপে বরিষায় আশ্রমবিহীন॥
হুঁস নাই আছে কি না লজ্জা-নিবারণ।
স্পর্শ-শক্তি বোধ রোধ পাগল-লক্ষণ॥
হেন জন লভি যদি পরম-ঈশ্বরে।
যুগধর্ম্ম কিবা সাধ করে দেখিবারে॥
মুক্ত আঁখি দরশনে অধিকার তাঁর।
সাম্প্রদায়ীদের পক্ষে নিবিড় আঁধার॥
গোঁড়া সম্প্রদায়ী নামে যাহাদের আখ্যা।
বিচিত্র চরিত মুখে ধর্ম্ম করে ব্যাখ্যা॥
ব্যাখ্যাই কেবলমাত্র নয়নে বদনে।
ধর্ম্ম-মূল হরি কোথা মোটে নাই প্রাণে॥

অনুরাগহীন চিত্ত ভক্তি নাহি মোটে।
ঈশ্বরের বিড়ম্বনা অবিদ্যার মুটে॥
ঈশ-লাভ ঈশতত্ত্ব ঈশ-অনুরাগ।
ভক্তি প্রেম জ্ঞান শিক্ষা বিবেক বিরাগ
অহংকার-বিবর্জ্জিত দীনাধিকাচার।
এই সব শিক্ষা দিতে প্রভু অবতার॥
রূপরস ভোগ ইচ্ছা যাহাদের মনে।
হেন জনে নাহি ঠাঁই প্রভুর চরণে॥
শ্রীবদনে বলিতেন প্রভু ভগবান।
ঈশ্বরলাভেতে যার ব্যাকুলিত প্রাণ॥
স্থান তার সমাদরে আমার সদন।
ধনপুত্র-প্রার্থনা এখানে অকারণ॥
কেমনে ঈশ্বরলাভ প্রাণে সাধ যাঁর।
প্রভুর মন্দিরে তাঁর বিমুক্ত দুয়ার॥
শরণ লইলে পদে ঈশ্বরের তরে।
মনসাধ পূর্ণ প্রভু করেন অচিরে॥
কিবা বস্তু প্রভুদেব দেখ মন ঘটে।
ভুবন-মোহিনী মায়া অবিদ্যার হাটে॥
পূর্ণব্রহ্মসনাতন অকূল-কাণ্ডারী।
দীনবেশে অবতার নরদেহ ধরি॥
চেনা দায় নর-রূপে যবে ভগবান।
জীবের কি সাধ্য, শিব ব্রহ্মা ঘোল খান।
জীবের অবোধ্য বিভু সব অবস্থায়।
স্বরাটে বিরাটে কিবা নিত্য কি লীলায়।
অবোধ্য অবোধ্য যেবা বোধের অতীত।
অবস্থার তারতম্যে না হয় আয়ত্ত॥
সৃষ্টিরূপে নিজে স্রষ্টা পরম ঈশ্বর।
সত্তা তাঁর প্রতি অণু-রেণুর ভিতর॥
যদি কহ অংশ মাত্র বিরাজ তাঁহার।
শিরোধার্য্য কথা মুই করিনু স্বীকার॥
পদতলে দলি অতি তুচ্ছ দূর্ব্বাদল।
বল দেখি বুঝিবারে আছে কার বল॥
পূর্ণ অবস্থায় যাঁর অবোধ্য চরিত।
অংশতেও সেই মত বুঝিবে নিশ্চিত॥

যে আধারে প্রেমভক্তি উথলিয়া পড়ে।
ঈশ্বরের জন্যে যেবা ক্ষিপ্তপ্রায় ঘুরে ॥
অদর্শনে ঈশ্বরের দিক্ দেখে শূন্য।
সেই সে আধারে তিনি নিজে অবতীর্ণ ॥
তবে আর এক কথা শুনহ এখন।
কোথাও প্রকাশ বেশী কোথাও বা কম ॥
কোথাও বা পূর্ণভাবে আবির্ভাব তাঁর।
বিশ্বপতি ঈশ্বর শক্তির অবতার ॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
অবতারবাদে যাহা প্রভুর বচন ॥
লক্ষণ ধরিয়া তার দেখ ঘটে তুমি।
রামকৃষ্ণ প্রভু মোর অখিলের স্বামী ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পূর্ণ অবতার।
ভাসে বেদ সাক্ষ্য দিতে মহামহিমার ॥
"আচণ্ডালে প্রেম দিতে যতন সতত।
লোকাতীত করুণায় জীবাহতব্রত ॥
প্রাণবন্ধু জানকীর তুল্য নাহি যাঁর।
তিনি এবে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ॥
স্তব্ধকরী হুহুঙ্কার কুরুক্ষেত্র-রণে।
সদ্যজাত মহামোহ নিধন-কারণে ॥
সুগম্ভীর গীতোক্তিতে সিংহনাদ যাঁর।
তিনি এবে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ॥"*
বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র উৎফুল্লাতিশয়।
মহোল্লাসে পরমেশে পুনরায় কয় ॥
নরেন্দ্র বলেন সেই পরম ঈশ্বর।
বাক্য-মন-ইন্দ্রিয়দিগের অগোচর ॥
তাহার উত্তরে কথা কন প্রভুরায়।
এ মনে বুঝিতে তাঁহে মিলা মহাদায় ॥
কিন্তু যদি হয় পরে শুদ্ধ বুদ্ধি মন।
ঈশ্বর গোচর তবে তাহার তখন ॥
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি দূর পরিহারে।
মন বুদ্ধি তাঁহাকেই শুদ্ধতম করে ॥

অবিদ্যার আধিপত্য হৃদে যতক্ষণ।
শুদ্ধ হইবার নহে বুদ্ধি কিবা মন ॥
মন বুদ্ধি দুটি বস্তু নামে কহা যায়।
দুয়ে মিলে এক হয় শুদ্ধ অবস্থায় ॥
বিশুদ্ধ অবস্থা যবে দুয়ে নয় ভিন্ন।
উভয়ের এক নাম তখন চৈতন্য
চৈতন্য হইলে কিবা ব্যাপার সুন্দর।
চৈতন্যের বলে হয় চৈতন্য গোচর ॥
ভক্তি জ্ঞান বস্তুদ্বয়ে রক্ষা করে পথে।
মহাবিদ্যা বিরোধিনী অবিদ্যার হাতে ॥
অকূল অবিদ্যা-সিন্ধু উত্তীর্ণের হেতু।
এক ভক্তি-পারাবারে একমাত্র সেতু ॥
তরঙ্গ-তুফানে সেতু হয় নাড়াচাড়া।
তখন পথিকে রক্ষা করে শক্ত-বেড়া ॥
জ্ঞান নামে এই বেড়া হয় অভিহিত।
সতত সংলগ্ন সেই বেড়ার সহিত ॥
নিশ্চিত বুঝিবে তত্ত্ব কর অবধান।
যেথা রহে ভক্তি সেথা জ্ঞান বিদ্যমান ॥
উপমা ধরিয়া তবে শুন বিবরণ।
বহ্নির সতত সঙ্গে পবন যেমন ॥
এই বেশে প্রভুদেব পরম ঈশ্বর।
অঙ্গে জ্ঞান বাহে গায়ে ভক্তির চাদর ॥
হাতীর দ্বিবিধ দন্ত যেন উপমায়।
ভিতরে গোপন দন্তে ভোজ্যদ্রব্য খায় ॥
মনোহর শুভ্রতর যুগল বাহিরে।
সাধারণে সে কেবল প্রদর্শন তরে ॥
জ্ঞান-ভক্তি বুঝাইতে মঙ্গল-নিধান।
শুন কিবা পীক-কণ্ঠে গাইলেন গান ॥

গীত

"যতনে হৃদয়ে রেখো
আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন তার কেউ না দেখে ॥

* 'বীরবাণী', ২য় স্তোত্র—স্বামী বিবেকানন্দ

অন্য দিকে শুন কথা বিচিত্র ব্যাপার।
একা কোথা প্রভু তাঁর বহু পরিবার॥
আসক্তির শিরোমণি আসক্তিতে যোগ।
একমাত্র পরা-প্রীতি আসক্তির ভোগ॥
পণ্ডিত শ্রীপ্রভুদেবে করি দরশন।
হতবুদ্ধি আত্মহারা সবিস্ময় মন॥
কল্পনারও পক্ষে কভু নাহি আসিয়াছে।
জীবন্ত সচল হেন কল্পতরু আছে॥
শাস্ত্রের কথিত তত্ত্বফল-সমন্বিত।
ডালে ডালে থোলো থোলো ঝুলে বিলম্বিত॥
প্রকাণ্ড বিস্তৃত ছায়া ত্রিতাপীর ত্রাণ।
বসিলেই তলে হয় সুশীতল প্রাণ॥
এই চিন্তা দিবানিশি করি অনুক্ষণ।
পুনঃ দরশনে হয় সমুৎসুক মন॥
প্রথম দর্শন তার তিন দিন পরে।
চলিলেন চূড়ামণি দক্ষিণসহরে॥
প্রভুর নিকটে অগ্রে গিয়াছে খবর।
পুনঃ দরশনে হেথা আসে শশধর॥
সভয় অন্তর প্রভু কন ভক্তগণে।
তারা যেন সকলেই থাকে সন্নিধানে॥
বালক-স্বভাব প্রভু বালকের মত।
সাধারণ ভাবভূমে সদা সশঙ্কিত॥
উপনীত হেনকালে হইল পণ্ডিত।
ভাবস্থ ঠাকুর আস্তে হাস্য-সমন্বিত॥
এখন অভয়চিত্ত শঙ্কা আর নাই।
কেশরী-বিক্রমে কথা কহেন গোঁসাই॥
জ্ঞানমার্গিচূড়ামণি গতি নিরাকারে।
গিয়াছে জীবন গোটা বিশুষ্ক বিচারে॥
খালি তর্ক বাক্যব্যয় বিচার বিচার।
চিত্তে নাই ভক্তিতত্ত্ব রসের সঞ্চার॥
তাই প্রভু আজিকার প্রথমালাপনে।
বিজ্ঞানীর ভাব কন আপামর জনে॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নামে যিনি।
সগুণে চব্বিশতত্ত্ব তিনিই আপুনি॥
একের কেবল খেলা নিত্য লীলা দুয়ে।
উভয়ে প্রভেদ-শূন্য অভেদ হইয়ে॥
“জ্ঞানিগণে ব্রহ্ম কয় আত্মা যোগী জনে।
শ্রীগুরু শ্রীভগবান বলে ভক্তগণে॥”
পণ্ডিতের শুষ্ক হৃদি মরুর মাঝার।
করিবারে ভক্তিতত্ত্ব রসের সঞ্চার॥
আপনার ভাবে প্রভু হইয়া পূরিত।
ধরিলেন ভক্তিভরা শ্যামা-গুণ-গীত॥
একে বীণাজিনি কণ্ঠ তাহাতে আবার।
মগ্নচিত্ত প্রেমোন্মত্ত ভাবের ঝঙ্কার॥
নাই শব্দ সবে মুগ্ধ মন্দির-ভিতর।
ক্রমান্বয়ে চারি গীত হৈল পর পর॥
একভাব যাবতীয় গীতের ভিতরে।
নিরাকার যিনি ব্রহ্ম তিনিই সাকারে॥
বিমোহিত শশধর সঙ্গীত শুনিয়ে।
বিশুষ্ক হৃদয় গেছে সরস হইয়ে॥
ভক্তিরসাস্বাদ পেয়ে সবিনয়ে কয়।
পুনরায় যদি তাঁর লীলা-গীত হয়॥
ভক্তিভক্ত-প্রিয় প্রভু কিছুক্ষণ পরে।
গন্ধর্ব্ব-নিন্দিত কণ্ঠে তাললয় স্বরে॥
ভাবেতে বিভোর চিত্ত সহ মন প্রাণ।
ধরিলেন কালীনাম-মাহাত্ম্যের গান॥
তারপর শুদ্ধ নিষ্ঠা ভক্তির কাহিনী।
রসজ্ঞ কেবল যার ব্রজের গোপিনী॥
ত্রিলোক-বিজয়ী শক্তি যে ভক্তিতে রয়।
যাহাতে গোকুলচন্দ্র নন্দবাধা বয়॥
পণ্ডিত আকুল গীত করিয়া শ্রবণ।
দুনয়নে বারিধারা করে বিসর্জ্জন॥
বর্ত্তমানে পণ্ডিতের অবস্থা বুঝিয়া।
গল্পচ্ছলে উপদেশ কন বিশেষিয়া॥
অপার শাস্ত্রের গাথা শুনহ বারতা।
তাহাতে ঈশ্বর নাই আছে তাঁর কথা॥
শাস্ত্রের সারাংশমর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
কর্ত্তব্য তপস্যা-কর্ম্ম সাধন-ভজন॥

জ্ঞানের কঠিন পথ সে পথে না যেও।
কলিকালে নারদীয় ভক্তিমার্গ শ্রেয়ঃ ॥
ভাব ধরি ভক্তিপথ করিলে আশ্রয়।
সহজে ঈশ্বরলাভে ইষ্টসিদ্ধি হয় ॥
বিবেক-বৈরাগ্য ঈশ্বরানুরাগ তায়।
ইহাই ঈশ্বর-লাভে প্রকৃষ্ট উপায় ॥
ভক্তি আচরণ-পথে শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন ॥
ইহাতে ভক্তের ক্ষতি করে বিলক্ষণ ॥
সংসারে থাকিবে নষ্ট স্ত্রীলোকের প্রায়।
দেহে সাংসারিক কর্ম্ম মনে রবে তাঁয় ॥
স্মরণ-মনন সদা ঈশ্বর-চরণে।
মঙ্গল-উপায় এই ভক্তির বিধানে ॥
পণ্ডিতের নরদেহ কৃপায় প্রভুর।
বিচারাভিমান-গিরি ধূলিবৎ চূর ॥
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মহা আনন্দিত।
শ্রীপদে বিদায় আসি যাচিল পণ্ডিত ॥
পুনরায় আসিবার লয়ে নিমন্ত্রণ।
স্বস্থানে পয়ান কৈল পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
অনতিবিলম্বে মাত্র তিন দিন পরে।
প্রভুর গমন বলরামের মন্দিরে ॥
মহাভক্ত বলরামে কোটি প্রণিপাত।
ভক্তিভরে সেবে স্মরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ॥
আজি দিনে উল্টারথে করি নিমন্ত্রণ।
এনেছেন প্রভুদেবে ভকত উত্তম ॥
বার্ত্তা পেয়ে জুটিয়াছে বহু ভক্তগণ।
মহানন্দময় আজি তাঁহার ভবন ॥
প্রশস্ত বৈঠকখানা অতি পরিসর।
সবেষ্টিত ভক্তগণে প্রভু গুণধর ॥
অপরূপ প্রভু যেন অপরূপ সাজে।
শশধর যেইমত তারকার মাঝে।
নানা ঈশ্বরীয় কথা কন ক্রমান্বয়ে।
বৈষ্ণব শাক্তের দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ॥
রঙ্গরস-সহকারে পাঁচালির সাজে।
তত্ত্ব যাহে শ্রোতাগণ অনায়াসে বুঝে।
সকলেই সেই বস্তু পথ রকমারি।
যে করেছে সমন্বয় তারই বাহাদুরি ॥
বেদে তন্ত্রে পুরাণেতে একেরই বাখান।
স্বতন্ত্র যে জন বুঝে বুদ্ধি তার আন ॥
উপদেশ পথ্যৌষধি নানাবিধ ছাঁদে।
শ্রোতারা কখন হাসে কখন বা কাঁদে ॥
কখন বা সুগম্ভীর বিস্মিত কখন।
স্পন্দন-বিহীন-দেহ অচঞ্চল-মন ॥
কথোপকথনে খুলে কতই বারতা।
শ্রবণেতে দূরে যায় দেহের মমতা ॥
পূর্ব্বাপর দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর রীতি।
ধরিলে কাহারে তার নাহিক নিষ্কৃতি ॥
যত দিন নাহি হয় গড়ন তাহার।
সে ছাড়িলে প্রভুদেব নহে ছাড়িবার ॥
সম্বন্ধ বন্ধন সঙ্গে একবার দিলে।
সে খুলিলে প্রভুদেব নাহি দেন খুলে ॥
ভুলিলে তাঁহারে তিনি ভুলিবার নন।
টলাইলে স্থির ধীর অচল যেমন ॥
গুণব্যাখ্যা পণ্ডিতের করিতে করিতে।
উপনীত শশধর বন্ধুদ্বয় সাথে ॥
সমাদরে সম্ভাষণ করিলেন তাঁয়।
পণ্ডিত বসিল কাছে প্রণমিয়া রায় ॥
জ্ঞানের লক্ষণ শান্ত হত অভিমান।
তোমাতে লক্ষণদ্বয় আছে বর্ত্তমান ॥
এত বলি প্রশংসিয়া পণ্ডিত-প্রবরে।
বিজ্ঞানীর ভাব কিবা কন ধীরে ধীরে ॥
জ্ঞানের প্রসঙ্গ মিষ্ট তত নহে আর।
চলিয়াছে ভক্তিপথে পণ্ডিত এবার।
অপরূপ ঠাকুরের অপরূপ ধারা।
মানুষের মন লয়ে নিত্য খেলা করা ॥
প্রতিদেহে বাস করে এক এক মন।
দেহ যার সেও তত্ত্ব জানে না কেমন ॥
জানা ত দূরের কথা আভাসও না পায়।
গুরুভার দেহরথ কে তারে চালায় ॥

কিবা লীলা করিলেন শুন অতঃপর।
রামকৃষ্ণায়ণ-কথা শান্তির আকর ॥
এক দিন এক ঠাঁই বহু ভক্তগণ।
এক সঙ্গে শ্রীপ্রভুর কথোপকথন ॥
হেনকালে শ্রীসুরেন্দ্র মিত্র ভক্তবর।
করিলেন উত্থাপন সবার গোচর ॥
জন্মতিথি শ্রীপ্রভুর রক্ষা করিবারে।
যথাবিধি মাঙ্গলিক বিধিসহকারে ॥
মঙ্গল-বিধান-কাজে আনন্দ সবার।
নিজব্যয়ে করিলেন সুরেন্দ্র যোগাড় ॥
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর প্রভু-অবতারে।
প্রধান উৎসব এই সবার উপরে ॥
দ্বাদশ বিঘায় ছায়া দেয় যেই তরু।
আদিতে বালির মত বীজ তার সুরু ॥
ক্রমে পরে জন্মোৎসব প্রভুর আমার।
যেমন আনন্দ তেন বিরাট ব্যাপার ॥
দরশনে অশান্তির শান্তি-নিকেতন।
সুরেন্দ্র করিলা তার বীজ সংরোপণ ॥
শ্রদ্ধাসহকারে এই মহোৎসবে যোগ।
যে করে নিশ্চয় তার ছাড়ে ভব-রোগ ॥
ধন্য ধন্য শ্রীসুরেন্দ্র অতুল ভুবনে।
ত্রাণের নূতন পন্থা দিলা জীবগণে ॥
উৎসব প্রথম বর্ষে হইল কেমন।
অবিদিত সেই হেতু বলিতে অক্ষম ॥
পর বৎসরের কথা কর অবধান।
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক গান ॥
প্রভুভক্ত রাম দত্ত দলের সর্দ্দার।
উৎসব-পিয়ারা হেন কেহ নহে আর ॥
প্রচারে প্রথম জন মাহাত্ম্য প্রভুর।
উত্তম উৎসাহ শক্তি শরীরে প্রচুর ॥
অকুতোসাহস তেজ ধরে হৃদিমাঝ।
যাহাতে একাকী করে সহস্রের কাজ ॥
উচ্চকণ্ঠে জনে জনে হাটে বাটে গায়।
জীর্ণ-শীর্ণ-দুর্ব্বলের ত্রাণের উপায় ॥

কে কোথায় আয় আর নাহি কর দেরি।
মূর্ত্তিমান রামকৃষ্ণ পারের কাণ্ডারী ॥
জানা কি অজানা জনা যেথা পান যারে।
ধরিয়া লইয়া যান দক্ষিণসহরে ॥
কাকুতি মিনতি কত প্রভুর সদনে।
আগন্তুকগণে কিছু কৃপাকণাদানে ॥
আবদার বড় তাঁর নিকটে প্রভুর।
প্রার্থনা করিলে প্রায় তখনি মঞ্জুর ॥
লীলায় সকল কাজে রাম আগুয়ান।
উৎসব যেখানে সেথা রামের বিধান ॥
রামকৃষ্ণোৎসবানন্দ রামের মতন।
দোসর লীলায় নাই হয় দরশন ॥
প্রভুকে লইয়া লোক একত্রিত করা।
রামের প্রকৃতি এই দেখি আগাগোড়া ॥
ভবনে উৎসবে ব্যয় ভয় নাহি প্রাণে।
সংসারীতে নিরাসক্ত কামিনী-কাঞ্চনে ॥
স্বার্থশূন্যে কর্ম্মমালা সমুদায় প্রাণ।
হেন আর কেহ নাই রামের সমান ॥
ভবনে ভক্তের মেলা আছে অনিবার।
সেবা-আয়োজন তেন প্রীতি যাঁহে যাঁর ॥
ভক্তিমতী বিদ্যাশক্তি ভবনে ঘরণী।
উচ্চমতি সেইমত যেইমত স্বামী ॥
পতির পশ্চাতে সদা ছায়ার মতন।
আহারার্থী প্রভুভক্তে মায়ের যতন ॥
পদরেণু দোঁহাকার আশ করে দীনে।
ভিক্ষা মতি রহে যেন ভক্তের চরণে ॥
প্রভুর জনমোৎসবে পেয়ে আস্বাদন।
পর বরষেতে করে রাম আয়োজন ॥
সাহায্য করিলা কার্য্যে অর্থ করি দান।
অন্য অন্য গৃহী ভক্ত যাঁরা যোত্রমান ॥
ভক্তেন্দ্র সুরেন্দ্র মিত্র চাটুয্যে কেদার।
অতুল গিরিশ আর বসু জমিদার ॥
দেবেন্দ্র মজুমদার বজ্জ ব্রাহ্মণ।
শ্রীনবগোপাল ঘোষ শ্রীমনোমোহন ॥

জালের প্রকৃতি ঠিক সে রূপের ধারা।
যে দেখে জন্মের মত সেই পড়ে ধরা ॥
আর এক কিবা রূপ তুলা নাহি তার।
যে রূপ রক্তিমাধরে প্রভুর আমার ॥
আধারের শোভাবৃদ্ধি হাসি তাহে যবে
যে দেখে জন্মের মত একেবারে ডুবে ॥
এখন সমাধি-বেগে বাহ্যজ্ঞান দূর।
রূপময় কলেবর রূপের ঠাকুর ॥
সুযোগ সময় ভক্তে পাইয়া এখন।
পরাইল প্রভুদেবে সুন্দর বসন ॥
অতি মিহি দেশী ধুতি নয় হস্ত প্রায়।
আরক্ত বরণ ঘোর লাল পাড় তায় ॥
সুন্দর চাঁপার বর্ণে ছোবান সেখানি।
ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী ॥
মনোহর ফুলহার পরাইল গলে।
শ্বেত চন্দনের বিন্দু ললাটে কপালে ॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থলে কিরূপ শোভন।
চরণযুগলে পরে করিল লেপন ॥
চরণে চন্দন-রেখা কিবা শোভমান।
নয়নের মনোলোভা শোভার নিদান ॥
কুসুমের হার আর চন্দন ঘসিয়ে।
গৌর-মা আনিয়াছিল প্রভুর লাগিয়ে ॥
রূপের শোভার প্রভু একে-ত আপনি।
তাহার উপরে ভক্তে করিলা সাজনি ॥
রূপময় ঠাম এবে রূপের উপর।
অপরূপ দেখে যত ভকতনিকর ॥
আনন্দে বিভোর ফুল্ল মন প্রাণ চিত্ত।
দু-হাত তুলিয়া কেহ কেহ করে নৃত্য ॥
ভীমভাবে নাচে কেহ করতালি দিয়া।
রোলসহ লম্ফে কেহ মাটি কাঁপাইয়া ॥
প্রেমেতে বিহ্বল কেহ ধরণী লুটায়।
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায় ॥
কেহ বা বদনে তুলে হাসির ফোয়ারা।
কেহ বা স্তম্ভিত যেন পুতুলের পারা ॥

কীর্ত্তন নাহিক আর সংকীর্ত্তন সায়।
সবে মিলে খালি মাত্র এক ধুয়া গায় ॥
গগন করিয়া ভেদ উচ্চরোল উঠে।
খুলীর আঙ্গুল ফোলে চাপড়ের চোটে ॥
দেখিয়া তুমুল কাণ্ড প্রভু নারায়ণ।
করিলেন আপনার শক্তি সম্বরণ ॥
প্রভু সম্বরিলে শক্তি নিজের ভিতর।
প্রকৃতিস্থ ক্রমে ক্রমে ভকতনিকর ॥
প্রভুর অবস্থা কিবা শুনহ এখন।
শ্রীঅঙ্গেতে সমুদিত বাহ্যিক চেতন ॥
শ্রীপ্রভু গলার মালা ধরিয়া দু হাতে।
ছিন্ন ছিন্ন করি তায় ফেলিলা তফাতে ॥
মুছিলা বসন দিয়া চন্দনের রেখা।
ললাটে কপালদেশে যত ছিল লেখা ॥
কিন্তু প্রভু মুছিবারে না পাইলা লাগ।
চরণযুগলে যত চন্দনের দাগ ॥
শুন তবে বলি কথা কারণ তাহার।
শ্রীপদে প্রভুর নাই কোন অধিকার ॥
শ্রীঅঙ্গের সঙ্গে রহে শ্রীপ্রভুর সনে।
চিরকাল ভক্তদের তাঁর মাত্র নামে ॥
গুপ্ত-অবতার প্রভু বড় রূপ-চোরা।
ভক্তের নিকটে কিন্তু অবিরত ধরা ॥
চন্দনালঙ্কার রক্ষা করিয়া শ্রীপায়।
অবিশ্বাসী জীবে সাক্ষ্য দিলা প্রভুরায় ॥
শুন গীত গায় মূর্খে মহাভাগ্যবান।
রামকৃষ্ণায়ণ কথা অমৃত-সমান ॥
সংকীর্ত্তনে লীলারস করি আস্বাদন।
ভক্তসহ প্রকৃতিস্থ এবে নারায়ণ ॥
এখন অনেক বেলা প্রভুর ভোজনে।
দেখিয়া ভকতবর্গ চমকিত মনে ॥
ছাড়িয়া কীর্ত্তনাসর ত্বরান্বিত যান।
করিবারে শ্রীমন্দিরে ভোজনের স্থান ॥
থরে থরে পাত্রে পাত্রে দ্রব্য নানা জাতি।
কত তার তালিকায় নাহি হয় ইতি ॥

রঙ্গের কারণে প্রশ্ন করিলেন রায়।
গিরি ধরে কৃষ্ণচন্দ্র এত শক্তি গায় ॥
কিন্তু যবে নন্দরাণী সোহাগের ভরে।
গোপালে কহেন পিঁড়ি আনিবার তরে ॥
লঘু কলেবর পিঁড়ি কাঠের তৈয়ারি।
যেবা ধরে গোবর্দ্ধন তার পক্ষে মুড়ি ॥
ভক্তপ্রিয় ভগবান নন্দের দুলাল।
যশোদার কাছে ঠিক দুধের গোপাল ॥
বাৎসল্যে পূরিতান্তরা নন্দরাণী মায়।
পিঁড়ি দিতে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ভাবে যায় ॥
রঙ্গে ভঙ্গে চারিদিগে হেলিয়ে হেলিয়ে।
ভারি যেন কাষ্ঠাসন গোবর্দ্ধন চেয়ে ॥
গিরিশের কথা শুনি প্রভু গুণধর।
ভক্তবরে করিলেন তাহার উত্তর ॥
সুমধুর হাস্যসহ কিবা অপরূপ।
এই ঠিক কথা এবে চুপ শালা চুপ ॥
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রসঙ্গ।
কিংবা লীলা-রসাস্বাদে দোঁহাকার রঙ্গ ॥
লিখিয়া কাহিনী তার কার সাধ্য বলে।
আভাস প্রকাশ খালি ঠারে-ঠোরে চলে ॥
এক ঠারে এক বর্ণে এত বিবরণ।
তুলনায় কোটি বেদ কোটি কোটি কম ॥
উপস্থিত ঘটনাতে মুই ভাগ্যবান।
প্রভুর কৃপায় ক্ষেত্রে ছিনু বিদ্যমান ॥
কানে যা শুনিনু চক্ষে কৈনু দরশন।
হৃদয়ের পটে তাহা রহিলা লিখন ॥
তিল তার বর্ণিবার ক্ষমতায় মরা।
কে কবে স্মরিলে হই আপনারে হারা ॥
ভিতরে রহিল বাহ্যে না ফুটিল কথা।
এবে শুন উৎসবের পশ্চাৎ বারতা ॥
স্নানের অধিক বেলা হইল যখন।
বসিলেন গুণমণি শুনিতে কীর্ত্তন ॥
উত্তরের বারাণ্ডায় যেখানে আসর।
লম্বে প্রস্থে আয়তনে স্থান পরিসর ॥
কিঞ্চিৎ উত্তরে তার ফুলের বাগান।
বিবিধ ফুলের গাছে অতি শোভমান ॥
নিকটে পথের পাশে গণ্ডাদরে ঝাড়।
বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের সর্দ্দার ॥
বড় ছোট বেলফুল দুই কাঠা প্রায়।
গাছভরা ফুলকুল ফুটে আছে তায় ॥
বসন্তের সহচর অনিল শীতল।
আমোদিত করে স্থান লয়ে পরিমল ॥
জনৈক বালকবয়ঃ মহাভাগ্যবান্।
কীর্ত্তন-গায়ক তেঁহ নরোত্তম নাম ॥
মিষ্ট গায় কৃষ্ণবর্ণ গায়ের বরণ।
গেঁড়াপানা গোলমুখ উজ্জ্বল নয়ন ॥
তেথরি তুলসী-মালা গলদেশে কষা।
জাতিতে বৈষ্ণব তাই কীর্ত্তন-ব্যবসা ॥
কালের গায়ক-মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ।
খুলীও বৈষ্ণব জেতে নাম তার গোষ্ঠ ॥
মধুর বাজায় খোল খোলে তুলে বুলি।
যেমন গায়ক ঠিক তার মত খুলী ॥
গায়কের সম্বন্ধেতে প্রভুর বচন।
এই নরোত্তমে দেখি সেই নরোত্তম ॥
বায়েনের সম্বন্ধেতে শ্রীপ্রভুর সায়।
খোলে সিদ্ধ এই গোষ্ঠ খোল যে বাজায় ॥
আগাগোড়া আজি ক্ষেত্রে দেখিবারে পাই।
মহোৎসবে রাজসিক ভাব মোটে নাই ॥
কিন্তু যদি প্রভুদত্ত চক্ষু কেহ পায়।
দেখিতে পাইবে ধ্রুব প্রভুর কৃপায় ॥
সমুদিত উৎসবে ঐশ্বর্য্য কোটি কোটি।
তুলনায় যার সঙ্গে মহৈশ্বর্য্য মাটি ॥
আপনি আসরে প্রভু অখিল-ঈশ্বর।
সঙ্গে পারিষদ-সাঙ্গ-উপাঙ্গ-নিকর ॥
ছদ্মবেশে সশরীরে দেবতার গণ।
উৎসবেতে উপনীত শুনিতে কীর্ত্তন ॥
প্রেমিক গায়ক এক বৈষ্ণবের ছেলে।
যে জন বায়েন গোষ্ঠ সিদ্ধ তেঁহ খোলে ॥

অর্থ তার ভবিষ্যতে এই জন্মোৎসবে।
শিরোভূষা কত লোক এখানে আসিবে॥
অতিশয় গণ্যমান্য খ্যাত্যাপন্ন তেজে।
লুটাইতে ভক্তিভরে এখানের রজে॥
পরিহরি লীলা-ভূমি ধরার উপর।
নিত্যধামে গিয়াছেন লীলার ঈশ্বর॥
ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র আর বেশী নয়।
উৎসবে এখন আধ লক্ষ লোক হয়॥
গণ্যমান্য সবে কেহ রাজ-অধিরাজ।
মার্কিণ-বিলাতবাসী সাহেব ইংরাজ॥
যেখানে যে ভাবে যা বলিলা গুণমণি।
পরে ঘটিবার কথা ভবিষ্যৎ বাণী॥
কেহ এবে প্রস্ফুটিত সহ শতদল।
সঙ্গে বিশ্ব-বিনোদিনী গন্ধ পরিমল॥
কেহ বা অর্দ্ধেক ফুটা কেহ প্রায় ফুটে।
কেহ ডগমগে কলি মৃণালের বাঁটে॥
কেহ বা পাঁকের কাছে অঙ্কুরে কেবল।
যাহার উপরে ঢাকা বিশ বাঁশ জল॥
লীলাক্ষেত্রে শক্তিরসে বীজ-সংরোপণ।
বিশ্বের নিধনে নাই বীজের নিধন॥
শুন রামকৃষ্ণায়ণ বিশ্বাসের ভরে।
অন্ধকার তিরোহিত হইবে অচিরে॥
নয়নগোচরে লীলা দেখিবে প্রত্যক্ষ।
প্রভুর ইচ্ছায় কাজে সময়-সাপেক্ষ॥
মাঙ্গলিক উৎসবের কথা হৈল সায়।
পুণ্যবানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায়॥
সংসারের দুঃখে সুখে পেতে দিয়া ছাতি।
দিবানিশি মথ মন লীলাগুণগীতি॥

নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে প্রভুর উৎসব

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার।
এ অধম মাগে পদ-রজ সবাকার॥

অদ্যাবধি ধরাধামে যত অবতার।
প্রভু রামকৃষ্ণরায় সমষ্টি সবার॥
নানা ভাবে নানা মতে শিক্ষা নানা জনে।
সব ধর্ম্ম পথ মত তাঁহার বিধানে॥
ধর্ম্মদ্বন্দ্ব-নিবারণ ধর্ম্মের সমতা॥
ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যভাব ধর্ম্মের একতা॥
এই অভিনব পন্থা করিতে প্রচার।
অবতীর্ণ ধরাধামে শ্রীপ্রভু আমার॥
কৃষ্ণ-অবতারে কথা প্রকাশ গীতায়।
যে রূপে যে ভজে তিনি তেন ভজে তায়॥
কথায় কথিত মাত্র হইল তখন।
করমেতে কিঞ্চিন্মাত্র নহে প্রদর্শন।
কারণ জিজ্ঞাসা মন যদি কর তার।
শুন কহি অতিশয় গুহ্য সমাচার॥
বার বার বলিলেন প্রভু নারায়ণ।
সময়সাপেক্ষ কর্ম্মে অতি প্রয়োজন॥
যখন তখন কার্য্য হইবার নয়।
কার্য্য তবে উপযুক্ত আসিলে সময়॥
শাস্ত্রের প্রমাণ আর স্বরূপনির্ণয়ে।
এক অবতারে কথা রাখেন বলিয়ে॥

ভবিষ্যবাণীর ন্যায় পরের বারতা।
ভাবী অবতরণের কারণের কথা ॥
পূর্ব্ব-কথামত কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ।
লীলার প্রমাণ দেন অখিলের নাথ ॥
বলবৎ এত ধর্ম্ম ছিল না তখন।
কৃষ্ণ-অবতারে যবে কথার পত্তন ॥
পশ্চাতে বিবিধ ধর্ম্ম নানা পথ মত।
তুলিবে প্রবল ভাবে ঝড় বলবৎ ॥
বুঝিয়া জানিয়া তত্ত্ব বিশেষপ্রকারে।
আভাস দিলেন তার গীতার ভিতরে ॥
দেখ এবে নানাবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।
সকলে আপন ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতম গায় ॥
মহান্ কলহ-দ্বন্দ্ব বাদ-প্রতিবাদ।
তত্ত্ব-অন্বেষক জনে ঘোর পরমাদ ॥
কেবা সত্য কেবা মিথ্যা যায় কোন্ পথে।
সন্দেহ-আতুর চিন্তা দিবারাতি চিতে ॥
সত্যপথ প্রদর্শিতে তত্ত্বান্বেষী জনে।
আর ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জনে ॥
কালমত প্রভু রামকৃষ্ণ অবতার।
করিলেন সার্ব্বভৌম মতের প্রচার ॥
সার্ব্বভৌম মতে তার বিশ্ব-বেড়া বেড।
স্থানীয় জাতীয় নহে গোটা জগতের ॥
ধর্ম্মমাত্রে সকলেই পথ বাস্তবিক।
কোনটি অলীক নহে সকলেই ঠিক ॥
এই ধর্ম্ম প্রচারিলা প্রভু নারায়ণ।
কার্য্যেতে আচরি সহ সাধনভজন ॥
যে যে রূপে ভাবে নামে আরাধেন তাঁয়।
সেই রূপে ভাবে নামে সেই তাঁরে পায় ॥
ভাবে রূপে নামে নানা বস্তু গত নয়।
উপমা ধরিয়া তত্ত্ব দিলা পরিচয় ॥
বাপি কূপ তড়াগাদি সাগরনিচয়।
হ্রদ নদী খাল বিল সব জলাশয় ॥
আকারে গঠনে নামে প্রভেদ কেবল।
কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক জল ॥

বালিস শয্যার সজ্জা অপর উপমা।
আকারে গঠনে বর্ণে বাস্তবিক নানা ॥
ব্যবহার বিশেষেতে নাম স্বতন্তর।
কিন্তু সেই এক তুলা সবার ভিতর ॥
তেন এক ভগবান সকলের মাঝে।
বিকাশে বিবিধ নাম নানাবিধ সাজে ॥
যত ধর্ম্ম তত পথ জগতে প্রকাশ।
সকলেতে সেই এক বস্তুর বিকাশ ॥
রামকৃষ্ণপন্থিগণে বুঝেন বারতা।
লীলাধর্ম্ম শ্রীপ্রভুর ধর্ম্মের সমতা ॥
এইখানে এক কথা কর অবধান।
ধর্ম্মমাত্রে ভেদ নাই সকলে সমান ॥
কিন্তু ভাব-বিশেষেতে আছয়ে পার্থক্য।
ধর্ম্মে এক কিন্তু ভাবে নাহি হয় ঐক্য ॥
প্রত্যেকের মধ্যে ভাব আলাহিদা রয়।
তাহাতে কখন কার ক্ষতি নাহি হয় ॥
বরঞ্চ পোষ্টাই করে প্রত্যেক ভাবীকে।
গোপনে আপন ভাব যেবা করে রক্ষে ॥
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর উপমার কথা।
পল্লীতে রাখালদের গোচারণ-প্রথা ॥
জল খাইবার বেলা গগনে যখন।
নিজ নিজ গরু ছাড়ে রাখালের গণ ॥
ক্রমে পরে একত্তরে সকলেই জমে।
বৃহৎ প্রান্তর মাঠ গোচারণ-ভূমে ॥
তখন পার্থক্য ভাব নাহি রহে আর।
সব পাল সঙ্গে মিলে হয় একাকার ॥
কিন্তু ঘরে ফিরিবারে সময় যখন।
পৃথক করিয়া আনে নিজের গোধন ॥
ধর্ম্মমেলা যেইখানে সেথা একত্তরে।
ভাবেতে পার্থক্য শ্রেয়ঃ আপনার ঘরে ॥
এই ভাব-সমর্থনে শ্রীপ্রভুর গীত।
অবধান কর তত্ত্ব বুঝিবে নিশ্চিত ॥
প্রভুর অভয় পদ ধরিয়া অন্তরে।
অটল অচল রহ আপনার ঘরে ॥

প্রভুদরশন-সাধ নহে যে জনার।
লইয়া মানব-জন্ম বৃথা জন্ম তার ॥
নির্দ্ধারিত দিন তবে আসিল যখন।
বেলাবেলি ভক্তবর্গ দেন দরশন ॥
মহা-উৎসবের ঠাঁই বাহির প্রাঙ্গণে।
ভাগবত করে পাঠ জনেক ব্রাহ্মণে ॥
শত শত জনে পরিপূর্ণ নিকেতন।
ভাগবতলীলাপাঠ করেন শ্রবণ ॥
শ্রবণ কেবল নামে মন নাহি তায়।
সবে ভাবে কতক্ষণে আসিবেন রায় ॥
কেহ কেহ পথপানে আছে নিরখিয়া ॥
পরিহরি পাঠস্থান দ্বারে দাঁড়াইয়া ॥
প্রভু বিনা কারও না হয় মন স্থির।
কি পুরুষ কিবা নারী সকলে অধীর ॥
মন মোহনিয়া হেন প্রভুর মতন।
জগতে কোথাও নাহি হয় দরশন ॥
কিবা মোহনত্ব-শক্তি ভিতরে তাঁহার।
তিল আধ তত্ত্বশক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
গুণযুক্ত নামহীন সেই বস্তুখানি।
আপনার কলেবরে ধরে দিনমণি।
নলিনী প্রভাবে যার হইয়া মোহিত।
বিকাশি কেশব-দল হয় প্রফুল্লিত ॥
গুণমণি গুণের ঠাকুর প্রভুরায়।
গুণ করি খুন কৈলা যে দেখিল তাঁয় ॥
মোহনত্ব-গুণ নহে কেবল শরীরে।
নামেরও সহিতে গুণ ছায়াবৎ ঘুরে ॥
শ্রবণ-বিবরে নাম প্রবেশের দ্বার।
পশিলে অন্তরে করে জোর অধিকার ॥
চক্ষু কিবা কর্ণ হোক যে পথে গমন।
একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম চুরি-করা মন ॥
কানের দুয়ারে যেথা জোর সেথা ভারি।
শতগুণে বৃদ্ধি গুণ মন করে চুরি ॥
ছাদের উপরে হেথা পথের দু-ধারে।
নরনারী কত শত সংখ্যা কেবা করে ॥
দাঁড়াইয়া মহোৎসুকে কুতূহল মন।
দেখিবারে প্রভুবরে পতিতপাবন ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বিশ্বগুরু রায়।
উপনীত হেনকালে হইলা তথায় ॥
ভাসিল আগোটা পল্লী আনন্দের নীরে।
নয়ন আনন্দকর প্রভুবরে হেরে ॥
চকোর ভকতবৃন্দ পরম উল্লাসী।
নেহারিয়া প্রভুদেবে অকলঙ্ক শশী ॥
কথক একাকী ধরি শতেকের বল।
করিতে লাগিল পাঠ শ্রবণমঙ্গল ॥
পাঠেতে তথাপি কারও নাহি বসে মন।
পিপাসী নয়নে করে রায়ে নিরীক্ষণ ॥
শ্রীমুরতি-দরশনে সকলের তৃপ্তি।
কথক করিল তবে পাঠের সমাপ্তি ॥
বনয়ারি নামেতে বৈষ্ণব একজন।
দলে বলে ধরিলেন মাথুর-কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তনে আখর-যোগ শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহে ক্রমে প্রভু হন নিজে মাতোয়ারা ॥
ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর।
ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহ একেবারে স্থির ॥
সংক্রামকতা-শক্তি এক প্রভুর আবেশে।
ভক্ত অভিভূত সব রহে যাঁরা পাশে।
ঘূর্ণিপাক জলের স্বভাব উপমায়।
যে আসে সকাশে ধ্রুব তাহায় ঘুরায় ॥
প্রভুর ভাবের বেগে হইয়া মগন।
ভাবস্থ হইলা তবে ভক্ত কয় জন ॥
বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল।
নখ দিয়া বিদারণ করে বক্ষঃস্থল ॥
কৃষ্ণেতে মধুর ভাব দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
উপলক্ষ গুরু মোর আরাধ্য-চরণ ॥
সখী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে।
মগন হইলা ভাবে কালিয়া-পাথারে ॥
অল্পবয়ঃ মণি গুপ্ত বালক বয়েস।
বাহ্যহীনে শ্যামকুণ্ডে করিল প্রবেশ ॥

তখন গৃহিণীদেবী মহানন্দ-মনে।
স্বহস্তে তুলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে॥
পুলকে আকুল-চিত্ত চক্ষু ভাসে জলে।
প্রভুদেবে জ্ঞান যেন পেটে-ধরা ছেলে॥
ভক্তির মধুর তত্ত্ব কি কহিতে পারি।
সামান্য মানুষ মুই নরবুদ্ধি ধরি॥
ইচ্ছাময় সনাতন হরি তথা বশ।
উদয় যেথায় ভক্তি-মাধুর্য্যের রস॥
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব একবারে নাশ।
যেখানে তাঁহার শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যবান বিভু ভক্তির নিকটে।
জড়সড় আজ্ঞাপর সদা করপুটে॥
ভক্তির মাধুর্য্য-রস আস্বাদন-হেতু।
সর্ব্বশক্তিমান সদা সশঙ্কিত ভীতু॥
ভক্তির কোমল হাতে বাঁধা ভগবান।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শিশুর সমান॥
বেদবিধি কর্ম্মকাণ্ড কিছু নাহি রয়।
ভক্তির সৌরভ যেথা অণুকণা বয়॥
গোপ-গোপী বিনা এই ভক্তির সন্ধান॥
সম্ভোগ সুদূর কারও নহে অনুমান॥
আজি সেই ভক্তিরস-আস্বাদের তরে।
মূর্ত্তিমান ভগবান গোপালের ঘরে॥
মানবিনী-বেশে কেবা গোপাল-ঘরণী।
সাধ্য নাই চিনি তাঁয় দৃষ্টিহীন আমি॥
প্রভুভক্তপদে ভিক্ষা মাগি বারবার।
রজ দিয়া কর মুক্ত লোচন আঁধার॥
একমাত্র শুদ্ধভক্তি বলে যায় জানা।
প্রভুর সমান প্রভু-ভক্তের মহিমা॥
লীলা-গীতি ঈশ্বরের সে বুঝে কেবল।
ভক্তপদ-রেণু যার সহায় সম্বল॥

প্রেমাভক্তি শুদ্ধভক্তি ভক্তে করি দান
ভক্তির আস্বাদে মত্ত হন ভগবান॥
নিম্নতলে যেইখানে ভকতের দল।
ভক্তির ঠাকুর হয়ে ভাবেতে বিহ্বল॥
দেবেন্দ্র প্রভৃতি সাঙ্গ-অন্তরঙ্গে কন।
ভক্তিমতী গোপালের গৃহিণী কেমন॥
বলিবারে বিবরণ বিশেষ প্রকারে।
বিহ্বল এতই মুখে বাক্য নাহি সরে॥
রসনার দ্বারে পথ না পেয়ে তখন।
অধরে নয়নে চিত্র কৈলা প্রদর্শন॥
ভক্তি-সম্ভোগের তত্ত্ব নিগূঢ় বারতা।
ভাষায় প্রকাশে তায় হেন শক্তি কোথা॥
সম্ভোগীর বদনের হাবভাবে কয়।
আভাস কেবলমাত্র পরিচয় নয়॥
তরঙ্গ কোথায় বল প্রকাশিতে পারে।
কত বড় সিন্ধু কিংবা কি তার ভিতরে॥
এই ভক্তি ভক্তের হৃদয়ে করে বাস।
ভক্তের যে জন ভক্ত মুই তাঁর দাস॥
শুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে।
নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে॥
এখানে গোপাল দেখি রাতি উর্দ্ধতন।
ভক্তদের করিলেন ভোজন-আসন॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ রসে।
গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে॥
ত্রুটি নাই আয়োজনে বহু আমদানি।
ভক্তিমতী লক্ষ্মীরূপে ঘরের গৃহিণী॥
আজিকার ভিক্ষা-লীলা এইখানে সায়।
ভক্তিমানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায়॥
রামকৃষ্ণকথা অতি শ্রবণ-মঙ্গল।
সমনে শুনিলে ফুটে হৃদয়-কমল॥

হেথা উৎসবের স্থলে, প্রভুদেব প্রবেশিলে,
ভক্তবর্গ চরণে লুটান।
প্রভুর অপার সুখ, উল্লাসে প্রফুল্লমুখ,
জনে জনে কুশল সুধান॥
নিজাসনে উপবিষ্ট, ভক্ত-প্রাণ রামকৃষ্ণ,
পশ্চিমাস্যে ঘরের ভিতর।
নিদাঘ আগতপ্রায়, ব্যজন করিয়া গায়,
সেবা করে ভকতনিকর॥
ভক্তসহ ভগবান, যেইখানে বিদ্যমান,
মহিমা-মাহাত্ম্য তথাকার।
কন শুক বেদব্যাস, বর্ণনে বিফল আশ,
তাহে কি কহিব মুই ছার॥
বিদ্যায় বর্ণের ফলা, কামিনীকাঞ্চন মালা,
পেটের জ্বালায় দাস্যগিরি।
অর্থচিন্তা অনুক্ষণ, অবিদ্যা-মোহিত মন,
এ অধম দারুণ সংসারী॥
হৃদয়ে মলার ভার, অভিমান অহঙ্কার,
রাগ-লোভ-রিপুর অধীন।
আত্ম-সুখ হেতু ঘুরি, দিবা কিবা বিভাবরী,
তম-অন্ধে অন্তর মলিন॥
দেহি প্রভু দীননাথ, বিশ্বগুরু ভক্তসাথ,
দৃষ্টিপাত করি এ অধমে।
শুদ্ধভক্তি শুদ্ধমতি, যাহে পাব আঁখি-ভাতি,
মাহাত্ম্য মহিমা দরশনে॥
শ্রীপদে বিশ্বাস সহ, শুদ্ধ বুদ্ধি মন দেহ,
যাহার গোচর তুমি রায়।
অনুরাগে গাব নাম, বাহ্যহীনে অবিরাম,
লুটাইয়া চরণ-তলায়॥
দেবেন্দ্র-মন্দিরে আজ, জগতের মহারাজ,
বিরাজে গোপনে ভক্তসনে।
কিবা বিষ্ণু কিবা ধাতা, কিবা শিব মুক্তিদাতা,
বারতা কেহই নাহি জানে।
কিবা বস্তু প্রভু-ভক্ত, মহিমা স্বরূপ-তত্ত্ব,
কারা এঁরা কোথাকার জন।
এত দিন পাছু পাছু, তিল না বুঝিনু কিছু,
তোমারে কহিব কিবা মন॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে, এই ভক্তগণ বিনে,
দিনে প্রভু দেখেন আঁধার।
পরিচয়ে শুন মন, কি অধিক বিবরণ,
শ্রবণ করিবে তুমি আর॥
আজিকার লীলাগীত, সুমধুর সুললিত,
শুদ্ধচিত নিশ্চিত শ্রবণে।
তিল ক্লান্তি নাহি সন্দ, অন্তরে অপারানন্দ,
রতিমতি ভক্তের চরণে॥
উৎসবে কীর্ত্তন-গীতি, ইহাই আছিল রীতি,
সম্প্রতি গায়ক এক জন।
দোঁহার নাহিক তার, এক খোলী বাজন্দার,
দোঁহে মিলে ধরিল কীর্ত্তন॥
দলে নৈলে আট দশ, কীর্ত্তনে না হয় রস,
দুই জনে কি করিবে গান।
সেহেতু দোঁহার হয়ে, স্বরে স্বর মিলাইয়ে,
ভক্ত রাম কৈলা যোগদান॥
ঠিক যেন পাঠশালে, যাবতীয় ছাত্র মিলে,
ষট্‌কে কড়া ঘোষে সমস্বরে।
বুদ্ধিমান ঠিক কয়, বোকা যারা অতিশয়,
খালি তারা গণ্ডা-কড়া করে।
হেথা কিন্তু পরমেশ, তাহাতেই ভাবাবেশ,
হরিনাম শ্রবণে শুনিয়া।
হেনকালে মহাতেজা, গিরিশ বিশ্বাসে রাজা,
উপনীত দিক্‌ বিজলিয়া॥
নেহারিয়া ভক্তবরে, আনন্দ উঠিল বেড়ে,
মোহন মুরতিখানি তাঁর।
অল্প স্থান ছিল ঘরে, তাড়াতাড়ি সবে সরে,
দিলা তাঁরে ঠাঁই বসিবার॥
আলো করি গোটা ঘর, উপবিষ্ট ভক্তবর,
ভক্তিবলে অটল বিশ্বাসে।
হেনকালে শুন রঙ্গ, কীর্ত্তন হইল ভঙ্গ,
প্রভু কিন্তু আছেন আবেশে॥

গিরিশ করেন মনে, কল্পতরু বিদ্যমানে,
হেন আর রব কত কাল।
ভৈরবের অবস্থায়, ভূত প্রেত কহে যায়,
এ ত বড় বিষম জঞ্জাল॥
আবেশে হৃদয়াচারী, ভক্তপ্রাণ নরহরি,
উত্তর করিলা তাঁর প্রতি।
আশ্চর্য্য হইবে লোকে, সময়ে তোমায় দেখে,
এত হবে তোমার উন্নতি॥
যেন প্রভু ভাবাবেশে, প্রাণসম শ্রীগিরিশে,
দেখিতেছিলেন এতক্ষণ।
নয়নে পলক আছে, সাধে বাজ পড়ে পাছে,
সেই হেতু মুদিয়া নয়ন॥
পরম প্রসাদ-বাণী, শুনি ভক্তচূড়ামণি,
অমনি প্রসারি দুই হাত।
অতুল আনন্দভরে, অতি প্রীতি-সহকারে,
শ্রীচরণে কৈলা প্রণিপাত॥
কাটিছে আবেশ-নেশা, গায়ে বাহু ভাসা ভাসা,
অর্দ্ধ-জাগা অর্দ্ধ-নিমগন।
হেনকালে উপনীত, অঙ্গে চিহ্ন চিত্রাঙ্কিত,
কয় জনা গোঁসাই-ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁরা, কটা কটা আঁখি-তারা,
ছিটাফোঁটা অঙ্গে ভারি ভারি।
শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ, দিয়া যোগ্য সম্ভাষণ,
বসাইলা নমস্কার করি॥
কি ছিল তাদের মনে, সুগোচর ভগবানে,
অনুমানে কি কহিব মন।
এখানে প্রভুর দশা, শ্রীঅঙ্গে আবেশ-নেশা,
ভক্তজনমনবিমোহন॥
কহিলেন শ্রীগোঁসাই, আর লুচি খাব নাই,
মধ্যে কিবা গূঢ়ার্থ ইহার।
এত ভক্ত মহারাধ্য, তখন বুঝিতে সাধ্য,
বুদ্ধিতে না আসিল কাহার॥
গিরিশের বুদ্ধি মেলা, তেঁহ না পাইল তলা,
শুন কহি তাহার কারণ।

এখন বুঝায়ে দিলে, ভেঙ্গে যায় গোটা লীলে,
সেই হেতু যতনে গোপন॥
স্বভাব-সুলভ ধারা, ভক্তমন চুরি করা,
মোহনিয়া মূরতি মধুর।
করিলেই দরশন, ঘরে না থাকিত মন,
আকর্ষণ শ্রীঅঙ্গে প্রভুর॥
কিবা অর্থ শ্রীবাক্যের, তখন কে করে টের,
কান্তি-রূপে মন গেছে গাড়া।
অপার জলধি-নীরে, মগন হইলে পরে,
দূরে রহে তরঙ্গের সাড়া॥
সাঙ্গোপাঙ্গগণ যাঁরা, শ্রীবাক্যে কি ভাব ভরা,
বুঝিতে অক্ষম সেইকালে।
বাক্যের গুরুত্ব-গুণে, সতেজে প্রবেশি কানে,
রহে গিয়া অন্তরের তলে॥
শ্রীবাক্যে শ্রীপ্রভুদেবে, আভাস দিলেন এবে,
ভবিষ্যৎ লীলার ঘটনা।
লীলা-নিধি যেবা মথে, সে দেখিবে বিধিমতে,
রতন মানিক মণি নানা॥
গোঁসাই-ব্রাহ্মণ হেথা, শ্রীমুখে লুচির কথা,
বারবার করিয়া শ্রবণ।
উঠিয়া চলিল ঘরে, এই মনে মনে করে,
ভাল সাধু প্রভু নারায়ণ॥
কিছুক্ষণ পরে দেখি, উন্মীলিত দুটি আঁখ,
প্রফুল্লিত কমল-বয়ান।
নাহি আর ভাবাবেশ, সহজের মত বেশ,
পূর্ণভাবে বাহিক গিয়ান॥
দেবেন্দ্রের নিকেতনে, আজি উৎসবের দিনে,
লোকসংখ্যা অতিশয় কম।
সে গুলি কেবল খালি, চিরসঙ্গ যারে বলি,
উপ-অঙ্গ পাঁচ ছয় জন॥
বিকালে পড়িল বেলা, যায় প্রায় রৌদ্র-জ্বালা,
তাপে তনু ঘর্ম্মাক্ত সবার।
হেনকালে ভগবানে, কুল্‌পি দিলেন এনে,
আস্বাদনে অতীব সুতার॥

পশ্চাতে নিজের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা
তোমাকেও কহিবার নয়।
রামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পান কর অবিরত,
ক্রমে পরে পাবে পরিচয়॥

ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর আগমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

আকর্ষণী শক্তি এক প্রভুর কেমন।
অসাধ্য বাহুল্যে বলি তার বিবরণ॥
কহিতে কিঞ্চিৎ পারি ঘটনা ধরিয়া।
মানুষের মন বাঁধা আছে ডুরি দিয়া॥
সে ডুরির এক প্রান্ত তাঁর হাতে আছে।
সে দূরে যেখানে লোল টানে আসে কাছে
পুতুলের নাচ যেন জানা সবাকার।
ঈশ্বরের লীলা-রাজ্যে তেমতি ব্যাপার॥
দেখিতে বুঝিতে মাত্র পারে সেই জন।
প্রভুর কৃপায় যার বিমুক্ত লোচন॥
শুন অপরূপ লীলা বিচিত্র ভারতী।
অমৃতভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
এ হাটের লীলাকথা বড়ই মধুর।
ভ্রাতৃ-পুত্র রামলাল নিকটে প্রভুর॥
ভ্রাতৃ-পুত্রে ভ্রাতৃ-পুত্রবোধ মোটে নাই।
এতেক তিয়াগী প্রভু জগৎ-গোঁসাই॥
পূর্ণভাবে বালকের ভাব অঙ্গে খেলে।
যেখানে থাকেন ঘর ভূত যান ভুলে॥
বাল্যসহচরবর্গে আর নাহি মনে।
পরম আত্মীয় যাঁরা এবে সন্নিধানে॥

রামলাল এক দিন নিবেদন করে।
পাঁচালি হইবে কল্য আলমবাজারে॥
প্রত্যূষে জুড়িয়া গান ছাড়িবে বেলায়।
শুনিতেছি সুগায়ক মিঠা গীত গায়॥
শুনিতে যাইব মনে ইচ্ছা অতিশয়।
যাইবারে পারি যদি অনুমতি হয়॥
বেশ বেশ বলিয়া শ্রীপ্রভু দিলা সায়।
পর দিনে রামলাল শুনিবারে যায়॥
সে দিন গায়ক গাইতেছে রামায়ণ।
হনূর অশোকবনে সীতা-অন্বেষণ॥
সন্ধান পাইয়া হনূ অলক্ষ্য অন্তরে।
অন্তরে হরষ ভারি রামনাম করে॥
সুধামাখা রামনাম অশোকের বনে।
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে॥

গীত

এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালি আমার কর্ণে
আজ কে এমন শোকনিবারণ,
কোরলে অশোক-অরণ্যে॥
বিনে সে ধন, মনের বেদন, কে জানিবে অন্যে;
সে ধন বিনে, এ দুর্দিনে, হ'য়ে আছি দৈন্যে॥

গায়কে অপার কৃপা করিলেন রায়।
গায়ক সে দিন গেল লইয়া বিদায়॥
উত্তরপাড়ার কাছে ভদ্রকালী গ্রামে
গায়ক চলিল তথা শ্বশুরের ধামে॥
শ্বশুর সরলমতি মহাভাগ্যবান।
জামাতা কহিল তাঁকে প্রভুর আখ্যান॥
শুনে নাম অবিরাম প্রাণখানি নাচে।
বাসনা প্রবল আসে শ্রীপ্রভুর কাছে॥
পঞ্জিকা দেখিয়া করি শুভদিন স্থির।
জামাতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির॥
প্রভুর মূরতি দেখি মিঠা বাণী শুনে।
গলিয়া পড়িল তেঁহ প্রভুর চরণে॥
জামাতার চেয়ে হৈল শ্রীচরণে টান।
বড়ই সদয় তারে হৈল ভগবান॥
বেশী দিন অদর্শনে থাকিতে না পারে।
বারবার দ্বিজোত্তম যাওয়া-আসা করে॥
বর্ণের ব্রাহ্মণ তিনি লোকমুখে শুনি।
ফুলের মুকুটি চেয়ে মুই তাঁরে গণি॥
শ্রীপ্রভুর পদাম্বুজে মজে যাঁর মন।
ক্ষত্রিয় ন-শূদ্র তেঁহ ন-বৈশ্য ব্রাহ্মণ॥
দেবাদি অপেক্ষা পূজ্য একরূপ জাতি।
লোকান্তরে ঘর নয় ধরায় বসতি॥
অন্ধ আমি মোরে কৃপা কর প্রভু রায়।
ভক্তি হয় যেন হেন ব্রাহ্মণের পায়॥
প্রশস্ত অবস্থা নয় গরীব ব্রাহ্মণ।
বিষয় সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম॥
ছোট ছোট মেটে ঘর মাত্র কয়খানি।
মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি॥
বহির্দ্দেশে আছে এক পূজার দালান।
সেটিও মাটির নীচে সামান্য উঠান॥
নিমন্ত্রিত লোকজন বসে সেই ঠাঁই।
হইলে বাদল-বৃষ্টি কর্ম্ম চলে নাই॥
ভক্তিমান পুণ্যবান এই দ্বিজবর।
দেবপূজা-অর্চ্চনায় অতি সমাদর॥
লোকজনে নিমন্ত্রণে বড়ই বাসনা।
অর্থাভাব-নিবন্ধন পথে দেয় হানা॥
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদে দিয়া ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের মনসাধ আশা মিটে নাই॥
উপজিল মহাসাধ দ্বিজের অন্তরে।
যথাসাধ্য আয়োজিত ভোজ্য উপচারে॥
ভিক্ষা দিতে প্রভুদেবে ঘরে আপনার।
এই চিন্তা অবিরত মনে মনে তাঁর॥
কেমনে হইবে কিছু বুঝিতে না পারে।
অন্তরের খেদ তেঁহ সম্বরে অন্তরে॥
সহসা বলিতে নারে সকাশে প্রভুর।
কখন বা ভয় কভু লজ্জায় আতুর॥
সাহসে করিয়া ভর কহে একবার।
হৃদয় বুঝিয়া প্রভু করিলা স্বীকার॥
করুণ অমৃতমাখা শুনিয়া উত্তর।
নির্দ্ধারিত দিন তবে করি স্থিরতর॥
সত্বর সেদিন লয়ে শ্রীপদে বিদায়।
আনন্দে উথলা হৃদি ঘরে চলে যায়॥
যদিও এদিগে তেঁহ গরীব ব্রাহ্মণ।
গুণে তাঁর গণ্যমান্য করে দশ জন॥
ভিক্ষা-আয়োজন-হেতু নানাদিগে ছুটে।
জুটিবার নহে যাহা তাও তাঁর জুটে॥
অল্পদিনে নানাবিধ কৈলা আয়োজন।
ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম॥
নিমন্ত্রণ কৈলা যত কীর্ত্তনীয়াগণে।
গ্রামমধ্যে যেবা কেহ আছিল যেখানে॥
নির্দ্ধারিত দিনে তবে জাহ্নবীর ঘাটে।
সুন্দর ফটক বাঁধে পাতা দিয়া এঁটে।
চারিখানি পান্‌সির করিল যোগাড়।
কানে কানে গ্রামে কথা হইল প্রচার॥
দলবল লয়ে তেঁহ তরীর ভিতর।
ফুল্ল চিতে দিল পাড়ি দক্ষিণসহর॥
শ্রীপ্রভু মন্দিরে হেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে।
আনন্দের ধ্বনি এক উঠিল তফাতে॥

ভিতরে নিহিত তার অপরূপ বল।
যে দিকে গমন করে সে দিক উজ্জ্বল॥
অন্ধকার তিরোহিত স্পষ্ট দৃশ্যমান।
কি তত্ত্বের ছবি বাক্যে শ্রীপ্রভু দেখান॥
বহু কথা জীবে এবে শুনিতে না চায়।
নেজামুড়াবাদে সার কহিলেন রায়॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর উক্তি-উপদেশ।
এবে মানুষের পক্ষে পুরাণ-বিশেষ॥
প্রভুর সংক্ষিপ্তসারে পেয়ে আস্বাদন।
আদি মূল শাস্ত্র লোকে করে অধ্যয়ন॥
এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম হৈল এইবার।
জীব-শিক্ষা এক আর শাস্ত্রের উদ্ধার॥
আর এক নূতনত্ব প্রভু-অবতারে।
সকলে করিলা রক্ষা বাদ নাই কারে॥
সমতা একতা ভাব লীলার প্রাঙ্গণে।
হেন নাই দেখা যায় অন্য কোন স্থানে॥
ধনাঢ্যে পণ্ডিতে রয় অভিমান ভারি।
তে সবারে কৃপাদান গিয়া বাড়ী বাড়ী॥
অতি বড় দীনহীন কাঙ্গালের বেশে॥
একমাত্র মানুষের মঙ্গল-মানসে॥
এদিকে দীনের বেশে মহাবল গায়॥
যে হোক যতই বড় গ্রাহ্য নাহি তায়॥
ভক্তি ভক্ত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার কারণে।
কিংবা কোন জিজ্ঞাস্যের সদুত্তরদানে॥
কিংবা কোন কর্ম্মে যাহে জীবের কল্যাণ।
সেখানে শ্রীপ্রভু মহাবলের আধান॥
রাজরাজেশ্বর যদি বিপক্ষে দাঁড়ায়।
তৃণ-জ্ঞানে সেইখানে হানা দেন রায়॥
জীবে শিক্ষা নহে মাত্র কথায় বলিয়া।
হৃদয়ে আঁকিয়া দেন কাজে দেখাইয়া॥
অগণ্য প্রকারে অলৌকিক দেন শিক্ষে।
তারে সেটি যেটি উপযুক্ত তার পক্ষে॥
প্রতিজনে দেন শিক্ষা প্রত্যেক রকম।
প্রভু-অবতারে ইহা অতীব নূতন॥
কখনই কোন কর্ম্ম নাহি অকারণে।
সেথা হাতুড়ির বাড়ি বাঁকা যেইখানে।
বিশ্বগুরু অন্তর-নিবাসী ভগবান।
লীলা-গীতি পদে পদে তাহার প্রমাণ॥
পথে পথে সঙ্কীর্ত্তনে হরিগুণগান।
পূর্ব্বপ্রথা ভক্তিভাব ছিল ম্রিয়মাণ॥
সর্ব্ব ঠাঁই সেই প্রথা করি আচরণ।
জাগাইয়া দিলা তাহে পুনশ্চ জীবন॥
শুষ্ক ভাব ব্রাহ্মগণে ছিল চিরকাল।
এবে সংকীর্ত্তনে বাজে খোল করতাল॥
পথে পথে সংকীর্ত্তন করে কুতূহলে।
মহামান্যগণ্য বড়মনুষ্যের ছেলে॥
লীলাতত্ত্বে যাত্রা-গীত হৈল বারে বারে॥
কমলকুটির নামে কেশবের ঘরে॥
ভক্তিশিক্ষা শ্রীপ্রভুর এত ধরে বল।
ডাঙ্গায় ফুটিল যাহে ফুল শতদল॥
ইহার অধিক তুমি কি শুনিবে আর।
মহান্ মহিমাকথা প্রভুর আমার॥
আগমনোদ্বেগ-ভাব পুরাণ শ্রবণে।
লীলাতত্ত্বে যাত্রাগীত হয় যেইখানে।
হরিসভা দেখিবারে মহোল্লাস ভারি।
কোথা বালী কালাচাঁদ মুখোয্যের বাড়ী॥
কোথায় পটলডাঙ্গা কোথা কোন্নগরে।
কোথা জানবাজার কোথায় বেলেঘোরে
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমাণ নানাস্থানে।
একমাত্র ভক্তি-উদ্দীপনার কারণে॥
হেথা ভদ্রকালীগ্রামে কীর্ত্তন সহিত।
ব্রাহ্মণ-ভবনে ক্রমে হৈল উপনীত।
পূর্ব্বে বলিয়াছি ভিটা কত পরিসর।
দালানের সম্মুখেতে উঠানে আসর॥
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ-পরশে।
হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে॥
ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী নামে একজন।
পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ।

লক্ষাংশের এক অংশ জানা নাহি কার।
মহালীলা ছদ্মবেশ গুপ্ত-অবতার ॥
ধরা-ছুঁয়া মোটে নাই অবতার-কালে।
বিনা ডাকে বিদ্যুৎ হানিয়া গেল চলে ॥
হুজুগের গোড়া রামদত্ত ভক্তবর।
সকলে কহেন প্রভু পরম ঈশ্বর ॥
এমত কহিলে কেহ বলিতেন রায়।
'বিছে বিছে বলিলে সে পলাইয়া যায়' ॥
ঈশ্বর বলিলে বড় সকাতর প্রাণে।
গুপ্ত রাখিবারে কন অন্তরঙ্গগণে ॥
একদিন শ্রীগোচরে ভক্ত রাম কয়।
তত্ত্বসারে লিখি কথা আজ্ঞা যদি হয় ॥
'তত্ত্বসার' গ্রন্থখানি রামের রচনা।
শুনিয়াছি প্রভু তাহে করিলেন মানা ॥
নিবারণ না শুনিয়া তবু লিখে রাম।
শ্রীপ্রভুর লীলাভাব সংক্ষেপ আখ্যান ॥
ইহাতে বিশ্বাস মোর হয় এ রকম।
রামের মতন ভক্ত অতিশয় কম ॥
মানাসত্ত্বে তথাপি যে লীলার আভাস।
তত্ত্বসার গ্রন্থমধ্যে করিলা প্রকাশ ॥
ইহাতে প্রতীয়মান স্পষ্টভাবে পায়।
রামের ইচ্ছায় নহে প্রভুর ইচ্ছায় ॥
তাঁহার শক্তিতে কর্ম্ম হয় লীলাধামে।
ইচ্ছাময় ভগবান ভক্ত মাত্র নামে ॥
কখন কি ভাবে রন প্রভু গুণমণি।
আপনে প্রকাশ কভু করেন আপনি ॥
প্রধান সেবক শশী সেবকাগ্রগণ্য।
একদিন শ্রীমন্দিরে সেবিবার জন্য ॥
নিকটে দণ্ডায়মান প্রভু তাঁরে কন।
আমি সেই তুমি যার কর অন্বেষণ ॥
এক প্রশ্ন এইখানে পার করিবারে।
ভক্তেরা যদ্যপি নাহি চিনে প্রভুবরে ॥
তবে তাঁহে ভক্তি-প্রীতি কিসের কারণ।
কি ফলপ্রাপ্তির আশে করে আকিঞ্চন ॥

বারান্তরে বলিয়াছি ইহার বারতা।
একমনে শুন মন পুনঃ কহি কথা ॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত যাঁরা পারিষদগণ।
চিরকাল সেই তাঁরা না হয় নূতন ॥
আকারে বিভিন্নমাত্র বিভিন্ন লীলায়।
স্বভাবতঃ লগ্ন-মন শ্রীপ্রভুর পায় ॥
অলির স্বভাব ভক্তে চিরকাল ধরে।
পেলে পদ্ম পিয়ে মধু না যায় বিচারে ॥
দ্বিতীয় ফলের কথা শুন তবে মন।
অন্তরঙ্গ ফলাকাঙ্ক্ষী না হয় কখন ॥
গাছের বিহগ তাঁরা গাছে করে বাসা।
গাছেই পিরীতি নাই ফলের পিয়াসা ॥
জন্ম-ভূমে অন্নকষ্ট যদি অতিশয়।
তথাপিহ পরিত্যাগে মন নাহি লয় ॥
স্বভাবে আসক্তি তায় নাহি যায় ছাড়া।
মোহন মুরতিখানি স্বরগের বাড়া ॥
কল্পবৃক্ষ প্রভুদেব মন-বিমোহন।
বিহঙ্গম-রূপে তাহে অন্তরঙ্গগণ ॥
ডালে বিজড়িত সাঙ্গ ঠিক যেন লতা।
উপাঙ্গেরা উর্দ্ধদেশে প্রশাখাদি পাতা ॥
প্রভু আর প্রভুভক্তে সদা একঠাই।
উভয়ে উভয়মধ্যে ভিন্ন ভেদ নাই ॥
কখন প্রভুর মধ্যে ভক্তদের স্থান।
কভু ভক্তদের মধ্যে রন ভগবান ॥
আর প্রশ্ন করিবারে পার হেথা তুমি।
কোথায় তাঁহার ভক্ত ভক্তে কোথা তিনি ॥
বিষম সমস্যাতত্ত্ব শুন অতঃপর।
অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ভক্তের ভিতর ॥
তবে যবে স্বরাট মূর্ত্তিতে ভগবান।
লীলায় স্বতন্ত্র দেহে হন অধিষ্ঠান ॥
তখন ভক্তেরা তাঁর মধ্যে বাস করে।
গাছের যেমন পাখী গাছের উপরে ॥
পরে লীলা-অবসানে যবে অন্তর্দ্ধান।
স্বরাট শরীরধারী সেই ভগবান ॥

ঈশ্বর কেবলমাত্র একমাত্র ধন।
তুষ ভূসি অন্য যাহে কর আকিঞ্চন॥
যদি কিছু নাহি ধন ঈশ্বরের বাড়া।
কিহেতু মানুষে তাহে হৈল মতিছাড়া॥
শুন তবে কহি কথা ইহার বাখানে।
বসাইয়া প্রভুরায় হৃদয়-আসনে॥
অনর্থের মূল গোড়া খালি অহংকার
ইহসুখ-অভিলাষ বাতিক বিকার॥
ব্যাধির মূলেতে রস ঢালে অনুক্ষণ।
বিষ-বিনিন্দিত বিষ কামিনীকাঞ্চন।
মূল ব্যাধি এই শাখা-প্রশাখাদি আছে।
পল্লব মুকুল ফুল পত্র কত গাছে॥
দেহগুলি মানুষের বিয়াধির বাসা।
অনিবার গাত্র-দগ্ধে কেবল পিপাসা॥
ক্ষণিক আরাম-হেতু খায় সেই জল।
যাহে হইয়াছে হেন বিয়াধি প্রবল॥
বিরাম বৃদ্ধির নাই বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে।
অবিনাশী রহে ব্যাধি জনমে জনমে॥
ভীষণ ব্যাধির ধারা অদ্ভুতেতিহাস।
দেহের বিনাশে নাই ব্যাধির বিনাশ॥
চতুর্ব্বিধ আছে দেহ দেহে বিদ্যমান।
পঞ্চভূতে যেই দেহ স্থূল তার নাম॥
মন বুদ্ধি চিত্ত আর এক অহংকার।
এই চতুষ্টয়ে সূক্ষ্মদেহ নাম যার॥
সূক্ষ্মদেহে যবে জীব করে বিচরণ।
কামিনীকাঞ্চনে তার নাহি রহে মন॥
তৃতীয় কারণ দেহে করিলে বসতি।
ঈশ্বরদর্শনানন্দ-ভোগ দিবারাতি॥
নাহি আসে ফিরে আর চতুর্থে যে যায়।
পাইয়া পরম মুক্তি ঈশ্বরে মিশায়॥
স্থূল-দেহ যার নাম পঞ্চভূতে গড়া।
প্রাণ কৈলে পলায়ন সেই হয় মড়া॥
স্থূলের বিনাশে অন্য তিন নাহি মরে।
ব্যাধির লইয়া বীজ যায় জন্মান্তরে॥

এই ব্যাধিগ্রস্ত-হেতু যত মানুষেরা।
হয়েছে পরম ধনে রতিমতি-হারা॥
এমন বিয়াধি তবে কিসে মারা যায়।
জিজ্ঞাসিলে যদি মন শুনহ উপায়॥
এ ব্যাধির প্রতিকার জানে না নিদান।
প্রতিকারী একজনা হরিবৈদ্য নাম॥
মৃত্যুঞ্জয় চতুর্ম্মুখ যার গড়া বড়ি।
চতুর্দ্দশ লোকময় গোটা বিশ্ব বাড়ী॥
কেমনে বৈদ্যের তবে দেখা পাওয়া যায়
তাহার বিধানে শুন কি কহিলা রায়॥
সময়ে সময়ে হন ঈশ্বরাবতার।
ধরাধামে ধরি নিজে মনুষ্য-আকার॥
নিশ্চয় তাঁহার তুমি পাবে দরশন।
মানুষের মধ্যে যদি কর অন্বেষণ॥
মানুষ অনেক তাঁহে চিনিব কেমনে।
প্রভুদেব কহিলেন তাহার লক্ষণে॥
যেখানে উর্জ্জিতা ভক্তি সদা বিদ্যমান।
প্রেম ও ভক্তির বন্যা বহে কান কান॥
সেই সে আধারধারী বুঝিবে নিশ্চিত।
মহাবৈদ্য নিজে ভবরোগবিদ্যাবিৎ॥
আর কথা যে হরির আবির্ভাব আছে।
লীলা-সমাপনে তাঁর অন্তর্দ্ধান পিছে॥
কেমনে পাইব দেখা হৈলে অন্তর্দ্ধান।
তখন উপায় কিবা কর অবধান॥
অন্তর্দ্ধানে ভগবান বিরাট মূরতি।
ভক্তের হৃদয়-মধ্যে করেন বসতি॥
সদা বিরাজিত থাকি ভক্তের ভিতরে।
লীলার প্রচার-কর্ম্ম নানাভাবে করে॥
যেই ভগবৎভক্ত সেই ভগবান।
ভক্তের নিকটে কর ঔষধ সন্ধান॥
পাইবে ঔষধি ব্যাধি দূর হবে তায়।
লীলা-গীতি বলি সেই ভক্তের আজ্ঞায়॥
তাহার উপরে আজ্ঞা দিয়াছে জননী।
আদ্যাশক্তি শ্যামাসুতা গুরুদারা যিনি॥

সকলে সন্তুষ্ট সদা শ্রীপ্রভু আমার।
ব্রাহ্মদের আবেদনে সানন্দে স্বীকার॥
সন্ধ্যা এল গেল তার পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ।
কুতূহল ব্রাহ্মদল ধরিল সঙ্গীত॥
গীতখানি নাহি জানি মর্ম্ম এই তার।
পাপী মোরা পিতা তুমি করহ উদ্ধার॥
একসঙ্গে উচ্চরোলে এই গীত গায়।
শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধবৎ রায়॥
ছাড়িতে না চায় গীত গায় বারবার।
তখন শ্রীপ্রভুদেব করিয়া চীৎকার॥
সন্নিকটে গিয়া ছুটে রুষ্ট ভাষে কন।
কেন পাপী পাপী সদা কর উচ্চারণ॥
পাপী কেবা পাপী পাপী কহ কি কারণে।
এ ঠাঁই ছাড়িয়া যাও গাও অন্য স্থানে॥
ঈশ্বরের নামে ধর বিশ্বাস অটল।
তাঁহার অপেক্ষা তাঁর শ্রীনামের বল॥
পাপ কি বন্ধন কিছু থাকিতে না পারে।
বারেক যে ডাকে নাম জনম-ভিতরে॥
ঈশ্বরে দয়াল গুণ করিলে আরোপ।
তাহাতেও দেখিয়াছি শ্রীপ্রভুর কোপ॥
অবধান কর কথা শুন বিবরণ।
এক দিন পুরীমধ্যে শিখসৈন্যগণ॥
মা কালীর শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর কাছে।
কহিল ঈশ্বর-সম কে দয়াল আছে॥
ধন-ধান্য-ফল-ফুলে অবনী এমন।
ক্ষিতি জল বহ্নি আদি আকাশ পবন॥
দিয়াছেন ভগবান নিজ দয়া-গুণে।
একমাত্র আমাদের ভোগের কারণে॥
এত শুনি গুণমণি করিলা উত্তর।
কি কহ দয়াল বড় পরম ঈশ্বর॥
লালন-পালন হেতু আপন ছাবালে।
প্রয়োজনমত ভোজ্য দ্রব্য আদি দিলে॥
তাহাতে কি আছে দয়া কর্ত্তব্য পিতার।
পালিবে কি অন্য জনে তাঁর পরিবার॥
তাঁহার নিজের ভার লালনপালনে।
আমরা ছাবাল মাত্র যত জীবগণে॥
মোরা ঈশ্বরের তিনি মোদের ঈশ্বর।
নৈকট্য-সম্বন্ধ নাহি তিলেক-অন্তর॥
হেন আত্মীয়তা-ভাব ঈশ্বরের সনে।
প্রভু অবতার শিক্ষা দিলা জীবগণে॥
পিতা অপরাধ নাহি লন ছাবালের।
তবে কেন পাপকথা পাপ বা কিসের॥
বালকে পালন কবা কর্ত্তব্য পিতার।
কর্ত্তব্য-পালনে তবে দয়া কিবা তাঁর॥
বারেবারে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
প্রারব্ধ যাহারে কয় অতি সত্য মানি।
যদ্যপিহ সদা সঙ্গে রন ভগবান।
তথাপি নাহিক কর্ম্মফলের এড়ান॥
কর্ম্মফল ভক্তকেও কখন না বাছে।
ধরিলেই দেহখানি দুঃখ-সুখ আছে॥
জাজ্জ্বল্য প্রমাণ-কথা শুন কালুবীর।
কৃপামাত্র বরপুত্র নিজে ঈশ্বরীর॥
তবু তাঁর কারাবাস হৈল কালক্রমে।
বুকে পাষাণের চাপ কর্ম্মফলগুণে॥
সিংহলে মশানে দেখ খুল্লনানন্দন।
কর্ম্মফল অনিবার্য্য না হয় খণ্ডন।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজে।
সাক্ষাৎ দেবকীদেবী দেখিলেন নিজে॥
জগতের নাথ কৃষ্ণ তাঁহার জননী।
কর্ম্মফলে কারাবাস অদ্ভুত কাহিনী॥
মধুর উপমা প্রভু দিলা এইখানে।
কানার তুলনা কানা গেল গঙ্গাস্নানে॥
পতিতপাবনী-স্পর্শে পাপ-বিমোচন।
কিন্তু কানা চক্ষু তার রহিল তেমন॥
যতই না সুখ-দুঃখ ভক্তজনে পায়।
ভক্তির ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান কভু না হারায়॥
ঈশ্বরে বিশ্বাসসহ জ্ঞান-দীপ্তি হৃদে।
অটল হইয়া রয় সম্পদে বিপদে॥

সতত চৈতন্যবান পাণ্ডুপুত্রগণে।
কিবা রাজ্যভোগে কিবা নির্ব্বাসন বনে॥
জীবের বিষয়াসক্তি যত হয় ইতি।
ততই তাঁহার বাড়ে ঈশ্বরেতে মতি॥
কৃষ্ণের নিকটে রাই যত আগুয়ান।
ততই তাঁহার নাকে কৃষ্ণের আঘ্রাণ॥
যে যত সান্নিধ্যে যায় তার তত ঋদ্ধি।
মনোহর কি সুন্দর ভাবভক্তিবৃদ্ধি॥
যেমন জুয়ার ভাটা উভয়েই খেলে।
সিন্ধুর সম্মুখবর্ত্তী তটিনীর জলে॥
জুয়ার ভাটায ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
কখন জলের তলে ডুব দিয়া যায়॥
কখন উপরিভাগে করে সন্তরণ।
কখন সিন্ধুর সঙ্গে বিলাসাস্বাদন॥
ভক্তের জুযার ভাটা গিয়ানীর নয়।
গিয়ানীতে একটানা দিবানিশি রয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানে একটানা পোঁ ধবিধা যায়।
সাকারবাদীরা রাগ-রাগিণী বাজায়॥
একটানা কি প্রকার শুন বিবরণ।
জ্ঞানী কহে সৃষ্টি গোটা স্বপ্নবৎ ভ্রম॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মনামে যিনি।
সর্ব্বদা স্বরূপে নিজে অবস্থিত তিনি।
বেদান্তের সারমর্ম্ম দুর্ব্বোধ্যাতিশয়।
রাজর্ষি মহর্ষি যোগী তপস্বিনিচয়॥
প্রণিধানে বহ্বায়াস কঠোর সাধনা।
যুগযুগান্তর রত কষ্ট-ব্রত নানা॥
নির্জ্জনে নৈমিষারণ্যে মত্ত জল্পনায়।
সেই কথা আজি খুলে কন প্রভুরায়॥
সরল উপমাসহ মিঠে গ্রাম্যভাষা।
গল্পচ্ছলে শুন এক গ্রামে ছিল চাষা॥
মেঠ বটে মাঠে খাটে আটপিঠে চাষে।
পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানী সবে ভালবাসে॥
অপুত্রক ছিল কিন্তু কালে এইবার।
বয়স অতীতে পরে হইল কুমার॥
হারু নাম দিল তার নামের সময়।
মা বাপের উভয়ের প্রিয় অতিশয়॥
দৈবের ঘটনা তেঁহ এক দিন ক্ষেতে।
জনেক আসিল তথা সমাচার দিতে॥
ওলাউঠাগ্রস্ত হারু জীবনসংশয়।
শুনিয়া আসিল ত্বরা আপন আলয়॥
চিকিৎসার নাহি ক্রটি যত্নসহকারে।
বিফল সকল গেল বাছাধন মরে॥
পরিবারবর্গে সবে শোকেতে অধীর।
চাষার নয়নে নাহি এক বিন্দু নীর॥
বরঞ্চ সান্ত্বনা করে শোকাকুল জনে।
কর্ম্মহেতু চলে মাঠে তার পর দিনে॥
ক্ষেতের যতেক কর্ম্ম করি সমাপন।
ঘরেতে আসিয়া দেখে কাঁদে সর্ব্বজন॥
চাষা কিন্তু আছে খাসা চিন্তা শোক দূর।
গৃহিণী কহিল তারে তুমি কি নিঠুর॥
সবে ধন নীলমণি হারু ছেড়ে গেল।
এক বিন্দু আঁখিবারি চক্ষে না পড়িল॥
এত শুনি গৃহিণীকে করিল উত্তর।
নামে মাত্র জেতে চাষা জ্ঞানে জ্ঞানিবর॥
শুন শুন কেন তবে করি না রোদন।
গত রাত্রিকালে এক দেখেছি স্বপন॥
যেন হইযাছি আমি রাজা কোন স্থলে।
মহাসুখে কাটে কাল কোলে আট ছেলে॥
এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল মোর।
জাগিয়া হয়েছি এবে চিন্তায় বিভোর॥
কি মোর কর্ত্তব্য কিছু বুঝিতে না পারি।
হারুর কি এ আটের জন্য শোক করি॥
চাষার অদ্বৈতজ্ঞান ষোলআনা পাকা।
বুঝে নিত্য সত্য সেই পরমাত্মা একা॥
অপর যা দেখি স্বপ্নে সুপ্তে জাগরণে।
সকল অলীক মিথ্যা সত্য কয় ভ্রমে॥
কহিতে কহিতে তত্ত্ব কথায় কথায়।
মায়াবাদে উপনীত হইলেন রায়॥

বৃহতে অবোধ্য যেন পরম ঈশ্বর।
তেমতি অবোধ্য তিনি অণুর ভিতর ॥
নরাধারে ঐশ্বর্য্যাদি সমভাবে রাজে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন অতি ক্ষুদ্র বীজে ॥
অসীম অনন্ত সত্য অদ্বিতীয় তিনি।
পরমেশ পরাৎপর অখিলের স্বামী ॥
কিন্তু যদি ইচ্ছা তাঁর হয় মনে মনে।
অবতারবেশে এই মর্ত্তে আগমনে ॥
সংশয়-সন্দেহশূন্যে বুঝিবে বারতা।
আসিতে পারেন হেন ধরেন ক্ষমতা ॥
আসিতে পারেন আর আসেন ধরায়।
মানুষের মত বেশে ধীর নর-কায় ॥
সঙ্গে ল'যে আপনার সার বস্তু সব।
মহৈশ্বর্য্য শক্তি আদি যাবৎ বৈভব ॥
অবতারে হন তিনি মানব-আকার।
উপমা সহিত তাহা নহে বুঝিবার ॥
তিনিই তাঁহার মাত্র উপমার স্থল।
অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল ॥
উপমায় কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র মিলে।
দুগ্ধবতী গাভী গরু তুলা এই স্থলে।
যে অংশ গাভীর তুমি কর পরশন।
লেজ খুর শৃঙ্গ কিবা যেইখানে মন ॥
ইহা অতি সত্য কথা মনে জানা স্থির।
অঙ্গাংশে পরশ হয় পরশ গাভীর॥
সেইমত অনন্তের সার বস্তু রহে।
সীমাবদ্ধ চৌদ্দপুয়া অবতারদেহে ॥
করুণায় নরমূর্ত্তি বিভু ভক্তিবশ।
অবতারস্পর্শে হয় অনন্তে পরশ ॥
গাভীর সারাংশ দুধ অতিশয় মিঠে।
লেজে খুরে নাহি মিলে মিলে মাত্র বাঁটে ॥
সেইমত ঈশ্বরের ভক্তি-প্রেম সার।
অন্যত্রে না মিলে মিলে যেথা অবতার ॥
সেইহেতু পূর্ণব্রহ্ম বিভু সনাতন।
ইচ্ছাময় শিবময় পতিত-পাবন ॥

ধারণ করিয়া দেহ আসেন ধরায়।
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন জীবের শিক্ষায় ॥
আগুনের সত্তা বটে আছে সর্ব্বঠাঁই।
বেশী যেন কাঠে হেন অন্যত্রেতে নাই ॥
সেইমত ঈশ-তত্ত্ব যত অবতারে।
এতেক কিসেও নাই সৃষ্টির ভিতরে ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব কিবা বিবরণ তাঁর।
যদ্যপি কাহার হয় ইচ্ছা জানিবার ॥
সে যেমন অন্বেষণ সযতনে করে।
অন্যত্রেতে নয় মাত্র মনুষ্য-আধারে ॥
নরবপু-অবতারে শক্তি বেশী রয়।
কভু কভু পূর্ণভাবে তিল কম নয় ॥
এত বলি কন প্রভু অখিলের রাজ।
অবতারে কি লক্ষণ করয়ে বিরাজ ॥
আধারে উর্জ্জিতা ভক্তি বিকাশিত পায়
প্রেমভক্তি উভয়ের বন্যা বয়ে যায় ॥
দিবা কিবা বিভাবরী প্রেমেতে বিহ্বল।
ভাবেভরা মাতোয়ারা যেমন পাগল ॥
সর্ব্বশক্তিমান বিভু পরম-ঈশ্বর।
অক্ষম ধরিতে তেঁহ নরকলেবর ॥
এমত কহিলে বড় কথা হয় আন।
সীমাবদ্ধ শক্তি নহে সর্ব্বশক্তিমান ॥
কাজেই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল।
সাধু-মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥
পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-কর্ম্ম সরল অন্তরে ॥
হীন হেয় কূটবুদ্ধি বিষম কপটী।
মারপেঁচে সুকৌশল পেটে মুখে দুটি ॥
ধনমানবিদ্যামদে যেন ভিজা শোলা।
পদে পদে সংশয় সন্দেহ মনে মলা ॥
পাটোয়ারি বিষয়-বুদ্ধিতে সুপণ্ডিত।
হেন জনে সরলতা রহে না নিশ্চিত ॥
সরলতাবিহনে বিশ্বাস নাহি হয়।
সেই ভক্তি যার নাম বিশ্বাস প্রত্যয় ॥

কামিনীকাঞ্চন তথা আছে মূর্ত্তিমান।
নিরাসক্তভাবে রবে সদা সাবধান॥
সবিচারে উভয়েরে করিলে ব্যাভার।
সাধন-সমরে করে মহা-উপকার॥
প্রকৃত সংসারী যেবা তাহার লক্ষণ।
সংসারে কেবল দেহ হরিপদে মন॥
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে সংসারের কাজ।
মনখানি হরিপদে করিবে বিরাজ॥
নির্লিপ্ত কেমনে হবে তাহার উপায়।
শুন কি বিধান তাহে দিলা প্রভুরায়॥
সংসারীর উপযুক্ত নিরজনে বাস।
অধিকন্তু বৎসরেক ন্যূনে এক মাস॥
ঈশ্বরচিন্তায় কালে রবে অবিরত।
প্রার্থনা করিবে তাঁয় হয়ে ব্যাকুলিত॥
মনে মনে জানাইযে পরম-ঈশ্বরে।
হে হরি আমার কেহ নাহি ত্রি-সংসারে॥
যাহাদিগে বলি আমি আপনার জন।
তাহারা কেবল দিন দুয়ের মতন॥
তুমি হরি একমাত্র সর্ব্বস্ব আমার।
বিষম সংসার-সিন্ধু-পারের কাণ্ডার॥
পথহারা জনে দাও বলিয়া উপায়।
কেমন করিয়া আমি পাইব তোমায়॥
যত দিন সাবালক নহে পুত্রগণ।
তদবধি সমুচিত লালনপালন॥
পতিপ্রাণা রমণী যদ্যপি রহে তার।
ভরণপোষণে রবে বিহিত যোগাড়॥
ধর্ম্ম-উপদেশ-শিক্ষা সর্ব্বথা প্রকারে।
যত দিন রবে প্রাণ দেহের ভিতরে॥
সঞ্চয় রাখিবে কিছু তাহার কারণ।
তোমার বিগতে হবে ভরণপোষণ॥
কিন্তু যদি হয় তেঁহ অসতী-আচার।
রাখিতে হবে না কিছু ভবিষ্য যোগাড়॥
জ্ঞানী গৃহী জনে যোগ্য এই সব পালা।
জ্ঞানোন্মাদে খণ্ডে বটে পোষ্যভার-জ্বালা॥
গৃহীর কর্ত্তব্য তবে হয় হস্তান্তর।
পোষ্যের পোষণে চিন্তা করেন ঈশ্বর॥
নাবালক রেখে যদি মরে জমিদার।
তখনি কোম্পানী লয় বালকের ভার॥
পাঠাইয়া অছি এক আপনার জন।
বালকে বিষয়ে করে রক্ষণাবেক্ষণ॥
জনক বশিষ্ঠ ব্যাস নির্লিপ্ত সংসারী।
দুই হাতে ঘুরাতেন দুই তরবারি॥
একখান জ্ঞান আর কর্ম্ম একখান।
জ্ঞানহীন সংসারীতে জানে না সন্ধান॥
অস্ত্রশস্ত্রে অঙ্গ রক্ষা জ্ঞানে আত্মা রাখে।
জ্ঞানী জনে ভগবানে চোখে চোখে দেখে॥
যতক্ষণ নহে জ্ঞান ততক্ষণ তিনি।
জ্ঞান-রত্ন-লাভে হয় সেই তিনি-ইনি॥
সতত হৃদযমধ্যে হরি-দরশন।
এই হয় ঠিক ঠিক জ্ঞানীর লক্ষণ॥
অপর লক্ষণ কিবা শুন পরিচয়।
দেহাত্মবুদ্ধির হয় একবারে লয়॥
স্বতন্তর বোধ হয় দেহেতে আত্মায়।
শুষ্কজল খোড়ো নারিকেল উপমায়॥
শস্যের সঙ্গেতে মালা ভিন্ন হয় কালে।
খট্ খট্ করে শব্দ হাতে নাড়া দিলে॥
আর এক তাহার তুলনা পরিপাটি।
দুই তিন বৎসরের শুষ্ক আম আঁঠি॥
দেহেতে আত্মায় যার ভিন্ন হয়ে যায়।
সে হয়ে জীবন-মুক্ত বেড়িয়ে বেড়ায়॥
জীবনমুক্তের দশা বুঝিয়ে নিশ্চিত।
দেহ-সুখে দুঃখে তেঁহ সম্বন্ধরহিত॥
জ্ঞানীর লক্ষণে আর শুনহ প্রমাণ।
যখন সে শুনে কাণে ঈশ্বরের নাম॥
তখনি পুলক অঙ্গে চক্ষে বহে নীর।
নিজে হারা প্রাণে সারা লোমাঞ্চশরীর॥
আসক্তি গিয়াছে তাঁর কামিনীকাঞ্চনে।
মনোরথ সিদ্ধ পূর্ণ হরি-দরশনে॥

গিয়ানে হইতে পারে অহংকারহীন
কিন্তু সেই জ্ঞান-লাভ বড়ই কঠিন ॥
ধ্রুব নষ্ট অহংকার সমাধিস্থ জনে।
মন যবে সহস্রা রসপ্তমের ভূমে ॥
জীবে বদ্ধ যে আমি বা অহংকারে করে।
সে আমি বজ্জাৎ আমি কাঁচা বলি তারে ॥
এই আমি ভবপাশে বন্ধনের গোড়া।
ইহারে না মারা যায় ষোলআনা খাড়া ॥
একান্ত যদ্যপি এই আমি নাহি মরে।
দাস আমি হয়ে রত তাঁহার গোচরে ॥
দাস আমি আমি বটে কিন্তু সেটি পাকা।
জলের উপরে নহে লাঠি মাত্র রেখা ॥
প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লইয়া জনম।
যে কোন উপায়ে করা হরি দরশন ॥
হরিপুরে যাইবারে হরিদরশনে।
সহজ ভক্তির পথ হালের আইনে ॥
দরশন যেন তেন ভক্তিতে না পায়।
প্রেমভক্তি রাগভক্তি দরশনোপায় ॥
প্রেমে অনুরাগে এই ভক্তির গঠন।
মনের প্রকৃতি সেথা প্রমত্ত বারণ ॥
বারণ না মানে ধায় পরাণ বিহ্বল।
ছিন্ন করি জাতিকুলশীলের শিকল ॥
মনে নাই আছে কি না আছে দেহখানি।
কৃষ্ণের লাগিয়া যেন ব্রজের গোপিনী ॥
আর এক আছে ভক্তি বৈধী নামে জানা।
ধর্ম্ম যার খালি কর্ম্ম ধ্যান-আরাধনা ॥
বহুকাল জপ পূজা কৈলে আচরণ।
ক্রমে ফুটে রাগাত্মিকা ভক্তিরত্নধন ॥
শাস্ত্র-বিধি সব যায় রাগাত্মিকা এলে।
শুষ্ক পত্র তৃণ যেন উড়ায় ভিঁড়ুলে ॥
কর্ম্ম বৃক্ষ উৎপাটন সহ শক্ত গোড়া।
প্রেমিকের ভিন্ন গতি বেদবিধিছাড়া ॥
বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রভু গুণধাম।
প্রতি ধর্ম্ম-পন্থীমাত্রের আশ্রয়ে স্থান ॥
শাক্ত শৈব কর্ত্তাভজা বহুল বহুল।
নবরসিকের মতে সাধক বাউল ॥
পঞ্চনামে উপাসক বৈষ্ণবের দল।
রামাৎ সন্ন্যাসী সাধু অতিথি সকল ॥
দ্বিবিধ বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে যাঁরা।
শিখজাতি অবিহিত নামকপন্থীরা ॥
ইদানীর ব্রহ্মজ্ঞানী নূতন ধরন।
দরবেশি আল্লাভজা জাতিতে যবন ॥
আর আর বহুবিধ বাহুল্য বাখান।
রাজধর্ম্ম-অবলম্বী ম্লেচ্ছ খৃষ্টিযান ॥
সহস্র সহস্র কত ধর্ম্মহীন জনা।
কোন মতে পথে যাবে জানে না ঠিকানা।
এ ছাড়া গাছের পাখী প্রভুপদে মন।
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গগণ ॥
সুবিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা দেশে সুবিদিত।
ইন্দেশের গৌরী ন্যায়ে পরম পণ্ডিত ॥
ধীর একে তাহে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধনে।
হীরকের খণ্ডে যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে ॥
নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী গুণধর।
কাটিলা যে বহু কাল প্রভুর গোচর ॥
চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণী যে জন।
শ্রীপ্রভু করেন যবে সাধনভজন ॥
হঠাৎ আসিয়া যেবা প্রভুর নিকটে।
গৌরাঙ্গাবতার প্রভু পুরীমধ্যে রটে ॥
তোতাপুরী প্রভুদেবে দিলা যে সন্ন্যাস।
কাটাইলা পুরীমধ্যে একাদশ মাস ॥
বর্দ্ধমান-অধিপের সভার পণ্ডিত।
নানাশাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা খ্যাতি সমন্বিত ॥
নাম পদ্মলোচন ধীরেন্দ্র এক জনা।
প্রভু-দরশনে যাঁর সফল বাসনা ॥
দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদান্তিক জন।
কাশীর মঠের তাঁর চেলা অগণন ॥
শ্রীপ্রভুর সমাধিস্থ অবস্থা দেখিয়া।
বিস্ময়ে কহিলা যেবা আক্ষেপ করিয়া ॥

ব্যাপার গোপনে রহে কেহ নাহি জানে।
দেবেন্দ্র মিষ্টান্ন লন প্রভুর কারণে ॥
তরী-আরোহণে হয় গমন তথায়।
যেখানে বিরাজমান রামকৃষ্ণরায় ॥
নিদাঘের কাল ইহা অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড জলে মাথার উপর ॥
আড়াই প্রহর বেলা গগনে এখন।
ছোট খাটে উপবিষ্ট প্রভু নারায়ণ ॥
একে একে প্রণাম করিলা সবে তাঁয়।
বুড়ী খালি শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায় ॥
বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে।
অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নারে ॥
অন্তর বুঝিয়া তবে উঠিয়া ত্বরিতে।
বালকের মত প্রভু ধরিলেন হাতে ॥
মাতৃবৎ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহায়।
বুড়ীরে বসান প্রভু নিজের খট্টায় ॥
শিশুসম এক পাশে আপনি বসিয়ে।
কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে ॥
বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাজোখা।
বাতাসার পুঁটুলি বগলে রাখে ঢাকা।
বগলে পুঁটুলি আছে মোটে নাই মনে।
ঘন ঘন চান খালি শ্রীমুখের পানে ॥
শিশুসম ভাষে প্রভু কহেন তখন।
বাতাসা খাইতে মোর হয় বড় মন ॥
নানা দ্রব্য মন্দিরেতে সাধ নহে তায়।
বাসনা হইল মাত্র গুড়ে বাতাসায় ॥
দেবেন্দ্র দিলেন মূল্য বিহারীর হাতে।
আলমবাজারে গিয়া বাতাসা আনিতে ॥
সন্নিকটে দোকান নাহিক তথাকার।
সিকিক্রোশ দূর এই আলমবাজার ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে চলিল বিহারী।
বাতাসার জন্য প্রভু ব্যাকুলিত ভারি ॥
বাতাসা বাতাসা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে কন।
অবিকল অল্পবয়ঃ শিশুর মতন ॥

মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে।
দ্রব্যের কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে ॥
ঠিক তেন প্রভুদেব করি আলিগুলি।
বাহির করিলা ঢাকা বুড়ীর পুঁটুলি ॥
তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন প্রভুরায়।
যা খুঁজেন সেই দ্রব্য বাঁধা আছে তায় ॥
আনন্দের সীমা নাই দেন শ্রীবদনে।
দেবেন্দ্র কহেন তুমি বলিলে না কেনে ॥
সুন্দর বাতাসা হেথা তোমাদের কাছে।
বিহারীকে অত দূর পাঠাইলে মিছে ॥
কৃপা করি কহ প্রভু তত্ত্ব সুবিশেষে।
গুড়ের বাতাসা এত মিঠে হৈল কিসে ॥
শ্রীমন্দিরে নানা দ্রব্য পাত্রে পাত্রে ভরা।
টাকা-সের সন্দেশ পান্তয়া ছানাবড়া ॥
চন্দ্রপুলি ক্ষীরপুলি মনোহরা গজা।
বর্দ্ধমেনে সীতাভোগ মতিচুর তাজা ॥
রকমারি ফল-মূল সহজে না মিলে।
গুড়ের বাতাসা মিষ্ট এ সকল ফেলে ॥
কি দ্রব্য মিশান ছিল বাতাসা-ভিতর।
অণুকণা দেহ তার দয়ার সাগর ॥
বড়ই দারুণ দুঃখ রৈল মনে মনে।
মম স্পর্শ ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে ॥
অন্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন।
বিনা তব সেবা-ভক্তি সেবার কারণ ॥
দেহ যার না লাগিল তোমার সেবনে।
মিছার জনম তার কি ছার জীবনে ॥
মহা ভাগ্যবান এই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
প্রভুর কৃপায় কত দিব্য দরশন ॥
ভাবানন্দে মগ্ন মন রহে নিরন্তর।
সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে যেন জ্বর।
পরিহরি গৃহবাস সন্ন্যাস-কামনা।
তাহার শ্রীরায় দেন বারম্বার হানা ॥
দিনেকে দারুণ খেদ মর্ম্মদুঃখযুত।
দণ্ডবৎ লম্বমান শ্রীপদে পতিত ॥

কারণ জিজ্ঞাসা তাঁরে করে কোন জন।
বৈধব্য-দশায় কেন স্বর্ণ-আভরণ ॥
উত্তর করিল তারে রাণী ভক্তিমতী।
সশরীরে নশ্বর ছিলেন মম পতি ॥
এখন ত্যজিয়া ভূতময় কলেবর।
নিজ রূপে অবস্থিত অজর অমর ॥
এত কহি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে গুণমণি।
দেখাইয়া দিলা যেথা মিত্রের জননী ॥
অতিশয় উচ্চ ভাব সুন্দর কেমন।
রাণীর অন্তরে যেন ইহারও তেমন ॥
যেমন শ্রীপ্রভু সঙ্গে তেন ভক্তমালা।
মনোহর শুন মন রামকৃষ্ণলীলা ॥
আর দিনেকের কথা শুন বিবরণ।
মিত্র-জননীকে প্রভু কৈলা নিমন্ত্রণ ॥
প্রসাদ পাইতে হেথা প্রভুর মন্দিরে।
নন্দননন্দিনী যত সব সমিভ্যারে ॥
মিত্রের জননী মহা সৌভাগ্য গণিয়ে।
যথাদিনে উপনীত পুত্রকন্যা ল'য়ে ॥
আনন্দের সীমা নাই প্রভুর অন্তরে।
নেহারিয়া একত্তর ভক্ত-পরিবারে ॥
এক সঙ্গে বসাইয়া ভোজনকালীনে।
খাওয়াতে দিয়া ভার যথাযোগ্য জনে ॥
নিজের ভোজন-ঠাঁই কিঞ্চিৎ অন্তর।
দিয়ালের ব্যবধান মন্দির-ভিতর ॥
প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে।
থালায় মাছের মুড়া লইলেন তুলে ॥
সত্বর ফেলিয়া তাহা দিলা গুণমণি।
যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী ॥
মহাভাগ্যবতী তবে অসঙ্কোচ মন।
গোটা মুড়া সেই ক্ষণে করিলা ভোজন ॥
নন্দন পালটি পরে আসিলে ভবনে।
মায়ে জিজ্ঞাসিল মুড়া খাইলে কেমনে ॥
শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর।
প্রসাদ না হয় কভু দ্রব্যের ভিতর ॥
প্রসাদ প্রসাদ মাত্র প্রসাদ জিনিস।
ফল নয় মিষ্টি নয় না অন্ন আমিষ ॥
প্রসাদের ব্যাখ্যা কিবা শুন শুন মন।
বুঝ যে করিলা ব্যাখ্যা সে জন কে জন ॥
বেদবাক্যাধিক গুরু ভক্তে যাহা কয়।
প্রভুর বিরাজ-স্থান যাঁদের হৃদয় ॥
শ্রীপ্রভুর ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি।
শুন ভাগবত রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি ॥
ভক্তের যাতনা-দুঃখ লাগে ভগবানে।
বাহিকে বাহিকে নয় পরাণে পরাণে ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণে লীলা শুন অতঃপর।
ভক্ত-ভগবানে নাই তিলেক অন্তর ॥
গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম।
কোন দিন বাড়ে আর কোন দিন কম ॥
এক দিন বলিল গোলাপ ঠাকুরাণী।
জনেক ডাক্তার আছে আমি তারে জানি ॥
অতি বিচক্ষণ তেঁহ সর্ব্বজনে রটে।
যেখানে জামাই-বাড়ী তাহার নিকটে ॥
সরল প্রভুর ধারা বালকের ন্যায়।
বলিলেন ভাল কালি যাইব তথায় ॥
পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া গুণমণি।
সঙ্গে লাটু, কালী ও গোলাপ ঠাকুরাণী।
চলিলেন সহরেতে তরী-আরোহণে।
গঙ্গার উপরে নানা কথোপকথনে ॥
এই কালী কালীচন্দ্র বালক বয়েস।
মা-বাপ ছাড়িয়া রহে যেথা পরমেশ ॥
প্রভুর সেবায় রত দিবস-যামিনী।
মার কাছে যেমন গোলাপঠাকুরাণী ॥
মহাভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
পুঁথিতে রাহল নাম 'ভক্ত-মা' বলিয়ে ॥
ভক্তিতে অকুতোবল লজ্জা ঘৃণা নাই।
ঘর যেথা মাতা আর জগৎ-গোঁসাই ॥
প্রভুর কৃপায় ভক্তি-বিশ্বাসের জোরে।
আকারে প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ আচারে ॥

প্রথমে সংসারী যবে আছিলা নন্দিনী।
এখন স্বভাব ধারা যেন উদাসিনী॥
মায়ায় বিমুক্ত মন প্রভুপদে নাচে।
নির্ভয়ে গমন সঙ্গে ডাক্তারের কাছে॥
কুমারটুলির ঘাটে উত্তরিল তরী।
নামিলেন এইখানে করিবারে গাড়ি॥
লাটু ডাকিলেন গাড়ি শ্রীপ্রভুর লেগে।
বসিলেন ভক্ত-মা ঠাকুর এক দিকে।
অন্য দিকে লাটু কালীকুমার দুজন।
এইখানে বুদ্ধিহারা এইবারে মন॥
কি ভাবের কোন্ ভক্ত কেবা কোন্ জনা।
ব্যাভার আচার দৃষ্টে আভাসেতে চেনা॥
পরম তিয়াগী প্রভু এবার লীলায়।
স্ত্রীজাতির গাত্রগন্ধ অসহ্য নাসায়॥
পরশে শ্রীঅঙ্গখানি যায় এঁকে বেঁকে।
কাঞ্চনে যেমন ধারা তেমন স্ত্রীলোকে॥
আজি ভক্ত-মার সঙ্গে একাসনে যান।
বুঝিবারে শুদ্ধ-বুদ্ধি দেহ ভগবান॥
লীলা দেখিবার তরে কর মুক্ত আঁখি।
জীবনে কামনা এবে একমাত্র রাখি॥
পূর্ণ কর কৃপাসিন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তমো-বিনাশন বিভু জগতের গুরু॥
বিষম সমস্যা-তত্ত্ব শুন শুন মন।
আকারে দর্শন নহে বস্তুর দর্শন॥
আকারে বস্তুতে দোঁহে বিভিন্ন প্রকার।
আকার কেবল মাত্র বস্তুর আধার॥
যেন তেন চক্ষে বস্তু দেখিবার নয়।
বস্তু যাঁর তাঁর কাছে জানা পরিচয়॥
বস্তুগত বস্তুমধ্যে সবে এক জাতি।
আকারে পুরুষ কেহ কেহ বা প্রকৃতি॥
বস্তু নিরখিয়ে প্রভু করেন নির্ণয়।
কেবা কিবা কার সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয়॥
সম্বন্ধ ধরিয়া হয় আচার-ব্যাভার।
শুন তবে কহি তার কিছু সমাচার॥

একদিন ঘোড়াগাড়ি করি আরোহণ।
নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে সহরে গমন॥
দিনকর খরতর কররাজি ঢালে।
শশীর সঙ্গেতে পথে দেখা হেনকালে॥
তাড়াতাড়ি ছুটে গাড়ি নাহিক বিরাম।
সেবকাগ্রগণ্য শশী পাছু পাছু ধান॥
গাড়ির মধ্যেতে স্থান আছে বসিবার।
নরেন্দ্র তাঁহাকে ডাকে করিয়া চীৎকার॥
প্রভুদেব বারবার মানা তাহে করে।
শশীর নাহিক ঠাঁই গাড়ির ভিতরে॥
নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কৈল প্রত্যুত্তর।
ক্ষতি কি যদ্যপি বসে ছাদের উপর॥
তাহাতেও নারাজ হইয়া প্রভু কন।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া শশী আসিবে এখন॥
শুন মন কার সঙ্গে বহে কিবা ভাব।
লীলাদৃষ্টি নহে ভাবে থাকিলে অভাব॥
অকলঙ্ক-কলেবর ব্রাহ্মণ-নন্দন।
স্বভাবত মায়া-মুক্ত প্রভুপদে মন॥
তাঁরে পরশিতে গাড়ি না দিলা গোঁসাই।
এখানে ভক্ত-মা পায় একাসনে ঠাঁই॥
প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে ভাব স্বতন্তর।
শুন লীলাকথা পরে বুঝিবে রগড়॥
হেথা উপনীত গাড়ি ডাক্তারখানায়।
তিন জনে লয়ে সঙ্গে নামিলেন রায়॥
ডাক্তারের যশোরাশি জানা সবাকার।
সুবিখ্যাত নাম দুর্গাচরণ ডাক্তার॥
দরশন দিয়া তাঁয় কহেন তখন।
পীড়ার প্রকৃতি-আদি যত বিবরণ॥
বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিচারিয়ে।
ঔষধ প্রদান কৈল এক টাকা লয়ে॥
পালুটিলা প্রভুদেব ভক্তদের সনে।
পথে পথে উপনীত বিডনবাগানে॥
সহরের মধ্যে ইহা সুন্দর বাগান।
সেখানেতে ভক্ত-মায়ে তিলক দেখান॥

গলায় বেদনা প্রায়, দিন দিন বৃদ্ধি পায়,
আরোগ্যের উপায়বিধানে।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, এক সঙ্গে সংঘোটন,
প্রভুর মন্দিরে এক দিনে॥
গিরিশ দেবেন্দ্র রাম, ভক্ত বসু বলরাম,
কুমার নরেন্দ্রনাথ আর।
চক্ষুতে চশমাযুক্ত, সুন্দর সুরেন্দ্র মিত্র,
মহাভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার॥
আব কত ঘবভরা, মনে নাই কাবা তাঁরা,
মিশামিশি চেনা-অচেনায়।
ভক্তের মেলানি দেখি, মহাতুষ্ট বাঁকা-আঁখি,
পূর্ব্ব-আস্যে বসিয়া খট্টায়॥
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ,
পাইয়া সম্মুখে ভক্তপাতি।
বেদনাব কষ্ট যত, যাবতীয় তিরোহিত,
প্রভু যেন সহজপ্রকৃতি॥
ভক্তি-প্রিয় রামকৃষ্ণ, ভক্তিতে অতুল তুষ্ট,
তাই তুলি ভক্তির তরঙ্গ।
ভক্তগণ সঙ্গে হেথা, রঙ্গরসে কন কথা,
ভক্তিমাখা গোউব-প্রসঙ্গ॥
জ্ঞান ভক্তি দুই মত, শেষোক্ত প্রশস্ত পথ,
এই শিক্ষা দিতে জীবগণে।
জ্ঞানেতে অন্তর পূর্ণ, কর্ম্মেতে ভক্তিব চিহ্ন,
আচরিলা শ্রীপ্রভু আপনে॥
ভক্তি-শিক্ষা আচরণ, গুণ-গান সংকীর্ত্তন,
জপ পূজা নামের মহিমা।
ভোগরাগ বেশ ভূষা, সেবা অনুরাগ নেশা,
রূপ ধরি ধ্যানের গরিমা॥
অর্চ্চনাদি দেবাদির, ষষ্ঠী মাকালাদি পীর,
মতি স্থির সকলেতে তিনি।
সর্ব্বত্রে তাঁহার সত্বা, তিনি জগতের কর্ত্তা,
দেহে তাঁর গোটা সৃষ্টিখানি॥
প্রার্থনা গোচরে তাঁর, দাসবৎ রাখিবার,
আজ্ঞাধীন চাকর যেমন।

আমি কি আমার শব্দ, একবারে যেথা স্তব্ধ,
অগ্নি দগ্ধ রজ্জুর মতন॥
বেদান্তের ভাষ্যকার, শঙ্কর শিবাবতার,
ভাষ্যে যিনি করিলা বাখান।
এক ব্রহ্ম সার সত্তা, জীব ও জগৎ মিথ্যা,
মায়া ছায়া অলীক সমান॥
ইহাতে কেবল সায়, কই দিলা প্রভুরায়,
বলিলেন উত্তর বচনে।
জীব ও জগৎ ছেড়ে, ব্রহ্ম থেকে দিলে পরে,
ব্রহ্মের ওজন যায় কমে॥
জীব ও জগৎ নামে, ত্রিভুবনে যারে জানে,
ব্রহ্মের সে শক্তির বিকাশ।
শক্তি সৃষ্টিস্বরূপিণী, যাহে ধরি ব্রহ্মে জানি,
শক্তি বলে ব্রহ্মের প্রকাশ॥
ধানের তণ্ডুল সার, মানি কথা বারবার,
ত্যাগ করি তুষ আবরণ।
ক্ষেতে যদি যায় পোঁতা, জনমে অাঁকুর কোথা,
শক্তিহীন ব্রহ্মও যেমন॥
শক্তিতে জনমে সৃষ্টি, খাই মাখি পাই পুষ্টি,
হাসি কাঁদি অবস্থার গুণে।
দেখি শুনি দিবানিশি, ভুগি সুখ-দুঃখরাশি,
মিথ্যা তাহে বলিব কেমনে॥
যাঁব নিত্য তাঁব লীলা, উভয়ই একেব খেলা,
নিত্যবৎ সত্য লীলাখানি।
দোঁহা ধরি দোঁহা পাই, উনো দুনো কেহ নাই,
তাও বটে তাও বটে মানি॥
বাক্যমন-অগোচর বটেন অখিলেশ্বর,
ক্রিয়াকাণ্ড তপাদিব পার।
পুনঃ শুদ্ধ বুদ্ধিবলে, প্রত্যক্ষ তাঁহারে মিলে,
লীলা তাঁর বিচিত্র প্রকার॥
অসম্ভব কিছু নাই, বারেবারে শ্রীগোঁসাই,
বলিলেন বিশেষ প্রকারে।
শুন মন সাবধানে, এথে নাই অন্য মানে,
ভক্তিকে প্রশস্ত রাখিবারে।

নারদাদি ঋষিবর, শুকদেব তপঃপর,
কেবল করিল পরশন।
গণ্ডুষেক পিয়ে পানি, শববৎ শূলপাণি,
অবাক্ কাহিনী শুন মন॥
হেথা প্রভু-ভক্তগণ, উঠু-ডবু-সন্তরণ,
অনুক্ষণ সেই জলে করে।
সমস্যা বিষম শক্ত, বুঝিবারে প্রভুভক্ত,
কেবা তাঁরা নরকলেবরে॥
বুঝিতে নাহিক শক্তি, ভক্তপদে মাগি ভক্তি,
যোজন অন্তরে মুক্তি রাখি।
একমাত্র অভিলাষ, হইয়া দাসানুদাস,
চরণসেবায় যেন থাকি॥
এই সব ভক্তপাতি, সঙ্গে লয়ে বিশ্বপতি,
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বরে।
আনন্দে মগন মন, করিলেন আরোহণ
ঘাটে বাঁধা তরীর উপরে॥
কাছে কাছে চারি তরী, চালাইল ধীরি ধীরি
ব্রহ্ম-বারি-বাহিনী গঙ্গায়।
হৃষ্টমন ভক্তগণে, মধ্যে লয়ে ভগবানে
আনন্দে আনন্দ-গীত গায়॥

গীত

প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে আনন্দে করে খেলা॥
ইত্যাদি

এখানে শুনিয়া গান, বাহ্যহারা ভগবান,
শুন তাহে কি হইল ফল।
সেই সিন্ধু আনন্দের, বাড়িয়া উঠিল ঢের,
আধার উথলে পড়ে জল॥
ছদ্মবেশে শ্রীগোঁসাই, চিনে অন্যে সাধ্য নাই,
চিনে মাত্র সহচরগণে।
ভক্তিতে অতুলতেজা, তাঁহারা লুটিল মজা,
এই মহালীলার প্রাঙ্গণে॥
নরচক্ষে দিয়া ধূলা, এবারে প্রভুর খেলা,
অপরে না পাইল সন্ধান।
নিত্যধাম পরিহরি, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী,
সকায় ধরায় মূর্তিমান॥
ভাগ্যে যদি কেহ শুনে, তত্ত্ব নাহি পশে প্রাণে,
বরঞ্চ উত্তরে তর্কে কয়।
করিয়া ভীষণ কোপ, মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ,
অসম্ভব কে করে প্রত্যয়॥
পণ্ডিতে অধিক ধোঁকা, কথা কয় চোখাচোখা,
বিপরীত তর্ক-সহকারে।
প্রমাণে সাকার নাই, বিশ্বাস-প্রত্যয়ে পাই,
বোধ উপলব্ধির দুয়ারে॥
স্বরাটে বিরাট যিনি, মায়াময় মায়াস্বামী
সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট বিশ্বকায়।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগশক্তি, সদা যাঁর আজ্ঞাবর্ত্তী
যুক্তিতে কি বুঝিবে তাঁহায়॥
বিন্দুতে যে সিন্ধুময় অণুতে যে হিমালয়,
ব্যয়ে যাঁর ক্ষয় মোটে নাই।
অঙ্কপাতে দিয়া ঠিক, কি তাঁয় করিবে ঠিক,
অঙ্ক যাঁর নাহি পায় থেই॥
সাকারে ও নিরাকারে সমভাবে খেলা করে,
সমকালে অবিচ্ছিন্নভাবে।
নাহি যেথা কথারব, কিংবা কিছু অসম্ভব,
কথায় কি তাঁহারে বুঝিবে॥
মানুষের মাথাগুলি, যেমন শামুক-খুলি,
বিন্দু বুদ্ধি আধারের স্থল।
আছে যদি এক ফোঁটা, তাহাতে অনেক লেঠা,
ঠিক যেন কাদা-ঘাঁটা জল॥
জলে নাহি জলাকার, তাহে নহে ভাতিবার,
চন্দ্রমার প্রতিবিম্বখানি।
দর্পণ ধূলায় মাখা, নাহি যায় মুখ দেখা,
মলিনতা-আবরণে হানি॥
পরাবিদ্যা বলি তাকে, কায়মনোবাক্যে এক্কে,
গুরুবাক্যে কেবল প্রত্যয়।
তাহে যার স্থিতি গতি, গিরিবৎ স্থিরমতি,
সুপণ্ডিত সেই জনে কয়॥

রামলাল কিছু পরে, জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে,
কহিবারে কিবা বিবরণ।
তবে কন শ্রীগোঁসাই, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই,
দেশে এক পূজারী ব্রাহ্মণ॥
ঢুকিল ঠাকুরঘরে, সেবিবারে রঘুবীরে,
ঘটীতে খাঁ পুকুরের জল।
জলমধ্যে মাটি মলা, ঘোলের মত ঘোলা,
জল-পোকা তাহাতে কেবল॥
সেই জল পাত্রে ধরে, নাওয়াইতে রঘুবীরে,
পূজারীর উদ্যম বাসনা।
তে কারণে ব্রাহ্মণেরে, বলিয়া দিলাম তারে,
ব্যবহারে হেন জল মানা॥
হেথা জাহ্নবীর তীর, কোথা দেশে রঘুবীর,
দূর স্থান দু-দিনের পথ।
কি কব অধিক আর, কর রামকৃষ্ণ সার,
ত্বরায় পূরিবে মনোরথ॥
গোটা বিশ্বরাজ্য ব্যাপে, দেব কি দানবরূপে,
যেরূপ যেখানে আছে যিনি।
শ্রীপ্রভুর করগত, প্রকৃত কলের মত,
শুন এক মহিমা-কাহিনী॥
পূর্ব্বান্তে পুরীর বামে, ইংরাজের মেগেজিনে,
গোলাগুলি-বারুদের ঘর।
ইচ্ছামত কোম্পানীর, বারেক করিল স্থির,
দক্ষিণে করিতে পরিসর॥
প্রবেশিয়া কালীবাটী, যত দূর পঞ্চবটী,
ইংরাজ মাপিয়া কয় পরে।
ল'য়ে উপযুক্ত পণ, স্থান কর সমর্পণ,
নচেৎ লইব কিন্তু জোরে॥
পুরীতে পাইয়া ভয়, আসিয়া প্রভুকে কয়,
কি উপায় হয় এই স্থলে।
মহান্ বিপদ শুনি, নিজ মনে গুণমণি,
চলিলেন পঞ্চবটীতলে॥
কহেন আসিয়া ফিরে, পঞ্চবটী রক্ষা করে,
মহান্ পুরুষ এক জন।

আমি কহিয়াছি তাঁয়, পেঁচ যাহে ঘুরে যায়
নাহি আর ভয়ের কারণ॥
যে প্রভুর এই সাধ্য, কি সে তাঁরে কবে বোধ্য,
বটে চোদ্দপুয়ার আধারে।
নিত্যতেও যে প্রকার, কিম্ভূত কিমাকার,
লীলার ওপার নিরাকারে॥
কত আর কব মন, নিজ মনে আন্দোলন,
কর রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি।
কহি যদি পুনর্ব্বার, বলা কথা পূর্ব্বেকার,
অনর্থক বেড়ে যায় পুঁথি॥
হেথা রাঘবের পাটে, পথে যেতে ভাব উঠে,
হেন ভাব কখন না শুনি।
তাকায়ে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূরব কোণে,
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি॥
কোথায় ধাইল চেঁঠা, স্পন্দনহীন অশ্বগোটা,
জড়বৎ অচল শরীর।
এই ছিলা এই নাই, কোথা গেলা শ্রীগোঁসাই,
সাধ্য কার কে করিবে স্থির॥
বদনমণ্ডলে ফুটে, চন্দ্রিমার জ্যোতিঃ মিঠে,
ঝলমল শ্রীবয়ানখানি।
তাহাতে নীলিমা-রেখা, মাঝে মাঝে দেয় দেখা,
অপরূপ প্রভুর কাহিনী॥
এরূপে সমাধি ঘোর, গত প্রায় ঘণ্টাভোর,
নিম্নে মন আসিতে না চায়।
সেই সেতু ভক্তগণে, শ্রীপ্রভুর কানে কানে,
বীজ-বাক্য প্রণব শুনায়॥
বীজমন্ত্র শ্রুতিমূলে, সমাধি সময়ে দিলে,
হয় মহাভাব-অবসান।
হেথা রাঘবের পাটে, সে বিধান নাহি খাটে,
ভক্তবর্গে সভীত পরাণ॥
ভক্তের যে ভগবান, শুনহ তার প্রমাণ,
ভক্তগণে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া।
সপ্তম হইতে নীচে, ক্রমে ক্রমে পিছে পিছে
আসিলেন আপনি নামিয়া॥

এমতে করিয়া রঙ্গ অন্তরঙ্গ সনে।
যে ছিল অন্তরে তাঁরে আনিলেন টেনে॥
অন্তরঙ্গ-বাছাই এ কাণ্ডের প্রকৃতি।
শুন রামকৃষ্ণ-লীলা মধুর ভারতী॥
আষাঢে রথের দিনে সহরে গমন।
ভক্ত বসু বলরাম তাঁহার ভবন।
তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
অন্নভোগরাগসহ সেবা নিতি নিতি॥
সমারোহে নহে কিন্তু পর্ব্ব সব হয়।
এবার আষাঢে এই রথের সময়॥
শ্রীপ্রভুর আগমন শুনিয়া বারতা।
ভক্ত-সমাগমে হৈল বিষম জনতা॥
বাহিরের শত শত লোক আসে যায়।
ভিতরে না ধরে মোটে রহে বারাণ্ডায়॥
চৌদিকে বারাণ্ডারাজি বাহির প্রদেশে।
দক্ষিণের বারাণ্ডায় রহে যারা আসে॥
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রায় উপস্থিত।
কভু ঈশতত্ত্বে মত্ত কভু হয় গীত॥
প্রভু-সঙ্গ-সুখে সবে মগ্ন নিরবধি।
মনে নাই শ্রীপ্রভুর গলায় বিয়াধি॥
প্রভুরও আনন্দ তেন ভক্তসহবাসে।
মহামত্ত দিবারাত্র পরম হরষে॥
সুকণ্ঠ নরেন্দ্রে আজ্ঞা করিলেন রায়।
শুনিতে সঙ্গীত তোর ইচ্ছা বড় যায়॥
যথাআজ্ঞা ভক্তবর তুলি মনপ্রাণ।
ডুগি বাজাইয়া নিজে ধরিলেন গান॥

গীত

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।
তুমি কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

সেই সঙ্গে দিলা যোগ আর কয়জনে।
বিভোরাঙ্গ গুণমণি সঙ্গীত-শ্রবণে॥
বসিয়া মণ্ডলাকারে গায় ভক্তগণ।
দাঁড়াইয়া তার মধ্যে প্রভুর নৃত্যন॥
প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
কলির শেষাংশগুলি বারে বারে গান॥
বিশেষিয়া "পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী" ভাগে।
মাতিয়া উঠিল গীত ভক্তি-রস রাগে॥
ভক্ত-ভগবানে রঙ্গ অপূর্ব্ব ব্যাপার।
শ্রোতাগণ মুগ্ধমন বাক্য নাহি কার॥
নরলীলা ঈশ্বরের যাই বলিহারি।
কি দেখিনু কি শুনিনু বলিতে না পারি॥
নৃত্য-গীত রসভাষ কথোপকথন।
বিবিধপ্রকৃতিযুক্ত নবনারীগণ॥
কতই দেখিনু জন্ম লইয়া ধরায়।
হেন নহে কোথা যেন প্রভুর সভায়॥
কিবা দিব্য ভাবধারা ইহার ভিতর।
গন্ধে স্পর্শে জীবের যাহাতে গুণান্তর॥
বদলে বিধির লেখা কপালমোচন।
আসক্তির নেশা নষ্ট পাশবদ্ধ ভ্রম॥
সৃষ্টি দৃষ্টি বালকের যেন খেলাশাল।
লোচন আঁধার উড়ে মায়ার জঞ্জাল॥
আত্মীয়-অপরিচিত ঘর হয় পর।
স্বদেশী বিদেশী-বোধ রগড় সুন্দর॥
নাগপাশাধিক শক্ত সংসার-বন্ধন।
বহ্নিযোগে দগ্ধরজ্জু প্রকৃত তেমন॥
অশঙ্কিত চিত্ত নষ্ট যাবতীয় ত্রাস।
হরষে প্রত্যক্ষ করে আপনার নাশ॥
নানা বর্ণে নানা গুণে নানান আকারে।
জীব ও জগৎ-যুক্ত সৃষ্টি চরাচরে॥
বলিহারি রকমারি ফুলের সাজনি।
দুটি নহে একমাত্র তাহার গাঁথনি॥
জ্ঞানী যোগী সাধকেরা শেষে যাহা পায়।
মিলে রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর তলায়॥

বংশেতে সকলে ভক্ত বংশপরম্পরা।
পিতা পিতামহ আদি পূর্ব্বপুরুষেরা॥
নাহি হেন ভক্তগোষ্ঠী প্রভু অবতারে।
লক্ষ-ভক্ত-পদধূলি যাঁহার দুয়ারে॥
বলরাম নাম যেবা উচ্চারে বদনে।
ধ্রুব তার হয় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
এই রথে কি হইল শুনাইনু মন।
পর রথে কি হইল করহ শ্রবণ॥
মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি।
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি॥
এই মহাভাগবত বসু বলরাম।
তাঁর পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তিধাম॥
সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
ভোগরাগ সহ হয় সেবা নিতি নিতি॥
বিশেষে আষাঢে মহাসমারোহ হয়।
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয়॥
জনতার কথা কহা বাহুল্য কেবল।
সুবিদিত সাধারণে আগোটা অঞ্চল॥
বড়ই পিরীতি পায় মাহেশের রথে।
কাতারে কাতারে লোক আসে নানা পথে॥
জলে স্থলে নানা যানে বিবিধ উপায়।
বেশ্যা লম্পটের সংখ্যা অধিকাংশ প্রায়॥
প্রতিবর্ষে শ্রীপ্রভুর প্রায় আগমন।
পাপী তাপী সন্তাপীর নিস্তার-কারণ॥
দরশন শ্রীপ্রভুরে কৈলে একবার।
জঠর-জনম-কষ্ট নাহি হয় আর॥
জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপে মুক্ত তৎকালে।
শ্রীচরণ-দরশন বারেক করিলে॥
নিষাদের বাণ যথা জীব-বিনাশন।
পরেশ-পরশে ধরে কাঞ্চন-বরণ॥
জীবহিতব্রত প্রভু করুণাসাগর।
মাহেশে যাইতে আজি সাধ উগ্রতর॥
করিব বলিলে কর্ম্ম দেরি নাহি আর।
যদ্যপি তাহাতে হয় বিপদ হাজার॥
মাহেশে চলিল সঙ্গে ভক্ত কয় জন।
কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন॥
ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী।
মূলনাম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি॥
ভক্তিমতী 'ভক্ত-মা' গোলাপ ঠাকুরাণী।
আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে যাত্রা মহানন্দ মন।
তরীযোগে যথাদিনে মাহেশে গমন॥
যথাযোগ্য বাসাবাটী মন্দিরের কাছে।
প্রয়োজন মত দ্রব্য সকলই আছে॥
নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর প্রচুর।
ত্রিতলে আসন ঠাঁই হইল প্রভুর॥
খেচুরান্ন শ্রীপ্রভুর ভোগের কারণ।
ত্বরান্বিতে করিলেন ভক্ত-মা রন্ধন॥
ভোজনে প্রভুর কিন্তু সুখ নাহি হয়।
গলার বেদনা আজি বৃদ্ধি অতিশয়॥
ক্ষুণ্ণমন ভক্তগণ হন তেকারণে।
শ্রীপ্রভুর সেবা করে রহে সাবধানে॥
মনে ভয় অতিশয় করয়ে ভাবনা।
'রথে যদি যান প্রভু বাড়িবে বেদনা॥
মুখে নাই সাড়াশব্দ ভকতের দলে।
রথের বাজনা উচ্চে বাজে হেনকালে॥
দারুময় ঠাকুরের মূর্ত্তি সাজাইয়া।
পূজারী ব্রাহ্মণে দিলা রথে উঠাইয়া॥
লোকে লোকারণ্য স্থান মহাকোলাহল।
শুনিয়া শ্রীপ্রভুদেব হইলা চঞ্চল॥
ধীর সমীরণ ভাব বহিল অন্তরে।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় নামিলেন ধীরে॥
ক্রমশঃ আবেগ-বৃদ্ধি অঙ্গ টল্‌টল্।
পবন সঞ্চারে যেন সরসির জল॥
প্রবল আবেশ পরে পরে বৃদ্ধি পায়।
যার জোরে বহির্দ্বারে উপনীত রায়॥
পাছু পাছু ধাবমান ভকতের গণ।
সাহস না হয় করে গতি নিবারণ॥

পূর্ব্ববৎ রঙ্গ-রস কথায় কথায়।
ভক্তবর্গ এইবারে ভুলিল না তায়॥
আনিয়া রাখালদাস ঘোষ ডাক্তারেরে।
নিযুক্ত করিয়া দিল চিকিৎসার তরে।
রাখালের চিকিৎসায় নহে উপশম।
কোন দিন রোগবৃদ্ধি কোন দিন কম॥
বিবিধ উপায় কৈল না হয় সুফল।
ক্রমশঃ হইতে থাকে শরীর দুর্ব্বল॥
কেবল তরল ভোজ্য চলিছে এখন।
ভাত ডাল নাহি হয় গলাধঃকরণ॥
ভক্তেরা সভীত প্রাণ দিবানিশি ভাবে।
কি উপায়ে সমারোগ্য করে প্রভুদেবে॥
দিনেকে গিরিশ ঘোষ বিশ্বাসের বীর।
প্রহরেক বেলা হৈলা মন্দিরে হাজির॥
আবদার সহ কন প্রভুর গোচরে।
আজি অন্ন খাইতে হইবে আপনারে॥
শ্রীপ্রভু বলেন অন্ন কি করিয়া খাই।
আহার তরল দ্রব্য তবু কষ্ট পাই॥
গিরিশ প্রভুকে কন শ্রীগুরুর বলে।
তোমার যেমন কেহ নাহি তিনকুলে॥
আমার সেরূপ নয় আছে একজন।
সশঙ্কিত নামে যার পুরন্দর যম॥
তাঁহার শক্তিতে আমি হেন শক্তি ধরি।
সামান্য বেদনা ফুঁয়ে উড়াইতে পারি॥
এত বলি এই মন্ত্র কন মনে মনে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু বিদ্যমানে॥
তোমারে প্রার্থনা যেন তোমার কৃপায়।
আরোগ্য গলার ব্যাধি মুহূর্ত্তেকে পায়॥
উচ্চারিয়া এই মন্ত্র প্রভু-ভক্তবর।
ফুঁক দিলা তিন বার গলার উপর॥
বেদনার স্থানে হাত বুলায়ে গোঁসাই।
বলিলেন কি আশ্চর্য্য ব্যথা আর নাই॥
এমন দারুণ ব্যথা গেলা কোথাকারে।
এ কেবল গিরিশের মন্তরের জোরে।
এত শুনি শ্রীমন্দিরে আনন্দের রোল।
রাঁধিতে চলিল অন্ন মাগুরের ঝোল॥
অবিলম্বে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর গোচরে দিলা মন্দিরে আনিয়া॥
মহানন্দে ভক্তবর্গ করে দরশন।
বহু দিন পরে পুনঃ প্রভুর ভোজন॥
দিবা-অবসানে যত ভকতনিকরে।
সেদিন চলিয়া গেল আপনার ঘরে॥
এইতক সমাপন দিনের ঘটনা।
পর দিনে পূর্ব্ববৎ প্রবল বেদনা॥
এই অন্নভোগ হৈল অন্নভোগ সায়।
দারুণ যন্ত্রণা এত গলার ব্যথায়॥
প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে সুরু এই রোগ।
তখন হইতে আগে বন্ধ লুচিভোগ॥
যেই দিন মহোৎসব দেবেন্দ্রের ঘরে।
স্মরণ করহ কথা আবেশের ভরে॥
কিবা বলিলেন প্রভু বিশ্বের গোঁসাই।
ভবিষ্যৎ বাক্য আর লুচি খাব নাই॥
তখন অবোধ্য কিবা ভাবার্থ বাক্যের।
লীলাসমাপনে তবে মর্ম্ম হৈল টের॥
তর্কচূড়ামণি যিনি নাম শশধর।
প্রভু-দরশনে আসে দক্ষিণসহর॥
অন্তর বিষন্ন ভারি মলিন বদন।
প্রভুর গলায় ব্যথা তাহার কারণ॥
আরোগ্য উপায়ে তেঁহ কন শ্রীগোচরে।
বর্ণনা আছয়ে হেন শাস্ত্রের ভিতরে॥
সমাধি যাঁহার হয় যদি সেই জন।
সমাধিস্থ হন দিয়া ব্যাধি স্থানে মন॥
সেই সে তাঁহার পক্ষে পরম ঔষধি।
ক্ষণেকে আরোগ্যলাভ নাহি রহে ব্যাধি॥
এত শুনি মৃদু হাস্য করি প্রভুবর।
ধীরবর শশধরে করিলা উত্তর॥
সমাধিতে যবে করি দরশন তাঁয়।
তুচ্ছ এই দেহ পচা কুমড়ার ন্যায়॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

পঞ্চম খণ্ড

(অন্ত্যলীলা)

প্রভুর চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বাস

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগমায়॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার॥

প্রথম খণ্ডেতে বাল্য-লীলা সুমধুর।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুর॥
সমুজ্জ্বল প্রতিভাত তাহার উপর।
শ্রীপ্রভুর অপরূপ রূপ মনোহর॥
দ্বিতীয় খণ্ডের লীলা সাধন-ভজন।
বিশ্বাসের সহ যেবা করে আন্দোলন॥
নিশ্চয় বিমুক্ত তার লোচন-আঁধার।
পশিতে রতনাগারে চৈতন্যের দ্বার॥
তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে ভক্ত-সংযোটন।
মহিমা-প্রচার ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জন॥
স্বরূপতত্ত্ব-প্রদর্শন দীনহীনসাজে।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে মন মজে পদাম্বুজে॥
পঞ্চম শেষের খণ্ড পুঁথি যাহে সায়।
এক মনে যদি কেহ শুনে কিংবা গায়॥
বড়ই মধুর ফল হাতে হাতে ফলে।
প্রেমাভক্তি পরাধন চরণকমলে॥
ব্যাধির বিক্রম ভারি বৃদ্ধি এইবার।
প্রদাহ যন্ত্রণা কত কষ্ট অনিবার॥
মধ্যেমধ্যে রক্তস্রাবে দেহ শীর্ণ-প্রায়।
এই মতে শ্রাবণের আধাআধি যায়॥
ক্ষুণ্ণমন ভক্তগণ বুঝিতে না পারে।
প্রভুর আরোগ্য-হেতু কি উপায় করে॥
এক দিন রাম আর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
কালীপদ গিরিশ প্রভৃতি কয়জন॥
একত্র বসিয়া যুক্তি কৈল স্থিরতর।
প্রতিকারে উপযুক্ত ইংরাজ ডাক্তার॥
পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত চারি জন।
অনুমতি-হেতু চলে প্রভুর সদন॥
বিশুষ্ক-বদন প্রভু দেখিলেন গিয়া।
উঠিবার শক্তি নাই আছেন শুইয়া॥
হেন বিমরষ ভাব কখন না শুনি।
রসনা রহিত রস নাহি ফুটে বাণী॥
সদানন্দময়ে হেন নিরানন্দ ধারা।
দেখি ভক্তচতুষ্টয়ে প্রায় প্রাণহারা॥
মুখে নাহি সরে কথা প্রভুর যেমন।
জিজ্ঞাসা করিতে তারে আছেন কেমন॥
কিছু ক্ষণ পরে তবে সম্বরি আপনে।
বলিলেন বড় কষ্ট গেছে গত দিনে॥
এক পুয়া রক্তস্রাব যন্ত্রণা সহিত।
গলনালিমধ্যে দাহ বিয়াধির রীত॥
ঘোর বরিষার কাল শ্রাবণের শেষ।
গেরুয়া-বসনা গঙ্গা বিরাগিনী বেশ॥
নীল-কলেবর সিন্ধু-সঙ্গম-আশায়।
কূল দিয়া ভাসাইয়া তীব্র বেগে ধায়॥
পুরীমধ্যে পুষ্পোদ্যান জাহ্নবীর কূলে।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম অঞ্চলে॥
ছয় হস্ত পরিমিত দূরত্ব কেবল।
মাটি নাহি যায় দেখা তদুপরি জল॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর মন্দিরাভ্যন্তর।
অতিশয় জলে সিক্ত রহে নিরন্তর॥
এদিকে বিশালাকাশে জলদের দল।
ঝুরু ঝুরু ফেলিতেছে বৃষ্টি অবিরল॥

জলকণা মাখি অঙ্গে বায়ু বহমান।
আর্দ্র করে অবিরত আশ্রয়ের স্থান॥
হেন ঠাঁই শ্রীগোঁসাই করিলে বসতি।
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তাঁর হবে বহু ক্ষতি॥
এত ভাবি ভক্তগণে কৈলা নিবেদন।
সহরে বসতি করা এবে প্রয়োজন॥
উপযুক্ত বাসস্থান অনুমতি দিলে।
নির্দ্ধারিত করি গিয়া সহর অঞ্চলে॥
অবিকল শিশুছেলে বালক যেমন।
ভালবাসামাখা ভাষা করিয়া শ্রবণ॥
সহাস্য-আননে কন বাড়ী দেখ তবে।
বাগবাজারের কাছে গঙ্গাতীর হবে॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে বলেন ডাকিয়া।
যাত্রা দিন কর স্থির পঞ্জিকা দেখিয়া॥
সুন্দর যাত্রিক দিন পর শনিবারে।
আজি বৃহস্পতি আর এক দিন পরে॥
সানন্দে ভকতবর্গ উঠিল সত্বর।
অন্বেষণ করিবারে আজ্ঞামত ঘর॥
আনন্দ কি হেতু যদি জিজ্ঞাসিলে মন।
তদুত্তরে কহি শুন তাহার কারণ॥
প্রভু-দরশন-প্রিয় ভকতনিকর।
ক্রোশত্রয় দূরে এই দক্ষিণসহর॥
সহজে এখানে আসা ঘটে না কাহার।
সপ্তাহে বারেক কেহ পক্ষে একবার॥
কিন্তু এবে কৈলে প্রভু সহরে বসতি।
দরশন শুভযোগে হবে দিবারাতি॥
মনে মনে সকলের স্থিরতর জানা।
দু-দিনের চিকিৎসায় সারিবে বেদনা॥
সেইহেতু ভক্তবর্গ হরষিত মন।
কে জানে ঘটিবে পরে বিপদ ভীষণ॥
বাগবাজারের কাছে গঙ্গা সন্নিহিত।
নূতন আবাস-বাটী করি নির্দ্ধারিত॥
সমাচার পাঠাইলা প্রভুর সাক্ষাতে।
উপনীত প্রভুদেব শনিবার প্রাতে॥
নিরখিয়া বাসাবাটী জানি না কারণ।
বসতি করিতে তথা হইল না মন॥
পরিহরি সেই বাটী ত্বরিত-গমনে।
উপনীত হইলেন বসুর ভবনে॥
বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি॥
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥
প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে।
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে॥
পূর্ব্ববৎ সমভাবে ব্যাধির বিক্রম।
কখন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি কভু কিছু কম॥
ইংরাজ ডাক্তারে দিতে চিকিৎসার ভার।
ঠাকুর তাহাতে নাহি করিলা স্বীকার॥
চিকিৎসার ভার তবে হইল পশ্চাতে।
প্রতাপ মজুমদার ডাক্তারের হাতে॥
সহরের এক জন সুবিজ্ঞ ডাক্তার।
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা তাঁহার॥
যথাসাধ্য বিয়াধির নিরূপণ করি।
খাইতে দিলেন ছোট ছোট সাদা বড়ি॥
প্রভুর বালকাপেক্ষা শরীর দুর্ব্বল।
ঔষধসেবনে ঘটে বিপরীত ফল॥
প্রতাপ প্রতাপান্বিত যশ দেশ জুড়ে।
এখানের প্রতিকারে বুদ্ধি যায় মুড়ে॥
কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল।
প্রতিকারে রোগ করে দুনো গুণে বল॥
ইহাতেও তিল নাই প্রভুর বিশ্রাম।
তত্ত্বকথা নৃত্য-গীত চলে অবিরাম॥
দরশনে আসে যেবা যে কোন আশায়।
আশার অতীত কভু অনায়াসে পায়॥

কোথাও ক্ষণেক জন্য হইলে বাহির।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ স্বস্থানে হাজির ॥
এইবার আগেকার কথা স্মর মনে।
কতই ঘুরিলা প্রভু নরেন্দ্রান্বেষণে ॥
কোথা তাঁর খেলাস্থান কোথা তাঁর ঘর।
সমাজ-মন্দির কোথা দক্ষিণসহর ॥
ঋতুর তাড়না গ্রাহ্য তিলাদপি নাই।
নরেন্দ্রের জন্য যেন পাগল গোঁসাই ॥
সহিলা কহিলা কত তাঁহার বিচ্ছেদে।
এখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর ফাঁদে ॥
শরীরে ধরিয়া পীড়া এখন গোঁসাই।
করিছেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই ॥
ভক্তি-প্রাণ-ভালবাসা প্রাণাধিক টান।
এই কয় গুণে অন্তরঙ্গের প্রমাণ ॥
পীড়ার প্রাবল্য যত হয় দিন দিন।
কান্তিময় তনুখানি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ ॥
তত অন্তরঙ্গদের বাড়য়ে আসক্তি।
প্রাণের অধিক টান ভালবাসা ভক্তি ॥
যেন দেহ-বিনিময়ে দেহে লয়ে রোগ।
করিছেন ভক্তদের ভক্তির সম্ভোগ ॥
একদিন ভক্তবর্গে হয়ে একত্তর ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি কৈলা স্থিরতর ॥
সহরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক।
হউক যতই ব্যয় তারে আবশ্যক ॥
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারোপাধি।
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিধি ॥
প্রতিকারে নির্ব্বাচিত হইলেন তিনি।
ষোল টাকা প্রতিবারে বেতন দর্শনী ॥
রাজ্‌ভাষা-বিশারদ পাঠপ্রিয় ধারা ॥
যতগুলি আছে পাশ সবগুলি করা ॥
অগণ্য করিয়া পাশ বদ্ধ মহাপাশে।
বিশেষিয়া পরিচয় পাবে পরিশেষে ॥
সরল অন্তরাধারে দয়া বলবান।
রসনা কর্কশ বড় বাক্য যেন বাণ ॥

যে কার্য্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলায়।
বহি যদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায় ॥
রামকৃষ্ণপন্থী মাত্র তাঁর কাছে ঋণী।
বারেবারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি ॥
পূজনীয় প্রভুভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার।
ডাক্তার আনিতে কর্ম্মে লইলেন ভার ॥
ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ডাক্তার-ভবনে।
শ্রীপ্রভুর আগমন ব্যাধি-নিরূপণে ॥
জানা-শুনা ইহার অধিক পূর্ব্বে আর।
মথুরে চিকিৎসা করে যখন ডাক্তার ॥
মথুরের মন মত ইঁহার চিকিৎসা।
সেহেতু দক্ষিণেশ্বরে ছিল যাওয়া-আসা ॥
সে জানা কেমন জানা শুন পরিচয়।
মথুর-পোষ্য লোকে পরমহংস কয় ॥
যেন অতিশয় মূর্খ ব্রাহ্মণের ছেলে।
পূজাকার্য্যে ব্রতী তাই ভট্টাচার্য্য বলে ॥
সেইমতে ডাক্তারের প্রভুদেবে জানা।
সে ঠকে অধিক নিজে যে বুঝে শিয়ানা ॥
হেথা পথপানে চেয়ে আছে ভক্ত-বৃন্দ।
কখন মহেন্দ্রে ল'য়ে আসেন মহেন্দ্র ॥
হেনকালে ডাক্তার হইল উপনীত।
ভকতনিকরে প্রভুদেব সুবেষ্টিত ॥
প্রভুদেবে দেখিয়াই সবিস্ময় মনে।
ডাক্তার প্রভুকে কন তুমি যে এখানে ॥
দেখাইয়া সম্মুখীন ভকতনিকরে।
উত্তর—এনেছে এরা চিকিৎসার তরে ॥
শ্রীপ্রভুর বিছানার উপর বসিয়া।
রোগ পরীক্ষিয়া দিল ঔষধ কহিয়া ॥
নূতন দেখিনু আমি এত দিন পরে।
প্রভু ভিন্ন অন্যে তাঁর শয্যার উপরে ॥
অতি অল্পক্ষণ মধ্যে উঠিল ডাক্তার।
উপনীত নীচে যেথা বাহির দুয়ার ॥
ডাক্তারের কাছে গিয়া মাষ্টার অগ্রণী।
সচেষ্ট তাঁহারে দিতে বেতন দর্শনী ॥

সাকার না লাগে ভাল দোষ নাহি তায়।
দোষমাত্র প্রতিবাদে সাকার কথায়॥
সর্ব্বশক্তিমানত্বের ভাব ভগবানে।
আকার ধরিতে তবে শক্তি নাই কেনে?
সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রত্যক্ষ দেখা যাঁর।
সে বুঝে সাকার তিনি তিনি নিরাকার॥
যত দূর ধারণা করিতে পারে জীবে।
অসম্ভব কিবা তায় সকলি সম্ভবে॥
বারবার বলিলেন প্রভুভক্তপতি।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
ভক্তপতি শ্রীপ্রভুর নাম এইখানে।
নূতন কহিনু শুন কিবা তার মানে॥
ভক্ত সাধারণী নাম ভক্ত কয় তাঁরে।
ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভজনা যে করে॥
শাক্ত শৈব গাণপত্য রামাইৎ বৈষ্ণব।
বাউল নানকপন্থী কর্ত্তাভজা সব॥
নবরসিকের দল জানা সর্ব্বজনে।
নিরাকার উপাসক সগুণ নির্গুণে॥
অঘোরপন্থী কি বৌদ্ধ কিবা পঞ্চনামী।
দরবেশ আল্লাভজা কিবা খৃষ্টিয়ানি॥
যে মতে যে পথে যেবা ভজে ভগবানে।
ভক্ত অর্থে এক করি সাধারণী মানে॥
এই সব পন্থীদের প্রভু অধিপতি।
বারে বারে বলিয়াছি ইহার ভারতী॥
যে মত পথের ভক্ত প্রভু বিদ্যমান।
সবে পায় আপনার পথের সন্ধান॥
যাবতীয় মতে পথে করিয়া সাধনা
পথঘাট শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা॥
উপায়ের হেতু কাছে আসিলে সাধক।
ঘুচিয়া দিতেন তার যেখানে আটক॥
উপদেশ তার মত তাহার ভাষায়।
সে কথা অন্যের পক্ষে বুঝা মহাদায়॥
ভক্তমাত্রে হয়ে মুগ্ধ চরিতে প্রভুর।
সকলে বুঝিত তিনি তাঁদের ঠাকুর॥

ইহার বিশেষ মর্ম্ম বিশেষিয়া জানে।
ইদানীর সমুন্নত ব্রাহ্মভক্তগণে॥
সকলের উপদেষ্টা প্রভু ভগবান।
পুঁথি তাই জানে তাঁর ভক্তপতি নাম॥
ডাক্তার বুঝেন সেই পরম-ঈশ্বর।
অরূপ আকারহীন বুদ্ধির উপর॥
মানুষ কখন গুরু হইতে না পারে।
মানুষ মানুষ মাত্র কিবা শক্তি ধরে॥
মানুষের পদধূলি গ্রহণীয় নয়।
ঈশ্বর মহান কিবা মনুষ্যনিচয়॥
অসীম অখণ্ডেশ্বর মনুষ্য-আধারে।
হইবার নহে কভু হইতে না পারে॥
কেমনে হইবে যাহা নহে হইবার।
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার॥
দুধ খেয়ে মলত্যাগ যেই জন করে।
কেমনে ঈশ্বরারোপ করিব তাঁহারে॥
বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক মার্জ্জিতাগ্রগণ্য।
ধনে গুণে যশে কাজে সাধারণে মান্য॥
এ হেন উন্নতিশীল মানুষ যে জন।
ঈশ্বর সমাধি ব্যাখ্যা করিল কেমন॥
যাহে বেদ তন্ত্র গীতা পুরাণনিচয়।
সাধন ভজনকর্ম্ম সব হয় লয়॥
বিশেষিয়া এইখানে বুঝ তুমি মন।
হালের মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকের লক্ষণ॥
হায়! আমি কি কহিব অতি অর্ব্বাচীন।
পাড়াগেঁয়ে মেঠো লোক বিদ্যাবুদ্ধিহীন॥
চেহারায় মূর্চ্ছা যায় গেছো ভূত দেখে।
বরণে লজ্জায় কালি দোয়াতেতে ঢুকে।
পেটভরা ভাত মুড়ি কোথা দু-বেলায়।
হীন দাস্যবৃত্তি কাজে আয়ু কেটে যায়॥
এঁরা সব বড়লোক চড়ে গাড়ী ঘোড়া।
সুগঠন সুবসন বেশ জামাজোড়া॥
লুচি চিনি দুধ মিষ্টি ইচ্ছামত খায়।
দ্বিতল ত্রিতলে নিদ্রা কোমল শয্যায়॥

হরষ বিষাদ দিয়া লীলার ঠাকুর।
লীলা-অবসানকাল নাহি বেশি দূর॥
সম্মিলিত করিছেন অন্তরঙ্গগণে।
ভবিষ্য প্রচারকার্য্যে লীলার প্রাঙ্গণে॥
প্রভুকে পীড়িত দেখি পীড়িত সবাই।
পীড়ায় প্রভুর কিন্তু কোন গ্রাহ্য নাই॥
সদানন্দময় তাঁর পীড়া নাই মনে।
সর্ব্বদা খেলায় রত ভক্তদের সনে॥
কখন কাহার বক্ষে হস্ত পরশিয়া।
মুচকি হাসেন তায় ধ্যানস্থ করিয়া॥
কভু বিদেশস্থ যেবা বহু দূরান্তরে।
এখানে থাকিয়া সেথা দেখা দেন তাঁরে॥
কভু দাঁড়াইয়া মধ্যে ভক্তদের কন।
হরিবোল দিয়া নাচ করিয়া বেষ্টন॥
কভু গিয়া গৃহান্তরে ভকতের দলে।
করিয়া দেখিয়া রঙ্গ প্রহরেক চলে॥
সুরেন্দ্রের ঘরে হেথা সপ্তমী পূজায়।
শুন কি করিলা রঙ্গ প্রভুদেবরায়॥
প্রতিবর্ষ দুর্গোৎসবে সুরেন্দ্রের ঘরে।
সভক্তে শ্রীপ্রভুদেবে নিমন্ত্রণ করে॥
ভক্তগণে সঙ্গে লয়ে ভক্তপ্রিয় রায়।
যাইতেন তাঁর ঘরে অম্বিকা-পূজায়॥
শয্যায় পীড়িত এবে প্রভু গুণমণি।
নিরানন্দ ভক্ত-বৃন্দ আকুল পরাণী॥
পূর্ব্ব আনন্দের মেলা করিয়া স্মরণ।
বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর সুরেন্দ্র এখন॥
দাঁড়াইয়া প্রতিমার সম্মুখপ্রদেশে।
দুনয়নে অশ্রুধার গণ্ড যায় ভেসে॥
এবে প্রায় ন্যূনাধিক ছয় দণ্ড রাতি।
নিকেতনে চারিদিকে জ্বলিতেছে বাতি॥
রাতি নাহি জানা যায় বাতির আলোকে।
নিমন্ত্রণরক্ষাহেতু আসে যায় লোকে॥
সুরেন্দ্র সমানভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্ত্তি মনে ধিয়াইয়া॥
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান॥
এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের কন।
সুরেন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে হৈল মন॥
বাসনা-উদয় যেন অন্তর মাঝারে।
দেখিতে পাইনু আমি তিলের ভিতরে॥
জ্যোতির্ম্ময় পথ এক অতি পরিসর।
এখান হইতে যেথা সুরেন্দ্রের ঘর॥
তার মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে।
আবির্ভাব অম্বিকার পূজার দালানে॥
কি সুন্দর প্রতিমার ভাতি উঠে গায়।
ক্ষীণপ্রভা দীপমালা তাহার প্রভায়॥
তোমরা সকলে যাও মিলে একত্তরে।
প্রতিমার দরশনে সুরেন্দ্রের ঘরে॥
এইরূপ নানা খেলা ভক্তসহকারে।
বিশেষিয়া বিবরণ নহে বলিবারে॥
শ্রীবদন বিগলিত তত্ত্বসুধাপানে।
ডাক্তার উন্মত্তবৎ রহে রেতে দিনে॥
প্রতিদিন উপনীত প্রভুর সদন।
শুনিবারে সুধামাখা প্রভুর বচন॥
আগত রজনী আজি গত দিনমান।
ঘর পরিপূর্ণ লোকে নাহি পায় স্থান॥
ভক্তি-মুখ প্রভুদেব ভক্তি-আচরণ।
ভক্তি-পথে জীব-শিক্ষা তাহার কারণ॥
প্রভুর নিকটে নাই জাতির বিচার।
যেখানে দেখেন ভক্তি সেই আপনার॥
প্রাণ-তুল্য প্রাণাধিক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
আত্মীয় হইতে তিনি পরম আত্মীয়॥
ধর্ম্মী কর্ম্মী মহাদানী মুখুয্যে ঈশান।
সম্মুখে দেখিয়া তাঁরে কন ভগবান॥
ঈশ্বরের পদাম্বুজে রাখিয়া ভকতি।
যে জন সংসারাশ্রমে রহে স্থিরমতি॥
সেই ধন্য সেই বীর বলিহারি তায়।
কেমন সে জন পরে কন উপমায়॥

শিরে দু-মণের ভার-বোঝারী যেমন।
পথি মধ্যে আড়ে আড়ে করে নিরীক্ষণ॥
যায় বর সজ্জীভূত বিবাহের তরে।
সমারোহে বাদ্যভাণ্ডঘটাসহকারে॥
বিশেষ বীরত্ব শক্তি না থাকিলে গায়।
কেহ না করিতে পারে দু-কূল বজায়॥
এ হেন সংসারী জনে অনাসক্ত রীত।
পাঁকাল মাছের মত বুঝিবা নিশ্চিত॥
অবিরত রহে মাছ পুকুরের পাঁকে।
গায়ে নাহি লাগে পাঁক পরিষ্কার থাকে॥
অনাসক্ত হইবার যাহার বাসনা।
তাহাতে উপায় বিধি সাধন ভজনা॥
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে।
জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে॥
নির্জ্জনে আকুল প্রাণে করিবে প্রার্থনা।
পাইলে ভকতি তবে পূরিবে কামনা॥
জ্ঞানভক্তি-লাভ অগ্রে পশ্চাতে সংসার।
যাহাতে আটক রাখে বন্ধন মায়ার॥
যে জ্ঞানে জীবন্মুক্ত আছিলা জনক।
কঠোর সাধনা সেই জ্ঞানের জনক॥
সাধকে দুঃসাধ্য এবে কঠোর সাধনা।
ক্ষীণ মন বিঘ্ন বাধা পথে দেয় হানা॥
সে হেতু ভক্তির পথ সুপ্রশস্ততর।
যে পথে সহজে লভ্য পরম ঈশ্বর॥
বহু পূর্ব্বকার প্রশ্ন উঠিল আবার।
ঈশ্বর সাকার কিবা তিনি নিরাকার॥
প্রভুর উত্তর তিনি দুই অবস্থায়।
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায়॥
কাঁচা মনে এই তত্ত্বে প্রবেশিতে নারে।
যে করে ঈশ্বরচিন্তা সে বুঝিতে পারে॥
ধনবিদ্যাহেতু হৃদে অহঙ্কার যার।
ঈশ্বরদর্শন তার নহে হইবার॥
রাবণের রজোগুণ কুম্ভকর্ণ তমে।
বিভীষণ সত্ত্বগুণী লিখিত পুরাণে॥

এইবারে বলিলেন মহেন্দ্র ডাক্তার।
ইন্দ্রিয়সংযম করা কঠিন ব্যাপার॥
তাহার উত্তরে কন বিশ্বগুরু রায়।
যদি কেহ ঈশ্বরের কৃপাকণা পায়॥
কিংবা যদি পায় কেহ দরশন তাঁর।
অথবা সাক্ষাৎকার যদ্যপি আত্মার॥
তখন এ ষড়রিপু মৃতের মতন।
বিষহীন বীর্য্যহীন যেন ভুজঙ্গম॥
বুদ্ধিহারা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এখানে
শ্রীপ্রভুদেবের ভক্তিতত্ত্বের বাখানে॥
ডাক্তারের জ্ঞান অগ্রে ইন্দ্রির-সংযম।
পশ্চাতে সাধনে হয় ঈশ্বর-দর্শন॥
সেইহেতু বলিলেন প্রভু পরমেশে
ঈশ্বর কি লভ্য হন বিনা রিপুবশে॥
তবে বুঝাইতে প্রভু বৈজ্ঞানিকে কন॥
তুমি যাহা করিতেছ স্বতন্ত্র রকম॥
ইহাকে বিচার-পথ জ্ঞান-পথ বলে।
জ্ঞানমার্গী যারা তারা এই মতে চলে॥
তারা কহে চিত্তশুদ্ধি অগ্রে দরকার।
পশ্চাতে সাধনে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥
এ দিকে সহজে পুনঃ সেই বস্তু মিলে।
ভক্তি যদি হয় তাঁর চরণ-কমলে॥
ঈশ্বরের গুণগানে চিত্তে যদি রস।
আপনি ইন্দ্রিয় মরে রিপু হয় বশ॥
যেমন বাদুলে পোকা আলো-দরশনে।
থাকিতে না পারে আর অন্ধকার স্থানে
ভক্ত তেন রিপুবর্গ ইন্দ্রিয় সহিত।
ঝাঁপ দেয় রূপে তাঁর হইয়া মোহিত॥
বৈজ্ঞানিক এইখানে কন আর বার।
যদ্যপি পুড়িয়া মরে তাহাও স্বীকার॥
বিধিমতে বুঝাইতে প্রভুর বচন।
ভক্তে নাহি হয় দগ্ধ পোকার মতন॥
যে আলোতে পোকা পড়ে দাহ্য গুণ তায়
কাজেই পড়িলে পোকা জীবন হারায়॥

পূর্ণব্রহ্ম সেই রাম কৌশল্যা-নন্দনে।
স্বীকার করে না কাক প্রথমে প্রথমে॥
পরে যবে নানালোক করিয়া ভ্রমণ।
সর্ব্ব ঠাঁই সেই রাম কৈল দরশন॥
তখন চৈতন্যোদয় চূর্ণ অহঙ্কার।
বুঝিতে পারিল রামে রাম অবতার॥
দেখিতে কেবলমাত্র নর-কলেবর।
কিন্তু গোটা সৃষ্টি তাঁর উদর-ভিতর॥
ডাক্তারের প্রতি প্রভু এইখানে কন।
স্বরাট-বিরাটরূপে সেই এক জন॥
নিত্য যাঁর লীলা তাঁর একের খেলায়।
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায়॥
সৃষ্টির ঈশ্বর মায়াধীশ ভগবান।
সকল সম্ভবে তাঁয় সর্ব্বশক্তিমান॥
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মোরা সবে বলিতে কি পারি।
আসিতে নারেন হরি নররূপ ধরি॥
ঈশ্বরের কার্য্যাবলী বুদ্ধ্যাদির পার।
ধারণা না হয় শিরে নহে বুঝিবার॥
সেহেতু ঈশ্বরলাভে উপায় সম্বল।
সাধু মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল॥
সরলতা বিনা তাঁরে বিশ্বাস না হয়।
বিষয়-বুদ্ধিতে বহু সন্দেহ উদয়॥
সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই অতি প্রয়োজন।
বৈদ্যের প্রকৃতি ধরে সাধু মহাজন॥
ভবরোগ-বিনাশনে জানে মহৌষধি।
সমারোগ্য করিবারে বিষয়ীর ব্যাধি॥
মহেন্দ্র মাষ্টার নামে প্রভুভক্ত যিনি।
যতখানি জমি তাঁর বুদ্ধি ততখানি॥
আট চাল ভাবিয়া চালেন এক চাল।
মানুষে সহজে তাঁর না পায় নাগাল॥
জন্ম গুঁয়াইলে কাছে নাহি যায় চেনা।
লীলা-দরশনে শক্তিযুক্ত এক জনা॥
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিকে মাষ্টার হেথায়।
নিরখিয়া বিমোহিত প্রভুর কথায়॥

তাই মৃদুস্বরে তাঁরে কহেন তখন।
এখানে প্রহরাতীত হইল এখন॥
আরো বহু আছে রোগী আপনার হাতে।
কখন যাবেন তবে তা সবে দেখিতে॥
আনন্দে মগন মন ডাক্তার কহিল।
পাইয়া পরমহংস সব মাটি হল॥
হাসিতে লাগিল সবে শুনিয়া বচন।
সুমধুর লীলা-গীতি শুন তুমি মন॥
তদুত্তরে ডাক্তারের প্রতি কন রায়।
আছে এক নদী কর্ম্মনাশা বলে তায়॥
তার জলে ডুব দিলে যাবতীয় কর্ম্ম।
সকল বিনষ্ট হয় হেন তার ধর্ম্ম॥
প্রভুর বচন যেন সুধার আসার।
শুনি ভক্তগণে তবে কহেন ডাক্তার॥
অন্তরে অতুলানন্দ নাহি যার টের।
মোরে ভাবিও না পর আমি তোমাদের॥
পরিশেষে বৈজ্ঞানিকে কন পরমেশ।
অমৃত তোমার ছেলে ছেলেটিও বেশ॥
অবতারবাদে কিন্তু বিপরীত কয়।
তাহে কোন ক্ষতি কিংবা হানি নাহি হয়॥
সাকার কি নিরাকারে যার যাহে মন।
বিশ্বাস শরণাগত এই প্রয়োজন॥
পুত্রের খিয়াতি শুনি ডাক্তার কহিলা।
অমৃত আমার পুত্র তোমারি ত চেলা॥
তদুত্তরে বলিলেন জগত-গোঁসাই।
জগতে আমার চেলা কোন শালা নাই॥
আমি চেলা সকলের তলে সবাকার।
সকলে তাঁহার দাস আমিও তাঁহার॥
সবে ঈশ্বরের ছেলে মুই একজন।
গুরু মাত্র ভগবান অন্য কেহ নন॥
অভিমানশূন্য প্রভু জীবের শিক্ষায়।
শুন মহালীলা গাই মায়ের আজ্ঞায়॥
তাহার সঙ্গেতে ভক্তদের আশীর্ব্বাদ।
প্রত্যেকের পদ-রেণু পরম প্রসাদ॥

বশিষ্ঠদেবের মত হেন জ্ঞানী জন।
অধীর পুত্রের শোকে করেন রোদন॥
তদুত্তরে লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম।
জ্ঞান আছে যেথা আছে সেখানে অজ্ঞান॥
জ্ঞানাজ্ঞান পাপ পুণ্য ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম।
শুচি কি অশুচি এই যাবতীয় কর্ম্ম॥
সকলের পারে পাবে সেই ভগবান।
এত বলি পিক-কণ্ঠে ধরিলেন গান॥

গীত

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে বসে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ কালীসিন্ধুনীরে ডুবাইবি॥
শুচি-অশুচিরে ল'য়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা-মাকে পাবি॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজা তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থুবি।
তাদের জ্ঞানখড়্গে বলি দিয়া উভয়ে কৈবল্য দিবি॥
অহংকার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈয্যখুঁটা ধ'রে র'বি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে তবে কালের কাছে
জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥

হেনকালে কোন জন জিজ্ঞাসে প্রভুকে।
দুটি কাঁটা-তিয়াগের পর কিবা থাকে॥
জ্ঞানাজ্ঞান-পরিহারে পরের খবর।
"নিত্যশুদ্ধবোধরূপ" প্রভুর উত্তর॥
তাহার স্বরূপ কথা বলিবার নয়।
সেই বস্তু একমাত্র তার পরিচয়॥
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া কি রমণ।
অবক্তব্য কথা ইহা না যায় বর্ণন॥
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য প্রভু পুনঃ কন।
জ্ঞান জন্মে অহংকার হইলে নিধন॥

অজ্ঞানেতে আমি ও আমার লোকে কয়।
তুমি ও তোমার-বোধে জ্ঞানের উদয়॥
সর্ব্বেশ্বর ভগবান অন্য কেহ নন।
আপনে অকর্ত্তাবোধ জ্ঞানের লক্ষণ॥
পুস্তকাধ্যয়নে ভারি বাড়ে অহংকার।
তৃণবৎ তুচ্ছ দেখে জগৎ-সংসার॥
ভক্তিকে বুঝিয়া সার এঁটে ধর খুঁটি।
তিয়াগিয়া কূট তর্ক আন্ কুটিনাটি॥
পাপ পুণ্য আছে কিনা কাহে কিবা রয়।
কে করে করায় কর্ম্ম কাহে কিবা হয়॥
ঈশ্বরে বৈষম্য-দোষ এই যাবতীয়।
কথার প্রসঙ্গে কিছু নাহি হয় শ্রেয়ঃ॥
একমাত্র সার বস্তু ভক্তি পরাধন।
ঈশ্বরে প্রার্থনা কর ভক্তির কারণ॥
খাইয়া শূকরমাংস ঈশ্বর-চরণে।
ভক্তি যদি হয় তাও শ্রেয়ঃ লক্ষগুণে॥
হবিষ্য করিয়া যদি আসক্তি সংসারে।
সে নহে মানুষ বলি নরাধম তারে॥
বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি।
সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি॥
এত কাল সম্ভোগিলে বহু পরিমাণ।
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান॥
এইবার দাও মন ঈশ্বর-চরণে।
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে॥
কিছুক্ষণ পরেতে ডাক্তার ভাগ্যবান।
বিদায় লইয়া তবে কৈলা গাত্রোত্থান॥
হেনকালে দরশন দিলেন গিরিশ।
যাহে হৈল হরিষের উপরে হরিষ॥
প্রভুর চরণরেণু করিয়া গ্রহণ।
উপবিষ্ট হইলেন হরষিত মন॥
ডাক্তার প্রেমের ভরে সম্ভাষিয়া তাঁয়।
আসন গ্রহণ তেঁহ কৈলা পুনরায়॥
শ্রীপ্রভুর পদরজ লইতে দেখিয়া।
ডাক্তার গিরিশে কন উপদেশ দিয়া॥

ডাক্তারকে ভাবের বাজার-প্রদর্শন ও শ্রীপ্রভুর কালীপূজা

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ রায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

বড়ই সুমিষ্ট রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত।
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন শুনিলে মোহিত ॥
বিমল পবিত্র চিত চৈতন্য সঞ্চার।
লীলা-দরশন যদি ভাগ্যে ঘটে কার ॥
কেমন ঠাকুর কিবা সহচরগণ।
অপরূপ প্রকৃতির বিচিত্র ধরন ॥
সহজেই বুঝা যায় দেখিলে চরিত।
সর্ব্ব-অংশে মানুষের ঠিক বিপরীত ॥
অনায়াসে প্রণিধানে হইবে সক্ষম।
এক মনে মহালীলা করিলে শ্রবণ ॥
বিজয় গোস্বামী যিনি ব্রাহ্মদের দলে।
জনম গৌরাঙ্গভক্ত অদ্বৈতের কুলে ॥
মিলন প্রভুর সঙ্গে বহুকালাবধি
এখন নাহিক আর নিরাকারবাদী ॥
কেশবের মত এবে পিরীতি সাকারে।
কালী-কৃষ্ণ-রাম-নামে দু-নয়ন ঝরে ॥
কোথায় বিজয় ছিল এখন কোথায়।
একমাত্র বিশ্বগুরু প্রভুর কৃপায় ॥
কার কোন্ পথ কিসে কাহার আরাম।
সব জ্ঞাত প্রভু তাই বিশ্বগুরু নাম ॥
প্রভুর মতন নেতা ঈশ্বরের পথে।
জানি নাই শুনি নাই কোথা কে জগতে ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বিজয় এখন।
নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
উপনীত এবে তেঁহ সহর ভিতরে।
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে ॥
প্রভুর সাজান ঘর অপূর্ব্ব ভাণ্ডার।
অমূল্য মাণিক এক এক ভক্ত তাঁর ॥
জ্বলিতেছে সারি সারি বিজলিয়া ঠাঁই।
তার মধ্যে জগচ্চন্দ্র জগৎ-গোঁসাই ॥
বিজয়ে বেজায় কৃপা প্রভুর আমার।
সে হেতু ঈশ্বর-পথে উচ্চাবস্থা তাঁর ॥
প্রভুর শ্রীপদমূলে বিজয় আসিয়া।
চরণবন্দনা কৈল ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
বিজয়ে দেখিয়া চিত্তে হয়ে মহাপ্রীতি।
সম্ভাষিয়ে বলিলেন অন্যান্যেব প্রতি ॥
সুন্দর-অবস্থাগত বিজয় এখন।
দেখিলে সহজে যায় বুঝা বিলক্ষণ ॥
ঘাড় ও কপাল দৃষ্টে বেশ যায় জানা।
অবস্থা পরমহংসের হয়েছে কি না ॥
পরে প্রভু বলিলেন ঈশ্বরের ঘর।
বিজয়ের হইয়াছে নয়নগোচর ॥
কাশ্মীরাধিপতির যেমন নিকেতন।
পর্ব্বতান্তরালে দূরে হয় দরশন ॥
শ্রীমহিম চক্রবর্ত্তী কহিলা বিজয়ে।
আসিলেন নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটিয়ে ॥
কোথায় কি দরশন হৈল আপনার।
শুনিব বলুন যাবতীয় সমাচার ॥

পাইবে বিমল আঁখি বুঝিবে নিশ্চিত।
ভক্তিভরে শুনে চল মহালীলাগীত॥
বিজ্ঞানশাস্ত্রের পাঠে বুঝেন ডাক্তার।
সমাধি কি মহাভাব মাথার বিকার॥
এই ভ্রম বিনাশনে কি করিলা রায়।
শুন সুমধুর লীলা অকিঞ্চন গায়॥
সঙ্গীত-শ্রবণপ্রিয় ডাক্তার এখন।
বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রে কন॥
কখন শুনাবে গীত গাও এইবারে।
শুনিতে তোমার গান ইচ্ছা বড় করে॥
বিশাল নয়নে ভাতিযুক্ত ভক্তবর।
পরম সুঠাম মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
শ্রীপ্রভুর প্রাণাধিক নরেন্দ্র তখন।
কাছে ছিল তানপুরা করিলা ধারণ।
করে ধরা তানপুরা দৃশ্য মনোহর।
পরম সন্ন্যাসী যেন বাল-মহেশ্বর॥
তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাব উদাসীন।
ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রাণমন লীন॥
ঝঙ্কারিলা চারি তার একতানে তেজে।
মৃদঙ্গ তাহার সঙ্গে ঘনঘন বাজে॥
উঠিলা বিচিত্র ধারা ভবনে এখন।
স্তব্ধীভূত একত্রিত দর্শকের গণ॥
উদিল বিচিত্র ভাব চিত্তে সবাকার।
প্রাণ-মণ-ইন্দ্রিয়াদি সবে একাকার॥
সংসার সবার ভুল কিছু নাই মনে।
খালি লুব্ধ শ্রুতিমুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে॥
গীত আরম্ভের পূর্ব্বে সকলে মোহিত।
পশ্চাতে মধুরকণ্ঠে ধরিলেন গীত॥

গীত

সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বরিষে অমৃতধারা, জুড়ায় শ্রবণ হে।
এক তব নাম ধন অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমিষে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে।
হৃদয় মধুময় তব নামগানে,
হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।

সঙ্গীত শুনার আগে যার যাহা ছিল।
এখন শুনিয়া গীত তাও তার গেল॥
শ্রোতাদের ভাব দেখি নরেন্দ্র আবার।
ধরিলেন অন্য গীত সুধার আসার॥

গীত

আমায় দে মা পাগল ক'রে
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার ও প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা
ওম ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে
কেহ নাচে আনন্দের ভরে,
ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য তাঁরা প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য
কবে আমি হব মা ধন্য মিশে তাঁর ভিতরে॥

গীতের ভিতরে প্রভু কি করিলা কল।
শুনিয়া উন্মত্ত সবে যেমন পাগল॥
পাণ্ডিত্যাভিমানী যিনি পাণ্ডিত্যাহংকার।
এক দিকে তিয়াগিয়ে করেন চীৎকার॥
দিগাদিগজ্ঞানশূন্য আকুল হইয়া।
"বিচারে কি কাজ দে মা পাগল করিয়া"॥
বিজয় দণ্ডায়মান সকলের আগে।
প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত ভাবের আবেগে॥
পরে প্রভু দাঁড়াইলা ভাবের গোঁসাই।
কঠিন বিয়াধি অঙ্গে কিছু মনে নাই।
আপনে আপন ভাবে মহা নিমগন।
ডাক্তারেরো হুঁস নাই প্রভুর যেমন॥
এদিকে দক্ষিণ কক্ষে বুকে হাত দিয়া।
ভাবে সমাধিস্থ লাটু আছে দাঁড়াইয়া॥
তার পাশে মণিগুপ্ত বালক বয়েস।
গৌরবর্ণ লম্বা লম্বা সুচিকণ কেশ॥
হাতে ধরা জপমালা বামে হেলা শির।
পুত্তলিকা মত অঙ্গ ভাব সুগভীর॥
ডাক্তারের সন্নিকটে পূরব অঞ্চলে।
ভক্ত ছোট-নরেন্দ্র গিয়াছে বাহ্য ভুলে॥

স্বভাব ছাড়িতে নারে গাঁজা মদ খায়।
গুরুর মতন কিন্তু ভক্তি করে রায়॥
অদ্যাবধি সেই ধারা দিনে দিনে বাড়ে।
প্রভুর মূরতি রাখে মঞ্চের ভিতরে॥
বিশেষতঃ সাজঘরে সাজে যেইখানে।
সাজঘর অতিশয় গোপনীয় স্থানে॥
রঙ্গ দিনে পরিপাটি ফুলের মালায়।
শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর সাজায়॥
যতবার রঙ্গ স্থানে করে আগমন।
বাহির না হয় বিনা চরণবন্দন॥
শুনি এবে অভিনেত্রী অনেকের ঘরে।
প্রভুর মূরতি আছে পূজা সেবা করে॥
গিরিশে রাখিয়া মঞ্চে প্রভুর মহিমা।
বেশ্যা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা॥
শ্রীগিরিশে গুরুতুল্য সকলেই মানে।
রঙ্গমঞ্চ মধ্যে যেবা যে আছে যেখানে॥
বারে বারে গিরিশ বলিল শ্রীচরণে।
কত দিন রব বেশ্যা-লম্পটের সনে॥
ভগবান রাখ মোরে সবায় এবারে।
না হয় অধিক দিন বৎসরের তরে॥
উত্তরে কাহলা তাঁরে অখিলের রাজ।
থাক তুমি রঙ্গালয়ে বহু হবে কাজ॥
বেশ্যা কি লম্পট প্রভুপদে ভক্তি যার।
তে সবায় করি কোটি কোটি নমস্কার॥
বিষয়ীরে ঘৃণা নাই তিলেকের তরে।
দরশন দিলা প্রভু গিয়া ঘরে ঘরে॥
করুণাবতার প্রভু সকলে করুণা।
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা কারে নাই ঘৃণা॥
সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে।
সেই সে আসিয়া যুটে প্রভুর সদনে॥
শুন এক শ্রীপ্রভুর মহিমা বাখান।
এক দিন তৃতীয় প্রহর দিনমান॥
আসিয়া যুটিল এক ত্যাগী যোগিবর।
শ্যামল বরণ চক্ষু ডাগর ডাগর॥
কোট পেণ্টুলন পরা টুপি আছে শিরে।
চাপ দাড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে॥
ভিতরে কৌপীন তাঁর বাসে আচ্ছাদন।
বাহিকে দেখিতে এক বাবুর মতন॥
স্বভাবে চরিতে কিন্তু যোগীর আচার।
উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর॥
পিতামহ খৃষ্টিয়ান জন্ম সেই কুলে।
মূলে কিন্তু কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে॥
মিশ্রের আচারে এক অপরূপ রীত।
না হিন্দু না খৃষ্টিয়ান অপূর্ব্ব চরিত॥
জীবে দয়া জিতেন্দ্রিয় নাহি হিংসা দ্বেষ।
মারিলে চাপড় গালে হেসে করে শেষ॥
জান্তব আহার নাই হিংসা হয় জীবে।
প্রাণিমাত্রে পীড়া দিতে মৃত্যুতুল্য ভাবে।
যদ্যপি অপরে তারে খেতে দেয় বিষ।
রাজায় কি ভগবানে করে না নালিশ॥
জাতির বিচার নাই যার তার খায়।
পরমা সুন্দরী দারা নিরাসক্ত তায়॥
যাহা না হইলে নয় তাহার কারণ।
দিলে কেহ টাকাকড়ি করেন গ্রহণ॥
অধিক পাইলে পরে কিনিয়া ঔষধি।
সযতনে দুঃখীদের দূর করে ব্যাধি॥
সাধন-ভজন-প্রিয় যোগপরায়ণ।
ভালবাসে গিরিগুহা বিজন কানন॥
ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-দরশনে।
এই আশে যোগাশ্রয় উদ্দেশ্য জীবনে॥
একবার গিরিগুহে ধিয়ানে মগন।
দেখিতে পাইল কিবা শুন বিবরণ॥
অপরূপ কলনাদী তটিনীর কূলে।
সুন্দর বাগান এক পরিপূর্ণ ফুলে॥
তার পাশে সমাধিস্থ সুন্দর চেহারা।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি নয় পঞ্চভূতে গড়া॥
হৃদয় অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
আর না দেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে॥

সময়ানুক্রমে এবে আসিয়া সহরে।
শুনিল প্রভুর নাম লোক-পরম্পরে॥
দরশ-পিয়াসে আজি হাজির হেথায়।
এখানে করিলা কিবা শুন প্রভুরায়॥
আগন্তুক শ্রীগোচরে আসিবার আগে।
প্রভু বলিলেন আমি যাব মলত্যাগে॥
এত বলি প্রবেশিলা পাইখানা ঘর।
ভাবে দেখিলেন এক আসে যোগিবর॥
মহাবীর বলবান বলিষ্ঠ আকার।
কোমরেতে বাঁধা আছে পাঁচ হেতিয়ার॥
আগাগোড়া হৈল জ্ঞাত যত বিবরণ।
নব অভ্যাগত কেবা অনুরাগী জন॥
দ্বিতলে এখানে যেথা প্রভুর আসন।
উপনীত হয়ে মিশ্র দিল দরশন॥
ভক্তগণ দিলা তাঁরে বসিবারে ঠাঁই।
ফিরিলেন হেনকালে জগৎ-গোঁসাই॥
যোগিবরে প্রভুরায় করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইলা মগন॥
অনিমিষ-আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়।
ধ্যানে দেখা সেই মূর্ত্তি এই প্রভুরায়॥
আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমাকে।
চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাঁকে॥
না হয় বিশ্বাস তোর মোর কিবা ক্ষতি।
মুই জানি প্রভু মোর অখিলের পতি॥
ত্রাতা পাতা নেতা পথে হৃদয়বিহারী।
সংসার-জলধি-জলে পারের কাণ্ডারী॥
রতন মাণিক মম প্রাণ বুদ্ধি বল।
সম্পদ-বিপদ-সখা সহায় সম্বল॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয়॥
হউন শ্রীপ্রভুদেব পূজারী-ব্রাহ্মণ।
পরগৃহে বাস কিংবা পরান্নে পালন॥
না হয় হউন তিনি নিরক্ষর-বেশ।
অরূপ অগুণ কিংবা উন্মত্ত অশেষ॥
না হয় হউন পঞ্চভূতদেহধারী।
দীনহীন দুঃখাতুর অতি কদাচারী॥
ভূষণবসনহীন বালকের ন্যায়।
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর বেদনা গলায়॥
যত কিছু থাক তাঁয় না করি বিচার।
ভজিব পূজিব প্রভু ঠাকুর আমার॥
চাহ তুমি বেশ ভূষা ঐশ্বর্য্য দর্শন।
অঙ্গে কান্তি নবদূর্ব্বাদলের বরণ॥
রতন কুণ্ডল কানে লম্ববান বেণী।
বিজড়িত মুকুটেতে নানা রত্ন মণি॥
পদে পদে অশ্ব গজ রথ ধাবমান।
পৃষ্ঠদেশে তূণ হাতে ধরা ধনুর্ব্বাণ॥
কণক-বরণা বামে সীতাঠাকুরাণী।
হর ধনু-ভঙ্গলব্ধ জনক-নন্দিনী॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই রাম এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥
চাহ তুমি দেখিবারে শিরে শিখিপাখা।
শোভিত সুন্দর ভালে অলকা তিলকা॥
দুলু দুলু গজমতি অতুল নাসায়।
চন্দ্রিমা-কিরণ জিনি কৌস্তভ গলায়॥
নয়ন দুখানি বাঁকা আকর্ণ পূরিত।
নীল কলেবরখানি চন্দনে চর্চ্চিত॥
মনোহর পীতবাস জড়িত তড়িতে।
ভুবনমোহন বেণু ঠামে ধরা হাতে॥
শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
জগমনবিরঞ্জন নটবর শ্যাম॥
দুলে গলে বনমালা আপাদলম্বিত।
পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুশোভিত॥
কণক নূপুর পায় রুনু ঝুনু রব।
রকতকমল জিনি চরণ-সৌষ্ঠব॥
পায়ে পায়ে প্রস্ফুটিত কমল-আবলী।
মকরন্দগন্ধে ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই কৃষ্ণ এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥

চিকিৎসকে দেয় যেন সেবার বিধান।
সেইমত কালে কালে হয় সরঞ্জাম ॥
বিক্রম করিতে কিন্তু নাহি ছাড়ে ব্যাধি।
পরাভব হৈল সব পথ্যাদি ঔষধি ॥
ঔষধে আরোগ্য করা দেখিয়া বিফল।
ভক্তগণে অন্বেষণ করে দৈববল ॥
কভু সংযমেতে থাকে দিনের বেলায়।
মঙ্গলের হেতু ধ্যানে রজনী কাটায় ॥
একদিন প্রভুদেবে কহে সকলেতে।
আপুনি ত কথা কন মা-কালীর সাথে ॥
আপনারে জিজ্ঞাসিতে হইবে তাঁহারে।
অন্নাদি ভোজন যাহে প্রবেশে উদরে ॥
তদুত্তরে কহিলেন সর্ব্বেশ্বর রায়।
আঁট নাহি হবে মোটে আমার কথায় ॥
তথাপিহ মহা জেদ করে ভক্তগণে।
শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ না শুনিল কানে ॥
কিছুক্ষণ পরে তবে বলিলেন রায়।
আমি বলিলাম মাকে তোদের কথায় ॥
উত্তরে মা-কালী তবে কহিলা আমাকে।
আমার ভোজন হয় লক্ষ লক্ষ মুখে ॥
এক মুখে যদি আমি না করি ভোজন।
তাহে কিবা আছে ক্ষতি জেদ কি কারণ ॥
উত্তর শুনিয়া হেন সরমে পড়িনু।
আর তাঁরে কোন কথা বলিতে নারিনু ॥
ভক্তবর্গে দেখিলেই বিষন্ন আতুর।
মায়ায় ভুলায়ে দেন লীলার ঠাকুর ॥
করেন আপন মনে কর্ম্ম পরমেশ।
এবে প্রায় কার্ত্তিকের আধাআধি শেষ ॥
কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাঁহাতে ॥
পরিচয়ে লীলাকথা শুন এক মনে।
সংসারজলধিপার শ্রবণকীর্ত্তনে ॥
কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।
ডাকাইয়া মাষ্টারেরে কহিলেন রায় ॥
অমাবস্যা-যোগে কালীপূজা-প্রয়োজন।
যুক্তিযুক্ত লয় মনে কর আয়োজন ॥
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে।
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে ॥
তত্ত্বাবধায়ক কালী এখানে বাসায়।
প্রয়োজন যাহা হয় আনিয়া যোগায় ॥
প্রভুদেব আখ্যা তাঁর দিলা ম্যানেজার।
নরেন্দ্র দিলেন পরে দানা নাম তাঁর ॥
জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্য বিদিত হৈনু শাঁকচুন্নি নামে ॥
আনন্দেতে কালীপদ আটখানা হয়ে।
পূজার যোগাড় করে দিন পানে চেয়ে ॥
যথা নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যার বেলায়।
আলোকিত কৈলা বাড়ী দীপের মালায় ॥
হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥
ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপ দীপ ফুল ॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী ॥
কোচলা গামছা এক করি পরিধান।
গৃহিণীর ভক্তি এত না যায় বাখান ॥
দুইটি মোমের বাতি দিলা দুই পাশে।
আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥
পরিপূর্ণ গোটা ঘর অন্তরঙ্গগণে।
অনিমিখে চেয়ে সবে শ্রীপ্রভুর পানে ॥
এইখানে এক কথা শুন তুমি মন।
এতগুলি মহাভক্ত বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥
কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে।
ঘট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥

কাশীপুরে স্থানপরিবর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ-বাছাই

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

প্রভুর প্রকৃতিখানি বিচিত্র প্রকার।
নিয়ম বিধান শাস্ত্র সকলের পার ॥
সীমাতীত বিধাতার কার্য্যে কি শরীরে।
আগাগোড়া লীলাগীতি সাক্ষ্য দান করে॥
নরদেহে বিগ্রহের ইহাই লক্ষণ।
যে দেহে ধাতার নাই মাত্র পরশন ॥
শ্রীপ্রভুর তনুখানি যে যে উপাদানে।
সৃষ্টিছাড়া সে সকল ধাতাও না জানে ॥
ব্যাধি-বিনাশনে বিধি লাগাল না পায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পুনঃ বেদনা গলায় ॥
উদরে না যায় ভোজ্য ক্ষীণ অঙ্গখানি।
এইবার স্বরভঙ্গ কষ্টে সরে বাণী ॥
যে কণ্ঠের স্বর শুনে বীণার সরম।
সেই স্বর এইবারে কৈল পলায়ন ॥
সশঙ্কিত চিত এবে ডাক্তার প্রধান।
স্থান-পরিবর্ত্তনের দিলেন বিধান ॥
যে যা বলে তাই করে অন্তরঙ্গগণে।
সত্বর চলিল রাম বাড়ী-অন্বেষণে ॥
তিয়াগিয়া কর্ম্ম-কাজ চারিদিকে ধায়।
মনের মতন বাড়ী কোথাও না পায় ॥
ক্লান্ত-কলেবর তেঁহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
কোথা যাই কোথা যাই ভাবেন বসিয়া ॥
হেনকালে মনে মনে হৈল সমুদিত।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব সকল বিদিত ॥
কোথায় বৈঠক হবে আছে তাঁর জানা।
জিজ্ঞাসা করিব তাঁয় মিছার ভাবনা ॥
এত ভাবি শ্রীগোচরে রাম ভক্তবর।
নিবেদিলা একে একে যতেক খবর ॥
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা কৈলা কাকুতি করিয়া।
কোন্ দিকে পাব বাড়ী দেন দেখাইয়া ॥
শুনিয়া রামের কথা শ্রীমুখেতে হাস।
যেখানে মিলিবে বাড়ী দিলেন আভাস ॥
শ্রীপ্রভুর প্রদর্শিত দিক্ অনুসারে।
উপনীত রামচন্দ্র হৈলা কাশীপুরে ॥
মহিমের কাছে রাম পাইলা সন্ধান।
সন্নিকটে আছে এক বিরাট বাগান ॥
সুন্দর দ্বিতল বাড়ী তাহার ভিতরে।
ফুলের ফলের গাছ বহু চারিধারে ॥
সুন্দর সরসীদ্বয় শানে বাঁধা ঘাট।
শোভমান পুষ্পোদ্যানে মাঝে মাঝে বাট ॥
কোম্পানীর বড় পথ বাগানের পাশে।
চারি কুড়ি টাকা ভাড়া ধার্য্য মাসে মাসে ॥
বাগানের অধিকার যে দিনে হইল।
সেই দিনে শ্রীপ্রভুর বৈঠক উঠিল।
ভারি খুসি হৈলা রায় দেখিয়া বাগান।
ভক্তসঙ্গে চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়ান ॥
পাছু পাছু আসিলেন মাতাঠাকুরাণী।
স্বতন্ত্র মহলে বাসা লইলেন তিনি ॥
ভক্ত মা সঙ্গেতে আছে ছায়ার মতন।
দোঁহাকার পাদপদ্মে মগ্ন যাঁর মন ॥
প্রভু আর মায়ে ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
কুল-শীল জলাঞ্জলি যাদের কারণে ॥

এক পাশে পাকশালা বেড়ায় আটক।
মায়ের মহল পূর্ব্বে রহিল পৃথক॥
এখানে দ্বিতলভাগে প্রভুর আসন।
তার নিম্নতলে রহে অন্তরঙ্গগণ॥
মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন এইখানে।
চিকিৎসায় শ্রীপ্রভুর ঔষধ-বিধানে॥
দিনে দিনে কমে পীড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি।
ভক্তবর্গে ডাক্তাব সহিত পান প্রীতি॥
পূর্ব্বাপেক্ষা অঙ্গে হৈল বলেব সঞ্চার।
উদ্যানে নামিয়া নীচে করেন বিহার॥
অবিরত আনন্দের উচ্চরোল উঠে।
গীত-বাদ্যে গোটা বাড়ী যেন পড়ে ফেটে॥
এক এক দিন রঙ্গ যতেক ঘটনা।
লিখিলেও জন্ম জন্ম না যায় বর্ণনা॥
এ সময়ে শ্রীপ্রভুর সেবার কারণ।
গৃহত্যাগ একেবারে কৈলা কয় জন॥
নরেন্দ্র রাখাল কালী নিত্যনিরঞ্জন।
যোগীন শরৎ শশী এ তিন ব্রাহ্মণ॥
ভক্ত বসু বলরাম শ্যালক তাঁহার।
মহাভক্ত বাবুরাম বয়েসে কুমার॥
মুরব্বি গোপাল যাঁর সিঁতিগ্রামে ঘর।
লাটু নহে এ দেশীয় আছে বরাবর॥
তারক ঘোষাল তেঁহ ছিলা অন্য স্থানে।
এইখানে মিলিলেন ইঁহাদের সনে॥
তিয়াগিয়া ঘরবাড়ী এক টানে থাকে।
কানেও না শুনে যত আত্মীয়েরা ডাকে॥
শ্রীপদে অটল রাগ দেখি হৃদিবাস।
অন্তরে ঢালিয়া দিলা অপার বিশ্বাস॥
দিবস বিশেষে আজ্ঞা কখন কাহারে।
এখানে আসিয়া হেথা দক্ষিণসহরে॥
পঞ্চবটমূলেতে রচিয়া যোগাসন।
করিবারে ধ্যান জপ সাধন-ভজন॥
তপাচারে জোর আজ্ঞা নরেন্দ্রের প্রতি।
বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গে যাঁর অপার শকতি॥

মধুর ভারতী কহি শুন এক মনে।
কিবা প্রভু কিবা তাঁর অন্তরঙ্গগণে॥
প্রভুদেব নিজে পূর্ণব্রহ্মসনাতন।
তাঁর শক্তি-অংশ যত অবতারগণ॥
অবতারদিগের প্রভুর অঙ্গে ধাম।
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর অবতরী নাম॥
অবতরী মানে যাঁর আবির্ভাব-কালে।
অন্তরঙ্গ-বেশে আসে অবতার-দলে॥
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এই অবতারগণ।
ঈশ্বর-কোটির তাঁরা প্রভুর বচন॥
কোন্ কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বর-কোটির।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির॥
নিরঞ্জন বাবুরাম ছোট শ্রীনরেন্দ্র।
শ্রীরাখাল শ্রীযোগীন আর পূর্ণচন্দ্র॥
বরাহনগরে বাড়ী ভবনাথ আর।
শ্রীতারক বেলঘোরিয়ায় ঘর যাঁর॥
প্রায় সবে কৃতদার হইলা ইঁহাবা।
নিরঞ্জন বাবুরাম এই দুই ছাড়া॥
যোগীনের নামে বিয়া বিয়ায় অসুখ।
রমণীর কোনকালে দেখিলা না মুখ॥
প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।
ঈশ্বর-কোটিব থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর॥
বলিতেন প্রভুদেব অখিলবিহারী।
একাকী নরেন্দ্রনাথ জ্ঞানে অধিকারী॥
জ্ঞানী যিনি জ্ঞানে যাঁর আছে অধিকার।
জগত জগদীশ্বর সে দুয়ের পার।
মায়ার রাজ্যের মধ্যে এ দুয়ের গতি।
মায়ার উপরে কিন্তু গিয়ানীর স্থিতি॥
মায়ার সঙ্গেতে জ্ঞানী সম্বন্ধ না রাখে।
সেইহেতু জ্ঞানী যিনি অখণ্ডের থাকে॥
অখণ্ড শ্রেণীর লোক নরেন্দ্র বিদিত।
ভুবনমোহিনী মায়া তাহার অতীত॥
মায়ার অতীত বস্তু হন যেই জন।
তাঁহারে ভুলাতে নারে কামিনী-কাঞ্চন॥

মায়ার অন্তরগত বস্তু যাবতীয়।
জ্ঞানীতে সে সবে দেখে অতিশয় হেয়॥
আগাগোড়া দেখিতেছি কায়বাক্যমনে।
নরেন্দ্রের ভারি ঘৃণা কামিনী-কাঞ্চনে॥
অর্থের অভাবে কষ্ট পান নিরন্তর।
ভবনেতে অল্পবয়ঃ সোদরা সোদর॥
নিজে জ্যেষ্ঠ যোগ্য তায় অর্থ-উপার্জ্জনে।
তথাপি না হয় মন সংসার-সেবনে॥
প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর।
বিবেক-বৈরাগ্য কিসে হইবে প্রখর॥
নিরন্তর প্রীতিকর তপ যোগ যাগ।
সংসারের কর্ম্মকাণ্ডে অতি বীতরাগ॥
অনুরাগ একমাত্র ব্রহ্মনিরাকারে।
অরূপ অগুণ যিনি মায়ার ওপারে॥
প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁর তাই প্রভুরায়।
ধ্যানে তপে জোর আজ্ঞা করিলেন তাঁয়॥
শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামত করিয়া সাধন।
হইত না নরেন্দ্রের পরিতৃপ্ত মন॥
আবেদন শ্রীগোচরে হইত কেবল।
বলিলেন যেমন কৈনু কি হৈল ফল॥
তদুত্তরে বলিতেন লীলার ঈশ্বর।
মুই কৈনু ষোল-আনা তুই সিকি কর॥
খানদানি চাষা যার চাসে গুজরাণ।
দশ বর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি পায় ধান॥
তথাপিহ কৃষিকর্ম্ম ছাড়িতে না পারে।
তুনো বলে দেয় হাল মাটি কাঁপে ডরে॥
যদ্যপিহ নাহি পায় হাতে হাতে ফল।
সময়ে সফল কর্ম্ম মিলিবে ফসল॥
ত্যাগিবর যোগিবর সাধকপ্রধান।
স্বভাবে সাধনা-প্রিয় বীর বলবান॥
অঙ্গভূষা শ্রীপ্রভুর নরেন্দ্র এখানে।
গোটা রাতি ধুনী-পাশে রহেন ধিয়ানে॥
ভস্মমাখা গোটা অঙ্গে কৌপীনধারণ।
পাতা আছে বাঘছাল যাহাতে আসন॥

নিত্যনিরঞ্জন কালী শরৎ ও যোগীন।
সকলেই নরেন্দ্রের আজ্ঞার অধীন॥
মনে প্রাণে মাখামাখি ভাব পরস্পরে।
প্রত্যেকেই ঠাঁই ঠাঁই তপ ধ্যান করে॥
সাধনভজনে সাধ নাহিক শরীর।
কিবা রাত্রি কিবা দিন সেবায় হাজির॥
সুস্থাবস্থা শ্রীপ্রভুর করি দরশন।
সোৎসাহে সকলে করে সাধন-ভজন॥
পুলকিত অতিশয় মহেন্দ্র ডাক্তার।
ভাবিলা সম্যকারোগ্য শ্রীপ্রভু এবার॥
অন্তরে ভরসা আশা গৃহী ভক্তগণে।
যোগায় সকল ব্যয় সেবার কারণে॥
সংসারী বিষয়কর্ম্মে রহে নিরন্তর।
প্রভু-দরশনে আসে যবে অবসর॥
বিশেষতঃ রবিবারে সবার মেলানি।
নৃত্য-গীত রঙ্গ-রস কতই না জানি॥
মাসাধিক কাল প্রায় এমতে কাটিল।
ইংরাজের নববর্ষ এখন পড়িল॥
আঠার শ ছিয়াশির শাল গণনায়।
বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায়॥
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে।
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে॥
প্রভুর বিচিত্র কার্য্য যেন তাঁর দেহ।
হাটেতে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি জানিল না কেহ॥
বিশাল জাহাজ যবে জলে চলে যায়।
তিল বিন্দু সাড়া-শব্দ নাহি রহে তায়॥
তেমতি প্রভুর খেলা হাঁকডাক নাই।
গুপ্তবেশে মহালীলা করিলা গোঁসাই॥
নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ॥

সেই সে বাগান যার প্রতি ঠাঁই জানা।
খেজুর গাছের আজি না পান ঠিকানা॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে ক্লান্ত-কলেবর।
পশ্চাতে বুঝিল ইহা প্রভুর রগড়॥
পীড়াতেও নাহি ক্ষান্ত রঙ্গ অবিরাম।
শুন রামকৃষ্ণলীলা প্রাণের আরাম॥
কাল-পাগলিনী যিনি বারনারী জেতে।
প্রভুকে ভজিতে চায় মধুর ভাবেতে॥
এবে তেঁহ উন্মাদিনী প্রভুর লাগিয়া।
উদ্যানের মধ্যে আসে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
আশা মনে একমাত্র প্রভুদরশন।
তাড়া করে লাঠি হাতে নিত্যনিরঞ্জন॥
চরণ ছাঁদিয়া তাঁর কাল-পাগলিনী।
কাকুতি মিনতি করে লুটায়ে অবনী॥
কোনমতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে।
বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া ঝুঁটিতে॥
কোম্পানীর পথে দিলা করিয়া বাহির।
দাঁড়াইয়া রহে বহে দুনয়নে নীর॥
মরি কিবা অনুরাগ প্রভুর চরণে।
এ জনার পদরেণু ভিক্ষা করে দীনে॥
তখন অবজ্ঞা-ভাব করিয়া তাহারে।
জনমের মত খেদ রাখিনু অন্তরে॥
যে হোক সে হোক যার প্রভুপদে মতি।
সার্থক জীবন তাঁর চরণে প্রণতি॥
হোক বেশ্যা বারাঙ্গনা হীন হেয়াচার।
রামকৃষ্ণ-ভক্তি যেথা আরাধ্য আমার॥
ভক্তের ভজনা কর ভক্তি মাত্র ধন।
ভজ ভক্ত পূজ ভক্ত ভক্তির কারণ॥
ভক্ত মাত্রে এক জাতি সামাজিকে নানা।
সুবর্ণ অধম অঙ্গে তবু তাহা সোনা॥
ভক্তির আধার পাত্র প্রভুর আলয়।
শ্রদ্ধেয় প্রপূজনীয় যেখানে না রয়॥
রমণী নামক বেশ্যা দক্ষিণসহরে।
বাৎসল্যের চক্ষে দেখে প্রভু গুণধরে॥
মা বলিয়া তাহারে সম্ভাষে প্রভুবর।
ত্রাতা পাতা জগতের অখিল-ঈশ্বর॥
কি বড় ভাগ্যের কথা বুঝে দেখ মন।
বিশ্বে ভাগ্যবতী হেন আছে কয় জন॥
চাউল-কলাই-ভাজা লুকায়ে বসনে।
রমণী প্রভুর হাতে দিত সযতনে॥
ফুল্লমনে পদ্মাননে হাস্যসহকার।
সাদরে গ্রহণ প্রভু কৈলা কত বার॥
কার সঙ্গে রমণীর তুল্য ত্রিভুবনে।
চরণের রেণু আশ করে এ অধমে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি অমৃত-ভাণ্ডার।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভব-জলধিতে পার॥
সংসারের সুখে দুখে পেতে দিয়া ছাতি।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

এইবার ব্যয় দেখে হয় হুলস্থুল।
মূল তার হিসাবেতে ঠিকে ছিল ভুল॥
সেই হেতু কালীপদ দানা আখ্যা যাঁর।
হুট্‌কো গোপালে করে মিষ্ট তিরস্কার॥
তুমুল হইল দ্বন্দ্ব ক্রমে পরিশেষে।
নরেন্দ্র বিদিত তাহা কৈল পরমেশে॥
নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল্ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥
এত শুনি গুণমণি কন আর বার।
গৃহীদের টাকাকড়ি লইও না আর॥
টানিয়া লইব না কি ইন্দ্রনারায়ণে।
প্রচুর সম্পত্তি ধন তাহার ভবনে॥
কিছুক্ষণ বিচারিয়া পুনঃ প্রভু কন।
কাজ নাই করে ইন্দ্র যবনী-গমন॥
তার পর বলিলেন হৃদয়বিহারী।
ডাকিয়া আনহ সেই খোট্টা মাড়োয়ারি॥
খোট্টা মাড়োয়ারি এক ধনের ঈশ্বর।
বড়বাজারেতে তার অট্টালিকা ঘর॥
বহু কাল হইতে বাসনা মনে মনে।
যোগাইতে অর্থপাতি প্রভুর সেবনে॥
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভগবান।
পুরাতে বাসনা তার করিলেন নাম॥
খবর পাইয়া সেই খোট্টা মাড়োয়ারি।
গোচরে হাজির সঙ্গে লয়ে টাকাকড়ি॥
সম্মুখে দেখিয়া টাকা প্রভুদেব কন।
আমি না করিব তব কাঞ্চন গ্রহণ॥
করযোড়ে কহে তেঁহ বিনয় বচনে।
আনিয়াছি মহারাজ তোমার কারণে॥
ফিরিয়া লইয়া যাই শক্তি নাই গায়।
এত বলি টাকা রাখি ফিরিয়া পালায়॥
সম্মুখে টাকার গাদা দেখি প্রভুবর।
ভক্তগণে আজ্ঞা শীঘ্র কর স্থানান্তর॥
যথা আজ্ঞা সেবকেরা চলিলা সত্বরে।
রাখিয়া আসিল কাছে মহিমের ঘরে॥
ব্যয়ের কি হবে তবে বিচারিয়া মনে।
গিরিশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে॥
মহাভক্ত শ্রীগিরিশ বিশ্বাসের বীর।
বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির॥
শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ।
প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ॥
একা যোগাইব ব্যয় ভয় কিবা তায়।
নহি ভীত যদি মোর ভিটামাটি যায়॥
গিরিশের বাক্যে হয়ে সাহসে পূর্ণিত।
সেই সঙ্গে কৈলা পণ সেবকেরা যত॥
গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব।
লাঠি-শোটা লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব॥
যুক্তিমত পর দিনে নিত্যনিরঞ্জন।
বসিলেন দ্বারদেশ রক্ষার কারণ॥
মহাবীর বলবান লাঠি-শোটা হাতে।
মাথায় পাগড়ী বাঁধা সুন্দর দেখিতে॥
চিরুণি আরশি সঙ্গে রামায়ণপুঁথি।
ভোজপুরী দ্বারীদের যে প্রকার রীতি॥
দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে।
দরশনে আসে যারা সবে যায় ফিরে॥
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র।
কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র॥
অতুল ফিরিয়া গেলা গিরিশের ভাই।
ছোটখাট কত ফিরে সংখ্যা সীমা নাই॥
শ্রীঅতুল অভিমানে করিলেন পণ।
আটক করিল দ্বারে নিত্যনিরঞ্জন॥
যদি তেঁহ আপনি আসিয়া মোর ঘরে।
ডাকিয়া লইয়া যায় প্রভুর গোচরে॥
তবে যাব নৈলে আর এ জনমে নয়।
এই দৃঢ় পণ মোর রহিল নিশ্চয়॥

প্রভুর অবস্থা এবে বর্ণনার নয়।
তেমন সুন্দর তনু দিনে দিনে ক্ষয় ॥
এ সময় দুগ্ধমাত্র কেবল আহারে।
এক পোয়া দিলে যায় ছটাক উদরে ॥
বদনের কান্তি কিবা মনের আনন্দ।
তিলেকের তরে নাই এক তিল বন্ধ ॥
বিয়াধি অসাধ্য কেহ কহিলে গোচরে।
উত্তর প্রভুর এই আনন্দের ভরে ॥
"পীড়া জানে দেহ জানে রে আমার মন।
অবিরত রহ তুমি আনন্দে মগন ॥"
দেহাতীত মনখানি প্রভুর আমার।
অনুগত বশীভূত ইচ্ছামত তাঁর ॥
জীবের কল্যাণে মাত্র দেহেতে কদর।
দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাগর ॥
মহানন্দময় নিজে আনন্দের খনি।
প্রভুর বারতা প্রভু জানেন আপনি ॥
বিষণ্ণ হইতে তিনি নাহি দেন কারে।
দেখিলে আনন্দ তাঁয় বহে শতধারে ॥
ভকত-রঞ্জন ভাব প্রাবল্যের বলে।
ভক্তবর্গ ভাসে সদা আনন্দ-সলিলে ॥
আনন্দে নরেন্দ্রনাথ সহচর সনে।
কাটেন রজনী গোটা সাধন-ভজনে ॥
দিনমানে গীত-বাদ্য অবিরত চলে।
সতত আনন্দে মগ্ন প্রভুর কৌশলে ॥
প্রভুর গলার হার অন্তরঙ্গগণে।
তাঁহারাও চিরদাস প্রভুর চরণে ॥
প্রাণে প্রাণে টানাটানি প্রেম-সমন্বিত।
পরস্পর পরস্পরে বিরামরহিত ॥
আঁখির আড়াল যদি তিলেকের তরে।
তাহাও বিরহ হেন ভাব পরস্পরে ॥
গৃহীরা সংসার-কর্ম্মে রহে স্থানান্তর।
মনখানি কিন্তু হেথা প্রভুর গোচর ॥
অহেতুক ভালবাসা কর্ম্ম স্বার্থহীনে।
প্রত্যক্ষ দেখিনু আগে শুনা ছিল কানে ॥
আগোটা লীলার মধ্যে প্রভু অবতারে।
দেখা শুনা হৈল যাহা উদ্যানভিতরে ॥
অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব কহিবার নয়।
অবাক হইনু দেখে এমন কি হয় ॥
সে সকল এ ধরার নহে কারখানা।
একমাত্র ভক্তে আর ভগবানে জানা ॥
দেন প্রভু ভুঞ্জে ভক্ত প্রেমানন্দরোল।
অন্তরে অন্তরে স্রোত বাহ্যে নাই গোল ॥
লোকের বাজার নাই এখন গোচরে।
দেখিয়া দারুণ ব্যাধি সবে গেছে সরে ॥
সন্দেহ-উদয় মনে তাঁদের এবার।
দারুণ বিয়াধি কেন যদি অবতার ॥
নানা জনে নানা ভাবে নানা কথা কয়।
শুনিলে স্মরিলে পরে বিদরে হৃদয় ॥
কলুষ মানুষ-বুদ্ধি দোষ কিবা তায়।
এসেছিল দূরে গেল প্রভুর ইচ্ছায় ॥
লীলা-অবসান-কাল দেখিয়া গোঁসাই।
করিলেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই ॥
তে সবারে একত্তরে লইয়া নির্জ্জনে।
নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্ব কন সঙ্গোপনে ॥
অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী কেহ গৃহস্থের জাতি ॥
ভাব-ভেদে উভয়েই ভিন্ন উপদেশ।
যাহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ ॥
প্রভুর কৌশল এক ইহার ভিতরে।
জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে।
তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
যে রস যাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর ॥
কাহারে বা দেন ধরা সময়-বিশেষে।
রূপান্তর-প্রদর্শন সন্দেহ-বিনাশে ॥
শুন দিনেকের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রীঅতুল গিরিশের সহোদর যিনি ॥
নাড়ীজ্ঞান বড় তাঁর সেই সে কারণে।
প্রভুর প্রবল পীড়া দেখি এক দিনে ॥

ভয়ে দেহে ঝরে ঘাম অন্তর সভীত।
হেনকালে শরৎ উপরেতে উপনীত ॥
অমনি শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
নাড়া দিয়া খুলিলেন মুখের কাপড় ॥
অতুলে দেখিয়া তবে করেন জিজ্ঞাসা।
তুমি যে গো এখানে কখন হৈল আসা ॥
নীচে গিয়া বিশ্রাম করহ এইবারে।
শরৎ আমার নিকট থাকিবে উপরে ॥
মরি কি প্রভুর রঙ্গ স্বগণসহিত।
সুধার-আসার রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত ॥
এক দিন গৃহত্যাগী ভক্তগণে কন।
তোদের ভিক্ষার অন্ন ভোজনেতে মন ॥
স্নেহ-প্রেমপরিপূর্ণ শ্রীবাক্য শুনিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে উল্লাসে ভরিয়া ॥
প্রধান নরেন্দ্রনাথ বাল মহেশ্বর।
পরদিনে প্রাতঃকালে সঙ্গে সহচর ॥
আনন্দ-অন্তর তবে সাজিলা ভিক্ষায়।
প্রথমে মাগিলা ভিক্ষা গুরুদারা মায় ॥
জগতপালিকা দেবী জগত-জননী।
ভিক্ষাপাত্রে ষোল-আনা দিলেন আপনি।
উদ্যান হইতে পরে বাহির হইয়া।
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা আনিলা মাগিয়া ॥
তামা-রূপা-তণ্ডুলাদি ভিক্ষার জিনিস।
নয়নে দেখিয়া প্রভু পরম হরিষ ॥
সেই তণ্ডুলের মণ্ড তরল তরল।
খাইয়া বলেন প্রভু পরাণ শীতল ॥
ঈশ্বরের নরলীলা যাই বলিহারী।
শুক ব্যাস ভাগবত বর্ণনাধিকারী ॥
কি কহিতে পারি মুই অতি তুচ্ছ ছার।
বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন হেয় দাস অবিদ্যার ॥
রাজেন্দ্র ডাক্তার করে চিকিৎসা এখন।
উপশম নহে ব্যাধি পূর্ব্বের মতন ॥
দিন দিন তনুক্ষীণ আকার বিকার।
ভক্তগণে আনাইলা সাহেব ডাক্তার ॥
ব্যাধি পরীক্ষিয়া তেঁহ শ্রীগোচরে কয়।
বাড়িয়া গিয়াছে আর আরোগ্যের নয় ॥
সাহেব চলিয়া গেল ছেড়ে দিয়া হাল।
অতঃপর আসিলেন শ্রীনবীন পাল ॥
সুবিজ্ঞ ডাক্তার তেঁহ দেহে বহু গুণ।
ব্যবসায়ে পক্বকেশ চিকিৎসা-নিপুণ ॥
যুক্তি-পরামর্শ করি রাজেন্দ্রের সনে।
চিকিৎসা আরম্ভ কৈলা ব্যাধি-বিনাশনে ॥
আইল ফাগুন মাস এবে দোল লীলা।
ঘরে ঘরে করে লোক আবিরের খেলা ॥
শ্রীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙ্গগণে।
একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে ॥
এইখানে আবিরের করি আয়োজন।
আরম্ভিল নৃত্য-গীত আনন্দে মগন ॥
বসনাদি সহ সব ভক্তে লালে লাল।
উচ্চরোল বাজে তালে খোল-করতাল ॥
অবশেষে মাতোয়ারা ভক্ত যুথে যুথে।
বাহিরে আইলা হেথা উদ্যানের পথে ॥
যে মন্দিরে প্রভুদেব চারিধারে তার।
সুন্দর সড়ক পথ অতি পরিষ্কার ॥
সেই পথে উপনীত হয়ে ভক্তগণ।
নাচে গায় শ্রীমন্দির করিয়া বেষ্টন ॥
মহৎ প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর।
উঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর ॥
দ্বিতলে দেওয়াল ধরি পথে গবাক্ষের।
দাঁড়ায়ে দেখেন নৃত্য-গীত ভক্তদের ॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ করে ঝলমল।
ভক্ত-মন-বিমোহন আনন্দের স্থল ॥
ভক্তদের লক্ষ্য হৈল প্রভুর উপরে।
প্রেমানন্দ-বিবর্দ্ধন গবাক্ষের ধারে ॥
নিরখি আনন্দময়ে সবে মাতোয়ারা।
অন্তরে ছুটিল যেন শতেক ফোয়ারা ॥
শরীর হইল মহাবলের আধান।
আনন্দের ধ্বনি করি ফাটায় বাগান ॥

শয্যাগত রোগী যেন অন্ধকার ঘরে।
হামা দিয়া কোন বস্তু অন্বেষণ করে॥
প্রভুকে বিদিত কৈল ভকতনিচয়।
ধ্যানীর অবস্থা কিবা মুখে কিবা কয়॥
আজ্ঞামত ভক্তবর্গে ধরিয়া ধ্যানীরে।
উপরে লইয়া যান প্রভুর গোচরে॥
বাহু ঠেঠা দিয়া তাঁরে কন ভগবান।
এই সেই বস্তু যার করহ সন্ধান॥
দেহভাববিলুপ্ত সমাধি নাম এর।
অপরের কথা কি দুর্ল্লভ যোগেশের॥
"সমাধির ঘর এবে রৈল আঁটা তোলা।
আগে কব কর্ম্ম মোর পরে পাবে খোলা"
কর্ম্ম মানে এইখানে প্রচার প্রভুর।
এ কাজে সুযোগ্য জন নরেন্দ্রঠাকুর॥
প্রভুর অধিক শক্তি ইঁহার ভিতরে।
সবিশেষ পরিচয় ক্রমে পাবে পরে॥
প্রচারেতে শক্তিপ্রাপ্ত অগ্রে কয় জন।
পূর্ব্বেকার কথা এবে কহি শুন মন॥
পীড়াগ্রস্ত হইবার কিছুকাল আগে।
একদিন প্রভুদেব আবেশের বেগে॥
বলিলেন মা কালীকে সম্বোধন করি।
মা আমি কাহব কত আর নাহি পারি॥
বিজয় মহেন্দ্র রাম গিরিশ কেদার।
এই কয় জনে কর শক্তির সঞ্চার॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অন্য লোকজনে।
চাষ দিয়া হৃদি ক্ষেত্রে আনিবে এখানে॥
আমি মাত্র একবার করি পরশন।
তাদের করিয়া দিব কার্য্য সমাপন॥
কি তোরে কহিব মন প্রভুদেব কেবা।
বাঞ্ছা পূর্ণ ধ্রুব কর ভক্ত-পদসেবা॥
অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ এইমত করি।
অতীত হইল প্রায় মাস তিন চারি॥
এখন দেখিলে তাঁরে চেনা নাহি যায়।
এমত অবস্থাপন্ন হইলেন রায়॥

তথাপি ভরসা আশা সকলেই করে
পীড়াতে বিমুক্ত প্রভু হইবেন পরে॥
এক দিন প্রভুদেব নিরঞ্জনে কন।
"দেখ্‌রে অবস্থা এক এসেছে এখন॥
যে কেহ দেখিবে মোরে হেন অবস্থায়।
সে হবে জীবনমুক্ত মায়ের ইচ্ছায়॥
কিন্তু সেই সঙ্গে কথা বুঝিও নিশ্চয়।
পরমায়ু অধিক হইবে মোর ক্ষয়॥"
শ্রীবাণী শুনিয়া তবে নিত্যনিরঞ্জন।
হাতে লাঠি দ্বারদেশে বসিল তখন॥
দিনেরেতে সতত সতর্কভাবে থাকে।
আসিতে না দেন কোন বাহিরের লোকে।
অবোধ্য যে জন তাঁর অবোধ্য সকল।
অতলের কোন্ কালে কেবা পায় তল॥
সিন্ধুর তরঙ্গরাজি বিন্দুর আধারে।
কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া ধাতার ধাতু ছাড়ে॥
এত যে আসিল লোক প্রভুর নিকটে।
ষোল-আনা পাঁচসিকা বুদ্ধি-বল ঘটে॥
নানাশাস্ত্রবিদ্যাবিদ্ সিদ্ধ সাধনায়।
কেহই বুঝিতে কিছু পারিল না তাঁয়॥
অদ্ভুত যেমন প্রভু অদ্ভুত তেমন।
নিজে যেন সেইমত অঙ্গের গঠন॥
কার্য্যাদি তদনুরূপ বুঝিবার নয়।
সরল হইয়া হৈলা বাঁকা অতিশয়॥
কঠিন যেমন তেন আবার কোমল।
গাম্ভীর্য্যে সুমেরু শিশু-সমান চঞ্চল॥
ন্যায়পরায়ণতায় নিক্তির ওজন।
দয়ায় জীবের তরে প্রাণ সমর্পণ॥
বিধানে বিধানাতীতে পূর্ণত্ব সমান।
বিশ্বের মঙ্গলে একা মঙ্গলনিদান॥
দেহের গড়নে নাই সাধারণ রীত।
বুঝিতে নারিল এত এতো ব্যাধিবিৎ॥
পাইল না নাগাল কেহই বিয়াধির।
সুদূরে সাহস কাছে দেখে বুদ্ধি স্থির॥

এক দিন শ্রীযোগীনে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
পঁচিশে হইতে পাঠ কর পঞ্জিকার॥
দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র যেমন।
সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রভু করিলা শ্রবণ॥
পয়লা ভাদ্রের কথা আরম্ভে গোঁসাই।
বলিলেন থাক আর পাঠে কাজ নাই॥
আর দিন বিধিমত ক্রিয়া-সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশ জনে॥
নরেন্দ্র যোগীন লাটু নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম কালীচন্দ্র বণিকনন্দন॥
সুন্দর শরৎ শশী ও তারক ঘোষাল।
শেষ জন নাম যাঁর মুরুব্বি গোপাল॥
রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে॥
এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার খাস তোরা হইবে না হানি॥
এ সময় কিছু দিন ক্রমান্বয়ে প্রায়।
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কন প্রভুরায়॥
"দেখ কি আশ্চর্য্য এক করি দরশন।
সুবিশাল ময়দানে শিশু এক জন॥
নানাবিধ রত্ন মণি গাদা চারিধারে।
যারে যারে ইচ্ছা তায় বিতরণ করে॥"
এই সব মহাবাক্যে কিবা গূঢ় মানে।
সহজে বুঝিবে লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনে॥
আর দিন শশীকে কহেন প্রভুরায়।
ডাকিয়া আনিতে গুরু-দারা-জগন্মায়।
বুদ্ধিমতী তিনি তাঁরে করিতে জিজ্ঞাসা।
কি উপায় হইবে হইল হেন দশা॥
ব্রহ্মজ্ঞানে অবিরত এবে প্রভুরায়।
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা কথায় কথায়॥
দেখ গো জানি না মোর কহ কি কারণে
সর্ব্বদাই ব্রহ্মভাব-উদ্দীপনা মনে॥
দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন।
সংগোপনে দেবেন্দ্র কহেন এক দিন॥
প্রবল বাসনা সদা উঠিছে অন্তরে।
সমাধিস্থ হয়ে থাকি সপ্তমের ঘরে॥
একত্রিশে সংক্রান্তিতে শ্রাবণ মাসের।
বার শ তিরানব্বই সাল রবিবার॥
বড় বিপদের দিন অতি ভয়ঙ্কর।
নিত্যধাম যাইবেন লীলার ঈশ্বর॥
পরিহরি লীলাধামে সাঙ্গোপাঙ্গগণে।
শ্রীপ্রভুর মহালীলাপ্রচার-কারণে॥
দিনমান গেল এল বিকালের বেলা।
উদ্যানের মধ্যে বহু ভক্তদের মেলা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা আজি বর্ণন-অতীত।
ক্ষয়-নাড়ী মাঝে মাঝে চালনা-রহিত॥
উপনীত চিকিৎসক হৈল হেনকালে।
ভক্তেরা লইয়া তাঁরে চলিলা দ্বিতলে॥
ডাক্তার নবীন পাল নাড়ী পরীক্ষিয়া।
বুঝিতে নারিল কিছু বিশেষ করিয়া॥
দিনের অবস্থা তাঁরে কন প্রভুরায়।
দেখ গো আমার যেন প্রত্যেক শিরায়॥
চলিতেছে গরম জলের পিচকারি।
অতিশয় অঙ্গ জ্বলে সহিতে না পারি।
নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেকে করিল।
প্রকৃত অবস্থাখানি বুঝিতে নারিল॥
একাকী অতুলকৃষ্ণ ক্ষয়নাড়ী কয়।
এমত অবস্থাপন্নে পরাণ সংশয়॥
ভবনে গমন-কালে কন ভক্তগণে।
সচকিত থাকিতে প্রভুর সন্নিধানে॥
সন্ধ্যার অলপ আগে প্রভু ভগবান।
বোধ করিলেন বুকে হাঁপানির টান॥
দেখাইয়া সেবাপর ভক্তদের দলে।
বলিলেন ইহাকেই নাভি-শ্বাস বলে॥
বিশ্বাস না হৈল কার প্রভুর কথায়।
আনিল সুজির বাটি খাওয়াতে তাঁয়॥
নরেন্দ্রের আজ্ঞামত মুই আজি দিনে।
রাত্রির মতন ছিনু সেবার কারণে॥

যুকতি-উপায় স্থির যে বুদ্ধির বলে।
ব্যাপার দেখিয়া গেছে সেই বুদ্ধি টলে ॥
যে প্রভুর বিদ্যমানে দিবা কি যামিনী।
গগন ভেদিয়া উঠে আনন্দের ধ্বনি ॥
বিপরীত ভাব আজি সবে ম্রিয়মাণ।
অকূল পাথারে মগ্ন আগোটা উদ্যান ॥
কৃষ্ণা প্রতিপদে চাঁদে পূর্ণিমার সাজ।
ছটাঘটা-সহকারে গগনে বিরাজ ॥
সোণার বরণ কর ঢালে রাশি রাশি।
কর-বিতরণে যেন কল্পতরু শশী ॥
মণ্ডল-আকার এক রেখা সুশোভন।
চাঁদের চৌদিকভাগে দিল দরশন ॥
বিচিত্র আসন যেন পাতিল সভায়।
বসাইতে দেবদলে আগত তথায় ॥
হরষে উৎফুল্ল-মন দেবতার পতি।
সম্ভাষিতে প্রভুরায় পোহাইলে রাতি ॥
নিত্যধামে গমনে উদ্যত লীলেশ্বর।
সমাধি-আশ্রয়ে ত্যজি নর-কলেবর ॥
কেহ হাসে কেহ কাঁদে লীলার যে রীত।
হেথা অন্তরঙ্গগণে শোকে আকুলিত ॥
ইতি-উতি ভাবিতে চিন্তিতে রাতি গেল
অরুণ-উদয় ক্রমে প্রভাত হইল ॥
হেথা গত রেতে কালীপুরীর ভিতর।
অদ্ভুত ঘটনা কিবা শুন অতঃপর ॥
রাত্রিকালে মা-কালীর লুচিভোগ রীত।
যে কোন কারণে তাহা হয়েছে স্থগিত ॥
পুরীতে পূজারী বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সুন্দর বন্দোবস্ত সত্ত্বে এরূপ ঘটন ॥
অতি আশ্চর্য্যের কথা কারণ ইহার।
নিজ মনে আন্দোলনে পাবে সমাচার ॥
এখানে সহর-মধ্যে ঘটনা রাত্রির।
দ্রুতগতি ছুটে যেন মন্ত্রপূত তীর ॥
ভক্ত উপভক্ত যেবা আছিল যেখানে
জুটিতে লাগিল ক্রমে এখানে বাগানে ॥
ভক্তিমতী কুলবতী কুলের ললনা।
দর্শনলোলুপ ঘরে নাহি মানে মানা ॥
চারিদিকে উঠে খালি হাহাকার রব।
যে শুনে সে হয় যেন জীবন্তেতে শব ॥
ভক্তগণ এখনো আছেন প্রত্যাশায়।
যদ্যপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীরায় ॥
বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাপ্তেন যে জন।
আট বাজে বাগানে দিলেন দরশন ॥
সমাধির ধারা তাঁর বিশেষিয়া জানা।
অবস্থা বুঝিতে কৈল ক্রিয়ার সূচনা ॥
শ্রীপৃষ্ঠের শিরদাঁড়া তাহার উপর।
গব্যঘৃত মালিস করেন নিরন্তর ॥
কিছু পরে লক্ষণে বুঝিলা নির্দ্ধারিত।
এখনো সমাধি-দেহ আছয়ে জীবিত ॥
এই দেহে যদি কেহ অগ্নি-ক্রিয়া করে।
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপ তাহার উপরে ॥
এত বলি নীরব হইয়া উপাধ্যায়।
বসিয়া রহিল হস্ত স্থাপিয়া মাথায় ॥
দুপুর হইয়া প্রায় ঘণ্টার অতীত।
হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত ॥
পরীক্ষা করিয়া কন বিষাদে বিভোর।
দেহত্যাগ হইয়াছে আধঘণ্টা জোর ॥
ভক্তবর্গে ভর দিয়া কথায় তাঁহার।
শেষকর্ম্ম-সম্পাদনে করেন যোগাড় ॥
সুন্দর শয্যার সহ মূল্যবান খাট।
ধূপ-ধুনা গন্ধ-দ্রব্য চন্দনের কাঠ ॥
প্রয়োজনাতীত ঘৃত বসন সুন্দর।
বিস্তর ফুলের গোড়ে মালা মনোহর ॥
দিবসের শেষভাগে নাবাইয়া রায়।
চন্দনে চর্চ্চিত কৈলা রাখিয়া খট্টায় ॥
ফুলের মালায় বিভূষিত তনুখানি।
এ সজ্জা ভীষণতর না যায় বাখানি ॥
অতি বিষাদিত-চিত মহেন্দ্র ডাক্তার।
বলিলেন শ্রীপ্রভুর হেন অবস্থার ॥

শ্রীঅস্থি কলসী-মধ্যে আছয়ে এখন।
ইহার সমাধি কথা হৈল উত্থাপন॥
নিরূপিত ঠাঁই আর ঠিক নাহি হয়।
সচিন্তিত ভক্তবর্গ অবিরত রয়॥
সব কর্ম্মে সদাশয় রাম আগুয়ান।
কাঁকুড়গাছিতে আছে তাঁহার বাগান॥
সেইখানে বহু পূর্ব্বে প্রভুর গমন।
মনের মতন স্থান অতি নিরজন॥
তুলসীকানন এক তাহার ভিতর।
দেখিয়া বড়ই খুসী প্রভু গুণধর॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই ঠাঁই বারবার।
স্থানের মাহাত্ম্য-গুণে কৈলা নমস্কার॥
সেই কথা রামের পড়িয়া গেল মনে।
প্রকাশ করিয়া কন সবা-সন্নিধানে॥
রাম কহে তুলসী-কানন-অংশ যত।
সমাধির তরে দিব হইনু স্বীকৃত॥
সন্ন্যাসীরা রহে যদি বাগানভিতর।
সমর্পণ করিব আছয়ে এক ঘর॥
কিন্তু যেইমত তথা নিয়ম-আইন।
থাকিতে হইবে সবে তাহার অধীন॥
সে কথা শুনিয়া কহে সন্ন্যাসী সকলে।
চাই সমাধির ঠাঁই জাহ্নবীর কূলে॥
বানাইয়া দাও মঠ অবশ্য থাকিব।
স্বাধীন সন্ন্যাসী নাহি আইন মানিব॥
গৃহীদের মধ্যে একা কার্য্যকারী রাম।
মুক্তহস্ত চাই ভক্ত সবার প্রধান॥
সব কর্ম্মে অগ্রসর কর্ত্তৃত্বাভিমানে।
অন্য যত সহকারী রামের পেছনে॥
রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি।
কোথায় এতেক টাকা-কড়ি পাব আমি॥
বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে দুই দলে।
চারি পাঁচ দিবস ক্রমশঃ গেল চলে॥
শ্রীপ্রভুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি।
কিন্তু এই কর্ম্মে বেশী রামের বিকুলি॥

সন্ন্যাসী বালকবর্গে বুঝায়ে বিহিত।
কাঁকুড়গাছিতে মত কৈল স্থিরীকৃত॥
সমাধি-দিনের ঠিক পূর্ব্বেকার রেতে।
কলসী পাইল তবে আপনার হাতে॥
ভবনে লইয়া গেলা ভক্তবর রাম।
যার জন্য ছয় দিন তুমুল সংগ্রাম॥
পর দিন প্রাতে সংকীর্ত্তনের সহিত।
গৃহী ও সন্ন্যাসী সবে হইয়া মিলিত॥
কলসী ধরিয়া শিরে সহ সংকীর্ত্তনে।
চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে॥
তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর।
কলসী সমাধিগত গর্ত্তের ভিতর॥
তবে তদুপরি করি বেদির সূচনা।
ক্রমশঃ হইল পরে মন্দিরস্থাপনা॥
নিত্য নিত্য ভোগরাগ যেইমত বিধি।
কালে কালে পর্ব্বোৎসব হয় অদ্যাবধি॥
এখানের কাজকর্ম্মে যত হয় ব্যয়।
একাকী যোগায় রাম আর কেহ নয়॥
সমাধির পরে নানা ঘটনার জন্য।
রামে সন্ন্যাসীতে হয় মনের মালিন্য॥
নাহি হন রাজি তাঁরা থাকিতে এখানে।
কর্ত্তৃত্বাভিমানী রাম তাঁহার অধীনে॥
প্রভুর কৌশল কিবা শুন অতঃপরে।
সুরেন্দ্র প্রভুর ভক্ত বহু অর্থ ঘরে॥
শ্রীনরেন্দ্রজীকে তেঁহ কন সংগোপনে।
মঠ বানাইব যদি থাক সেইখানে॥
এত বলি গঙ্গাতীরে বরাহনগরে।
মঠের পত্তন কৈলা ভাড়াটিয়া ঘরে॥
অতি পরিসর বাড়ী উত্তর-দক্ষিণে।
মুন্সিদের ভাঙ্গা-বাড়ী সাধারণে জানে।
শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সকল।
শয্যা বস্ত্র পাদুকাদি হুঁকা সহ নল॥
সাজাইয়া যথাস্থানে যত্নসহকারে।
শ্রীমূর্ত্তি সহিত শশী নিত্যসেবা করে॥

সে দিনের লীলা-পুঁথি করিয়া শ্রবণ।
জানি নাই জননীর কি হইল মন॥
আশীষ করিলা মোরে দুই হাত তুলি।
যত ইচ্ছা লিখ পুঁথি এই কথা বলি॥
বারবার কত কৃপা করিলা জননী।
বাহুল্য বর্ণন করা সে সব কাহিনী॥
লীলা-গীতি-বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা॥
যে যে সব ভক্তদের অপার করুণা।
যে বলে পাইনু পুঁথি মিটিল বাসনা॥
বন্দনা করিয়া তে সবার শ্রীচরণ।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি করি সমাপন॥
প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হৈল প্রভু-দরশন॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
দ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর।
দিলা যেবা গুহ্য গুহ্য লীলার খবর॥
অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়া আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
তৃতীয়তঃ যোগানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী।
আমার উপরে যাঁর কৃপা রাশি রাশি॥
করুণ প্রার্থনা যেবা কৈলা বারেবারে।
জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে॥
স্বার্থশূন্য প্রীতি স্নেহ কৈলা যে আমায়
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
চতুর্থ যে জন তিনি নিত্যনিরঞ্জন।
সদা আস্যে হাস্যরাশি সুসরল মন॥
পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলী।
বিতরিয়া সুদুর্লভ চরণের ধূলি॥
সার্থক জীবন মম যাঁহার কৃপায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
শেষে রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশশী ঠাকুর।
সতত উন্মত্ত যিনি সেবায় প্রভুর॥
লীলাতত্ত্ব সিন্ধুতীরে দিলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥

সায় এইখানে রামকৃষ্ণলীলা-গান
বদনে সকলে বল রামকৃষ্ণ-নাম॥

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

অম্বর (ভ্রাতৃপুত্র)—২

অক্ষয়কুমার সেন—(৯), ৫৬-৫৭, ৭৮, ৩৯৭, ৪২৬, ৪৬৭, ৪৮৩, ৫১৬-১৭, ৫২৩, ৫৬৩, ৫৭৯, ৫৮১, ৬০০, ৬০৬-৭, ৬২০-২১, ৬২৫-২৬

অঘোর (ব্রাহ্ম সাধু)—৩১৮

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—৪৩৭, ৪৭৩-৭৫, ৫১৩, ৬০৭, ৬১১-১৬, ৬২০

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী—লাটু দ্রষ্টব্য

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী—গোপাল শূর দ্রষ্টব্য

অধর সেন—৩৪১, ৪৪১

অভেদানন্দ, স্বামী—কালীচন্দ্র দ্রষ্টব্য

অমৃত (ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের পুত্র)—৪৮০, ৫৮৭, ৫৯৫

অমৃতলাল বসু—২৫৪

অশ্বিনীকুমার দত্ত—২৯৩

আই ঠাকুরাণী—১-৯, ১২-১৪, ১৮, ২৬, ৩২, ৫১, ৫৩, ৯০, ৯৯, ১৪২, ১৫২, ১৬৮, ১৭৭-৭৮, ১৯৪, ১৯৫, ২৯৯, ৪২০

আবদুল ওয়াজিদ—৩৯৫

ইন্দ্রনারায়ণ—৬১১

ঈশান মুখুয্যে—৩৫৪, ৩৭৩-৭৪, ৫৮৪, ৫৮৬

ঈশ্বরকোটি—৪২৭, ৫৭১-৭২, ৬০৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৩৫৪, ৩৫৬, ৩৬০

উইলিয়ম—৩৭০

উপেন্দ্র মজুমদার—৬০৭

উপেন্দ্র মুখুয্যে—৪০৫, ৫৩৩

উপাধ্যায়—বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য

ওয়াডসওয়ার্থ—৩৭০

কবীর—৩৭৬, ৪১৮

কাত্যায়নী (ভ্রাতৃকন্যা)—২

কাল পাগলিনী—৪৭৬, ৬০৯

কালাচাঁদ মুখুয্যে—৫৩৮

কালী মুখুয্যে—৪০৩, ৫১৩

কালীচন্দ্র—৫০০, ৫০১, ৫৫৭-৮, ৫৭৮, ৬০৪, ৬২০, ৬২৫

কালীপদ ঘোষ—৩৭১, ৪৭০-৭২, ৪৭৫, ৫১৩, ৫৭৫, ৫৭৭-৭৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬১০-১১

কালীর মা—১৯৫

কালোমেয়ে—১৭৬

কাশীপুর—৬০৩-৯

কাশীশ্বর মিত্র—২৪৪, ৩৩৮

কিশোরী (বিটল বামুন)—৩৮৬, ৪৬৮

কিশোরী গুপ্ত—৪০৫

কৃষ্ণকিশোর—৮৭

কৃষ্ণদাস পাল—২৯০-৯২

কেদারচন্দ্র চাটুয্যে—২৮৩, ২৯৪, ৩৪২-৪৩, ৪৪৫, ৪৬৫, ৪৭৫, ৫১৩, ৫৭৮, ৬১৮

কেশবচন্দ্র সেন—১৫৮-৫৯, ২২১-২৪, ২৩১-৩৫, ২৪৭, ২৫২-৫৫, ২৬৬ ৭০, ২৮৩, ২৯২-৯৪, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৮-২১, ৩৩২-৩৩, ৩৪৭-৪৮, ৩৭০, ৩৯৪, ৪০৮, ৪৩০-৩৪, ৪৪৫-৪৭, ৪৬০, ৪৮০, ৪৯১, ৫৩৮, ৫৫৩, ৫৯১

ক্ষীরোদ—৪০৩

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—১-৭, ১০-১১, ১৮, ৩২, ৪৩, ৫৩৫

খেতির মা—৩২

খোট্টা মাড়োয়ারী—৩৩৭, ৬১১

গঙ্গাধর ঘটক—২৭৫

গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ—৬৬

গঙ্গাবিষ্ণু লাহা—২৬, ১৮১

গঙ্গা মাই—১৪৯-৫১

গয়াবিষ্ণু লাহা—৮, ১৮১

গাঙ্গুলী (পাচক) ৬০৭

গিরিশ ঘোষ—৩৬, ২৭৫-৭৬, ৩৬৭-৬৮, ৩৮৬-৮৯, ৩৯১-৯৪, ৩৯৬, ৪৩৬-৩৭, ৪৪২-৪৩, ৪৫৬-৫৭, ৪৬০-৬৩, ৪৭০, ৪৭৩-৭৪, ৪৭৯, ৪৯২, ৫০৫-৬, ৫১৩, ৫১৬-১৭, ৫১৯, ৫৩০-৩১, ৫৫৩, ৫৬১, ৫৬৯ ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৭৮, ৫৮২, ৫৯০-৯১, ৫৯৫-৯৬, ৬০০, ৬০৬-৭, ৬১১-১৩, ৬১৬, ৬১৮, ৬২১, ৬২৬

গিরীন্দ্র মিত্র—৩৪৮

গিরিশ সেন—২৫৫

গোপাল—রাখাল দ্রষ্টব্য

গোপাল (কীর্তনীয়া)—২১৫-১৭

গোপাল (বরাহনগর)—৪৫৯

গোপাল শূর (মুরুব্বি)—৪৩০, ৫৯৮, ৬০৪, ৬১২, ৬১৪, ৬২০, ৬২৫

গোপাল (হুটকো)—৪০৩, ৪৭৫, ৬১০-১১

গোপালের মা—২৮৩, ২৯৭, ৩৩৬-৩৭, ৪৬৯

গোলাপ-মা—৪০৫-৭, ৪৩৮-৪০, ৫৫৭-৬০, ৫৭০, ৫৭৮, ৫৯৯, ৬০৪

গোঠ (খোলবাদক)—৫১৭

গোবিন্দ অধিকারী—৩৬৬

বঙ্কুবিহারী—১৪৯

বনয়ারি—৫২৪

বলরাম বসু—২৪, ২৬৬, ২৮২, ২৯৬, ৩০০-২, ৩০৬ ৮, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৬৪, ৩৮৯, ৪০৩, ৪০৫, ৪৪০, ৪৫৫, ৪৬৩, ৪৭৫, ৪৮১-৮২, ৫০৩, ৫১০-১১, ৫১৩, ৫৩৭, ৫৬১, ৫৬৮-৭০ ৫৭৬-৭৮, ৬০৪

বাগবী—২০৭-৯

বাবুরাম—২৬৭, ৩৮৩, ৪৪০, ৪৮২, ৫৭৮, ৬০৪, ৬২০, ৬২৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—২৫৩-৪, ২৮৩, ৩৮১, ৩৯৯, ৪৩২-৩৩, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৭৫, ৫৫৩ ৫৯১-৯২, ৫৯৫ ৬১৮

বিনোদ সোম—৪০১

বিনোদিনী—৪৬১, ৫৯৫-৯৬

বিশালাক্ষী—২৫-২৬

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—১৪৪, ১৪৭, ২৫০-৫১, ২৭৬-৭৯, ২৯০, ৩৪২, ৬২২

বিশ্বেশ্বরী—৪৬১

বিহারী মুখুয্যে—৪০৩, ৪৫৪-৫৫

বিষ্ণু—৩৮০, ৪৫৮, ৪৬০

বীণকার—১৫৩

বৃন্দার মা—৩২

বেণীপাল—২৫৪, ৪১৪, ৪৩১

বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল—সাণ্ডেল দ্রঃ

বৈষ্ণবচরণ—৭৪-৭৬, ৮১-৮২, ১১৪, ১৬৭

ব্রজ বিদ্যারত্ন—৩৬৮

ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী—৫৩৮-৩৯

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী—রাখাল দ্রষ্টব্য

ব্রাহ্ম ১৯৭, ২৪১, ২৮৩, ৩১৮

ব্রাহ্মণী—ভৈরবী ব্রাহ্মণী দ্রষ্টব্য

ভক্ত মা—গোলাপ মা দ্রষ্টব্য

ভগবান দাস—১৬৯-৭০

ভবনাথ—২৮৩, ২৮৭-৮৮, ৫০৩, ৬০৪

ভর্তাভারী—৫৮

ভাই ভূপতি—৩৮৩-৮৫

ভামিনীর মাতা—৩০৭

ভিক্টোরিয়া—৯৪

ভৈরবী ব্রাহ্মণী—৭৩-৭৭, ৮০-৮২, ৮৪-৮৬, ৯৮-৯৯, ১১০ ১১৪, ১২৯-১৩৩, ১৪৬, ১৫০, ২৫৯, ৫৫২

মণি গুপ্ত—৫০১, ৫২৪, ৫৯৫

মণি মল্লিক—২৫৪, ৪৩১, ৫০১

মণি মল্লিকের মেয়ে—৪৭২

মথুরানাথ—৪৫-৪৬, ৬২-৬৩, ৬৬, ৭৫-৮২, ৯১, ৯৩-৯৬, ১০৬-৭, ১০৯, ১১২, ১১৮, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৪০-৪৪, ১৪৬, ১৪৮-৫৮, ১৬৩-৬৫, ১৬৯-৭৫, ১৭৭, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৩, ২০৪, ২৩৩, ২৯৯, ৩০৭, ৩৪৯, ৩৬৮, ৩৯৬, ৪২৫-২৬, ৫৭৮

মধুসূদন, মাইকেল—১৯৭-২০০

মনোমোহন মিত্র—২৪৫-৫১, ২৫৬-৫৯, ২৮৬-৮৭, ৩০৫, ৩০৮, ৩১২, ৩১৭-১৯, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৮-৪৯, ৪২৪, ৪৪০, ৪৬৫-৬৬, ৪৭৫, ৫১৩, ৫৫৬, ৫৬৯

মনোমোহনের মা—২৪৬, ২৫০, ৩১৭, ৩৩৫, ৫৫৬-৫৭

ময়রা (মোদক)—২১০

মহিম চক্রবর্ত্তী—২৮৩, ২৯৫, ৩৪১, ৩৯৭-৯৯, ৪০১, ৪৪৫, ৪৪৮, ৫৩৯, ৫৯২, ৬০৩, ৬১১

মহেন্দ্র পাল (কবিরাজ)—৪৩০, ৬১২

মহেন্দ্র মাষ্টার—৩৪৪-৪৬, ৩৫৪-৫৫, ৪৩২, ৫৩২, ৫৬১, ৫৭৮-৭৯, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৯৯, ৬১২, ৬১৮-১৯

মহেন্দ্র মুখুয্যে—৩৮৬

মহেন্দ্র সরকার (ডাক্তার)—৫৭৮, ৫৮২, ৫৮৪-৯০, ৫৯৩-৯৫, ৬০২, ৬০৪-৫, ৬০৮, ৬২২

মহেশ সরকার—১৫২

মাণিক বাঁড়ুয্যে—১৬-১৭

মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়—৫৩৫

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী—৪৪-৪৫, ৫২-৫৭, ১৩০-১৩৩, ১৭০, ১৭৫-৭৯, ১৯২-৯৩, ২০৫-১১, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০-৪১, ৩৫১ ৫৩, ৩৭৮, ৪০৭, ৪২৬, ৫১৯, ৫৫৭, ৫৯৮-৯৯, ৬০৪, ৬০৯, ৬১৫, ৬২০, ৬২৩, ৬২৫-২৬

মিশ্র—৫৯৬-৯৮

মোদক—২১১-১৩

যজ্ঞেশ্বর—৪০৩, ৫৭০

যতীন্দ্র ঠাকুর—২৮৩, ২৯০

যদু মল্লিক—১২০, ২০০, ২৬৯, ২৯০, ৪৩৯

যদু মল্লিকের মাসী—১২০, ২৮০, ২৯০, ৪৩৯

যোগানন্দ, স্বামী—যোগীন্দ্র দ্রষ্টব্য

যোগীন-মা—২৮৩, ৩০০, ৪০৬-৭

যোগীন্দ্র—২৮৩-৮৬, ৩৮০-৪১, ৩৭৯, ৪০৮, ৫৭৮, ৬০৪-৫, ৬২০, ৬২৫-২৬

যোগেশ্বরী—ভৈরবী ব্রাহ্মণী দ্রষ্টব্য

রঘুবীর—১, ৩-৬, ১০-১১, ২৮, ৮৭, ১২৫, ১৩১, ৫৩৫

রমণী—৬০৯

রাইচরণ—২১৭